Edited by Isan Chandra Ghosh, M. A.

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সুপ্রসিদ্ধ সার উইলিয়ম হাণ্টার এল্, এল্ ডির গ্রন্থ

অবলম্বনে

শ্রীমন্মথ নাথ বিদ্যারত্ন, এম্, এ,

ও

শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ, এম্, এ,

কর্ত্তৃক রচিত।

সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট বুক কমিটি ও শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর

মহোদয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

Eleventh Edition.

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী

1902

মূল্য ১৲ এক টাকা।

Calcutta:
PRINTED BY R. DUTT,
HARE PRESS:
46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
30, CORNWALLIS STREET.
1902.

নূতন সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এবারে গ্রন্থের অধিকাংশ পুনর্লিখিত হইয়া নূতন আকারে প্রকাশিত হইল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নূতন পাঠ্য তালিকার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বঙ্গদেশের একটী ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত গঠিত হইয়াছে। ৫১, ৫২, ৫৩, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১২৫, ১২৬, ১৯০-১৯২, ২০০-২১৯, ২৮১, ২৮২, পৃষ্ঠ পাঠ করিলেই ছাত্রগণ এই ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে পারিবে। ফলতঃ গ্রন্থখানি নির্দ্দোষ ও ছাত্রদিগের সুখপাঠ্য করিবার নিমিত্ত যত্নের ত্রুটি করি নাই।

☞ মূল গ্রন্থে কোন কোন অংশ "বর্জাইস" অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই সমস্ত অংশ মধ্য-ইংরাজী ও মধ্যবাঙ্গালা পরীক্ষার্থিগণ ইচ্ছা করিলে ছাড়িয়া দিতে পারে। পরন্তু যাঁহারা সূক্ষ্মরূপে ইতিহাস আলোচনা করিতে অভিলাষী, তাঁহারা তত্তৎ অংশ পাঠ করিলে অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা,
২৯শে নবেম্বর ১৯০১

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

মোগলসম্রাটদিগের বংশাবলী।

[বন্ধনীর অন্তর্গত খ্রীষ্টাব্দ গুলি সিংহাসনত্যাগের কাল]

তৈমুর লঙ্গ

মীরণ সাহ

সুলতান মহম্মদ

আবু সায়াদ

উমর শেখ

(১) বাবর (১৫২৬ ১৫৩০)

(২) হুমায়ুন (১৫৫৬) — কামরাণ — হিণ্ডাল — আস্করি

(৩) আকবর (১৬০৫) — মহম্মদ হাকিম

(৪) জাহাঙ্গীর (১৬২৭) — মুরাদ — দানিয়াল

খুসরু — পারবেজ — (৫) সাজাহান (১৬৫৮) — জাহান্দার — সারিয়ার

দায়ার বক্স — দারা — সুজা — (৬) আরঙ্গজেব (১৭০৭) (১ম আলমগীর) — মুরাদ

মহম্মদ — আজিম — (৭) বাহাদুর সা, সাআলম (১৭১২) — অকবর — কামবক্স

আজিম উশান — রাফিউল কাদের — (৮) জাহান্দার (১৭১৩) — জাহান সা

(৯) ফেরোকশিয়ার (১৭১৯) — (১২) মহম্মদ সা (১৭.)

(১০) রাফিউদ্দৌলা (১৭১৯) — (১১) রাফিউদ্দারজাৎ (১৭১৯) — (১৩) আহম্মদ সা (১৭৫৪)

বেদার বক্স

(১৪) দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৯)

(১৫) সা আলম (২য়) (১৮০৬)

(১৬) দ্বিতীয় আকবর (১৮৩৭)

(১৭) বাহাদুর সা (১৮০০)

---

* ১৫৪০ হইতে ১৫৫৬ অব্দ পর্য্যন্ত শূরবংশের রাজ্যকাল।

সূচীপত্র।

একাদশ অধ্যায়। ইংরাজাধিকারের দৃঢ়ীকরণ।

দ্বাদশ অধ্যায়। সিপাহী বিদ্রোহ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসনে ভারতের অবস্থা

পরিশিষ্ট।

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

—:০:—

উপক্রমণিকা।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।—ভারতবর্ষ ক্রমান্বয়ে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজদিগের শাসনাধীন হইয়াছে। সুতরাং ইহার ইতিহাসও প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত হইতে পারে। (১) হিন্দু-শাসনকাল;—অতি প্রাচীন সময় হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত। (২) মুসলমান শাসনকাল;—খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত। (৩) ইংরাজশাসনকাল;—খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত।

প্রাচীন ইতিহাসের অসম্পূর্ণতা। হিন্দু-শাসনকালের কোন ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ ইতিহাস নাই। তথাপি বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন, শব্দতত্ত্বের আলোচনা, প্রাচীনকালের তাম্রফলকাদিতে ক্ষোদিত লিপি ও মুদ্রা, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ এবং ভারতবর্ষ-প্রবাসী গ্রীস, চীন প্রভৃতি দেশীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুশীলন করিলে প্রাচীন হিন্দুদিগের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।*

---

* রাজতরঙ্গিণী, মহাবংশ, প্রবন্ধকোষ, বিক্রমাঙ্কচরিত প্রভৃতি কয়েকখানি প্রাচীনকালের খণ্ড ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য।

আর্য্যজাতি। প্রাচীন হিন্দুরা আপনাদিগকে আর্য্যনামে অভিহিত করিতেন। বেদ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা বহুকাল পূর্ব্বে ভারতের কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা গৌরবর্ণ, সুগঠিত, সাহসী ও সভ্য, সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন, এবং ভক্তবৎসল, উজ্জ্বলকান্তি দেবদেবীর উপাসনা করিতেন।

আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শব্দশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা অনুমান করেন যে, আর্য্যজাতি পূর্ব্বে মধ্যএসিয়ায় বাস করিতেন। কালসহকারে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে কতিপয় সম্প্রদায় পশ্চিমাভিমুখে গমনপূর্ব্বক রোম, গ্রীস প্রভৃতি স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন, এবং একটী সম্প্রদায় পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষে বাস করিতে থাকেন ও উত্তরকালে হিন্দুনামে অভিহিত হন। কিন্তু হিন্দুরা উক্ত মত স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন, ভারতবর্ষই তাঁহাদের আদিম বাসস্থান। আর্য্যজাতির আদিম-বাসভূমিসম্বন্ধে উভয় মতই অনুমানমূলক। যাহা হউক, হিন্দু, পারসীক, গ্রীক প্রভৃতি সম্প্রদায়গণ যে এক আর্য্যজাতিরই অন্তর্ভূত, তাহাতে বোধ হয় কোন সন্দেহ নাই।

প্রাচীন আর্য্যগণের রীতিনীতি ও সভ্যতা। যাবতীয় আর্য্যগণ যখন একত্র বাস করিতেন, তখন তাঁহাদের কিরূপ অবস্থা ছিল, সুন্দররূপে নির্ণয় করা কঠিন। শব্দশাস্ত্রের আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, তখন তাহারা লৌহাদি ধাতুর ব্যবহার অবগত হইয়াছিলেন, অসভ্যদিগের ন্যায় জঙ্গলে বা গিরিগহ্বরে বাস না করিয়া গ্রাম বা নগরে, দ্বারযুক্ত গৃহে বাস করিতেন, নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া জলপথে যাতায়াত করিতেন, এবং অশ্ব, গো, কুক্কুর প্রভৃতি কয়েকজাতীয় পশু গৃহে পালন করিতেন।

বশে আনিয়াছিলেন। তখন বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পিতা পরিবার প্রতিপালন করিতেন, মাতা পরিজনের মধ্যে ভোজ্য দ্রব্য বন্টন করিয়া দিতেন এবং দুহিতা গো-দোহন করিতেন। দ্যৌ, অগ্নি, বরুণ, ঊষা প্রভৃতি দেবতাগণ তাঁহাদের উপাস্য ছিলেন।

ভারতবর্ষের এবং ইউরোপের ভাষাসমূহ এক আদিম ভাষার রূপান্তর মাত্র। ভারতবর্ষ ও ইউরোপের আর্য্যভাষাগুলির মধ্যে আপাততঃ অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু ইহারা একই মূল ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সচরাচর পারিবারিক-সম্বন্ধ-জ্ঞাপনার্থ যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উক্ত ভাষাগুলিতে সেই সকল শব্দের মধ্যে অদ্যাপি বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। গঙ্গাতীরে, টাইবার-কূলে বা টেম্স্-পারে যেখানে যাও, প্রায় সর্ব্বত্র পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বসা, বিধবা প্রভৃতি শব্দ আর্য্যভাষাসমূহে প্রায় একই ভাবে উচ্চারিত হয়।

ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের প্রাচীন ধর্ম্মগুলি একই মূলোদ্ভূত। ভারতবর্ষের ও ইউরোপের প্রাচীন ধর্ম্মগুলিও এক আকর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে যে সকল দেবতার উল্লেখ আছে, তাঁহাদের অনেকে গ্রীক এবং রোমাণদিগেরও উপাস্য ছিলেন।

প্রথম অধ্যায়।

প্রাচীনকালের বিবরণ।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

বেদ। হিন্দুদিগের ইতিহাস জানিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথম বেদের আলোচনা আবশ্যক। সমুদয়ে চারি বেদ:—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ। প্রত্যেক বেদের এক অংশের নাম সংহিতা, অপর অংশের নাম ব্রাহ্মণ। এক এক বেদের অনেকগুলি করিয়া ব্রাহ্মণ আছে।

ঋগ্বেদ-সংহিতা। বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রাচীন হিন্দুদিগের সভ্যতা ও রীতিনীতি জানিবার প্রধান সহায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন যে, ইহা হিন্দুদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। ঋগ্বেদ-সংহিতায় সহস্রাধিক মন্ত্র আছে। আর্য্যগণ শত্রুদিগের সহিত রণে জয়ী হইবার নিমিত্ত এবং ধন, ধান্য, দীর্ঘায়ুঃ ও সন্তান লাভার্থ এই সকল মন্ত্র দ্বারা অগ্নি, ইন্দ্র, সবিতা, বরুণ, মরুৎ প্রভৃতি দেবগণের মহিমা কীর্ত্তন-পূর্ব্বক বর প্রার্থনা করিতেন।

ঋগ্বেদ যে কোন সময়ে রচিত হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। হিন্দুদিগের বিশ্বাস, বেদমাত্রেই অনাদি ও অপৌরুষেয়; ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বেদমন্ত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র; তাঁহারা উহা রচনা করেন নাই। ঈশ্বর-প্রমুখাৎ শ্রুত বলিয়া বেদের অন্য নাম শ্রুতি। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ বেদ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ রাখিতেন, শেষে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইহা সঙ্কলিত, লিপিবদ্ধ ও চারিভাগে বিভক্ত করিয়া বেদব্যাস নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস

যে, ঋগ্বেদ-সংহিতা খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল। যদি সঙ্কলনই এত প্রাচীন সময়ে হইয়া থাকে, তবে রচনা যে আরও কত পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে ?

আর্য্যদিগের বাসস্থান। ঋগ্বেদে সপ্তসিন্ধু নামে যে সাতটী নদীর উল্লেখ আছে, সে গুলি সমস্তই আফগানস্থান, পঞ্জাব ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে। সপ্তসিন্ধুর প্রথমটির নাম সিন্ধুমাতা (বর্ত্তমান সিন্ধুনদ), * শেষটির নাম সরস্বতী। ইহাতে বোধ হয় যে, ভারতবর্ষের আর্য্যেরা প্রথমে সিন্ধু ও সরস্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগেই বাস করিতেন। তবে সময়ে সময়ে কেহ কেহ যে দিগ্বিজয় করিবার নিমিত্ত মগধ ও সরযূতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ আছে।

অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ। ঋগ্বেদের সময়ে আর্য্যেরা অনেক সময়ে কৃষ্ণকায় অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন। অনেকে অনুমান করেন, এই আর্য্যগণ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী ; আর্য্যেরা সিন্ধুতীরে বাস করিতে আরম্ভ করিলে, ইহারা পুনঃ পুনঃ বাধা দিয়াছিল। আর্য্যগণ শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন, রণকুশল ও সভ্য ; সুতরাং অনার্য্যগণের অনেকে তাঁহাদের পদানত হইয়া শূদ্র প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুতে পরিণত হয়, অনেকে বা স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত দুর্গম পর্ব্বত ও অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলাদিতে আশ্রয় লইয়া পরিত্রাণ পায়। বর্ত্তমান গারো, কুকি, নাগা, সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি জাতি এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের বংশধর। সম্ভবতঃ ইহারাই পুরাণাদিতে রাক্ষস প্রভৃতি ভয়াবহ নামে বর্ণিত হইয়াছে।

---

* সংস্কৃত 'স' প্রাচীন পারস্য ভাষায় 'হ' রূপে উচ্চারিত হইত। এইজন্য 'সিন্ধু' কথাটী পারসীক জাতির মুখে 'হিন্দু' রূপে পরিণত হইয়াছিল এবং সিন্ধু-তীরবাসী আর্য্যগণ হিন্দু নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সভ্যতা ও রীতিনীতি। ঋগ্বেদের সময়ে ঋষিগণ ও তাঁহাদের অনুচর বর্গ আর্য্য নামে অভিহিত হইতেন, আর কৃষ্ণকায় সম্প্রদায় "দস্যু" নামে পরিচিত ছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীপতি স্ব স্ব পরিবারের পৌরোহিত্য করিতেন। স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা বিলক্ষণ উন্নত ছিল। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে গৃহস্বামী বা দম্পতি * নামে অভিহিত হইতেন; বিশ্ববারা প্রভৃতি বিদুষীরা বেদমন্ত্র প্রকাশ করিয়া দেবতাদিগের পূজা করিতেন। আর্য্যদিগের মধ্যে কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর এবং অপরাপর বহুবিধ শিল্পী ছিল। আর্য্যগণ রথারোহণে যুদ্ধ করিতেন; রথ অশ্বদ্বারা পরিচালিত হইত। তাঁহারা কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নগরে ও পল্লীতে বাস করিতেন, এবং কখন কখন নৌকারোহণে সিন্ধুনদ দিয়া সমুদ্রে গমন করিতেন। পশুই তাঁহাদের প্রধান সম্পত্তি ছিল। কোন অপরাধ করিলে লোকের নির্দ্দিষ্টসংখ্যক পশু দণ্ড হইত। তাঁহারা সোমরস নামক এক প্রকার মদ্য পান ও তদ্দ্বারা দেবদেবীর অর্চ্চনা করিতেন।

(২) ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ। বেদের যে অংশগুলির নাম ব্রাহ্মণ, তাহাও ঈশ্বরবাক্য বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ব্রাহ্মণগুলি গদ্যে লিখিত। কোন্ যজ্ঞে কি কি উপকরণ আবশ্যক, কোন মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, ঐ মন্ত্রের অর্থই বা কি, ব্রাহ্মণসমূহে এই সকল কথার বিচার আছে, আর সেই বিচারের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনারও উল্লেখ আছে।

---

* দম (গৃহ)+পতি=দম্পতি; মনীষাদির ন্যায় সন্ধি। জায়া+পতি= দম্পতি এরূপ সন্ধিবিচ্ছেদ বৈয়াকরণ কল্পনামাত্র।

আর্য্যদিগের বসতিবিস্তার। আর্য্যেরা ক্রমে সরস্বতী নদী অতিক্রম করিয়া কুরুক্ষেত্র, পঞ্চাল (রোহিলখণ্ড) মৎস্য (জয়পুর), শূরসেন (মথুরা), কাশী, কোশল (অযোধ্যা), মগধ (বিহারের দক্ষিণ ভাগ), বিদেহ (বিহারের উত্তরভাগ) এবং কলিঙ্গ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিলেন। তাঁহারা যখন যে প্রদেশ অধিকার করিয়া তথায় বাস করিতেন, তখন সেই প্রদেশই পুণ্য ভূমি বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রথমে সরস্বতী ও দৃশদ্বতী (ঘাঘর) নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে তাঁহাদের জনপদ স্থাপিত হয়। এই ভূভাগ ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে অভিহিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র। ইহার পর ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ ঃ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্চাল, শূরসেন ও মৎস্য রাজ্য ব্রহ্মর্ষি দেশের অন্তর্ভূত। ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ হইতে আর্য্যেরা মধ্যদেশ নামক ভূভাগে বসতি করিতে আরম্ভ করেন। মধ্যদেশের পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র, পূর্ব্বে প্রয়াগ, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত। অতঃপর বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশই তাঁহাদের বাসভূমি হয়। এই প্রদেশেই দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল; সুতরাং ইহা আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ তীর্থস্থান এই অঞ্চলে অবস্থিত। ইহার বাহিরে যে সকল প্রদেশ ছিল, সে গুলি ঋষিগণ সাধারণতঃ ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

চাতুর্ব্বর্ণ্যবিধি। যখন আর্য্যেরা পঞ্জাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এইরূপ রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন, তখন সামাজিক উন্নতি সাধনার্থ পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের হস্তে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের ভার পড়িল। যাঁহারা যজ্ঞাদি দৈবানুষ্ঠানে নিরত হইলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ; যাঁহারা অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়; যাঁহারা ভূমিকর্ষণ ও শিল্প বাণিজ্যাদি অবলম্বন করিলেন, তাঁহারা বৈশ্য; আর যে সকল অনার্য্য আর্য্যদিগের অধীন হইল, তাহারা শূদ্র। বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তিসম্বন্ধে

ঋগ্বেদে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই :—সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন। শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মুখ হইতে জাত বলিয়া ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ; অন্যান্য বর্ণ উৎপত্তি স্থান অনুসারে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উপবীত ধারণ করেন, এবং দ্বিজনামে অভিহিত হন। শূদ্র উপবীত গ্রহণ বা বেদ পাঠ করিতে পারে না, কেবল ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়া বা পুরাণাদি পাঠ করিয়া ধর্ম্মোপদেশ লাভ করে। পৌরোহিত্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও অধিকার নাই। ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে রাজ্যশাসন ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন। *

---

* এস্থলে জাতিভেদের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিবরণ সত্য কি মিথ্যা ইহার বিচার নিষ্প্রয়োজন। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের মস্তিষ্ক-শক্তির আকর : ক্ষত্রিয় তাঁহাদের সশস্ত্র বাহু ; বৈশ্য তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উৎপাদক এবং শূদ্র তাঁহাদের পদানত অনার্য্য দাস। ঋগ্বেদের সময়ে জাতিভেদ প্রথা তত প্রবল ছিল না। তাহার পরেও ক্ষত্রিয়েরা বেদাধ্যয়নে ব্রাহ্মণদিগের তুল্যকক্ষ ছিলেন। মিথিলারাজ জনক প্রভৃতি রাজর্ষিদিগের নিকট ব্রাহ্মণেরাও ধর্ম্মশিক্ষা করা গ্লানিকর মনে করিতেন না। কিন্তু শেষে ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতি শাস্ত্রের আলোচনাতেই মনোনিবেশ করেন এবং বেদাধ্যয়নে ব্রাহ্মণদিগের একাধিকার জন্মে। বেদপারদর্শী হইলে শূদ্রেও যে ব্রাহ্মণত্ব পাইতে পারে, শাস্ত্রকারেরা এ কথা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ফলতঃ বংশভেদে ব্যবসায়ভেদ হওয়াতেই বর্ণভেদ প্রথা এত দৃঢ় হইয়াছে।

সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিবার জন্য, বোধ হয়, প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণদিগকে অনেক বিবাদ বিসম্বাদ করিতে হইয়াছিল। পুরাণাদিতে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণকুলজাত পরশুরাম একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়রক্তে পিতৃতর্পণ করেন ; এদিকে ক্ষত্রিয়বংশজ বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের সহিত বিবাদ করিয়া শেষে তপস্যার বলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। যেরূপেই হউক, ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করিয়া নূতন ক্ষমতার অতি সদ্ব্যবহারই করিয়াছিলেন। প্রাচীন সময় হইতেই তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মবিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিতে হইলে পার্থিব সুখসমৃদ্ধি পরিহার করিতে হইবে। পৌরোহিত্য আরম্ভ করিবার জন্য তাঁহারা রাজ্যলিপ্সা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জাতিসাধা-

(৩) বেদাঙ্গ।

বেদাঙ্গ। বেদমন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ, প্রত্যেক বর্ণের আচার ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত, যজ্ঞাদি কিরূপে ও কোন্ সময়ে সম্পাদন করিতে হইবে কিরূপে শুদ্ধবাক্য রচনা করিতে হইবে, এই সমস্ত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কালে বেদাঙ্গগুলি রচিত হয়। বেদাঙ্গগুলি ছয় ভাগে বিভক্ত:—(১) শিক্ষা বা উচ্চারণ, (২) কল্পসূত্র, (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, (৫) ছন্দঃ, (৬) জ্যোতিষ। ইহার মধ্যে কল্পসূত্র হইতে প্রাচীন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কল্পসূত্রসমূহের রচনাকালে তাঁহারা বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি দুরূহ বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং আয়ুর্ব্বেদ ও যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সময়েই উপনিষৎসমূহে, আমি কে, আত্মা কি, এই ব্রহ্মাণ্ড

রণের নেতা এবং রাজাদিগের পরিচালক হইলেও স্বয়ং কখনও রাজপদ লাভ করিতে পারিতেন না। মনুর মতে ধনসঞ্চয় করিয়া বিষয়ী হওয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে মহাপাপ। কিরূপে বিনা অস্ত্রে কেবল মানসিক উন্নতি ও আত্মসংযমবলে সম্প্রদায়-বিশেষ দেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে পারে, ব্রাহ্মণ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কত বৈদেশিক জাতি ভারত লুণ্ঠন করিয়াছে; কত রাজবংশের অভ্যুদয় ও বিলয় হইয়াছে; কত নূতন নূতন ধর্ম্ম আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি ব্রাহ্মণগণ সাধারণের পূজার্হ হইয়া নির্ব্বিবাদে তাহাদের অন্তঃকরণের উপর আধিপত্য করিতেছেন। ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা দেশের যে সমস্ত উপকার সাধিত হইয়াছিল, প্রধানতঃ তজ্জন্যই তাঁহারা এত উচ্চপদে অধিরোহণ করেন। তাঁহারাই উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষা এবং সুললিত সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেন। বেদ, বেদাঙ্গ, কাব্য, স্মৃতি প্রভৃতি সকলই তাঁহাদের প্রতিভাপ্রসূত। তাঁহারাই অসভ্য অনার্য্যদিগের মধ্যে প্রথম সভ্যতার সূত্রপাত করেন; এবং ঐ সকল প্রস্তরাস্ত্রধারী বর্ব্বর জাতির মধ্যে পুরাকালে লৌহাদি ধাতুর ব্যবহার এবং দেব দেবীর মহিমা প্রচার করেন।

কিরূপে হইল, কিরূপে আত্মার মুক্তি হইবে, এবংবিধ সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা হইয়া, দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, এই সময়েই পাণিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন, এই সময়েই সম্ভবতঃ মহাভারত ও রামায়ণ নামক মহাকাব্যদ্বয় রচিত হইয়া কাব্য-জগতে হিন্দু-প্রতিভার মহিমা বিস্তার করিয়াছিল।

চতুরাশ্রম। কল্পসূত্রসমূহে ব্রাহ্মণদিগের চারিটী আশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিদ্যাভ্যাস, আত্মসংযম ও মোক্ষ-লাভের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে এই চারিটী আশ্রম গ্রহণ করিতে হইত। (১) ব্রহ্মচর্য্য ;—উপবীত ধারণের পর হইতে শিক্ষার শেষ পর্য্যন্ত ; বিদ্যাভ্যাস ও গুরুসেবা এই আশ্রমের কার্য্য, (২) গার্হস্থ্য ;—দার-পরিগ্রহ পূর্ব্বক পুত্রকন্যাদির ভরণপোষণ ; দেব, দ্বিজ ও অতিথি-সেবা প্রভৃতি গৃহস্থের করণীয় বিষয় এই আশ্রমের লক্ষণ। (৩) বানপ্রস্থ ,—পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার স্কন্ধে পরিজন প্রতিপালনের ভার দিয়া এই আশ্রম অবলম্বন করিতে হইত ; বিজন প্রদেশে ফলমূলাহারী হইয়া তপস্যা করা এ আশ্রমের কার্য্য ; (৪) ভৈক্ষ্য ;—ভিক্ষু বা যতি সংসারব্যাপারে উদাসীন, সুখ দুঃখ ক্ষুৎপিপাসা সর্ব্বাবস্থায় অবিকৃত, কেবল মুক্তির চিন্তায় নিমগ্ন। অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চ মহাব্রতের অনুসরণ করা ভিক্ষুর লক্ষণ। *

(৪) মনুসংহিতা।

মনুসংহিতা। মনুসংহিতা নামক গ্রন্থ হইতেও প্রাচীন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার জানা যায়। ইহাতে নিত্যকর্ত্তব্য,

---

* স্থাবর জঙ্গম কোন জীবের বিনাশ না করা = অহিংসা। দত্তাতিরিক্ত বস্তুর অপ্রতিগ্রহণ = অস্তেয়। সত্য ও হিতকর বাক্যকথন = সুনৃত। কাম ক্রোধাদিপরিত্যাগ = ব্রহ্মচর্য্য। সকল বিষয়ে মোহত্যাগ = অপরিগ্রহ।

প্রায়শ্চিত্ত বিচার, দণ্ড, উত্তরাধিকার ও সামাজিক নিয়ম প্রভৃতি তৎকালীন হিন্দুসমাজের অবশ্যজ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে ; এবং সেই বিধি অনুসারে অদ্যাপি হিন্দু সমাজ অনেক পরিমাণে পরিচালিত হইতেছে। বেদের নাম শ্রুতি ; মনুসংহিতার নাম স্মৃতি। পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ আরও অনেক স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন ; কিন্তু মনুসংহিতাই হিন্দুসমাজে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে মনুসংহিতা অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ৯০০ অব্দে সঙ্কলিত হইয়াছিল।*

অসবর্ণ বিবাহ। মনুর সময়ে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। লোকে উচ্চবর্ণজাতা স্ত্রী বিবাহ করিতে পারিত না ; কিন্তু আপন অপেক্ষা নীচবর্ণজাতা স্ত্রী বিবাহ করিলে কাহারও জাতি নষ্ট হইত না।

রাজকার্য্য। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সমর্থন, রাজধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। রাজারা শাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণগণের পরামর্শানুসারে পরিচালিত হইতেন। প্রজারঞ্জন তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। কোন কোন রাজা সময়ে সময়ে বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে যথাসর্ব্বস্ব দান করিতেন ; এবং স্বয়ং মৃৎপাত্রশেষ হইয়া দানধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন। মনুর মতে "রাজা মহতী দেবতা, ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্‌পালের অবতার ; সুতরাং সকলেরই পূজ্য।"

রাজকর। তৎকালে ভূমিতে প্রজারই স্বত্ব ছিল। বর্ত্তমান সময়ের জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি কোন মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায় ছিলেন না। পরিশ্রমের মাত্রানুসারে উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বাদশাংশ হইতে ষষ্ঠাংশ পর্য্যন্ত রাজকর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল।

* এই গ্রন্থ মনুর পুত্র ও শিষ্য ভৃগুপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভৃগু মনুর নিকট ইহা শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম মনুসংহিতা।

সচরাচর ষষ্ঠাংশই গৃহীত হইত। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে কোন প্রকার কর দিতে হইত না।

পল্লীসমাজ। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ গ্রামের ভূমির পরিমাণনির্ণয়, সীমানির্দ্ধারণ, বিবাদভঞ্জন, করসংগ্রহ ও তাহা রাজকোষে প্রেরণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ইঁহারা মণ্ডল নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহাদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ক্রমান্বয়ে দশ গ্রামের অধ্যক্ষ, একশত গ্রামের অধ্যক্ষ, এক সহস্র গ্রামের অধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মচারী ছিলেন। স্বয়ং রাজা মণ্ডল ও অধ্যক্ষদিগকে নিযুক্ত করিতেন। ইঁহারা বেতনের পরিবর্ত্তে ভূমি ভোগ করিতেন। গ্রাম রক্ষা করিবার জন্য স্থানে স্থানে এক একটী গুল্মে বা দুর্গে কতকগুলি সৈন্য থাকিত। গ্রামবাসীরা প্রবলতর বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময়ে প্রয়োজনমত ঐ সকল সৈন্যের সাহায্য লইয়া গ্রামরক্ষা করিত। কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত জল সেচনের ব্যবস্থা ইত্যাদি সাধারণ-হিতকর কার্য্য গ্রাম-সমিতি বা সংঘ দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। ইহারা স্ব স্ব কার্য্যে অনবধানতা দেখাইলে রাজার নিকট দণ্ডিত হইত।

যুদ্ধের নিয়ম। যুদ্ধের নিয়ম অর্থাৎ ক্ষাত্র ধর্ম্ম অতি পবিত্র ছিল। রোগী, নিরস্ত্র ও পলায়মান শত্রুর প্রাণনাশ এবং বিষাক্ত অস্ত্রের ব্যবহার মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইত। স্ত্রী ও বালক অবধ্য ছিল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ চলিত, অথচ কৃষকেরা নিঃশঙ্কচিত্তে স্ব স্ব ভূমির আবাদ করিত, সৈন্যগণ তাহাদের শস্যাদি নষ্ট করিতে পারিত না। এই উদারনীতিসমূহ ধর্ম্মানুশাসন বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল; সুতরাং প্রাচীন হিন্দুরা উদার বীরত্বের জন্য এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

(৫) রামায়ণ ও মহাভারত।

রামায়ণ ও মহাভারত নামক গ্রন্থদ্বয় হইতেও প্রাচীন আর্য্যদিগের অবস্থাসম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। এই উভয় গ্রন্থই সম্ভবতঃ ইতিহাসমূলক। কবিকল্পনায় অংশবিশেষ অতিরঞ্জিত হইলেও রামায়ণ ও মহাভারত ভারতবর্ষের দুইটী প্রসিদ্ধ রাজবংশের বিবরণ লইয়া গ্রথিত হইয়াছে।

সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে পৃথিবীর আদি রাজা বৈবস্বত (সূর্য্যতনয়) মনুর ইক্ষ্বাকু নামে এক পুত্র এবং ইলা নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। ইলার সহিত চন্দ্রতনয় বুধের পরিণয় হয়। ইক্ষ্বাকুর বংশধরেরা সূর্য্যবংশ এবং ইলার সন্তানসন্ততি চন্দ্রবংশ নামে অভিহিত। উত্তরকালীন মহারাজ রঘুর নামানুসারে সূর্য্যবংশের অপর নাম রঘুবংশ। অযোধ্যা সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের এবং হস্তিনাপুর চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান রাজপুতানার অনেক নরপতি আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। রামায়ণ সূর্য্যবংশের এবং মহাভারত চন্দ্রবংশের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত।

রামায়ণ। এই মহাকাব্য কবিগুরু বাল্মীকির* লেখনীপ্রসূত। বাল্মীকি স্বরচিত গ্রন্থের নায়ক রামচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। বাল্মীকির পূর্ব্বে এরূপ সুললিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাব্য আর কখনও রচিত হয় নাই বলিয়া লোকে তাঁহাকে আদিকবি বলে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, হিন্দুজাতি প্রথমে সিন্ধুতীরে বাস

---

* বালিয়া জেলার গঙ্গা ও তমসা নদীর সংযোগস্থলে বাল্মীকির আশ্রম ছিল। বাল্মীকি রামায়ণে আপনাকে প্রচেতার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

করিতেন এবং তথা হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে আপনাদিগের বসতি বিস্তার করেন। রামায়ণের সময়ে অযোধ্যা, কেকয়, বিদেহ প্রভৃতি কয়েকটী পরাক্রান্ত হিন্দু রাজ্য ছিল। গঙ্গাতীরে অনার্য্যরাজ গুহক রাজত্ব করিতেন এবং তাহারও দক্ষিণে দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি স্থানে অনেক অসভ্য অনার্য্য-জাতি বাস করিত। আর্য্যেরা ইহাদিগকে রাক্ষস, বানর, ভল্লুক ইত্যাদি ঘৃণাব্যঞ্জক নামে অভিহিত করিতেন। রামচন্দ্রের পূর্ব্বেও অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণ দাক্ষিণাত্যে বসতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রই দাক্ষিণাত্যে আর্য্যপ্রভুত্ব বদ্ধমূল করেন। এই ঘটনা অবলম্বনে রামায়ণ রচিত হইয়াছে।

রামায়ণের প্রথম কয়েক কাণ্ডে অযোধ্যাধিপতি দশরথের পুত্র রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্ম ও বাল্যলীলা, স্বয়ম্বর-সভায় রামচন্দ্রকর্ত্তৃক হর-শরাসন-ভঙ্গ, মিথিলাধিপতি জনকের কন্যা সীতার পাণিগ্রহণ এবং তৎপরে তাঁহার যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন বিবৃত আছে। শেষে দশরথের মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে তৎপুত্র ভরতের যুবরাজপদ-প্রাপ্তি এবং তৎসঙ্গে রামের চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বন-নির্ব্বাসন হইল। রাম পিতৃসত্য-পালনার্থ সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রথমে প্রয়াগে উপনীত হইলেন, এবং তৎপরে গঙ্গা পার হইয়া বুন্দেলখণ্ড প্রদেশীয় অরণ্যে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে কিছু কাল অতিবাহিত করিলেন।

এদিকে বৃদ্ধ মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল ভরত পিতৃবাক্যানুসারে রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী হইলেও শাসনভার গ্রহণ না করিয়া রামের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে রামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু রাম কিছুতেই ফিরিলেন না; সুতরাং ভরত অগত্যা অযোধ্যায় প্রতিগমন করিয়া রামের পুনরাগমন প্রতীক্ষায় তাঁহারই নামে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ভরত পুনর্ব্বার তাঁহাকে

ধরিতে না পারেন, এই জন্য রাম আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া গোদাবরীতীরস্থ পঞ্চবটী (বর্ত্তমান নাসিক) নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তখন ঐ অঞ্চল অনার্য্যদিগের অধিকারভুক্ত ছিল।

কিছুদিন পরে ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ লঙ্কার আদিম অধিবাসী-(রাক্ষস দিগের অধিনেতা রাবণ, রামের অনুপস্থিতিকালে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। পরবর্ত্তী কাণ্ডত্রয়ে সীতার উদ্ধারের নিমিত্ত রামচন্দ্রের যুদ্ধায়োজন এবং লঙ্কাসমর বর্ণিত হইয়াছে। তিনি কিষ্কিন্ধ্যাবাসীদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়া সত্বর একদল সেনা সংগ্রহ করিলেন। অচিরে রামের সেনা সঙ্কীর্ণ সাগরের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিল। রাম সসৈন্য লঙ্কায় উপনীত হইলেন এবং রাবণকে নিহত করিয়া সীতার উদ্ধার করিলেন।

চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে রাম অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে প্রজার এত সুখ হইল যে অদ্যাপি লোকে সুশাসনের উদাহরণ দেখাইতে হইলে, রামরাজত্বের কথা বলিয়া থাকে। কিছুকাল পরে সীতা দীর্ঘকাল একাকিনী রাবণগৃহে ছিলেন বলিয়া তাঁহার চরিত্র-সম্বন্ধে প্রজাগণের অন্তঃকরণে অন্যায় সন্দেহ উপস্থিত হইল। সাধ্বী সীতা প্রজারঞ্জনার্থ বাল্মীকির তপোবনে নির্ব্বাসিতা হইয়া তথায় যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। কিয়ৎকাল পরে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। সেই সময়ে বাল্মীকির যত্নে তিনি স্ত্রী ও পুত্রদ্বয় পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু প্রজাদিগের অনুমোদন না পাইয়া সীতাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সীতা সেই দুঃখে ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন, এবং রামও পুত্রদ্বয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

মহাভারত। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ইহার প্রণেতা। তিনি গ্রন্থের মূল ঘটনা কুরুপাণ্ডবসংগ্রামের সময় জীবিত ছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশীয়

রাজাদিগের গৃহবিচ্ছেদ এই মহাসমরের কারণ। মহাভারতের সময়ে গান্ধার, সিন্ধু, হস্তিনাপুর, পঞ্চাল, বারাণসী, মগধ, অঙ্গ (ভাগলপুর) প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (আসাম), মৎস্য, চেদি, দ্বারকা, বিদর্ভ,. কলিঙ্গ প্রভৃতি পরাক্রান্ত হিন্দুরাজা ছিল। কিন্তু তখনও অনার্য্য জাতি সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয় নাই। বক, ময় প্রভৃতি অনার্য্য রাজারা প্রভূত ক্ষমতা শালী ছিলেন। কুরুপাণ্ডব সংগ্রাম, বোধ হয়, খ্রীষ্টের অন্ততঃ ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল।

মহাভারতের মূল আখ্যায়িকা। চন্দ্রবংশীয় রাজারা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেন। ঐ বংশে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামক দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ; সুতরাং কনিষ্ঠ পাণ্ডুই রাজ্যপ্রাপ্ত হন। কিন্তু শেষে তিনি দৈব-বিড়ম্বনায় জ্যেষ্ঠহস্তে রাজ্যরক্ষাভার সমর্পণ করিয়া বনে গমন করেন এবং তাপসবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত হন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি বহুপুত্র জন্মে। পূর্ব্বপুরুষ কুরুর নামানুসারে ইহারা কৌরব নামে এবং যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, পাণ্ডুর এই পাঁচ পুত্র পিতৃনামানুসারে পাণ্ডব নামে অভিহিত। ধৃতরাষ্ট্র পিতৃহীন পাণ্ডবদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন এবং যুধিষ্ঠিরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনাদি ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত কলহের সূত্রপাত করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন; কিন্তু কৌরবেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাদের প্রাণনাশার্থ নানাবিধ ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে পঞ্চাল-দেশীয় দ্রুপদরাজের সভায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে রাজ-কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে তথায় নানা স্থান হইতে অনেক রাজা সমবেত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন দ্রৌপদীর নিকট বরমাল্য প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু মাতৃ আজ্ঞায় পরিশেষে পঞ্চভ্রাতাই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে পুনর্ব্বার

স্বদেশে আহ্বান করিয়া অর্দ্ধরাজ্য ভাগ করিয়া দিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ (বর্ত্তমান দিল্লীর নিকটবর্ত্তী) পাণ্ডবদিগের নূতন রাজধানী হইল। তথায় যুধিষ্ঠির মহাসমারোহে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পুনর্ব্বার কৌরবগণের ঈর্ষ্যানল উদ্দীপ্ত করিলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। পাণ্ডবদিগের সর্ব্বনাশসাধনার্থ দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করিল। যুধিষ্ঠির পণে হারিয়া রাজ্যত্যাগ পূর্ব্বক সস্ত্রীক ভ্রাতৃবর্গ সহিত দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে গমন করিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন। কিন্তু দুরাত্মা দুর্য্যোধন পঞ্চভ্রাতার নিমিত্ত পাঁচখানি গ্রাম পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হইল না। যুধিষ্ঠিরাদি অনন্যগতি হইয়া একদল পরাক্রান্ত সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অষ্টাদশ দিন উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। শেষে কৌরবকুল বিনষ্ট হইল; পাণ্ডব-পক্ষেও পঞ্চভ্রাতা মাত্র জীবিত রহিলেন। তদনন্তর পাণ্ডবেরা রাজ্য-শাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহারা জ্ঞাতিবধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্য সম্প্রদান-পূর্ব্বক সংসারত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভার্থ হিমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

মহাভারতের অবিশিষ্টাংশ। প্রাগুক্ত আখ্যায়িকা বর্ণনের জন্য মহাভারতের চতুর্থাংশ নিয়োজিত হইয়াছে। অব-শিষ্টাংশ দেবদেবীসংক্রান্ত নানাবিধ পৌরাণিকী কথা, রাজবংশা-বলীর ইতিহাস ও ধর্ম্মোপদেশে পূর্ণ। ফলতঃ সমস্ত মহাভারত খানিকে প্রাচীন ভারতবর্ষের বিদ্যাকল্পদ্রুম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন এদেশে ধর্ম্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে যে কিছু কিংবদন্তী বা আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল, তৎসমস্তই মহাভারতে সন্নিবেশিত

হইয়াছে। এই জন্যই লোকে বলে যে, "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।" মহাভারতে লক্ষাধিক শ্লোক আছে।

রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারা ভারতবর্ষের কি কি উপকার সাধিত হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় সর্ব্বজনপ্রিয়, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুবিস্তীর্ণ মহাকাব্য জগতে আর নাই। রামের পিতৃভক্তি ও প্রজাবাৎসল্য, লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র, সীতার পতিপরায়ণতা, যুধিষ্ঠিরের সত্যানিষ্ঠা, অর্জ্জুনের বীরত্ব ও সাত্ত্বিক ভাব, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও ত্যাগস্বীকার এবং কৃষ্ণের সর্ব্বজনহিতৈষণা জগতে অতুলনীয়। যে জাতি এরূপ সুন্দর চরিত্র চিত্রিত করিতে পারিয়াছে, তাহাদের মন, বুদ্ধি ও সদসদ্‌জ্ঞান যে কত উচ্চ ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। আজ কত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কত শাসনবিপ্লব ঘটিয়াছে, কিন্তু হিন্দুজাতির স্ত্রীপুরুষ, বালক বৃদ্ধ সকলেই এই সকল মহৎ চরিত্রকে আদর্শস্থান করিয়া সুনীতি শিক্ষা করিতেছে। প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ, কথকতা ও যাত্রাগান প্রভৃতি কত উপায়ে যে এই সকল প্রাচীন কথা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করা হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহারা রাবণ, দুর্য্যোধন শিশুপালাদির পাপাচারের ফল শুনিয়া পাপ হইতে বিরত হয়, সীতা, সাবিত্রী ও শকুন্তলার পাতিব্রত্যের কথা শুনিয়া পতিভক্তি শিক্ষা করে এবং রাম ও যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা শুনিয়া ধর্ম্মে মন দেয়।

রামায়ণ ও মহাভারত হইতে প্রাচীনকালের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কি জানা যায়। মনুবর্ণিত সমাজের সহিত রামায়ণ ও মহাভারতবর্ণিত সমাজের বিশেষ কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না। তখনও ব্রাহ্মণেরা অপর বর্ণত্রয়ের গুরু এবং রাজারা ক্ষত্রিয়বংশজ। ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় রাজারা কখন

কখন এই সকল সামন্ত-রাজ্যের সম্রাট্ হইতেন। সামন্তরাজগণ সম্রাটকে কিছু কিছু কর দিতেন, প্রয়োজনমত সৈন্যদ্বারা তাঁহার সাহায্য করিতেন; আবার সুযোগ পাইলেই স্বাধীন হইতেন। অন্য প্রদেশীয় রাজাদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ সময়ে সময়ে দিগ্বিজয়ে নির্গত হইতেন। শরৎকাল দিগ্বিজয় যাত্রার প্রশস্ত সময় ছিল।

অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ। সার্ব্বভৌমক্ষমতালাভার্থ রাজারা সময়ে সময়ে অশ্বমেধ ও রাজসূয় নামক দুইটী বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে সুলক্ষণসম্পন্ন একটী অশ্বের ললাটদেশে "জয়পত্র" বন্ধন করিয়া সৈন্যসামন্তসহ ছাড়িয়া দেওয়া হইত। অশ্ব ইচ্ছামত নানা স্থানে ভ্রমণ করিত। যে রাজা যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর প্রাধান্য স্বীকার করিতে অসম্মত হইতেন, তিনিই উহার গতিরোধ করিতেন। তখন অশ্বের অনুগামী সৈন্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইত এবং তিনি পরাস্ত হইলে উহা পূর্ব্ববৎ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিত। এইরূপে এক বৎসরের মধ্যে সমস্ত শত্রু পরাস্ত হইলে, অশ্ব রাজধানীতে প্রত্যাগমন* করিত এবং তাহাকে নিহত করিয়া যজ্ঞ শেষ করা হইত।

রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ব্বে রাজগণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিসমূহ পরাভূত করিয়া রাজধানীতে প্রতিগমন করিতেন। এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত ভূপতিগণ ভৃত্যের ন্যায় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন এবং পূর্ণাহুতির সময় বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিয়া যজ্ঞকর্ত্তাকে চক্রবর্ত্তী বা মণ্ডলেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেন।

---

*ব্রহ্মহত্যা, জ্ঞাতিবধ প্রভৃতি পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের নিমিত্তই অনেক সময়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত, তথাপি ইহার সম্পাদন প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে সার্ব্বভৌম ক্ষমতালাভও যে ইহার অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

স্বয়ম্বর প্রথা। রামায়ণ ও মহাভারতে স্বয়ম্বর প্রথার উল্লেখ দেখা যায়। রাজকুমারীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগের বিবাহার্থ নানাদিগ্দেশীয় রাজগণ নিমন্ত্রিত হইতেন। পাণিগ্রহণাভিলাষী রাজারা সভায় উপবিষ্ট হইলে রাজকুমারী তথায় আগমন পূর্ব্বক সহচরীর মুখে তাঁহাদিগের পরিচয় গ্রহণ করিয়া মনোমত পাত্রে বরমাল্য প্রদান করিতেন। কখনও বা কন্যাকর্ত্তা ধনুর্ভঙ্গ, লক্ষ্যভেদাদি কোন একটী পণ নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া যিনি পণে জয়ী হইতেন, তাঁহারই সহিত কন্যার উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

(৬) দর্শনশাস্ত্র।

দর্শনশাস্ত্র। বৈদিক সময় হইতেই হিন্দুজাতি দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর উপনিষৎসমূহের রচনাকালে এই আলোচনা আরও গাঢ় হয়, চিন্তাশক্তির উন্নতিসহকারে পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারেন যে, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অপেক্ষা সৎপথে থাকিয়া ঈশ্বরচিন্তাই মুক্তিলাভের প্রধান উপায়। যতদিন কর্ম্মবন্ধন থাকে, ততদিন আত্মা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। জন্মগ্রহণ করিলেই রোগ-শোক, জরা মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখভোগ করিতে হয়। এইরূপ চিন্তাস্রোতের ফলস্বরূপ মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ প্রণীত হয়। তৎসমুদায় দর্শনশাস্ত্র নামে অভিহিত। দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত ছয় প্রকার মত সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ;—(১) কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শন (২) পতঞ্জলি প্রণীত যোগদর্শন (৩) জৈমিনি প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসা (৪) ব্যাস প্রণীত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত (৫) গৌতম প্রণীত ন্যায়শাস্ত্র (৬) কণাদ প্রণীত বৈশেষিক শাস্ত্র*।

---

* কপিলের, শাস্ত্রে তত্ত্বসমূহের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম সাংখ্য। কপিলের মতে তত্ত্বসংখ্যা ২৫টি। প্রকৃতি ও পুরুষের সংমিশ্রণে জগতের উৎপত্তি। কিন্তু পুরুষ প্রকৃতির কার্য্যদর্শিমাত্র : তিনি সাক্ষিস্বরূপ

দর্শনশাস্ত্রালোচনার ফল। সাংখ্যদর্শন খ্রীষ্টের বহু পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল। এই নূতন চিন্তাপ্রবাহে বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি দিন দিন লোকের অনাস্থা জন্মিতে লাগিল; এবং কেহ কেহ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অসারতা ও জাতিভেদ প্রথার অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়া জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শাক্যসিংহ এবং জৈনমত-প্রবর্ত্তক মহাবীর ইহাদের মধ্যে প্রধান। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা এই মহাপুরুষদ্বয়ের জীবনী ও কার্য্যাবলীর সমালোচনা করিব।

প্রকৃতির ব্যাপারে নির্লিপ্ত। যখন আত্মা প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ জানিতে পারে তখনই মুক্তিলাভ করে। প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান না জন্মিলে আত্মাকে পুনঃ পুনঃ শরীরপরিগ্রহরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পুরুষকে সাক্ষিমাত্র করায় অনেকে সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বর বলিয়া বিবেচনা করেন। পতঞ্জলি এই দোষের নিরাকরণ করিয়াছেন। তাঁহার মতেও তত্ত্বসংখ্যা ২৫টী; তবে তিনি তদতিরিক্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন; ঐ জন্য তৎ-প্রণীত দর্শনের নামান্তর "সেশ্বর সাংখ্য"। পতঞ্জলির মতে যোগ বা চিত্তবৃত্তির নিরোধ দ্বারা ধ্যানস্থ হইলে ঈশ্বর লাভ হয়, এবং ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিলেই মুক্তি ঘটে। যোগের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন হেতু পতঞ্জলিপ্রণীত শাস্ত্র যোগদর্শন নামেও অভিহিত। বৈদিক মন্ত্রসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা পূর্ব্বমীমাংসার উদ্দেশ্য। বেদ অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত, এই মত প্রতিপন্ন করিতে গিয়া জৈমিনি মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতাপর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৈদিক মন্ত্রই দেবতা; অন্য দেবতা নাই। বেদের ব্যাখ্যা যেমন পূর্ব্ব মীমাংসার উদ্দেশ্য, উপনিষৎ সমূহের ব্যাখ্যা তেমন উত্তর মীমাংসার উদ্দেশ্য। উপনিষৎ সমূহের অন্য নাম "বেদান্ত"। এই নিমিত্ত উত্তর মীমাংসা বেদান্ত শাস্ত্র নামে অভিহিত। বেদান্ত সূত্রগুলি এত সংক্ষেপে রচিত যে অনেকে তাহাদের অনেকরূপ অর্থ করিয়াছেন। এক পক্ষে শঙ্করাচার্য্য ইহা হইতে অদ্বৈতবাদ এবং অন্য পক্ষে রামানুজ ইহা হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অবতারণা করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, অন্য সকল মায়ামাত্র; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জগৎ ব্রহ্মের বিকাশ হইলেও স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য। ন্যায় দর্শনে জ্ঞাতব্য পদার্থ ষোলটী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদের অবধারণের জন্য তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে নানাবিধ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বৈশেষিক শাস্ত্রও অনেকাংশে ন্যায়ের মত; তবে ইহাতে পদার্থ-সংখ্যা সাতটী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে একটির নাম "বিশেষ"।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৌদ্ধধর্ম্ম ;—খ্রীঃ পূঃ ৫৫৭—খ্রীঃ ১২০০।

গৌতম বুদ্ধের প্রথম জীবন। বুদ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশীয় কপিলবাস্তুবাস * শুদ্ধোদনের পুত্র। তাঁহার অপর নাম শাক্যসিংহ ও গৌতম। গৌতম শৈশবেই সমবয়স্ক বালকদিগের ক্রীড়াদিতে বিরাগ প্রকাশ করিতেন এবং উদ্যানবাটীর নিভৃত প্রদেশে একাকী বসিয়া অনন্যমনে যেন কি এক মহাচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। বাল্য অতিক্রম করিলে কিছুকালের জন্য বিষয়সুখভোগে চিন্তাশীলতা দূর হয় বটে, কিন্তু কয়েক দিন রথারোহণে নগর হইতে বহির্গমনকালে পথিমধ্যে জরা, রোগ ও মৃত্যুর দৌরাত্ম্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ পুনর্ব্বার বিচলিত হয়, এবং ভোগতৃষ্ণাবিহীন ও সর্ব্বাবস্থায় অবিকৃতচিত্ত এক যোগীকে দেখিয়া তদ্রূপ শান্তি লাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠেন। ইহার দশ বৎসর পরে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। পাছে এই নববন্ধনে সংসার জালে আরও জড়িত হইতে হয়, এই ভয়ে প্রায় ৩০ ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গৌতম রাজসুখ, দাম্পত্য-প্রণয়, অপত্য স্নেহ প্রভৃতি সকল মায়াজাল ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাই বুদ্ধদেবের মহাত্যাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই বিশেষ আছে বলিয়া পরমাণু সমূহ ভিন্ন ভিন্ন রূপে আমাদের নয়নপথে পতিত হইতেছে। পরমাণুর সংহতি ও সংসক্তিবশতঃ জগতের উৎপত্তি।

উল্লিখিত ষড়্দর্শন ব্যতীত আরও অনেক দার্শনিক মত আছে। তন্মধ্যে চার্ব্বাকের নাস্তিকবাদ, বৌদ্ধদর্শন ও আর্হত বা জৈনদর্শন উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক দর্শন সম্বন্ধে টীকা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি এত লিখিত হইয়াছে যে এক একটী দর্শন আয়ত্ত করিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়।

* ইহার বর্ত্তমান নাম নগর খাস্। কপিলবাস্তু অর্থাৎ কপিলের ভিটা। প্রবাদ যে এখানে কপিল মুনির আশ্রম ছিল।

অরণ্য-বাস ;—৩০ হইতে ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত। গৌতম কিছুকাল মগধের রাজধানী রাজগৃহ নগরে দুইজন তপস্বীর নিকট শাস্ত্রাভ্যাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি গয়ার নিকটবর্ত্তী গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া উরুবিল্ব নামক গ্রামে তপস্যায় নিরত হইলেন*। কিন্তু দীর্ঘকাল উপবাস ও অন্যান্য নানাবিধ শারীরিক যন্ত্রণাভোগ করার পর শান্তিলাভ করা দূরে থাকুক তাঁহার মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে একরূপ নৈরাশ্যের উদয় হইল। এতকাল যে কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন, তাহা কোন উপকারে আসিবে না, এই সন্দেহে নিরতিশয় যাতনা পাইয়া তিনি একদিন সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু সংজ্ঞাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোবেদনাও অন্তর্হিত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, পর্ব্বতগহ্বরে শারীরিক কষ্টভোগ করিলে মুক্তি হয় না; মুক্তির পথ স্বতন্ত্র: তাহা কেবল সদনুষ্ঠান দ্বারা ও মধ্যম পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বাসনাদমন করিয়া লাভ করা যাইতে পারে। সৎপথে কেবল নিজে চলিলে হইবে না, অন্যকেও চলিতে শিক্ষা দিতে হইবে। এই মহাতত্ত্ব লাভ করিয়া গৌতম ‘বুদ্ধ’ নাম প্রাপ্ত হইলেন।

ধর্ম্মপ্রচার ; বয়ঃক্রম ৩৬-৪০ বৎসর। বারাণসীর নিকটবর্ত্তী মৃগদাব নামক আশ্রমে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। মানবমাত্রেই তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণে তুল্যাধিকারী ছিল। ক্রমে তিনি মগধ, মিথিলা, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন; মগধরাজ বিম্বিসার তাঁহার শিষ্য হইলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে বিম্বিসার নিজের পুত্র অজাতশত্রুকর্তৃক নিহত হইলে বুদ্ধ কোশলরাজ্যের তদানীন্তন রাজধানী শ্রাবস্তী†

---

* উত্তর কালে এই স্থানে বুদ্ধ-গয়ার মন্দির নির্ম্মিত হয়।

† অযোধ্যা প্রদেশের বর্ত্তমান সাহেৎ মাহেৎ ; বলরামপুর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে।

নগরে গমন করিয়া তত্রত্য ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা প্রসেনজিৎকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। অনন্তর তিনি কপিলবাস্তু নগরে গিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে তাঁহার পুত্র ও পত্নী তদীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বুদ্ধের পত্নীর নাম যশোধারা। তিনি পতির অনুগাগিনী হইয়া তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুণীসমাজের * অধিনেত্রীপদ গ্রহণ করিলেন। ইহার পর অজাতশত্রুও বুদ্ধদেবের শিষ্য হইলেন।

বুদ্ধদেবের মৃত্যু। বুদ্ধদেব ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন এবং আত্মশিক্ষায় কিয়ৎকাল অতিবাহনপূর্ব্বক ৩৬ বৎসর বয়সে সাধারণের নিকট ধর্ম্মপ্রচার কবিতে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর ৪৪ বৎসর কাল তিনি অনন্যমনে জনসাধারণকে নব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন এবং খ্রীঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দে অশীতি-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কুশীনগর † নামক স্থানে এক বট বৃক্ষতলে দেহত্যাগ করেন ‡।

বুদ্ধদেবের ধর্ম্মনীতি। আপামরসাধারণ সকলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে, এই মত প্রচার করিয়াই বুদ্ধদেব এত

---

* বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে 'ভিক্ষু,' এবং ভিক্ষু সমাজকে 'সংঘ' বলিতেন।

† বর্ত্তমান কাশিয়া ;—গোরক্ষপুরের ১৭ ক্রোশ পূর্ব্বে।

‡ বুদ্ধের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কেহ কেহ বিশ্বাস করেন না। এক দিকে যেমন কেহ কেহ বুদ্ধের জীবন এবং মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, অন্যদিকে সেইরূপ আবার কেহ কেহ তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম কপিলের সাংখ্যদর্শন অবলম্বনে সৃষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই তিনি কপিলবাস্তুনামক কাল্পনিক নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রবাদ। তাঁহার মাতা মায়াদেবী দর্শন-শাস্ত্রের মায়া বা প্রকৃতি। "বুদ্ধ" নামটী পর্য্যন্ত প্রকৃত কোন লোকের নাম নয় ; ইহার অর্থ "জ্ঞানী"। এরূপ মত কেবল এই পর্য্যন্ত সত্য হইতে পারে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে সহসা একটী লোকের চিন্তার বলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ্যদর্শনশাস্ত্রই ইহার ভিত্তি।

কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এমত যে পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে অপরিজ্ঞাত ছল তাহা নহে; প্রত্যুত কর্ম্মশুদ্ধি দ্বারা পুনর্জ্জন্ম হইতে অব্যাহতিলাভ করা হিন্দুধর্ম্মেরও একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে জনসাধারণকে এই তত্ত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রীতিমত কোন চেষ্টা হইয়াছিল কি না সন্দেহ। মুক্তি আমাদিগেরই কর্ম্মফল, ইহাই বুদ্ধের প্রধান উপদেশ। সুতরাং তাঁহার মতে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান এবং তদ্দ্বারা দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যাজক ব্রাহ্মণ প্রভৃতির নিয়োগ, কিছুরই প্রয়োজন নাই। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকল জীবনেই মনুষ্য পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে। যে যেমন বীজ বপন করে, সে তেমনি ফল প্রাপ্ত হয়। পাপ মাত্রেরই শাস্তি আছে, এবং পুণ্যমাত্রেরই পুরস্কার আছে। সুতরাং ঈশ্বরই হউন, আর পুরোহিত হউন, কেহই কর্ম্মফল নষ্ট করিতে পারেন না। বর্ত্তমান জীবনের সুখদুঃখ অতীত জীবনের অপরিহার্য্য কর্ম্মফল; বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্মফল আবার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখদুঃখে পরিণত হইবে।

নির্ব্বাণ। সুতরাং কর্ম্মশুদ্ধি দ্বারা পুনর্জন্ম-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়াই মানবের প্রধান কর্ত্তব্য। যখন পাপের লেশ মাত্র থাকিবে না, সমস্ত জীবন পুণ্যময় হইবে, তখন আর মৃত্যুর পর শরীরান্তর গ্রহণ করিয়া রোগ, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে না। এই অবস্থার নাম নির্ব্বাণ। কোন কোন মতে ইহ লোকেও মনুষ্যের এরূপ নির্ব্বাণলাভের অধিকার আছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা বলেন যে গৌতম নিজে সেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেবল ধ্যানই এই অবস্থালাভের এক মাত্র উপায়। এ অবস্থায় রাগ, দ্বেষ, স্নেহ, মায়া প্রভৃতি বিনষ্ট হয়, মনের সকল ভাবই তিরোহিত হইয়া যায়। অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চ মহাব্রত নিষ্পাপ জীবনের প্রধান লক্ষণ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বুদ্ধদেবের বহুপূর্ব্বে হিন্দু ঋষিরাও এই পাঁচটি ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার-রীতি। বুদ্ধ সর্ব্বদা শিষ্যদিগকে ধর্ম্ম প্রচার করিতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার মতে সত্যপথ স্বয়ং জানিয়া ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে, অপরকেও প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রথম হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম একটী প্রচারশীল ধর্ম্ম হইয়া উঠে। ভিক্ষুগণ মঠে থাকিতেন, তথায় চিকিৎসা দর্শন প্রভৃতি নানা বিদ্যার আলোচনা করিতেন এবং দেশে দেশে জাতিনির্ব্বিশেষে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। বৌদ্ধমঠগুলি 'বিহার' নামে পরিচিত।

প্রথম বৌদ্ধ সভা বা সঙ্গীতি। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরেই তাঁহার পাঁচ শত শিষ্য রাজগৃহ নগরের নিকটে সপ্তপর্ণী গুহায় সমবেত হইয়া তাঁহার উপদেশগুলি তিনটী প্রধান অংশে বিভক্ত করিয়া গান করিলেন; (১) সূত্র অর্থাৎ স্বয়ং বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন। (২) বিনয় অর্থাৎ বৌদ্ধ সমাজের শাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলী। (৩) অভিধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-নীতি, অর্থাৎ দার্শনিক বিচার, মীমাংসা, মতামত প্রভৃতি। প্রত্যেক ভাগকে পিটক কহে, সুতরাং সমগ্র শাস্ত্র ত্রিপিটক নামে অভিহিত।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার।—অশোক। অতঃপর বৌদ্ধ ধর্ম্ম ক্রমশঃ আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত হইল এবং খ্রীঃ পূঃ ২৫৭ অব্দে মগধরাজ অশোক এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। অশোক চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। চন্দ্রগুপ্তের কথা পরে বলা যাইবে। প্রবাদ আছে যে মহারাজ অশোক ৬১,০০০ বৌদ্ধযাজকের ভরণপোষণ করিতেন। তিনি অনেক ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন; এ কারণ তাঁহার রাজ্য অদ্যাপি বিহার (বৌদ্ধমন্দির) নামে অভিহিত হয়। তিনি সর্ব্ববাদিসম্মত সাধারণ নীতিসূত্রগুলি ভারতের নানা স্থানে প্রস্তরস্তম্ভে ও গিরি-গহ্বরে ক্ষোদিত করাইয়াছিলেন। পথপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও কূপখনন, মনুষ্য ও পশ্বাদির জন্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন, রাজকীয় কর্ম্মচারী দ্বারা প্রজাগণের চরিত্রপর্য্যবেক্ষণ এবং স্ত্রীপুরুষ সকলের মধ্যেই জ্ঞান এবং সুশিক্ষাবিস্তার, এই

সকল অশোকের রাজত্বের মহৎ কার্য্য। তিনি সমস্ত মানব-মণ্ডলীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করা নিজের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। দীক্ষা উপদেশ বলে সাধিত হইত, অস্ত্রবলে নয়। রাজা বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও অবৌদ্ধ প্রজাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইত না। অশোক যে কেবল ধর্ম্ম প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এরূপ নয়; যাহাতে উপদেশসমূহ অবিকৃত ও বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত হয়, তদ্বিষয়েও যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট লোক দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রগুলি সঙ্কলিত করাইয়াছিলেন। অশোকের সঙ্কলিত গ্রন্থসমূহ "হীনযান" শাস্ত্র নামে অভিহিত।* এগুলি মাগধী (পালি) ভাষায় লিখিত এবং অদ্যাপি সিংহল প্রভৃতি দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গণ্য। তিনি আপনার পুত্র মহীন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে ধর্ম্মপ্রচার করিবার নিমিত্ত সিংহল দ্বীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন কাশ্মীর, গান্ধার, দাক্ষিণাত্যের নানাস্থান, হিমবন্ত (তিব্বৎ), সুবর্ণভূমি (নিম্নব্রহ্মদেশ) প্রভৃতি দেশেও তিনি ধর্ম্মপ্রচারার্থ ভিক্ষু প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কণিষ্ক। খ্রীষ্টের প্রথম শতাব্দীতে শক বংশীয় কণিষ্ক নামক সম্রাট্ পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশোয়ার) নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি এক সঙ্গীত (বৌদ্ধধর্ম্মসভা) সমবেত করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির পুনঃসংস্কার করেন। এই সংশোধিত শাস্ত্র "মহাযান" নামে প্রসিদ্ধ * এবং অদ্যাপি তিব্বৎ, তাতার, চীন, জাপান প্রভৃতি উত্তর দেশে সমাদৃত। মহাযান শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত।

মহাযান অর্থাৎ উৎকৃষ্ট উপায়; হীনযান অর্থাৎ অপকৃষ্ট উপায়। কোন কোন স্থানে "মহাযান" কথাটিতে বৌদ্ধধর্ম্মই বুঝায়, কারণ বৌদ্ধদিগের মতে ইহাই নির্ব্বাণ প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে "হীনযান" কথাটি অবজ্ঞাসূচক এবং উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক দক্ষিণাঞ্চলের বৌদ্ধদিগের প্রতি প্রযুক্ত।

হর্ষবর্দ্ধন। ৬০৭-৬৫৭ খ্রীঃ। অপর একজন বিখ্যাত বৌদ্ধরাজার নাম হর্ষবর্দ্ধন বা দ্বিতীয় শীলাদিত্য। কান্যকুব্জ নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। হর্ষবর্দ্ধনকে সপ্তম শতাব্দীর অশোক বলিলেও হয়। সর্ব্বভূতে দয়া এবং ধর্ম্মপ্রচার এই দুইটী প্রধান ধর্ম্মোপদেশ প্রতিপালন করা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তিনি অশোক প্রভৃতি পূর্ব্বতন বৌদ্ধ রাজাদিগের পথানুসরণ করিয়া প্রতি পঞ্চমবৎসরে কোষসঞ্চিত ধনরত্ন সমস্ত বিতরণ করিতেন। হুয়েনসাং নামক সুপ্রসিদ্ধ চীনপর্য্যাটক স্বচক্ষে এই অদ্ভুত দান দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, ঐ সময়ে এলাহাবাদের নিকট গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে* সাম্রাজ্যের রাজা প্রজা সকলেই ৭৫ দিন হর্ষবর্দ্ধনের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমোদউৎসব করিতেন। হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার ভাণ্ডারের ধনরত্ন ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, স্বধর্ম্মী, বিধর্ম্মী, ধর্ম্মস্থ বা ধর্ম্মভ্রষ্ট সকলকেই অকাতরে দান করিতেন, এবং শেষ দিন রাজপরিচ্ছদ এবং আভরণাদি উন্মোচন করিয়া পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদিগকে প্রদান-পূর্ব্বক নিজে শতগ্রন্থিযুক্ত মলিনবস্ত্র পরিধান করিয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি। এইরূপে অশোক, কণিষ্ক প্রভৃতির যত্নে বৌদ্ধধর্ম্মের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল; কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কিয়দ্দিনের জন্য নিষ্প্রভ হইলেও একেবারে তিরোহিত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমশতাব্দীতে উভয় ধর্ম্মই যুগপৎ ভারতবর্ষে বিরাজমান ছিল। তবে এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতরে ভিতরে অবনতিরও সূত্রপাত হইয়াছিল। অনেক স্থলেই লোকে বুদ্ধদেবের প্রকৃত উপদেশ ভুলিয়া গিয়া শুদ্ধ মৃতমহাত্মাদিগের স্মরণ চিহ্নগুলির পূজা করিত। কোথাও বুদ্ধদেবের অস্থি, কোথাও দন্ত রক্ষিত হইত; তদুপরি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধগণ পূজা অর্চ্চনা করিতেন। এরূপ উপাসনা-পদ্ধতি অচিরেই

* ইহাকে সন্তোষক্ষেত্র বলিত।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রের অশ্রদ্ধার কারণ হইল। এদিকে কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ নানাবিধ তর্ক বিতর্ক ও গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়া বৌদ্ধ দর্শনের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রযত্নে হিন্দুধর্ম্ম বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইল এবং লোকে বৌদ্ধমতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া হিন্দুমত অবলম্বন করিল। হিন্দুরাও বুদ্ধকে বিষ্ণুর নবম অবতাররূপে গ্রহণ করিয়া আপনাদের উপাস্য দেবতার দলে মিশাইয়া লইলেন। দশম শতাব্দীতে কাশ্মীর প্রভৃতি প্রান্তবর্ত্তী দেশেই বৌদ্ধধর্ম্ম সমধিকরূপে প্রচলিত দেখা যায়। মুসলমানেরাও এদেশে রাজ্যস্থাপন করিয়া বৌদ্ধদিগের প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে প্রায় তিরোহিত হইয়াছে।*

---

* নির্ব্বাসিত বৌদ্ধধর্ম্ম। সুতরাং মোটামুটি প্রায় ৭০০ সাত শত বৎসর বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। কিন্তু এই ধর্ম্ম জন্মভূমি অপেক্ষা বিদেশে অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আজ মানবমণ্ডলীর তৃতীয়াংশেরও অধিক বৌদ্ধমতাবলম্বী। তাহাদের সাহিত্য ও ধর্ম্মভাব বৌদ্ধমতে গঠিত। ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান, নেপাল, পূর্ব্বতাতার, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, চীন, জাপান, ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল প্রভৃতি এশিয়া মহাদেশস্থ প্রায় সকল দেশেই কোন না কোন সময়ে বুদ্ধদেবের মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বলগা নদী হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বৌদ্ধমঠ এবং বৌদ্ধতীর্থসমূহ এক সময়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিরাজমান ছিল। প্রায় সার্দ্ধদ্বিসহস্র বর্ষকাল বৌদ্ধধর্ম্ম কত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছে, এবং কত বিরুদ্ধধর্ম্মকেই বা পরাভূত করিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয় এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মই প্রধান। তন্মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ব্রহ্মদেশের ৬৯ লক্ষ লোক অর্থাৎ সমগ্র অধিবাসীর প্রায় আট ভাগের সাত ভাগ, বৌদ্ধমতাবলম্বী। ভারতবর্ষের অবশিষ্টাংশে সর্ব্বশুদ্ধ আড়াইলক্ষ বৌদ্ধ আছে। ইহাদের অধিকাংশ আসাম ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে বাস করে।

বৌদ্ধ তীর্থ-পর্য্যাটক ; ফাহিয়ান ও হুয়েন সাং। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলবাস্তু, সিদ্ধিস্থান বুদ্ধগয়া, প্রচারের স্থান বারাণসী ও নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির স্থান কুশীনগর বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থ। এই পুণ্যভূমি সকল দর্শন করিবার নিমিত্ত অনেক চীনদেশীয় পর্য্যাটক সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ফাহিয়ান ও হুয়েন সাং নামক দুই ব্যক্তি আপনাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফাহিয়ান এদেশে ১৫ বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া ৪১৪ খৃঃ অব্দে স্বদেশে প্রতিগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত। হুয়েন সাং হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে ৬২৯ খ্রীঃ অব্দে চীন হইতে যাত্রা করেন। তিনি পাঁচ বৎসর কাল নালন্দের বিহারে* অবস্থিতি করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং এদেশের রীতিনীতি অবগত হন। নালন্দ প্রাচীন রাজগৃহের তিন ক্রোশ উত্তরে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ৪৫০ হইতে ৫৫০ অব্দের মধ্যে এই বিখ্যাত বিহার নির্ম্মিত হয়। এখানে প্রায় দশ সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শিক্ষার্থী প্রত্যহ ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, ব্যবহারশাস্ত্র, বিজ্ঞান, বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদের অনুশীলন করিতেন। তাঁহাদের অন্নচিন্তা ছিল না, সমস্ত ব্যয় রাজকোষ হইতে নির্ব্বাহিত হইত। হুয়েন সাং-এর সময় মহামহোপাধ্যায় শীলভদ্র এই বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। হুয়েন সাং ভারতবর্ষীয় ১৩৮টী রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন ; তন্মধ্যে ১১০টী তিনি স্বয়ং দেখিয়াছিলেন। তিনি কপিশা, গান্ধার, কাশ্মীর, মথুরা, কান্যকুব্জ, কপিলবাস্তু, বারাণসী, বৈশালী, মগধ, উড়িষ্যা, কলিঙ্গ, মহারাষ্ট্র, বলভী প্রভৃতি স্থানের সবিস্তার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশকে পাঁচটী রাজ্যে বিভক্ত দেখিয়া-

* নালন্দের বর্ত্তমান নাম বড়গাঁও।

ছিলেন ; (১) পুণ্ড্র বা উত্তর বঙ্গ, (২) কামরূপ বা আসাম,(৩) সমতট বা পূর্ব্ববঙ্গ, (৪) কর্ণ-সুবর্ণ বা পশ্চিমবঙ্গ, (৫) তাম্রলিপ্ত বা সমুদ্রতীরবর্ত্তী দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি হইতেছিল, বৌদ্ধমঠ অপেক্ষা হিন্দু দেবমন্দিরের সংখ্যা অধিক ছিল, এবং কাশ্মীর, প্রয়াগ ও উজ্জয়িনীতে হিন্দুরা পুনর্ব্বার প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্ত (বা তমলুক) একটী প্রধান বন্দর ছিল। তথা হইতে অর্ণবপোতসমূহ সিংহলাদি দ্বীপে গমন করিত। হুয়েন সাং হিন্দুদিগের সরলতা, সাধুতা ও শৌর্য্যবীর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

জৈন ধৰ্ম্ম। বৌদ্ধ মতের সহিত ভারতবর্ষের অপর একটী ধর্ম্মের সুন্দর সৌসাদৃশ্য আছে। ইহার নাম জৈন ধর্ম্ম। এই জন্য অনেকে মনে করেন যে, জৈনেরা বৌদ্ধদিগেরই সম্প্রদায়-বিশেষ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। জৈনধর্ম্মও বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় অতি প্রাচীন এবং প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম্মের শাখান্তর। মহাবীর নামক এক মহাত্মা জৈন মতের প্রবর্ত্তক। তিনি বুদ্ধদেবের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে দেহত্যাগ করেন। সমগ্র ভারতবর্ষে জৈনদিগের সংখ্যা প্রায় চতুর্দ্দশ লক্ষ। ইঁহারা সংযমী, সত্যপ্রিয় ও অহিংসাপরায়ণ। ইঁহারা জাতিভেদ মানেন ; পুরোহিত দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং মোটামুটি বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার হিন্দুমত অনুসারেই নির্ব্বাহ করেন। বৌদ্ধদিগের ন্যায় পঞ্চ মহাব্রতের অনুষ্ঠানই ইঁহাদের মতে মোক্ষলাভের প্রধান উপায়। ইঁহারা এতদূর হিংসাবিরত যে মৎস্য ও মাংস গ্রহণ করা দূরে থাকুক, মশক, মৎকুণ প্রভৃতি প্রাণীও নষ্ট করেন না। বৌদ্ধেরা অন্যে সংগ্রহ করিয়া দিলে মৎস্য মাংস খাইয়া থাকেন। মহাবীর পার্শ্বনাথ প্রভৃতি তীর্থঙ্কর অর্থাৎ ঈশ্বর-ভাবাপন্ন মহাপুরুষগণ জৈনদের উপাস্য। জৈনতীর্থগুলি কাননাবৃত গিরিপৃষ্ঠে এবং

প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্যময় নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত, মন্দিরগুলি সুন্দর কারুকার্য্যে শোভিত। জৈনেরা সচরাচর বাণিজ্য অথবা হুণ্ডীর কারবার করেন। তাঁহারা অত্যন্ত দানশীল। বৌদ্ধগণ ইতর প্রাণীদিগের নিমিত্ত যে সকল চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি এপর্য্যন্ত কেবল জৈনদিগের প্রযত্নেই চলিতেছে। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি নগরের পিঞ্জরাপোল নামক পশুশালাগুলি ইঁহাদের ব্যয়ে রক্ষিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৈদেশিক আক্রমণ।

(১) পারসীক ও গ্রীক আক্রমণ।

বৈদেশিক আক্রমণ। অতি প্রাচীন সময় হইতে নানা দিগ্বিজয়ী উত্তর-পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী গিরিপথসমূহ অতিক্রম করিয়া পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছেন। ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা কহেন যে, মিশরদেশীয় অসারিশ ও সিসষ্ট্রিশ এবং আসাবিয়ার রাজ্ঞী সেমিরামিশ পঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এ কথা সত্য কি না তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন।

পারসীক আক্রমণ। খৃষ্টের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে পারস্যরাজ দরায়ুস হিস্তাস্পেস্ ভারতের পশ্চিমপ্রান্তের কিয়দংশ জয় করিয়া অধিকার করেন। প্রবাদ আছে যে, তাঁহার সমগ্র রাজস্বের তৃতীয়াংশ শুল্ক এই বিজিত প্রদেশ হইতেই সংগৃহীত হইত।

গ্রীক্ আক্রমণ;—আলেক্জাণ্ডার। আলেক্জাণ্ডার মাসিডনরাজ ফিলিপের পুত্র। এই মহাবীর পিতার মৃত্যুর পর গ্রীস দেশ অধিকারপূর্ব্বক দিগ্বিজয়ার্থ এশিয়া মহাদেশে প্রবেশ করেন এবং পারস্যপতি দরায়ুসের রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। আটক নগরের উত্তরে তিনি সিন্ধুনদ পার হন। তখন পঞ্জাব অনেক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রাজারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ আলেক্জাণ্ডারকে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, বরং কেহ কেহ তাঁহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। তক্ষশিলার রাজা

প্রকাশ্যরূপে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলেন, এবং তিনি তক্ষশিলার মধ্য দিয়া বিতস্তা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। এই নদী পার হইবার সময়ে পুরু নামা একজন পরাক্রান্ত ভূপতির সহিত আলেক্জাণ্ডারের যুদ্ধ হয়। পুরুর পুত্র যুদ্ধারম্ভেই নিহত হন। পরে পুরু নিজেও আহত হইলেন, কিন্তু তিনি পলায়ন করিলেন না। তদ্দর্শনে আলেক্জাণ্ডার সন্তুষ্ট হইয়া পুরুর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং বিজয়কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের অনতিদূরে বিতস্তার দুই পার্শ্বে দুইটি নগরী নির্ম্মাণ করিলেন।

পঞ্জাবে শিবির-সন্নিবেশ। ইহার পর আলেক্জাণ্ডার ক্রমশঃ দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে অমৃতসহর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন, এবং তথাহইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমনপূর্ব্বক বিপাশানদীতীরে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। তিনি গঙ্গা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া প্রাচী রাজ্য অর্থাৎ মগধ জয় করিবেন এরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্জাবের দারুণ নিদাঘতাপে তাঁহার সৈন্যগণ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার উপর আবার তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে অনেক জনপদ বিদ্রোহী হইয়াছিল। সুতরাং যবন বিজয়ী আলেক্জাণ্ডার ভারতের সীমান্ত প্রদেশ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি বিতস্তা-তীরে প্রতিগমন করিয়া তথায় ৮,০০০ যোদ্ধা নৌকাযোগে নদীপথে প্রেরণ করিলেন, অবশিষ্ট সৈন্য দুই দলে বিভক্ত হইয়া স্থলপথে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সিন্ধুপ্রদেশে গমন। অতঃপর মুলতানের মল্লদিগের সহিত আলেক্জাণ্ডারের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, এবং তিনি নগর অধিকার করিবার কালে নিজে আহত হন। অনন্তর আলেক্জাণ্ডার সিন্ধুনদ দিয়া সমুদ্রে উপনীত হইবার নিমিত্ত কতকগুলি রণতরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক সাগরসঙ্গমে উপনীত হইলেন। তথা হইতে কিয়দংশ সৈন্য নিয়ার্কাস নামক সেনাপতির সহিত সাগরপথে

পাঠাইয়া, তিনি অবশিষ্ট সৈন্যসহ স্বয়ং স্থলপথে পারস্যের অন্তর্গত শুষা নগরীতে ফিরিয়া গেলেন।

আলেক্‌জাণ্ডারের যুদ্ধযাত্রার ফলাফল।

পঞ্জাবে ও সিন্ধু প্রদেশে দুই বৎসর কাল আলেক্‌জাণ্ডার যে সমস্ত যুদ্ধ করেন, তদ্দ্বারা একটা রাজ্যও তাঁহার হস্তগত হয় নাই, কিন্তু তিনি অনেক রাজার সহিত মৈত্রীস্থাপন, কতিপয় নগরী নির্ম্মাণ এবং স্থানে স্থানে সেনা সন্নিবেশিত করিয়া যান। যে সমস্ত সামন্তরাজ তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি প্রচুর রাজ্য প্রদান করেন। তৎকালে অতি সামান্য রাজসভাতেও গ্রীক-পক্ষপাতী এক একটী দল হইয়াছিল। পশ্চিমে আফগান-সীমা, পূর্ব্বে বিপাশা নদী এবং দক্ষিণে সিন্ধু-ব-দ্বীপ এই ত্রিসীমার মধ্যে আলেক্‌জাণ্ডার নানা স্থানে গ্রীক সৈন্য রাখিয়া যাওয়াতে অনেকেরই প্রতীতি হইয়াছিল যে, তিনি আবার ফিরিয়া আসিবেন। আলেক্‌জাণ্ডার বাক্‌ট্রিয়া (বাল্‌খ) প্রদেশেও সৈন্য রাখিয়া যান। খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যু হইলে, যখন তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্য তদীয় সেনানীবর্গের মধ্যে বিভক্ত হয়, তখন সিরিয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সেলুকাস্‌ বাক্‌ট্রিয়া ও গ্রীক্‌ অধিকৃত ভারতবর্ষ প্রাপ্ত হন।

সেলুকাস্‌। আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীকেরা ভারতবর্ষ জয় করিবার জন্য রীতিমত কোন চেষ্টা করেন নাই। খ্রীঃ পূঃ ৩১৬ অব্দে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত নামক এক মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি মগধের সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক রাজ্য-বিস্তারে প্রবৃত্ত হন। অল্পদিনের মধ্যেই সেলুকাসের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে। সেলুকাস্‌ দেখিলেন যে, সিরিয়া হইতে কাবুল ও পঞ্জাবের ন্যায় দূরবর্ত্তী প্রদেশ রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সুকঠিন। সুতরাং তিনি খ্রীঃ পূঃ ৩১২ অব্দে ঐ দুই প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক সন্ধিস্থাপন করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে প্রতিবৎসর কর-স্বরূপ কয়েকটী হস্তী ও ভারতবর্ষজাত আরও কতিপয় দ্রব্য-

দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। আর উভয়ের বিবাদ না ঘটে এই উদ্দেশ্যে সেলুকাস নিজের এক তনয়ার সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ দিলেন এবং জামাতার সাহায্যার্থ তদীয় রাজধানীতে কতকগুলি গ্রীক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ৩০৬-২৯৮) একজন গ্রীক দূতও চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

মিগাস্থিনিস। এই সুপ্রসিদ্ধ দূতের নাম মিগাস্থিনিস্। তিনি ভারতের অবস্থা-সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য লেখকেরা এই গ্রন্থ হইতে অনেক কথা আপনাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে মিগাস্থিনিস্ তখন কি দেখিয়াছিলেন তাহার আভাস পাওয়া যায়। তখন ভারতে দাসত্ব প্রথা ছিল না : ভারতসন্তান বীর্য্যবান এবং ভারতনারী পতিপরায়ণতার আদর্শস্বরূপ ছিলেন : ভারতবাসী যুদ্ধ-বিদ্যায় এশিয়ার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। চুরি, ডাকাতি, মিথ্যাসাক্ষ্য, মামলা, মকদ্দমা নিতান্ত বিরল ছিল। কৃষক শান্তস্বভাব ও পরিশ্রমী, শিল্পী শিল্পনিপুণ এবং সকলেই মিতাচারী ছিলেন। মনুসংহিতায় রাজ্য-শাসনসম্বন্ধে যেরূপ বিধান আছে, মিগাস্থিনিসের সময়েও সেইরূপ ছিল। মিগাস্থিনিস লিখিয়াছেন যে, তখন ভারতবর্ষ ১১৮টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ (যেমন চন্দ্রগুপ্ত) সময়ে সময়ে সামন্ত-চক্রের উপর আধিপত্য করিতেন। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে পঞ্চায়েত প্রভৃতির দ্বারা স্বতন্ত্রশাসনের ব্যবস্থা ছিল। বৈশ্যেরা যুদ্ধ কিম্বা রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইত না। বৃষ্টি প্রভৃতির অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই দুর্ভিক্ষের প্রতীকার চিন্তা করা ব্রাহ্মণদিগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য ছিল।*

* বর্ণচতুষ্টয়ের পরিবর্ত্তে মিগাস্থিনিস্ সপ্তবর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা:—পণ্ডিত, কৃষক, গোমেষ-রক্ষক, শিল্পী, যোদ্ধা, পরিদর্শক ও রাজমন্ত্রী। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণেরা পণ্ডিত, ক্ষত্রিয়েরা যোদ্ধা, বৈশ্যেরা শিল্পী ও কৃষক, এবং শূদ্রের

পরবর্ত্তী গ্রীক আক্রমণ। সেলুকাসের পৌত্র আণ্টিয়োকাস চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের সহিত মিত্রতা করেন। অশোকের রাজ্যকালে হিমালয়ের উত্তরপশ্চিমদিকে বাকৃট্রিয়া (বাল্‌খ) প্রদেশে একটি পরাক্রান্ত গ্রীকরাজ্য সিরিয়ার অধীনতা-পাশ উচ্ছিন্ন করিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। কিন্তু ইহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরেই মধ্য-এশিয়া হইতে শক জাতি বাকৃট্রিয়া আক্রমণ করিয়া গ্রীকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে এবং গ্রীক রাজগণ আফগানস্থান ও পঞ্জাব প্রদেশে আশ্রয় লইয়া তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। পঞ্জাবের অন্তর্বর্ত্তী শাকলের গ্রীক রাজা মিনান্দার খ্রীঃ পূঃ ১৭১ অব্দে অযোধ্যাপ্রদেশীয় সাকেত নগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু মৌর্য্য-বংশীয় বৃহদ্রথ তাঁহাকে দূর করিয়া দেন। বোধ হয়, ইহারও দুইশত বৎসর পর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে গ্রীক রাজ্য ছিল। কিন্তু তাহার কোনটিই তত ক্ষমতাশালী হইতে পারে নাই। পঞ্জাবে গ্রীক আধিপত্য অল্পকালস্থায়ী হইলেও গ্রীক-চিহ্ন অনেকদিন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই। শকজাতি গ্রীকরাজ্যগুলি অধিকার করিয়া লইল; কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত তত্তৎস্থানে প্রচলিত মুদ্রাসমূহ গ্রীক-আদর্শে প্রস্তুত হইয়া গ্রীকজাতির অতীত মহিমার পরিচয় দিতে লাগিল। সচরাচর মুদ্রাগুলির একদিকে গ্রীক অক্ষর ও একদিকে স্থানীয় অক্ষর ক্ষোদিত থাকিত। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ঐ অঞ্চলে গ্রীকদিগের রীতিনীতি ও ভাষা অনেক পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল। শক বিজেতারা হঠাৎ তাহা উঠাইয়া দিতে পারেন নাই। মুদ্রার ন্যায় ঐ সময়ের প্রস্তরাদির ক্ষোদিত মূর্ত্তি ও অট্টালিকাসমূহেও গ্রীক

গোমেধাদির রক্ষক ছিলেন। পরিদর্শকেরা স্বতন্ত্রজাতীয় ছিলেন না; তাঁহারা রাজকীয় বেতন ভোগ করিয়া প্রজার চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। মিগাস্থিনিস ব্রাহ্মণদিগের চতুরাশ্রমের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলতঃ গ্রীক ও হিন্দু উভয়েই উভয়ের সংস্পর্শে উপকৃত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকট জ্যোতির্ব্বিদ্যা এবং গ্রীকেরা হিন্দুদিগের নিকট দর্শনশাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন।

(২) শক আক্রমণ।

খ্রীঃ পূঃ ১০০—১৫০ খ্রীষ্টাব্দ।

শক জাতি। মধ্যএশিয়া পূর্ব্বকালে এদেশে শাকদ্বীপ নামে বিদিত ছিল তত্রত্য অধিবাসিগণ নানা সময়ে দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া ইয়ুরোপের পূর্ব্বভাগ এবং এশিয়ার দক্ষিণ ভাগ উপদ্রুত করে। সম্ভবতঃ ইহারা খ্রীষ্টের বহুপূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে তক্ষশিলা প্রভৃতি দেশে বাস করিতে আরম্ভ করে। তবে তত প্রাচীন সময়ে ইহারা অধিক প্রতাপশালী হইতে পারে নাই। অনন্তর খ্রীষ্টের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বাকৃট্রিয়ার গ্রীক রাজ্য অধিকারপূর্ব্বক শকেরা ভারতবর্ষে রীতিমত আধিপত্য বিস্তার করে। পেশোয়ার, কাশ্মীর, পঞ্জাব, প্রভৃতি রাজ্য অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের পদানত হয়। শকজাতীয় রাজাদিগের মধ্যে কণিষ্ক সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কণিষ্কের বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। পুরুষপুরনগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি দক্ষিণে আগরা ও সিন্ধুপ্রদেশ হইতে উত্তরে খোকন্দ ও ইয়রকন্দ পর্য্যন্ত আধিপত্য করিতেন। তাঁহার প্রযত্নে বৌদ্ধদিগের মহাযান শাস্ত্র সমস্ত সংগৃহীত হয়। অনেকে অনুমান করেন যে, কণিষ্কই শকাব্দার প্রবর্ত্তক। এই শাক খ্রীষ্টীয় ৭৮ অব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্ভবতঃ ঐ বৎসর কণিষ্ক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

কণিষ্কের পুত্র হুবিষ্কও একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। কণিষ্কের বংশধরেরা প্রায় দুই শত বৎসর রাজত্ব করিয়া পরিশেষে অন্ধ্রবংশীয় রাজাদিগের দ্বারা রাজ্যচ্যুত হন। কিন্তু অল্পদিন

পরেই মধ্য এশিয়া হইতে আবার নূতন নূতন শকসম্প্রদায় বহির্গত হইয়া যুগপৎ ইউরোপ ও ভারতবর্ষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। এই নূতন সম্প্রদায় ইতিহাসে হূন নামে পরিচিত। ইহারা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে কান্যকুব্জের পরাক্রান্ত গুপ্তরাজবংশের আধিপত্য নষ্ট করে। তোরামন নামক হূনরাজ প্রায় এই সময়েই মালব প্রদেশ অধিকার পূর্ব্বক বিলক্ষণ পরাক্রমশালী হন। কিছু দিনের মধ্যে গুজরাটের বলভীরাজ্যও হূনদিগের অধিকারভুক্ত হয়।

তোরামনের পুত্র মিহিরকুলও একজন ক্ষমতাপন্ন রাজা ছিলেন। কিন্তু তদীয় দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে সুবিখ্যাত যশোধর্ম্মদেব হূনদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন। এই যশোধর্ম্ম দেব ভারতবর্ষে মহারাজ বিক্রমাদিত্য নামে অধিক পরিচিত। তিনি হূনদিগের হস্ত হইতে মালব কাড়িয়া লইলেন এবং হূনেরা উহা পুনরধিকার করিবার চেষ্টা করিলে, তাহাদিগকে মূলতান ও লুনী নদীর মধ্যবর্ত্তী করুর নামক স্থানে ৫৩৩ খৃঃ অব্দে এরূপে পরাভূত করিলেন যে, তদবধি তাহাদের সমস্ত প্রভাব বিলুপ্ত হইল। যশোধর্ম্মদেব বিক্রমাদিত্য "শকারি" উপাধিতে ভূষিত হইয়া জনসাধারণের পূজ্য হইলেন।

শক জাতি প্রথমে বৌদ্ধ ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে তাহাদের আধিপত্য বিনষ্ট হইলে, তাহারা ক্রমশঃ জাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক হিন্দুমত অনুসারেই চলিতে লাগিল। ইহারা জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এই নিমিত্তই কণিষ্কপ্রবর্ত্তিত শকাব্দা অদ্যাপি জ্যোতিষের গণনায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়।

মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান হিন্দুরাজ্য।

(১) আর্য্যাবর্ত্তের সাম্রাজ্যসমূহ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ প্রাচীন সময়ে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল ; ইহাদের মধ্যে সময়বিশেষে কোন কোনটী প্রধান হইয়া অপরগুলির উপর প্রভুত্ব চালাইত ও তত্রত্য নৃপতিগণ "চক্রবর্ত্তী", "মণ্ডলেশ্বর" বা "সম্রাট্" প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতেন। রামায়ণ ও মহাভারতের কথা ছাড়িয়া দিলে, ঐতিহাসিক সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের চারিটি রাজ্যের এবংবিধ আধিপত্য পরিলক্ষিত হয় ;—মগধ, মালব, কান্যকুব্জ ও দিল্লী। বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রথমে এই চারিটি সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়া পরে মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অপর যে সকল স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ছিল, তাহাদের স্থূল স্থূল বিবরণ প্রদত্ত হইবে ;—

মগধ। মগধ বলিলে বর্ত্তমান বিহারের দক্ষিণ অংশ অর্থাৎ গয়া, পাটনা প্রভৃতি স্থান বুঝিতে হইবে। মহাভারতে এই রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়। মহাবীর জরাসন্ধ তখন মগধের রাজা ; গিরিব্রজ (বা রাজগৃহ) তাঁহার রাজধানী। জরাসন্ধ পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইলেও তদীয় বংশধরেরা দীর্ঘকাল মগধের রাজা ছিলেন। জরাসন্ধ-বংশের পতনের পর খ্রীষ্টের প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে শিশুনাগ নামক একজন পরাক্রান্ত ভূপতি মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বিম্বিসার ও অজাতশত্রু নামক শিশুনাগের দুইজন প্রসিদ্ধ বংশধর বুদ্ধদেবের সময়ে রাজত্ব করিতেন।

অজাতশত্রুর সময়ে গঙ্গা ও হিরণ্যবাহুর (শোণনদের) সঙ্গমস্থানে সুপ্রসিদ্ধ পাটলিপুত্র (বর্ত্তমান পাটনা) নগর নির্ম্মিত হয়।

নন্দবংশ। খ্রীষ্টের প্রায় ৩৭০ বৎসর পূর্ব্বে শিশুনাগ-বংশের রাজত্ব যায় এবং নন্দবংশীয় শূদ্র রাজারা মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। রাজগৃহ ক্ষত্রিয়-প্রধান ছিল। সম্ভবতঃ সেই নিমিত্ত নন্দবংশীয়েরা উক্ত নগর পরিত্যাগ করিয়া পাটলিপুত্রতেই রাজধানী স্থাপন করেন। নন্দবংশীয় মহানন্দের সময়ে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত নামক এক ব্যক্তি নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক নিজে মগধের রাজা হইবার মানসে আলেকজাণ্ডারের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কিছুদিন তাঁহার শিবিরে অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণে আলেক্জাণ্ডার তাঁহার উপর বিরক্ত হওয়ায় তিনি গ্রীক শিবির হইতে পলায়ন করেন (খ্রীঃ পূঃ ৩২৬) এবং মগধে প্রতিগমন পূর্ব্বক সুবিখ্যাত কুটিলনীতিবিৎ চাণক্যের মন্ত্রণায় নন্দবংশের ধ্বংস করিয়া মগধের রাজপদে অভিষিক্ত হন। (খ্রীঃ পূঃ ৩১৬)।

মৌর্য্যবংশ, চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্তের পিতামহীর নাম মুরা; তদনুসারে তিনি ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণ মৌর্য্যবংশ নামে পরিচিত। চন্দ্রগুপ্ত একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। সিরিয়ার গ্রীক্ রাজা সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের হস্ত হইতে কাবুল ও পঞ্জাব প্রদেশ রক্ষা করিবার কোন উপায় না দেখিয়া যৎসামান্য করগ্রহণে উক্ত দুই প্রদেশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন এবং নিজের তনয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া সন্ধিসূত্র দৃঢ়ীভূত করেন (খৃঃ পূ ৩১১) এদিকে চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্বদিকেও আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত নিজরাজ্য ভুক্ত করেন। এই সকল কারণে মগধ একটি রীতিমত সাম্রাজ্য হইয়া দাঁড়ায়।

বিন্দুসার। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হইলে (খ্রীঃপূঃ ২৯২) তৎপুত্র বিন্দুসার এই সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। বিন্দুসারের তিন পুত্র—সুসীম, বীতাশোক ও অশোক। সুসীম ও বীতাশোক অশোকের

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। অশোক অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে "চণ্ড" নামে অভিহিত করিত। কোন সময়ে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল; বিন্দুসার অশোকের অত্যাচারে এতই জ্বালাতন হইয়াছিলেন যে, এই সুযোগে তাঁহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় তাঁহাকে ঐ বিদ্রোহদমনের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু দৈব অশোকের অনুকূল হইলেন তিনি তক্ষশিলায় পৌঁছিলেই বিদ্রোহীরা শান্তভাব ধারণ করিল। এদিকে সুসীম নিজের উদ্ধত আচরণে প্রধান মন্ত্রী রাধাগুপ্তের অপ্রিয়ভাজন হইলেন। রাধাগুপ্ত কৌশলক্রমে তাঁহাকেই তক্ষশিলায় প্রেরণ করিয়া অশোককে পাটলিপুত্রে আনয়ন করিলেন। অতঃপর বিন্দুসারের মৃত্যু হইলে (খ্রীঃ পূঃ ২৬৯ অশোক রাধাগুপ্তের সাহায্যে সুসীমকে পরাভূত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন।

অশোক; খ্রীঃ পূঃ ২৬৪-২৩৩;—সিংহাসনারোহণের পর অশোক রাজ্যবিস্তারে মন দিলেন এবং তিন বৎসর যুদ্ধ করিয়া কলিঙ্গ প্রদেশ জয় করিলেন। যুদ্ধে উভয় পক্ষের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া অশোকের মনঃকষ্ট হয়। ইহার পর উপগুপ্ত নামক এক সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার স্বভাবের আরও পরিবর্ত্তন ঘটে। তদবধি তিনি পররাষ্ট্রজয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরাজ্যের সুশাসনে মন দিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে "ধর্ম্মাশোক" নামে অভিহিত হইয়া জনসাধারণের পূজনীয় হইলেন;—লোকে তাঁহার "চণ্ডাশোক" নাম ভুলিয়া গেল। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিসাধন ও প্রকৃতিপুঞ্জের হিতের নিমিত্ত অশোক যে সকল মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। তিনি প্রজাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন, তাহাদের শিক্ষার নিমিত্ত বহুসংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত রাজবর্ত্ম সমূহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, কৃষির সুবিধার নিমিত্ত খাল ও

অন্যান্য জলাশয় কাটাইয়াছিলেন। হিন্দুই হউক, বৌদ্ধই হউক, সকলেই তাঁহার তুল্য রক্ষণীয় ছিল, পশ্বাদিও পীড়িত হইলে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। অহিংসা, আত্মসংযম, গুরু-ভক্তি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নীতি সমূহ প্রচার করিবার নিমিত্ত তিনি তদীয় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের নানা স্থানে শিলাতলে, স্তম্ভে ও গিরি-গাত্রে বিস্তর উপদেশ-লিপি ক্ষোদিত করাইয়াছিলেন। পশ্চিমে কাবুলের অন্তঃপাতী কপর্দ্দগিরি হইতে পূর্ব্বে উড়িষ্যার অন্তঃপাতী ধৌলী পর্য্যন্ত নানাস্থানে এই সকল ক্ষোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। অশোকের অপর নাম প্রিয়দর্শী। উক্ত ক্ষোদিত লিপিসমূহে তিনি প্রিয়দর্শী নামেই অভিহিত। ভারতবর্ষের বাহিরে দক্ষিণে সিংহল, পূর্ব্বে সুবর্ণ-ভূমি বা ব্রহ্মদেশ, উত্তরে হিমবন্ত বা তিব্বত প্রভৃতি নানা দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ অশোক নিজ ব্যয়ে বহুসংখ্যক বৌদ্ধপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অশোকের মৃত্যু হইলে মৌর্য্যবংশের অবনতি ঘটে, এবং ক্রমান্বয়ে সাতজন রাজার পর পুষ্পমিত্রনামা এক ব্যক্তি মৌর্য্যবংশীয়দিগকে অপসারিত করিয়া নিজে মগধের অধিপতি হন। (১৪০ খ্রীঃ পূঃ)। পুষ্পমিত্র মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সমসাময়িক। তদীয় বংশ সুঙ্গবংশনামে বিদিত। সৰ্ব্বশুদ্ধ দশজন সুঙ্গরাজের উল্লেখ দেখা যায়; তাহারা এক শত বার বৎসর মগধের সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন। শেষ সুঙ্গরাজ প্রধান অমাত্য কণ্ববংশীয় দেবভূতি-কর্ত্তৃক নিহত হন এবং অতঃপর পঁয়তাল্লিশবর্ষ পর্য্যন্ত মগধে চারিজন কণ্ববংশীয় রাজা রাজত্ব করেন। শেষে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র রাজারা মগধ অধিকার পূর্ব্বক প্রায় চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে কান্যকুব্জের গুপ্ত রাজারা ও খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন মগধের আধিপত্য লাভ করেন।

পালবংশ। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে মগধে পালবংশীয় রাজাদিগের অভ্যুদয় হয়। ওদন্তপুরী নগরী তাঁহাদের

রাজধানী ছিল। দ্বিতীয় পাল-রাজ ধর্ম্মপাল পূর্ব্বে কামরূপ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন এবং দেবপাল নামক অপর একজন পশ্চিমে পঞ্জাব পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিতেন। ফলতঃ পালরাজারা এক সময়ে মগধের নষ্টপ্রাধান্যের সর্ব্বতোভাবে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়।

বঙ্গদেশও পালবংশীয়দিগের রাজ্যভুক্ত হয় এবং তাঁহারা এই জন্য "গৌড়েশ্বর" নামে অভিহিত হইতেন। পালবংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন; কিন্তু হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহাদের কোন বিদ্বেষ ছিল না: অপিচ ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের মন্ত্রী ছিলেন। নালন্দ, বিক্রমশিলা প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ বিহারগুলিতে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত চীন, তাতার, শ্যাম প্রভৃতি দেশ হইতে ছাত্র আসিত *। দিনাজপুরের মহীপালদীঘি নামক বিস্তীর্ণ সরোবর পাল বংশীয় রাজাদিগের একটি চিরস্থায়ী কীর্ত্তি। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের সেনবংশীয় রাজারা পরাক্রান্ত হইয়া বাঙ্গালা ও মিথিলা প্রদেশ অধিকার করিয়া লন; তদবধি পালবংশীয় রাজাদিগের ক্ষমতা মগধেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই বংশের শেষ রাজা গোবিন্দপাল ১২০১ অব্দে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জিকর্ত্তৃক পরাভূত হন। বখ্‌তিয়ার ওদন্তপুরী ধ্বংস করিয়া তত্রত্য বৌদ্ধভিক্ষুদিগের প্রাণ নাশ করেন।

২। মালব।—মালব বিক্রমাদিত্য ও ভোজরাজের লীলাক্ষেত্র; কালিদাস ও বরাহমিহিরের জন্মভূমি সুতরাং মালবের

* খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামক বিক্রমশিলার একজন বৌদ্ধভিক্ষু হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান মত প্রচার করেন। ফলতঃ বিদ্যালোচনায় জন্য মগধ ও মিথিলা প্রাচীন সময় হইতেই প্রসিদ্ধ ছিল। এখানেই রাজর্ষি জনকের নিকট ঋষিগণ আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতেন, এখানেই যোগ ও ন্যায়দর্শনের প্রথম বিকাশ, এখানেই বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার, এখানেই প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ আর্য্যভটের আবির্ভাব

ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটী প্রধান অঙ্গ। ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথমে এই রাজ্য হূনদিগের অধিকারভুক্ত হয়; কিন্তু অল্পদিন পরেই যশোধর্ম্মদেব হূনদিগকে পরাভূত করিয়া মালবের অধীশ্বর হন। এই যশোধর্ম্মদেব কোন্ বংশীয় তৎসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছু নিশ্চয় জানা যায় নাই। উত্তরকালে "তোমার" সম্প্রদায়ভুক্ত রাজপুতেরা তাঁহাকে আপনাদের বংশ-সম্ভূত বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। সে যাহাই হউক, তিনি একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। যে বিক্রমাদিত্যের নাম আজ ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই সুবিদিত; বিদ্যা, বুদ্ধি, দয়া, ধর্ম্ম, সমর-নৈপুণ্য, রাজনীতি-কুশলতা সকল বিষয়েই যে বিক্রমাদিত্য একজন আদর্শ-পুরুষ ছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস, অনেকে অনুমান করেন যে,এই যশোধর্ম্মদেবই সেই বিক্রমাদিত্য; তিনি প্রথম বয়সে কখনও যুদ্ধ কাহাকে বলে জানিতেন না। জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সন্ন্যাসীর বেশে নানাস্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক প্রৌঢ়াবস্থায় মগধ প্রভৃতি কতিপয় দেশের হিন্দুরাজাদিগের সহিত মিলিত হইয়া হূনদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে মালব ও গুজরাট প্রদেশ অধিকারপূর্ব্বক একটি পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শেষে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াও তিনি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হন নাই, পরন্তু নিজে অতি সামান্য বেশে ও সামান্য আহারে জীবন-ধারণপূর্ব্বক কেবল প্রকৃতিপুঞ্জের কল্যাণার্থই অহর্নিশ ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার শয়নাগারে শুইবার জন্য একটি মাদুর এবং পানের জন্য এক কলসী জল ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য থাকিত না। রাজতরঙ্গিণীর মতে কাশ্মীরের সিংহাসন শূন্য হইলে বিক্রমাদিত্য মাতৃগুপ্তনামক জনৈক কবিকে ঐ দেশের রাজত্ব প্রদান করেন।

ভারতবর্ষের অন্যতম তীর্থস্থান উজ্জয়িনী বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। উজ্জয়িনীর অপর নাম অবন্তী।

বিক্রমাদিত্য অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। দেশের

সুপ্রসিদ্ধ কবি ও পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সভায় অবস্থিতি করিয়া নিয়ত বিদ্যালোচনা ও রাজদত্ত বৃত্তি ভোগ করিতেন। তন্মধ্যে কালিদাস, বররুচি, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, ক্ষপণক, ধন্বন্তরি, অমরসিংহ ও বরাহমিহির, বিক্রমাদিত্যের "নবরত্ন" নামে অদ্যাপি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কালিদাস প্রভৃতি কবি, ধন্বন্তরি চিকিৎসক, অমরসিংহ আভিধানিক ও বরাহমিহির জ্যোতির্ব্বিদ। ইঁহারা এতই বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন যে, উত্তরকালে সংস্কৃত ভাষায়, বিজ্ঞান ও কাব্য সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার কতকগুলি শুদ্ধ জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণের জন্ম নবরত্নের কোন না কোন রত্নকর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে।*

---

* এদেশে বিক্রমসংবৎ নামক একটি শাক প্রচলিত আছে। উহা খ্রীঃ পূঃ ৫৬অব্দ হইতে আরব্ধ। অনেকে অনুমান করেন যে, সংবতের পূর্ব্বনাম "মাল বাব্দ" ছিল; বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মালবের অধিরাজ হইয়া উহা নিজের নামে প্রচলিত করেন। এরূপ অনুমানের প্রধান হেতু এই যে (১) যশোধর্ম্মদেবকর্ত্তৃক হূনদিগের পরাভব খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঘটে, এবং সেই জন্যই তিনি বিক্রমাদিত্য শকারি নামে পরিচিত। (২) তাঁহার লোকবিখ্যাত সভাসদ বরাহমিহিরও ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক; সুতরাং যশোধর্ম্মদেবই যদি সংবৎ অব্দের প্রবর্ত্তক হন, তবে উহা পূর্ব্বে অন্য নামে প্রচলিত ছিল স্বীকার করিতে হইবে। কালিদাসের সময় সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। প্রবন্ধকোষ-প্রণেতা জৈন রাজশেখরের মতে তিনি খ্রীষ্টের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এদিকে যদি তাঁহাকে দিঙ্নাগাচার্য্য নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিকের সমসাময়িক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতেই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। দিঙ্নাগাচার্য্য যে কালিদাসের এক সময়ের লোক তাহা কালিদাসপ্রণীত মেঘদূত নামক কাব্যের একটি শ্লোক হইতে প্রতীত হয়। তবে কালিদাস ও বরাহমিহির ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হইলেও যে নবরত্নাখ্য সকল পণ্ডিতই এক সময়ে ছিলেন তাহা বলা যায় না। হয়ত উত্তরকালে লোকে যশোধর্ম্মের রাজত্বকালকে জাতীয় ইতিহাসের একটি

বিক্রমাদিত্যের পর মালবে আর কেহ তদ্রূপ পরাক্রান্ত হইতে পারেন নাই।* সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় মালবকেও নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত করেন। তৎপরে এখানে পরমার রাজপুতদিগের অভ্যুদয় হয়। ধারানগরী ইঁহাদের রাজধানী ছিল। পরমার রাজাদিগের মধ্যে কয়েক জনের নাম "ভোজ"। তন্মধ্যে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে যে ভোজরাজ প্রাদুর্ভূত হন, তিনি নিজের পাণ্ডিত্য, বীরত্ব ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য বিক্রমাদিত্যের ন্যায় খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। গুজরাটের চালুক্যরাজ ভীমদেবের সহিত ভোজের বিবাদ ঘটে তাহাতে কিছুকালের জন্য তিনি বিপন্ন হইয়াও পড়েন। অনন্তর তদীয় পুত্র উদয়াদিত্য চালুক্যদিগকে পরাভূত ও বিদূরিত করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করেন। ১২৩২ অব্দে পাঠানরাজ আল্‌টামাস্ মালব আক্রমণপূর্ব্বক উজ্জয়িনী বিধ্বস্ত করেন, কিন্তু তাহাতে পরমারদিগের রাজত্ব যায় নাই। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির আমলে মালব দিল্লীর সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। তথাপি নানাস্থানে সামন্তরাজগণ যথাসম্ভব আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। তন্মধ্যে গোয়ালিয়রের রাজারাই অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। গোয়ালিয়র-রাজ বিক্রমজিৎ পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক ইব্রাহিমের সহিত নিহত হন।

৩। কান্যকুব্জ —পুরাণে কান্যকুব্জ সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের অন্যতম রাজধানী বলিয়া কীর্ত্তিত। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে

উদ্দেশ্যঅধ্যায় বিবেচনা করিয়া দেশের যাহা কিছু ভাল ও গৌরবের বিষয় সমস্তই তাঁহার সময়ে ছিল এরূপ কল্পনা করিয়াছে।

পূর্ব্বতন শাককে নূতন নাম দিয়া প্রচলিত করা ইতিহাসে নিতান্ত বিরল নহে। এদেশেই মহম্মদীয় হিজিরা অব্দ আকবর সাহ কর্ত্তৃক "ইলাহী" শাক নামে চলিতেছে।

এখানে সুপ্রসিদ্ধ "গুপ্তবংশীয়" রাজাদিগের অভ্যুদয় হয়। ইঁহারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত হূনদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দু-প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন। গুপ্তবংশের তৃতীয় রাজা সমুদ্র গুপ্ত প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের কেরল, কাঞ্চী প্রভৃতি প্রদেশেও তাঁহার প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল। কিন্তু হূনেরা ক্রমেই ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিতেছিল। ইহারা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র স্কন্দগুপ্তকে পরাভূত করিয়া গুপ্ত-বংশের উচ্ছেদ সাধন করে এবং নিজেরা কিছুদিনের জন্য অপ্রতি-হতভাবে আর্য্যাবর্ত্তে আধিপত্য করিতে থাকে গুপ্তরাজারা হিন্দু ছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহে পুনর্ব্বার সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি আরম্ভ হয়। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি উত্তরকালীন মহাকবিদিগের উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী এই উন্নতিরই পরিণাম।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে কান্যকুব্জ যশোধর্ম্মদেবের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তৎপরে স্থানীশ্বরের (বর্ত্তমান নাম থানেশ্বর) রাজারা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া কান্যকুব্জের সহিত আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশও অধিকার করেন। বাণভট্টপ্রণীত হর্ষচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই বংশের প্রথম রাজা পুষ্পভূতি শৈব ছিলেন। কালক্রমে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে সূর্য্যোপাসক প্রভাকর-বর্দ্ধন নামে অপর নাম প্রতাপশীল) তাঁহার এক বংশধর, যশোধর্ম্মদেবের মৃত্যুর পর বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন হন। প্রভাকরবর্দ্ধনের রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন নামে দুই পুত্র এবং রাজ্যশ্রী নামে এক কন্যা জন্মে। মৌখরী কুলজাত গ্রহবর্ম্মা নামক রাজার সহিত রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর মালবেশ্বর (সম্ভবতঃ যশোধর্ম্ম দেবের বংশধর) গ্রহ-বর্ম্মার রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিহত করেন এবং রাজ্য-শ্রীকে বন্দী করিয়া কান্যকুব্জ নগরে আবদ্ধ রাখেন। তদ্বংশে রাজ্যবর্দ্ধন মালব অভিমুখে ধাবমান হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করেন। কিন্তু মালবেশ্বরের মিত্র গৌড়-

রাজ (কর্ণসুবর্ণের রাজা) শশাঙ্ক তদীয় শিবিরে প্রবেশ করিয়া অতর্কিতভাবে তাঁহার প্রাণসংহার করেন। এদিকে রাজ্যশ্রী কান্যকুব্জ হইতে পলায়ন করিয়া বিন্ধ্যাটবীতে আশ্রয় লন।

হর্ষবর্দ্ধন প্রথমতঃ বিন্ধ্যাটবীতে গিয়া রাজ্যশ্রীর উদ্ধার সাধন করেন; পরে কর্ণসুবর্ণাভিমুখে যাত্রা করিয়া শশাঙ্কের রাজ্য অধিকার করেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। অতঃপর তিনি শীলাদিত্য উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক স্থাণ্বীশ্বর পরিত্যাগ করিয়া কান্যকুব্জনগরে রাজত্ব আরম্ভ করিলেন (৬০৭ খ্রীঃ অঃ)।

হর্ষবর্দ্ধনও বিক্রমাদিত্যের ন্যায় বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পণ্ডিতদিগের নিকট তিনি রত্নাবলী ও নাগানন্দ নামক উৎকৃষ্ট নাটকদ্বয়ের প্রণেতা "শ্রীহর্ষ" নামে সুপরিচিত। কাদম্বরীপ্রণেতা বাণভট্ট, সূর্য্যশতকপ্রণেতা ময়ূরভট্ট প্রভৃতি তাঁহার সভায় বাস করিতেন। তাঁহারই রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু নিজে বৌদ্ধ হইলেও তিনি হিন্দুদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করিতেন না; হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই তাঁহার সমান স্নেহের পাত্র ছিল।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর কিছুকালের জন্য কান্যকুব্জের অবনতি হয়। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে যশোবর্ম্মা নামে এক রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ কবি ভবভূতি তাঁহার সভাসদ ছিলেন। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য যশোবর্ম্মাকে পরাভূত করিয়া ভবভূতিকে মহাসমাদরে কাশ্মীরে লইয়া যান। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজ্যপাল নামক অপর একজন কান্যকুব্জরাজের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইনি মগধের পালবংশেরই শাখাসম্ভূত। গজনীরাজ মামুদ কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলে, রাজ্যপাল তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া রাজ্য

রক্ষা করেন। এই উপলক্ষে কালঞ্জরের রাজা নন্দরায় তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া কান্যকুব্জ আক্রমণ ও রাজ্যপালকে নিহত করেন। পালবংশের পর কান্যকুব্জে রাঠোর (রাষ্ট্রকূট) রাজপুতদিগের আধিপত্য হয়। রাঠোর-বংশীয় জয়চন্দ্রের সহিত দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ হয় এবং সেই সুযোগে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহম্মদ ঘোরী প্রথমে দিল্লী, পরে কান্যকুব্জ অধিকার করেন (১১৯৩-৯৪)। জয়চন্দ্রের নিধনের পর তদীয় পৌত্র শিবাজী তিনশত অনুচরসহ রাজস্থানে গিয়া মারোয়ার (যোধপুর) রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তথায় তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি রাজত্ব করিতেছেন।

দিল্লী ও আজমীর। চৌহানবংশীয় অজয়পাল আজমীর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। সম্ভবতঃ প্রথম প্রথম আজমীরের রাজারা দিল্লীর তোমারবংশীয় রাজাদিগের সামন্তশ্রেণীভুক্ত ছিলেন; পরে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। কান্যকুব্জপতি দিল্লী আক্রমণ করিলে, আজমীরের রাজা সোমেশ্বর দিল্লীর রাজার সহায়তা করেন। এইজন্য দিল্লীর রাজা সোমেশ্বরের সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দেন। এই দম্পতি হইতে সুপ্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজের জন্ম হয় (১১৫৯)। দিল্লীর রাজার পুত্র সন্তান ছিল না; সুতরাং পৃথ্বীরাজকে তিনি আপনার উত্তরাধিকারী করিয়া যান। এইরূপে চৌহান কুলোদ্ভব পৃথ্বীরাজ অষ্টমবর্ষ বয়সে দিল্লী ও আজমীর উভয় রাজ্যেরই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। পৃথ্বীরাজের সহিত কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্রের শত্রুতা জন্মে এবং এই শত্রুতা কালে উভয়ের এবং সমগ্র ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশের মূল হয়।

দিল্লী প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের রাজধানী; উত্তরকালে পাঠান ও মোগলবংশীয় আরও কত রাজরাজেশ্বরের রাজধানী ও শ্মশানভূমি হইয়াছে। এই জন্যই দিল্লীর এত প্রসিদ্ধি, এই জন্যই কার্য্যে না হউক, নামে দিল্লীর অধিপতিমাত্রেই আপনাকে সমগ্র

ভারতের অধিপতি বলিয়া মনে করিতেন। খ্রীষ্টীয় শাকের প্রারম্ভে দিলু নামক এক রাজা এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন এবং তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম দিল্লী হয়। ৭৩৬ অব্দে তোমার-বংশীয় অনঙ্গপাল দিল্লীতে এক রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরেরা সকলেই অনঙ্গপাল উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ ঊনবিংশ অনঙ্গপালের দৌহিত্র।

(খ) আর্য্যাবর্ত্তের অপর হিন্দুরাজ্যসমূহ।

১। বঙ্গদেশ। বুদ্ধদেবের সময়ে বঙ্গদেশে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন বলিয়া মহাবংশ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে। ইতিহাসে বঙ্গদেশের নাম এই প্রথম। সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ প্রজাপীড়নদোষে নির্ব্বাসিত হইয়া কতিপয় অনুচরসহ লঙ্কাদ্বীপে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য সিংহাসন অধিকার করেন। বিজয়ের মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস এদেশ হইতে গিয়া লঙ্কার রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। সিংহবাহু কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজ্যই বা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এক সময়ে বঙ্গদেশেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বাঙ্গালার অনেকাংশ গুপ্ত রাজাদিগের অধিকারভুক্ত হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর বঙ্গদেশে পুণ্ড্র, কামরূপ, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্ত এই পাঁচটি রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়। কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের সহিত হর্ষবর্দ্ধনের যুদ্ধবৃত্তান্ত পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। অনেকে বিবেচনা করেন, কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলার বর্ত্তমান "কানসোনা" (রাঙ্গামাটি) নামক স্থান। আদিশূর নামক বঙ্গদেশের অপর একজন হিন্দুরাজা পুত্রেষ্টি যজ্ঞসম্পাদনের নিমিত্ত কান্যকুব্জ বা কোলাঞ্চ প্রদেশ হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞব্রাহ্মণ আনাইয়া, বঙ্গে বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের প্রচলন করাইয়াছিলেন বলিয়া

প্রসিদ্ধি আছে এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের নাম ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড়।* তাঁহাদের সহিত করন্দ ঘোষ, দাশরথি বসু, বিরাট গুহ, কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম দত্ত নামক পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। ইঁহারাও নিষ্ঠাবান বলিয়া হিন্দুর আদর্শস্থানীয় ছিলেন। কালে ইঁহাদের সন্তান-সন্ততি রাঢ়, বরেন্দ্র প্রভৃতি প্রদেশে বাস হেতু রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি সম্প্রদায়ে পরিণত হন। ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের আগমনের পর হইতে বঙ্গদেশে সংস্কৃত ভাষার সবিশেষ চর্চ্চা আরম্ভ হয়। কোন্ সময়ে আদিশূর প্রাদুর্ভূত হন এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ এদেশে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তাহা নিশ্চয়রূপে নির্ণীত হয় নাই।

খ্রীষ্টের নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে মগধের পালবংশীয় রাজারা ক্ষমতাপন্ন হইয়া বঙ্গদেশের পশ্চিম ও উত্তরাংশ অধিকার করেন। ইঁহারা আপনাদিগকে সময়ে সময়ে "গৌড়েশ্বর" বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, গৌড় বা বঙ্গদেশই ইঁহাদের অধিকারের মধ্যে প্রধান ছিল। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্গে সেনবংশীয় রাজাদিগের অভ্যুদয় হয়। কর্ণাটের রাজার অধীন সামন্তসেন (কেহ কেহ বলেন সামন্তের পিতা বীরসেন) নামক জনৈক ভূপতি স্বীয় রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া সর্ব্ব প্রথম ভাগীরথীতীরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ এই স্থানই বর্ত্তমান নবদ্বীপ। সামন্তের পৌত্র বিজয়সেন পরাক্রান্ত হইয়া রাজ্য বিস্তার করেন। বিজয়ের পুত্র বল্লালসেন ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। বল্লালের সময়ে তদীয় রাজ্য পাঁচটী ভাগে বিভক্ত হয় (১) রাঢ়

* কেহ কেহ বলেন যে, আদিশূর-কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, সুধানিধি, সৌভরি ও বীতরাগ। ইঁহারা যথাক্রমে ভট্ট নারায়ণ প্রভৃতির পিতা।

(পশ্চিম বঙ্গ ;—বৰ্দ্ধমান হুগলি প্রভৃতি) (২) বরেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ ;—রাজসাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি; (৩) বাগড়ি (দক্ষিণবঙ্গ ;—চব্বিশ পরগণা, নদীয়া প্রভৃতি) ; (৪) বঙ্গ (পূর্ব্ববঙ্গ ,—ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতি) ; (৫) মিথিলা ;—মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি । বল্লালের সময় গৌড, নবদ্বীপ ও ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুবর্ণগ্রাম সেনবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। রাজধানী বলিয়াই শেষোক্ত দুই স্থান সংস্কৃতালোচনার জন্য এখনও এত প্রসিদ্ধ। মিথিলা দেশে লক্ষ্মণ সংবৎনামে এক শাক প্রচলিত আছে। উহা ১১০৯ খৃঃ অব্দে প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ বৎসর সেনবংশীয় শেষ রাজা লক্ষ্মণসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত শাকের নাম লক্ষ্মণ সংবৎ হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের বৃদ্ধাবস্থায় বখতিয়ার খিলজি গৌড ও নবদ্বীপ অধিকার করেন (১২০৩) সেনবংশ ঢাকার অন্তঃপাতী সুবর্ণগ্রামে পলাইয়া যান, এবং তথায় তাঁহারা আরও ১২০ বৎসর রাজ্য করেন। মিথিলাও দীর্ঘকাল একরূপ স্বাধীন ছিল ; পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানদিগের অধিকার ভুক্ত হয়। সেনবংশীয় রাজারা বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বল্লালসেন দানসাগর নামক গ্রন্থ রচনা করেন। লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, এবং সভাসদ জয়দেব গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করেন। অজয়নদের তীরবর্ত্তী কেন্দুবিল্ব (কেন্দুলি) গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল। উহা বীরভূম জেলার অন্তর্ভূত।

গুজরাট বা সৌরাষ্ট্র। শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকার অধিষ্ঠান-ভূমি গুর্জ্জর প্রদেশ মহাভারতের সময়েই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কনকসেন নামক সূর্য্যবংশীয় এক বীরপুরুষ, গুজরাটে গমন করিয়া বলভী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময়ে বা ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই শক জাতিও গুজরাট আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। অবশেষে খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর প্রারম্ভে শকেরা বলভী অবরোধ ও লুণ্ঠন করে। রাজবংশের প্রায় সকলেই নিহত হন।

কেবল রাজ্ঞী পুষ্পবতী সসত্ত্বাবস্থায় পলায়ন করিয়া এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় তিনি যে পুত্র প্রসব করেন, তিনিই মিবারের রাজবংশের আদিপুরুষ গুহ বা গ্রহাদিত্য। বলভীর রাজারা গুজরাটের বহির্ভাগে প্রাধান্যলাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহারা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ভট্টিকাব্য-প্রণেতা বলভীর রাজসভায় থাকিয়াই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। *

(৩) দাক্ষিণাত্য।

অগস্ত্যঋষির দাক্ষিণাত্যে গমন, গমনকালে বিন্ধ্যাচলের

---

* বলভী রাজ্যের পতন হইলে, গুজরাটে চৌরা রাজপুতদিগের আধিপত্য হয়। বনরাজ চৌরা ৭৪৬ অব্দে অনহিলওয়ারা পত্তনে (বর্ত্তমান পত্তন) রাজধানী স্থাপন করেন। বনরাজের বংশধরেরা প্রায় দুই শত বৎসর কাল গুজরাট শাসন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে শেষ চৌরারাজ সামন্ত-সিংহের মৃত্যু হইলে তদীয় দৌহিত্র মূলরাজ গুজরাটের সিংহাসন গ্রহণ করেন। মূলরাজ মহারাষ্ট্রদেশীয় চালুক্য (সোলাঙ্কি) বংশোদ্ভূত জয়সিংহের পুত্র। ইঁহার পৌত্র ভীমদেবের সময়ে গজনীরাজ মামুদ গুজরাট আক্রমণ ও সোমনাথ লুণ্ঠন করেন। ভীমের সহিত মালবরাজ ভোজদেবেরও বিবাদ ঘটে। ভীম ভোজ-দেবের রাজধানী ধারানগর অধিকার করেন এবং সমগ্র সিন্ধুদেশ আপনার রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। চালুক্য রাজাদিগের মধ্যে কুমারপাল বা দ্বিতীয় ভীম-দেব সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইঁহারই নিকট বাধা পাইয়া মহম্মদ ঘোরী গুজরাট প্রদেশ অধিকার করিতে পারেন নাই। কুমারপালের মৃত্যু হইলে দিল্লীশ্বর কুতবউদ্দিন গুজরাট আক্রমণ করেন, ব্যাঘ্রপল্লীর সামন্তরাজ লবণপ্রসাদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটে, সে মুসলমানেরা পুনর্ব্বার অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া যান। অতঃপর লবণপ্রসাদ কুমারপালের বংশধরদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বীয় পুত্রকে গুজরাটের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নূতন রাজবংশ আদিস্থান ব্যাঘ্রপল্লীর নামানুসারে "বাঘেলা" বংশ নামে অভিহিত। বিশালদেব বাঘেলাবংশের প্রধান রাজা। ইনি সোমনাথের মন্দির পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করেন। পাঠানরাজ আলাউদ্দিনের সময়ে ১২৯৭ অব্দে গুজরাট প্রদেশ মুসলমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। মুসলমানেরা হিন্দু ও জৈনদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি ভস্মীভূত করেন এবং অনহিলওয়ারাপত্তনের প্রাচীর, প্রাসাদ প্রভৃতি সমস্ত ভূমিসাৎ করিয়া ফেলেন। বাঘেলারা অনেকে গুজরাট ত্যাগ করিয়া বাঘেলখণ্ড দেশে বাস করেন। অন্যান্য খণ্ড রাজ্য গুলির বিবরণ পরিশিষ্টে দেখ।

দর্পদমন, অগস্ত্যের সমুদ্রপান, রামচন্দ্রের লঙ্কাসমর, পরশুরাম কর্তৃক কেরল প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন ইত্যাদি পৌরাণিক বৃত্তান্তে আর্য্যদিগের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের আভাস পাওয়া যায়। ক্রমে নানা স্থানে হিন্দুদিগের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়; নর্ম্মদা, কাঞ্চী, রামেশ্বর প্রভৃতি হিন্দুদিগের প্রধানতীর্থ হইয়া উঠে; আর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় দাক্ষিণাত্যেও সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ হয় এবং আপস্তম্ব (খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী), কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য (খ্রীঃ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী), ভাস্করাচার্য্য (খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দী) এবং সায়নাচার্য্য (খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী) প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়-গণ নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া হিন্দুনামের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

(১) পাণ্ড্যরাজ্য। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন হিন্দুরাজ্য সমূহের মধ্যে পাণ্ড্য, চোল ও চেররাজ্য সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। পাণ্ড্য ভারতবর্ষের সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে; রাজধানী মদুরা। লোকের বিশ্বাস যে, রাজারা পাণ্ডব-বংশীয় বলিয়া রাজ্যের নাম পাণ্ড্য হইয়াছে। ইঁহারা খ্রীষ্টের বহুপূর্ব্বে গুজরাট প্রদেশ হইতে সমুদ্রপথে গিয়া এখানে রাজ্যস্থাপন করেন। ভারত-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, আরব, মিশর প্রভৃতি স্থানের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে এই রাজ্যের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। গ্রীকদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে যে পাণ্ড্য রাজ্যের একজন রাজা রোমসম্রাট অগাষ্টাস সীজারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(২) চোলরাজ্য। চোলরাজ্যের অবস্থান কাবেরীর উত্তরবর্ত্তী পূর্ব্বোপকূলে; রাজধানী কাঞ্চী। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ফা হিয়ান কাঞ্চীর শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে চোলরাজ রাজেন্দ্র সমস্ত দাক্ষিণাত্যে একাধিপত্য স্থাপনপূর্ব্বক বাঙ্গালা ও মগধ দেশ পর্য্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করেন। ইঁহার দৌহিত্র গঙ্গাদেব চোল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে উড়িষ্যা অধিকার করিয়া তথায় গঙ্গাবংশের রাজত্বের সূত্রপাত করেন।

(৩) চেররাজ্য। চেররাজ্য মলয়বর উপকূলে অবস্থিত ছিল। চের-রাজেরা এক সময়ে কর্ণাট পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পর এই রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায় না।

(৪) অন্ধ্রাজ্য। পাণ্ড্য, চোল ও চেররাজ্য উপকূল প্রদেশে; অন্ধ্রাজ্য মহারাষ্ট্র দেশে। অন্ধ্রাজেরা খ্রীষ্টের কিছু পূর্ব্বে রাজত্ব আরম্ভ করেন; ইঁহারা ক্রমশঃ প্রতাপশালী হইয়া আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরই এক শাখা দীর্ঘকাল মগধে রাজত্ব করেন যখন শক আক্রমণে ভারতবর্ষ উপপ্লুত হয়, তখন অন্ধ্রবংশীয় রাজারাই প্রথম তাঁহাদের গতিরোধ করেন। ইহারা বৌদ্ধ ছিলেন। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে অন্ধ্রবংশের পতন হয়।

(৫) বল্লাল ও চালুক্যবংশ। যদুবংশীয় বল্লাল রাজপুতেরা দশমশতাব্দীতে দ্বারসমুদ্র নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া কর্ণাট প্রদেশের অধিপতি হন। এই বংশের বিষ্ণুবর্দ্ধনের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব রামানুজ আবির্ভূত হইয়াছিলেন; আলাউদ্দিনের সেনাপতি কাফুর দ্বারসমুদ্র অধিকার করিয়া বল্লালবংশের রাজত্ব শেষ করেন। চালুক্য রাজপুতদিগের আধিপত্য বল্লালদিগেরও পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। অন্ধ্রবংশের পতন হইলে জয়সিংহ চালুক্য খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কঙ্কণ ও মহারাষ্ট্র দেশজয় করিয়া এই বংশের স্থাপন করেন চালুক্যরাজ পুলকেশী হর্ষবর্দ্ধনের প্রবল প্রতিযোগী ছিলেন। হুয়েনসাং বলেন যে, হর্ষবর্দ্ধন বিস্তর চেষ্টা করিয়াও পুলকেশীকে পরাভূত করিতে পারেন নাই। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই রাজ্য স্বাধীন ছিল। চালুক্যদিগের এক শাখা দশম শতাব্দীতে গুজরাটের সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

(৬) রাষ্ট্রকূট। রাষ্ট্রকূট বা রাঠোর বংশীয় রাজপুতেরাও অষ্টম শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র দেশে আধিপত্য স্থাপন

করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সহিত চালুক্য রাজাদিগের দীর্ঘকাল বিবাদ চলিয়াছিল। ইহারা কালে কান্যকুব্জ প্রদেশে প্রাধান্য লাভ করেন।

(৭) দেবগিরি। দেবগিরির যদুবংশীয় রাজারা প্রথমে রাষ্ট্রকূট এবং চালুক্য রাজাদিগের অধীন ছিলেন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহারা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক রাজ্যবিস্তার করেন। তদবধি দেবগিরির রাজারা কিছুকালের জন্য দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠেন। সুলতান আলাউদ্দিন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দেবগিরির রাজ্য ধ্বংস করেন।

(৮) বরঙ্গল। বরঙ্গলের রাজপুতরাজ্যও চালুক্যদিগের অধীন ছিল; পরে স্বাধীন হয়। সুলতান আলাউদ্দিন বরঙ্গল আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহাতে ইহার ধ্বংস হয় না। শেষে বামনী রাজ্যের পতনের পর গোলকুণ্ডার কুতবসাহী রাজারা প্রবল হইয়া বরঙ্গল অধিকার করেন।

বিজয়নগরের উৎপত্তি মুসলমান বিজয়ের পরে। পাঠান রাজত্বের শেষভাগে উহা বর্ণিত হইবে।

(৯) উড়িষ্যা। উৎকল (উত্তরকলিঙ্গ), ওড্র বা উড়িষ্যারাজ্য পূর্ব্বে মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তখন উড়িষ্যার লোকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে যযাতিকেশরী নামক এক হিন্দু রাজা উড়িষ্যা জয় করিয়া রাজত্ব আরম্ভ করেন। কেশরীবংশীয় রাজারা শৈব ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দিরসমূহ নির্ম্মিত হয়। ঐ সকল মন্দির দেখিলে বোধ হয়, উৎকলবাসীরা তৎকালে শিল্পবিদ্যায় বিলক্ষণ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ১১৩২ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যায় গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ইঁহারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া তদানীন্তন মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে বিপন্ন করিয়া তুলেন। গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গভীমদেবের সময়ে জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্ম্মিত হয় (১১৭৪),

এবং প্রতাপরুদ্রের সময় চৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গঙ্গাবংশের পতন হইলে, তৈলঙ্গ-দেশীয় গজপতি রাজবংশ উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার শেষ রাজা মুকুন্দদেব তৈলঙ্গ ১৫৫০ অব্দে বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা হইতেই উড়িষ্যার সর্ব্বনাশ হইল; বাঙ্গালার পাঠানরাজ সলিমান কররাণি উড়িষ্যা জয় করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন; তিনি প্রথমে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; পরে তদীয় সেনানী কালাপাহাড় ১৫৬৫ অব্দে উড়িষ্যা অধিকার করিয়া হিন্দুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। অতঃপর মোগল কুলতিলক আকবর সলিমানের পুত্র দায়ুদকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা উভয় রাজ্যই অধিকার করিলেন (১৫৭৫)। *

---

* সিংহল। সিংহলের ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের সহিত তত সম্বন্ধ দেখা যায় না। সিংহল ও রামায়ণ-বর্ণিত লঙ্কা এক কি না সে সম্বন্ধেও অনেকের সন্দেহ আছে। খ্রীষ্টের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে (বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে) বিজয় সিংহ নামক এক বঙ্গদেশীয় রাজপুত্র কতিপয় অনুচরের সহিত এখানে রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার নাম হইতেই দ্বীপের নাম সিংহল হয়। বিজয়ের মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস বঙ্গদেশ হইতে গিয়া সিংহলের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। পাণ্ডুবাসের রাজত্বকালে অনুরাধপুর নগর নির্ম্মিত হয়। মহারাজ অশোকের সময়ে তাঁহার পুত্র মহীন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। ইঁহারা উভয়েই সিংহলে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের একটি দন্ত কলিঙ্গ (উৎকলে) ছিল; সিংহবংশীয় কীর্ত্তি শ্রীমেঘবাহনের রাজত্বকালে উহা সিংহল দ্বীপে নীত ও রক্ষিত হয়। মহানামের রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পরিব্রাজক বুদ্ধঘোষ ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে গমন করেন (৫ম শতাব্দী)। এই সময়ে মহাবংশ নামক সিংহলের ইতিবৃত্ত রচিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রক্রমবাহু সিংহলের রাজা ছিলেন; সিংহবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে ইনিই সমধিক প্রসিদ্ধ। এতকাল দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য ও চোল রাজগণ সময়ে সময়ে সিংহল আক্রমণ করিতেন; প্রক্রমবাহু চোল রাজ্য আক্রমণ করিয়া তত্রত্য রাজাকে পরাভূত ও রামেশ্বর দ্বীপ হস্তগত করেন। ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে সিংহল ক্রমান্বয়ে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজদিগের অধীন হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

মুসলমান আক্রমণ।

(১) আরবদিগের অধিকার।

মুসলমান ধর্ম্মের উৎপত্তি।—যৎকালে ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমে পতন হইতেছিল, সেই সময়ে আরবদেশে এক নূতন ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত হয়। এই দিগ্বিজয়ী ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক সুপ্রসিদ্ধ মহম্মদ ৫৭০ খৃঃ অব্দে আরব-দেশের অন্তর্গত মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া ৬৩২ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার জন্মের সময়ে আরবজাতি পৌত্তলিক ছিল, এবং মদ্যপান ও বহুবিবাহ করিত। তিনি ৪০ বৎসর বয়সে সমাজ সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন এবং জনসাধারণকে একেশ্বরতত্ত্ব শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহাতে মক্কাবাসীরা মহম্মদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়; সেইজন্য তিনি প্রাণভয়ে মদিনায় যাইতে বাধ্য হন (৬২২)। ঐ বৎসর হইতে মুসলমানেরা হিজিরা * শাকের গণনা আরম্ভ করিয়াছেন। মদিনাবাসিগণ মহম্মদের শিষ্য হইল, শিষ্যগণ "মুসলমান" অর্থাৎ ভক্ত নাম গ্রহণ করিল এবং ধর্ম্মোৎসাহে মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে অস্ত্রবলে নূতন মত প্রচার করিবার জন্য ধাবিত হইল। "আল্লা ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই; মহম্মদ তাঁহার অনুগৃহীত প্রচারক, যাহারা আল্লার উপাসনা করে না এবং ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণের মতানুসারে চলে না, তাহারা কাফের অর্থাৎ বিধর্ম্মী। বিধর্ম্মীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কোন ভক্তের প্রাণ-বিয়োগ হইলে, সে পরকালে অনন্ত স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিবে।

---

* হিজিরা শব্দের অর্থ প্রস্থান।

ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র, ভক্ত মাত্রেই আল্লার প্রিয়পাত্র; ভক্তগণ চারিটির অধিক বিবাহ করিতে পারিবে না, এবং কখনও মদ্য ও শূকরের মাংস স্পর্শ করিবে না।" এই গুলি মহম্মদের প্রধান উপদেশ। * তাঁহার মৃত্যুর পর একশত বৎসরের মধ্যেই তদীয় শিষ্যগণ আটলান্টিক মহাসাগর হইতে হিন্দুকুশ পর্ব্বত

মহম্মদের মৃত্যুর পর তদীয় শিষ্যদিগের মধ্যে যে মতভেদের উৎপত্তি হয়, তাহা অদ্যাপি চলিতেছে। মহম্মদের কন্যা ফাতেমার সহিত তাঁহার পিতৃব্যপুত্র আলির বিবাহ হইয়াছিল। ফাতেমার গর্ভে হাসান ও হুসেন নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। মহম্মদের মৃত্যু হইলে, অনেক ভক্ত তাঁহার আয়েসা নাম্নী প্রিয়পত্নীর পিতা আবুবকরকে তদীয় উত্তরাধিকারিরূপে নির্ব্বাচিত করেন। আবুবকর খলিফা * উপাধি গ্রহণ করেন। এই আচরণে কোন কোন ভক্ত আপত্তি করিয়া স্বতন্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক বলেন যে, উত্তরাধিকার নির্ব্বাচন প্রথানুযায়ী না হইয়া সম্বন্ধানুযায়ী দায়ক্রম অনুসারেই হওয়া উচিত ছিল। আবুবকরের পর ওমার ও ওসমান যথাক্রমে খলিফার পদে বরিত হন এবং ওসমান নিহত হইলে মহম্মদের জামাতা আলি উক্ত পদ লাভ করেন। নির্ব্বাচনপক্ষপাতী সম্প্রদায় বলেন যে, মহম্মদের পরবর্ত্তী চারিজন খলিফার পদপ্রাপ্তিই ন্যায়সঙ্গত ছিল, নির্ব্বাচনবিরোধীরা বলেন যে, প্রথম খলিফাত্রয়ের পদাধিকার অন্যায়মূলক, আলি ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ই মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় 'সুন্নি' এবং শেষোক্ত সম্প্রদায় 'সিয়া' নামে অভিহিত। ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগের অধিকাংশ সুন্নি, পারস্যবাসীরা সিয়া।

আলি মদিনায় খলিফা হইলেন; এদিকে "ওমেয়া" বংশীয় মুয়াভিয়া নামক মহম্মদের এক শিষ্য ডামাস্কাস নগরে আপনাকে খলিফা বলিয়া প্রচার করিলেন। আলির হস্তে আরব, পারস্য ও মিশর দেশ এবং মুয়াভিয়ার হস্তে এশিয়িক তুরস্ক রহিল। অতঃপর মুয়াভিয়া মিশর অধিকার করিলে, আলি তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে গুপ্তভাবে নিহত হইলেন; শত্রুগণ তাঁহার প্রথম পুত্র হাসানকে বিষপান করাইয়া মারিয়া ফেলে; দ্বিতীয় পুত্র হুসেন আরও ২০ বৎসর জীবিত থাকেন। অতঃপর হুসেন ও তাঁহার অনুচরবর্গ ৬৮০ অব্দে ইয়ুফ্রেটিশ নদের তটবর্ত্তী কার্ব্বেলানামক স্থানে মুয়াভিয়ার পুত্র এজিদের সৈন্যকর্তৃক নিহত হন। এই নৃশংস ব্যাপার

---

* খলিফা শব্দটির অর্থ উত্তরাধিকারী।

পর্য্যন্ত মুসলমান রাজ্য বিস্তার করেন। মিশর, আফ্রিকার উত্তরাংশ, স্পেন, এশিয়িকতুরুস্ক, পারস্য, খোরাশান, আফগানস্থান প্রভৃতি সমস্ত দেশ খলিফার অধীন হইল, পরাজিত জাতিদিগের মধ্যে অনেকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিজেতাদিগের সঙ্গে মিশিয়া গেল। কেহ কেহ বা পৈতৃক ধর্ম্মের মায়া ছাড়িতে না পারিয়া, হয় জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া গেল, নয় জিজিয়া প্রভৃতি কর দিয়া বিজেতাদিগের প্রজাশ্রেণীভুক্ত হইল। এই সময়েই কতকগুলি অগ্নিপূজক পারসীক ধর্ম্মনাশ ভয়ে দেশত্যাগী হইয়া প্রথমতঃ দিউদ্বীপে, পরে গুজরাটে আগমন করেন এবং রাজার অনুমত্যনুসারে তথাকার ভাষা ও পরিচ্ছদাদি অবলম্বনপূর্ব্বক তত্রত্য

মহরম মাসের ১০ই তারিখে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া এখনও উক্ত দিন মুসলমানদিগের একটি প্রধান পর্ব্বাহ।

৭৫০ অব্দে ওমেয়াব শীয় খলিফাদিগের পতন হয়, এবং মহম্মদের পিতৃব্য আব্বাসের বংশীয় খলিফাগণ বাগদাদে রাজত্ব আরম্ভ করেন। আরব্য উপন্যাসের সুপ্রসিদ্ধ হারুণ উর রসীদ ও তৎপুত্র মামুন উর রসীদ এই বংশের কুলপ্রদীপ ছিলেন (৭৮৬ ৮৩৩)।

ভারতবর্ষে যে সমস্ত মুসলমান প্রবেশ করেন, তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) আরবজাতীয়—ইঁহারা মহম্মদ বিন্ কাশিমের নেতৃত্বে সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন কিন্তু কোন রাজ্য স্থাপন করেন নাই।

(২) তুর্কজাতীয়—সুলতান মামুদ ও তদীয় বংশধরগণের সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া কেবল পঞ্জাব প্রদেশে কিছু দেশাধিকার লাভ করেন।

(৩) আফগান বা পাঠান-জাতীয়—ইঁহারা মহম্মদ ঘোরীর সময় হইতে ১৫২৬ অব্দ পর্য্যন্ত রীতিমত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া শাসন করেন।

(৪) মোগল বা তাতার জাতীয়—সুলতান বাবরের সময়ে ইঁহারা এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ইঁহারা মধ্য এশিয়াবাসী। মোগল ও পাঠান জাতি দীর্ঘকাল পরস্পর বিবাদ করেন। বাঙ্গলাদেশে ইহাদের বিবাদ সমধিক প্রবল হয়। অদ্যাপি স্থানবিশেষে মোগলপাঠান নামক ক্রীড়া এই বিবাদের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

অধিবাসিরূপে পরিগৃহীত হন। বাণিজ্যের প্রসাদে ইহাদের বংশধরগণ আধুনা ভারতবর্ষের একটী প্রধান সম্প্রদায়।

সিন্ধু আক্রমণ, ৭১২ খ্রীঃ অঃ। মহম্মদের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই আরবেরা ভারতবর্ষ জয় করিবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রথমে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অবশেষে ৭১১অব্দে খলিফা ওয়ালিদের আমলে সিন্ধুদেশের দেওয়াল নামক বন্দরে আরবদিগের একখানি জাহাজ ধৃত হয়। তাহার ক্ষতি পূরণের জন্য পারস্যের শাসনকর্ত্তা হেজাজ, সিন্ধুরাজ ডাহির দেশপতির নিকট দূত পাঠান। ডাহির ক্ষতিপূরণ করিতে অস্বীকার করিলে, উপর্য্যুপরি দুই দল সৈন্য প্রেরিত হয়। কিন্তু ডাহির তাহাদিগকে পরাভূত করেন। অবশেষে হেজাজ নিজের জামাতা সপ্তদশবর্ষ বয়স্ক মহম্মদ বিন্ কাসিমকে * (কাশিমের পুত্র মহম্মদ) সিন্ধুদেশে প্রেরণ করেন। এই সময়ে সিন্ধু দেশের জাঠ প্রভৃতি কতিপয়জাতিও মহম্মদ বিন্ কশিমের পক্ষ অবলম্বন করে। ডাহির পরাভূত ও নিহত হইলেন (৭১২); কিন্তু মহম্মদ সিন্ধুবাসীদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করিলেন না। তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিবামাত্র অবাধে স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের অনুমতি পাইল। যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিল, তাহারা জিজিয়া প্রভৃতি কর হইতেও অব্যাহতি পাইল। সিন্ধুদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য মহম্মদ ডাহিরের প্রধান অমাত্যকেই নিজের মন্ত্রিত্বে নিয়োজিত করিলেন।

যুদ্ধকালে সিন্ধুর রাজপুতগণ হতাশ হইয়া যেরূপ সাহস এবং শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে মুসলমানেরা

---

* অনেক ইতিহাসে মুসলমান সিন্ধুবিজেতার নাম কাশিম বলিয়া লিখিত আছে। ইহা ভ্রম। ইঁহার প্রকৃত নাম মহম্মদ। আরবী ভাষায় পুত্রের নামের সঙ্গে অনেক সময়ে পিতার নাম সংযুক্ত থাকে এবং উভয় নামের মধ্যে "বিন" এই সংযোজক শব্দ প্রযুক্ত হয়। মহম্মদের পিতার নাম কাশিম; এইজন্য তাহার পূর্ণ নাম মহম্মদ বিন্ কাশিম অর্থাৎ কাশিমের পুত্র মহম্মদ।

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। শিশু ও রমণীকুল চিতা সজ্জিত করিয়া দগ্ধীভূত হইলেন; এদিকে পুরুষেরা স্নান তর্পণ করিয়া সবেগে মুসলমানদিগের মধ্যে পড়িয়া সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। ধর্ম্ম ও জাতি রক্ষার্থ রাজপুত বীরাঙ্গনার চিতানলে প্রাণ ত্যাগ করাকে "জহরব্রত" বলে। উত্তরকালে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধের সময় এবংবিধ জহরব্রত অনেকবার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ৭১৪ অব্দে মহম্মদ বিন্ কাশিমের মৃত্যু হইলে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজপুতেরা মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে তাড়াইয়া দিয়া সিন্ধুরাজ্যে তাঁহাদের আধিপত্য পুনঃস্থাপিত করিয়াছিলেন।

মুসলমান আক্রমণে বাধা দিতে হিন্দুদিগের সামর্থ্য। হিন্দুবংশ হইতে পশ্চিমাভিমুখে সমগ্র এশিয়া আফ্রিকা দক্ষিণ ইয়োরোপ এমন কি সুদূরবর্ত্তী স্পেন ও গল সর্ব্বত্রই অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত মুসলমান বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল, তথাপি তাঁহারা ভারতবর্ষে সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমিও অধিকার করিতে পারিলেন না। হিন্দুজাতির সাহস, বিশেষতঃ হিন্দুরাজার সুন্দর সৈনিক বন্দোবস্ত এই দুই কারণে দীর্ঘকালেও মুসলমানেরা ভারতবর্ষে কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

যদিও ভারতবর্ষ তৎকালে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তথাপি রাজারা দিল্লীরাজ, কান্যকুব্জরাজ বা তদ্বিধ অন্য কোন না কোন চক্রবর্ত্তীর অধীনতা স্বীকার করিতেন এবং যুদ্ধকালে প্রাণপণে তাঁহার সহায়তা করিতেন। চক্রবর্ত্তী পরাস্ত হইলেও তাঁহার সামন্তগণকে একে একে পরাস্ত বা বিনষ্ট না করিলে নিরুদ্বেগে থাকিবার উপায় ছিল না। অপাততঃ অধীনতা স্বীকার করিলেও উত্তরকালে ইঁহাদের কেহ না কেহ পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইতে পারিতেন। এই জন্যই মহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধুবিজয় পণ্ডশ্রম হয়। হিন্দুজাতির অধ্যবসায়ে মুসলমান আধিপত্য স্থায়ী হইতে পারে নাই। তাহারও তিনশত বৎসর পরে মুসলমানেরা পুনঃ পুনঃ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কেবল পঞ্জাবপ্রান্তে যৎকিঞ্চিৎ অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (৯৭৬-১১৯৩ পর্য্যন্ত)। তেলিকোটার যুদ্ধের (১৫৬৫ খ্রী. অঃ) পূর্ব্বে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে হিন্দু আধিপত্য প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। ইহার এক শত বৎসর পরেই (১৬৫০ খ্রীঃ অঃ) আবার মহারাষ্ট্রীয় বীরত্বে দাক্ষিণাত্যে হিন্দু প্রতাপের পুনরভ্যুদয় হয়। আর্য্যাবর্ত্তেও মোগলরাজগণ কেবল অস্ত্রবলে বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। মহামতি আকবর হিন্দুভূপতিগণের সহিত সৌহার্দ্দ

স্থাপন এবং তাঁহদিগকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সাম্রাজ্য দৃঢ়ী-ভূত করেন (১৫৫৬ ১৬০৫)। আকবরের পূর্ব্বে, এমন কি তাঁহার রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসরেও, অনেক রাজপুত বীরপুরুষ মুসলমান আধিপত্যে বাধা দিয়াছিলেন। আবার দুইশত বৎসরের মধ্যেই আকবরের বংশধর তদানীন্তন মোগল সম্রাট মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মুসলমানেরা কেবল ক্ষণস্থায়ী ও আংশিক অধিকার লাভ করেন। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, মুসলমানেরা অক্লেশে সমস্ত ভারতবর্ষ হস্তগত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, ইহার অসত্যতা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ৬৩৬ খ্রীঃ অব্দে খলিফা ওমারের সময়ে মুসল-মানেরা প্রথম ভারত আক্রমণ করেন, এবং ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে আহ্মদসাহ মহা রাষ্ট্রীয়দিগকে পরাভূত করিয়া হিন্দুর আশার মূলচ্ছেদ করেন। এই এগারশত বৎসরের মধ্যে মুসলমানেরা পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কখনও প্রদেশবিশেষের উপর ক্ষণস্থায়ী আধিপত্য বিস্তার ভিন্ন সমস্ত দেশ জয় করিতে পারেন নাই। মধ্য এশিয়া মানবজাতির সূতিকা ক্ষেত্র। এখান হইতেই নানা সময়ে নানা সম্প্রদায় দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া এশিয়া ও ইয়ুরোপে রাজ্য স্থাপন করে। তৈমুর প্রভৃতি দিগ্বিজয়িগণ মুসল মান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে তাঁহাদের অভিযান মুসলমান আক্র-মণ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু কস্মিন কালেও মুসলমানধর্ম্ম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। দেশের অধিকাংশই হিন্দুরাজগণের শাসনাধীন ছিল। যখন মুসলমান আধিপত্য অত্যন্ত প্রবল, তখনও হিন্দুরাজ গণ কেবল যৎকিঞ্চিৎ কর দিয়া এবং সম্রাট-সভায় দূত প্রেরণ করিয়া কথ ঞ্চিৎ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু দিল্লীশ্বরের এইরূপ সার্ব্ব-ভৌমত্বও প্রায় একশত বৎসরের অধিক কাল (১৫৭৮--১৭০৭) স্থায়ী হইতে পারে নাই। শতবর্ষ অতীত হইতে না হইতেই হিন্দুজাতি পুনর্ব্বিজয় আরম্ভ করেন। রাজপুতেরা ও জাঠেরা দক্ষিণপূর্ব্বে প্রায় দিল্লী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। উত্তরপশ্চিমে মহাবল শিখজাতি রণবিক্রমে অদ্বিতীয় হইয়া উঠেন এদিকে দক্ষিণাপথের মহারাষ্ট্রীয়জাতি ভারতবর্ষের মুসলমান রাজাদিগের নিকট চৌথ প্রভৃতি কর আদায় করে। এখন যতদূর বিবেচনা করা যাইতে পারে তাহাতে বোধ হয় যে, বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজেরা অগ্রসর না হইলে মোগলসাম্রাজ্য নিশ্চয় হিন্দুদিগের পুনরায়ত্ত হইত।

(২) গজনিবংশের অধিকার।

৯৭৭-৯৯৭। সবুক্তগিন ;—পেশোয়ার পর্য্যন্ত অধিকার করেন।

৯৯৭-১০৩০। সুলতান মামুদ,—সপ্তদশবার ভারতবর্ষ আ

১০৩০। মসায়ুদ।
১০৩০-১১৮৫। কয়েকজন রাজার পর সুলতান খসরু মালিকের রাজ্যাবসানের সঙ্গে সঙ্গে গজনিবংশের রাজত্ব শেষ হয়।

প্রথম তুর্ক আক্রমণ, সবুক্তগিন, ৯৭৯ অব্দ।

অন্যান্য জাতির ন্যায় মধ্য এশিয়ার তুর্কজাতিও মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। ইহারা বলিষ্ঠ, কষ্টসহ ও যুদ্ধবিশারদ বলিয়া অল্প দিনের মধ্যেই খলিফাদিগের সামরিক কার্য্যে প্রাধান্যলাভ করে, এবং খলিফা মামুদ উর রসীদের মৃত্যুর পর নানাস্থানে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনপূর্ব্বক খলিফাদিগকে সাক্ষিগোপাল করিয়া তুলে। এই সকল রাজ্যের মধ্যে খোরাশান অঞ্চলের সামানী নামক রাজ্য এস্থলে উল্লেখ যোগ্য। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ইস্মাইল সামানী ৮৬২ অব্দে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। সামানী রাজ্যের পঞ্চম রাজা আবদুল মালেকের আলপ্তগিন নামে এক তুর্কী দাস ছিলেন। আলপ্তগিন অসাধারণ বুদ্ধিবলে স্বীয় প্রভুর বিশ্বাস-ভাজন হইয়া খোরাশান প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হন। আবদুল মালেকের মৃত্যুর পর তদীয় উত্তরাধিকারী মনসুর আলপ্তগিনের প্রতি বিরক্ত হওয়ায় তিনি পলায়ন করিয়া আফগানস্থানে আশ্রয় লন এবং তথায় রাজ্য জয় করিয়া গজনি নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন।

সবুক্তগিন আলপ্তগিনের ক্রীত দাস ছিলেন; পরে বুদ্ধিবলে ক্রমশঃ সৈনিক পদবীতে উন্নীত হন। প্রবাদ আছে, একদা তিনি অশ্বারোহণে মৃগয়া করিতে করিতে একটা মৃগশাবক ধরিয়া ছিলেন। তাহাকে বন্ধন করিতেছেন এমন সময় হরিণীর দীন দৃষ্টিতে তাঁহার অন্তঃকরণ বিগলিত হইয়া যায় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ মৃগশাবককে পাশমুক্ত করেন। অনন্তর রাত্রিকালে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, এক স্বর্গীয় পুরুষ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন 'সবুক্তগিন, অদ্য তুমি নিরীহ পশুর প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করিয়াছ, তাহাতে ঈশ্বর তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন। দেখিও যেন কালে রাজপদ লাভ করিয়া তুমি মনুষ্য-

দিগের প্রতি সদয় ব্যবহার কবিতে কুণ্ঠিত হইও না।" আলপ্তগিনের মৃত্যুর পর প্রথমে তাঁহার পুত্র দুই বৎসর রাজত্বপূর্ব্বক লোকান্তর গমন করেন; অনন্তর সবুক্তগিন আলপ্তগিনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া গজনীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন (৯৭৯)।

জয়পালের সহিত যুদ্ধ। মুসলমানেরা সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিত বলিয়া ৯৭৯ অব্দে লাহোররাজ জয়পাল ক্রুদ্ধ হইয়া গিরিপথ অতিক্রমপূর্ব্বক গজনি রাজ্য আক্রমণ করেন। গজনিরাজ সবুক্তগিনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় এবং তিনি পরাভূত হইয়া শত্রুহস্তে পঞ্চাশটী হস্তী সমর্পণ করিয়া এবং শেষে আরও দশলক্ষ দিরহাম (প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা) দিবেন এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি পান। কিন্তু তিনি যথাসময়ে অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ না করায় উহার আদায়ের জন্য সবুক্তগিন লাহোর রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া পেশোয়ারে দশ হাজার আফগান অশ্বারোহী রাখিয়া গেলেন। এই অবধি পেশোয়ার মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হইল।

সুলতান মামুদ বা মামুদ গজনবী ; ৯৯৭—১০৩০ খ্রীঃ অঃ।

৯৯৭ খৃঃ অব্দে সবুক্তগিনের মৃত্যু হয়; এবং তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মামুদ ত্রিশ বৎসর বয়সে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইস্‌মাইলকে কারারুদ্ধ করিয়া গজনির সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন, এবং পশ্চিমে পারস্য হইতে পূর্ব্বে পঞ্জাবের বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া যান। খাইবার পথের পশ্চিম প্রান্তে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে মামুদের রাজত্বের প্রথম চারি বৎসর অতিবাহিত হয়। পরে ১০০১ খৃঃ অব্দ হইতে তিনি ক্রমান্বয়ে সপ্তদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তন্মধ্যে দ্বাদশটী আক্রমণ সমধিক প্রসিদ্ধ :—

(১) ১০০১ অব্দে লাহোররাজ জয়পালের পরাজয়। (২) জয়পালের পুত্র অনঙ্গপালের অধীন ভাটিয়ার রাজা মামুদকে কর দিতে অস্বীকার করায় তাঁহার দমনার্থ আগমন (১০০৪)। (৩) মুলতানের মুসলমান শাসনকর্ত্তা আবুল ফতে লোদির বিদ্রোহ দমন ও অনঙ্গপালের পরাজয় (১০০৫)। (৪) অনঙ্গপাল ও অপরাপর হিন্দু রাজার সহিত যুদ্ধ এবং নগরকোট লুণ্ঠন (১০০৮-৯)। (৫) আবুলফতে লোদীর বন্দীকরণ ও অনঙ্গপালের সহিত সন্ধি (১০১০)। (৬) সরস্বতী ও যমুনার মধ্যবর্তী সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান থানেশ্বর লুণ্ঠন (১০১১)। (৭,৮) কাশ্মীর অধিকারার্থ দুইবার বিফল চেষ্টা (১০১৫)। (৯) কান্যকুব্জ আক্রমণ; মামুদের শরণাপন্ন হইয়া তথাকার রাজার অভয়প্রাপ্তি, মথুরা লুণ্ঠন (১০১৭)। (১০, ১১) কালঞ্জরের রাজা মামুদের মিত্র কান্যকুব্জরাজকে আক্রমণ করিলে তাঁহার সাহায্যার্থ কালঞ্জর আক্রমণ ও লাহোরে রীতিমত মুসলমান শাসন বিস্তার। (১২) সোমনাথ লুণ্ঠন (১০২৪)।

লাহোররাজ জয়পাল পুনর্ব্বার পরাজিত হইলেন (১০০১); এবং কর দিতে অঙ্গীকার করিয়া মামুদের সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু পরাভবকলঙ্ক তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল। তিনি পুত্র অনঙ্গপালকে যথাবিধানে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া আত্মহত্যা দ্বারা পরাভবযাতনা হইতে অব্যাহতি পাইলেন। আবুলফতে লোদির বিদ্রোহের সময় অনঙ্গপাল তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিশোধ দিবার জন্য ১০০৮ অব্দে মামুদ আবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। অনঙ্গপালও নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তিনি মুসলমানদিগকে বাধা দিবার নিমিত্ত নানা স্থানে দূত পাঠাইলেন এবং উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কালঞ্জর, কান্যকুব্জ, দিল্লী, আজমীর প্রভৃতি স্থানের রাজাদিগের সাহায্য লাভ করিয়া মামুদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। হিন্দুমহিলাগণ অলঙ্কার গলাইয়া, এবং দরিদ্র স্ত্রীগণ কার্পাসসূত্র প্রস্তুত করিয়া তল্লব্ধ অর্থে যুদ্ধের ব্যয় চালাইতে লাগিলেন। এই বিপুল আয়োজন দেখিয়া দুঃসাহসী মামুদেরও হৃদয় কম্পিত হইল, এবং তিনি পেশোয়ারের নিকটে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করিয়া রহিলেন। একদিন হিন্দুশিবির আক্রমণের জন্য মামুদ একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা তাড়িত হইয়া প্রতিগমন

করিল এবং ভীষণ প্রকৃতি গোক্ষুর জাতি শিবিরে প্রবেশ করিয়া প্রায় চারি সহস্র মুসলমানকে নিহত করিল। শেষে অনঙ্গপালের হস্তী আহত হইয়া পলায়ন করিলে হিন্দুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং মামুদ নগরকোটের গিরিদুর্গ আক্রমণ করিয়া তথাকার জ্বালামুখী মন্দির লুণ্ঠন করিলেন।

কান্যকুব্জ আক্রমণ ও মথুরা লুণ্ঠন (১০১৭)। পঞ্জাবে পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিয়া মামুদের রাজ্য-বিস্তার চেষ্টা বলবতী হইল। তিনি ১০১৭ অব্দে কান্যকুব্জ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কান্যকুব্জে তখন মগধের পালবংশীয় রাজ্যপাল নামক এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি রাজ্যরক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না; সুতরাং মামুদের শরণাপন্ন হইলেন। মামুদও অতি উদারভাবে তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন, কান্য-কুব্জের তিলমাত্র অনিষ্ট করিলেন না। অতঃপর মামুদ মথুরা নগরী লুণ্ঠন করিলেন। মথুরার সৌধসমূহের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সেই আদর্শে তিনি গজনী নগরী সুশোভিত করিতে আরম্ভ করেন।

মুসলমানের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছেন বলিয়া কান্যকুব্জের রাজা অন্যান্যহিন্দুদিগের বিরাগভাজন হইলেন। বুন্দেলখণ্ডের অন্তঃপাতী কালঞ্জরের রাজা নন্দরায় চণ্ডেলা কান্যকুব্জ আক্রমণ করেন। এই সংবাদ পাইয়া মামুদ কান্যকুব্জের সাহায্যার্থ অতি শীঘ্র ভারতবর্ষে আসিলেন; ইতি মধ্যে নন্দরায় রাজ্যপালকে নিহত করিয়াছেন দেখিয়া মামুদ কালঞ্জর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু দুইবার চেষ্টা করিয়াও বিজয়ী হইতে পারিলেন না (১০২২-২৩)। এই সময়ে অনঙ্গপালের পুত্র দ্বিতীয় জয়পাল মামুদের প্রতিকূলাচরণ করিয়া সিংহাসনচ্যুত হইলেন, লাহোররাজ্য মামুদের অধিকারভুক্ত হইল।

সোমনাথ লুণ্ঠন ১০২৪। এইরূপে প্রত্যেক বারেই মুসলমান আধিপত্য বদ্ধমূল হইতে লাগিল। থানেশ্বর, নগরকোট

মথুরা প্রভৃতি স্থানের দেবমন্দির লুণ্ঠনে অপরিমিত ধনরত্ন মামুদের কোষস্থ হইল। তিনি ১০২৪ অব্দে আবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া গুজরাটদেশীয় সোমনাথের মন্দির অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। পথে আজমীরের রাজা তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু তাহাতে মামুদের গতিরোধ হইল না; মামুদ আজমীর লুণ্ঠন করিয়া গুজরাটের রাজধানী অনহিলওয়ারা পত্তনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য রাজা ভীমদেব পলায়ন করিলেন; মামুদ সোমনাথ অবরোধ করিলেন। মন্দির রক্ষার্থ হিন্দুরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষে বিস্তর লোক হত ও আহত হইল। অবশেষে প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য নষ্ট হইলে হিন্দুরা নিরাশ হইয়া নৌকারোহণে সমুদ্রাভিমুখে পলায়ন করিলেন। প্রবাদ আছে যে, মামুদ মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র পুরোহিতগণ মূর্ত্তি রক্ষার্থ তাঁহাকে বিপুল অর্থ দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া মুষলাঘাতে দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অমনি তাহার অভ্যন্তর হইতে প্রভূত ধনরত্ন নির্গত হইল। তখন পুরোহিতেরা কি কারণে মামুদকে তত অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল। কিন্তু বোধ হয় যে, এই কিম্বদন্তী সম্পূর্ণ অলীক। কথিত আছে যে, মন্দিরের চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রকাণ্ড কবাট এবং দেবমূর্ত্তির ভগ্নখণ্ডগুলি সঙ্গে লইয়া মামুদ গজনি অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি সিন্ধুদেশের মরুভূমিতে সসৈন্য এত কষ্ট পাইয়াছিলেন যে, সকলেরই জীবনসংশয় হইয়াছিল। ১৮৪২ অব্দে লর্ড এলেনবরা গজনি হইতে "সোমনাথের প্রসিদ্ধ চন্দনকাষ্ঠের কবাট" আনয়ন করিয়া বিজয় ঘোষণা করিবার জন্য আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র দেখাইয়া বেড়াইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রত্নগর্ভা দেবমূর্ত্তির উপাখ্যান যেরূপ কল্পিত, এই কবাটের কথাটাও তদ্রূপ। মামুদ অনহিলওয়ারার সৌন্দর্য্য ও উৎকৃষ্ট জলবায়ু দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অতঃপর এখানেই রাজধানী স্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কিন্তু তাঁহার মন্ত্রীরা ইহা ঘটিতে দেন নাই। তিনি ১০২৬ অব্দে গজনিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১০৩০ অব্দে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

মামুদের ভারত আক্রমণের ফল। মামুদ কেবল পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ গজনিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া যান। তবে তাঁহার বিজয়চিহ্ন পূর্ব্বে কানাকুব্জ এবং দক্ষিণে গুজরাট পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল; কিন্তু পঞ্জাবের বাহিরে তিনি কখনও রাজ্য বিস্তারের সংকল্পে যুদ্ধ করেন নাই, কখন বা একটা মন্দির লুণ্ঠন কখন বা একটী দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম্মোৎসাহে উন্মত্ত প্রায় হইয়া মধ্যে মধ্যে পঞ্জাব সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন মাত্র।

মামুদের সম্বন্ধে কিম্বদন্তী। মুসলমান ইতিহাসে মামুদের সাহসিকতা ধর্ম্মপরায়ণতা এবং মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প আছে। একদা এক বৃদ্ধা ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল যে,দস্যুগণ ইরাকের (পারস্যের) মরুভূমিতে তাহার পুত্রকে নিহত করিয়াছে। মামুদ উত্তর করিলেন যে, ঘটনাটী অবশ্য শোচনীয়, কিন্তু ইরাক তাঁহার রাজধানী হইতে অনেক দূরে বলিয়া সেখানে এরূপ অত্যাচার নিবারণ করা বড় কঠিন। বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল মহারাজ! আপনি যে পরিমাণের রাজ্য সুনিয়মে শাসন করিতে পারেন কদাচ তাহার অতিরিক্ত রাজ্য অধিকার করিবেন না। ইহা শুনিয়া মামুদ এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া বণিকদিগের রক্ষার নিমিত্ত ইরাকে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মামুদ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, এবং কবিদিগের সবিশেষ সম্মান করিতেন। এই জন্যই সুপ্রসিদ্ধ পারসীক কবি ফার্দ্দৌসী (পরদেশীয় বা স্বর্গীয়) তাঁহার সভায় বাস করিতেন। তাঁহারা সাহনামা নামক গ্রন্থের রচনাকালে মামুদ সন্তুষ্ট হইয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক কবিতার জন্য তাঁহাকে এক দিরহাম পুরস্কার দিবেন। মামুদের কথায় বোধ হইয়াছিল যে, তিনি ফার্দ্দৌসীকে স্বর্ণ দিরহামই দিবেন। ত্রিশ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের পর ষাটি হাজার কবিতা বিশিষ্ট গ্রন্থ শেষ হইল। মামুদ দেখিলেন যে, স্বর্ণ দিরহাম দিলে অনেক অর্থের প্রয়োজন, সুতরাং কবিকে রৌপ্য দিরহাম দিবার অনুমতি করিলেন। ইহাতে ফার্দ্দৌসী বিরক্ত হইয়া মামুদের নীচকুলে জন্ম ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া একখণ্ড বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ রচনা করিলেন। কিন্তু মামুদ নিন্দাবাদ ক্ষমা করিয়া সাহনামার গুণই গ্রহণ করিলেন, এবং নিজের নীচাশয়তার জন্য অনুতপ্ত হইয়া কবিকে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ফার্দ্দৌসী পুরস্কার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

(৩) পাঠান অধিকার (ঘোরবংশ)।

সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী—১১৮৮-১২০৬।

ঘোরবংশ। মামুদের উত্তরাধিকারিগণ প্রায় দেড়শত বৎসর পঞ্জাবের অধিকারী ছিলেন। গজনির রাজাদিগের সহিত ঘোরনামক অপর একটি আফগান রাজ্যের বিবাদ ছিল। মামুদ ১০১০ অব্দে ঘোররাজ্য জয় করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর গজনি রাজ্য ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং ঘোররাজেরা ক্ষমতাশালী হন। অনুমান ১০৫০ অব্দে ঘোররাজ আলাউদ্দিন গজনি অধিকার করিয়া তত্রত্য সম্ভ্রান্ত অধিবাসী দিগকে স্বরাজ্যে বন্দী করিয়া আনিলেন এবং তাঁহাদের শিরশ্ছেদ করিয়া সেই রক্তে শুর্কি প্রভৃতি দুর্গনির্ম্মাণের উপাদান সিক্ত করিলেন। মামুদের বংশীয় খসরু তাঁহার ভারতীয় রাজধানী লাহোরে পলায়ন করিলেন। সাত বৎসর রাজত্ব করিবার পর খসরু লোকান্তর গমন করেন (১১৬০) এবং তৎপুত্র খসরু মালিক লাহোরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। কিন্তু ঘোর বংশীয় রাজারা ক্রমশঃ ভারতবর্ষের দিকেও অগ্রসর হইলেন এবং আলাউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র মুইজ উদ্দিন (নামান্তর মহম্মদঘোরী) তাঁহার হস্ত হইতে লাহোরও কাড়িয়া লইলেন (১১৮৮)।

মহম্মদ ঘোরী। ঘোররাজ আলাউদ্দিনের মৃত্যু হইলে প্রথমতঃ তাঁহার পুত্র, পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াস উদ্দিন সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী (নামান্তর মুইজ উদ্দিন) গিয়াস উদ্দিনের অনুজ। ইনি নিজে একজন অসাধারণ বীরপুরুষ হইলেও চিরজীবন জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহ থাকিয়া তদীয় রাজ্য বিস্তারের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। ফলতঃ

মুসলমান রাজাদিগের মধ্যে সচরাচর এরূপ সৌভ্রাত্র লক্ষিত হয় না। ইনি ১১৭৬ অব্দে প্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া মুলতান অধিকার করেন; ১১৭৮ অব্দে গুজরাট আক্রমণ করিতে গিয়া তত্রত্য রাজা কুমারপাল সোলাঙ্কী (নামান্তর দ্বিতীয় ভীমদেব) কর্ত্তৃক পরাভূত হন এবং তৎপরে তিনবার চেষ্টার পর সুলতান মামুদের বংশধর খরসরু মালিকের হস্ত হইতে লাহোর রাজ্য অধিকার করেন (১১৮৮)।

নারায়ণের যুদ্ধ; * ১১৯১। এই সময়ে রাজপুতদিগের মধ্যে অন্তর্ব্বিচ্ছেদ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা সকলে এক যোগে মুসলমানদিগকে বাধা দিতে পারিলেন না। তখন দিল্লী ও আজমীরে চৌহান এবং কান্যকুব্জে রাঠোর বংশের আধিপত্য ছিল। উভয় রাজ্যের অধীশ্বরই আপনাকেই আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া মনে করিতেন। দিল্লী ও আজমীরের অধীশ্বর পৃথ্বীরাজ। কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্র একদা আপনার সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিপাদনমানসে প্রাচীন রাজসূয় যজ্ঞের অনুকরণে নানা দিগ্দেশীয় ভূপতিবর্গকে নিমন্ত্রিত করেন। এরূপ উৎসবে অধীন রাজাদিগকে ভৃত্যযোগ্য নীচকার্য্য সমস্ত সম্পন্ন করিতে হইত। পৃথ্বীরাজকে দ্বাররক্ষার জন্য আহ্বান করা হয়। কিন্তু তিনি এরূপ অপমানসূচক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না; সুতরাং তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য কান্যকুব্জপতি দ্বারদেশে তাঁহার বিকৃত প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিলেন। এদিকে উপস্থিত রাজাদিগের মধ্য হইতে রাজনন্দিনী সংযুক্তা স্বয়ম্বর প্রথানুসারে পতিবরণ করিবেন এইরূপ আয়োজন ছিল। পূর্ব্ব হইতেই পৃথ্বীরাজের প্রতি তাঁহার অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। রাজকুমারী সভা-

* এই যুদ্ধ সচরাচর তিরোরীর যুদ্ধ বলিয়া অনেক ইতিহাসে লেখা আছে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্র দৃশদ্বতীতীরবর্ত্তী নারায়ণ নামক স্থান। উহা তীরোরী হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিম এবং কর্ণাল হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তর।

মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া ধীরভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং উপস্থিত রাজাদিগকে উপেক্ষা করিয়া দ্বারদেশস্থ পৃথ্বীরাজের বিকৃত মূর্ত্তির গলেই বরমাল্য প্রদান করিলেন। কথিত আছে, পৃথ্বীরাজ তৎক্ষণাৎ সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া রাজকন্যাকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া দিল্লীতে প্রস্থান করেন। কান্যকুব্জ-রাজ ক্রোধে অধীর হইয়া দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং মহম্মদ ঘোরীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দিল্লী ও কান্যকুব্জ উভয় রাজ্যেরই সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন। ১১৯১ অব্দে মহম্মদ ঘোরী দিল্লীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন, হিন্দুদিগের মধ্যে অন্তর্ব্বিচ্ছেদবশতঃ দিল্লীরাজের ১০৮ জন সামন্তের মধ্যে কেবল ৬৪ জন সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তথাপি পৃথ্বীরাজ তিরোরীর নিকটবর্ত্তী নারায়ণ নামক স্থানে মহম্মদঘোরীকে পরাজিত করেন। মহম্মদ স্বয়ং গুরুতররূপে আহত এবং অতি-কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। হিন্দুরা প্রায় ২০ ক্রোশ পর্য্যন্ত তাঁহার পলায়নপর সৈন্যদিগের অনুধাবন করিয়াছিলেন। অনন্তর মহম্মদ লাহোরে অবস্থান করিয়া অবশিষ্ট সৈন্য গুলি একত্র করিলেন এবং শীঘ্রই মধ্য এশিয়া হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য আনয়ন পূর্ব্বক. পুনর্ব্বার দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন (১১৯৩)।

নারায়ণের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১১৯৩।* পৃথ্বীরাজ পুনর্ব্বার তাঁহাকে বাধা দিবার আয়োজন করিলেন; কিন্তু এবার দৈব তাঁহার প্রতিকূল হইলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত নারায়ণ নামক স্থানের অনতিদূরে পরাজিত ও নিহত হইলেন। বীরপত্নী সংযুক্তা স্বামীর চিতানলে প্রাণত্যাগ করিলেন। মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করিয়া আজমীর আক্রমণ করিলেন। পৃথ্বীরাজের এক পুত্র কর দিতে স্বীকার করিয়া আজমীর প্রাপ্ত হইলেন।

* কোন কোন ইতিহাসে ইহা থানেশ্বরের যুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত; বাস্তবিক এ যুদ্ধও নারায়ণের নিকটেই হইয়াছিল।

অনন্তর মহম্মদ ঘোরী কুতবউদ্দিন নামক প্রিয় অনুচরের হস্তে ভারতবর্ষের ভার দিয়া গজনিতে প্রতিগমন করিলেন। কুতব-উদ্দিন অল্পদিনের মধ্যে মিরাট অধিকার করিয়া দিল্লী নগরীতে রাজধানী স্থাপন করিলেন।

পরবৎসর (১১৯৪) কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্র মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দণ্ডবিধানার্থ মহম্মদ ঘোরী পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আসিলেন। জয়চন্দ্র পরাভূত ও নিহত হইলেন; তদীয় রাজ্য মুসলমানদিগের অধিকারে গেল। জয়চন্দ্রের পৌত্র শিবাজী তিনশত অনুচরের সহিত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া রাজপুতনার মরুভূমিতে এক নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। এই রাজ্যই বীরভূমি মারয়ার (মরুবর)। বিকানীর রাজ্য মরুবরের শাখা। *

বঙ্গবিজয় (১২০৩)। এদিকে কুতবউদ্দিন ক্রমশঃ রাজ্যবিস্তার করিতে লাগিলেন। তিনি গুজরাট আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হইলেন বটে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই গোয়ালিয়র, কালঞ্জর কল্পী ও বদায়ুন অধিকার করিলেন। তদীয় সেনাপতি বখ্তিয়ার খিলজি ১২০১ খৃঃ অব্দে অযোধ্যা ও বিহার এবং ১২০৩ অব্দে বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশ অধিকার করেন। বঙ্গের তদানীন্তন হিন্দু-রাজ লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে রাজত্ব করিতেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় রাজকার্য্যে ততদূর মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না;

---

* প্রাগুক্ত ঘটনাবলী সম্বন্ধে মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই উত্তরকালীন ইতিহাস সকল লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পৃথ্বীরাজের সভায় চাঁদ কবি "পৃথ্বীরাজ রাসো" নামক গ্রন্থে স্বজাতির মহিমা কিরূপে অস্তমিত হইয়াছে, তাহা শোকপূর্ণভাষায় সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ হিন্দীভাষার একখানি প্রধান কাব্য। চাঁদের বর্ণনানুসারে মুসলমানেরা শেষবার ব্যতীত অন্য সকল যুদ্ধেই পরাভূত হন; মহম্মদ ঘোরী একবার হিন্দুদিগের হস্তে বন্দী হন এবং প্রভূত অর্থ দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। অবশেষে গৃহবিচ্ছেদ হওয়াতেই হিন্দুদিগের সর্ব্বনাশ হয়।

মুসলমানেরা আসিয়াছে শুনিয়া তিনি যত শীঘ্র পারিলেন অন্তঃপুর-দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন, এবং সুবর্ণগ্রামে গমন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন, সুবর্ণগ্রাম বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্ভূত। বঙ্গের এই অংশ প্রায় আর একশত বৎসর স্বাধীন ছিল, পরে পাঠানরাজ্যের অন্তর্ভূত হয়।

বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি আসাম প্রদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তথায় তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মহম্মদ ঘোরী কখনও আফগানস্থানে,কখনও ভারতবর্ষে যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিলেন। ১২০২ অব্দে গিয়াস উদ্দিনের মৃত্যু হইলে তিনি নিজেই রাজপথ লাভ করিলেন; কিন্তু আফগানস্থানে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটায় তিনি ভারতবর্ষের বিজিত রাজ্যগুলির শাসনের জন্য কোন সুব্যবস্থা করিবার অবকাশ পাইলেন না। ১২০৩ অব্দে গোক্ষুর নামক পার্ব্বত্যজাতি লাহোর অধিকার করিল এবং সমস্ত পঞ্জাব প্রদেশে উপদ্রব করিতে লাগিল; মহম্মদ ঘোরী তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন; কিন্তু তাহাতেও নিস্তার পাইলেন না। ১২০৬ অব্দে দুর্দ্দান্ত গোক্ষুরগণ সিন্ধুনদ তীরে সুষুপ্ত সুলতানকে ছুরিকাঘাতে নিহত করিল।

মহম্মদ ঘোরী ও সুলতান মামুদ। সুলতান মামুদ কেবল ধর্ম্মোৎসাহে মত্ত হইয়া পৌত্তলিকতানাশের নিমিত্ত ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন; রাজ্যস্থাপনে তাঁহার তত প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু মহম্মদ ঘোরী রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষাতেই পুনঃ পুনঃ হিন্দুজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন; মামুদের ন্যায় কেবল দেবমন্দির লুণ্ঠন এবং দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করিবার জন্য তিনি দূর দেশে যাত্রা করেন নাই। সবুক্তগিনের সময়ে পেশোয়ার আফগান রাজ্যের পশ্চিম সীমা ছিল। মামুদ পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত করেন (১০৩০)। তুর্কীদিগের আক্রমণের ফলাফল ঐ স্থানেই শেষ হয়। কিন্তু মহম্মদ ঘোরী সিন্ধুর মোহনা হইতে গঙ্গার মোহনা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে

মুসলমান প্রভুত্ব সংস্থাপিত করেন। মামুদ বিদ্যোৎসাহী, উদারচরিত ও শরণাগত-প্রতিপালক ছিলেন। মহম্মদ ঘোরীতে এ সমস্ত গুণ পরিদৃষ্ট হইত না। পক্ষান্তরে মহম্মদ ঘোরী ও তদীয় জ্যেষ্ঠ গিয়াসউদ্দিনের মধ্যে যেরূপ সৌভ্রাত্র লক্ষিত হয়, সুলতান মামুদ ও তদীয় ভ্রাতার মধ্যে সেরূপ ছিল না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দিল্লীর পাঠান রাজগণ।

১২০৬-১৫২৬ খৃঃ অঃ।

(১) দাসরাজগণ।

১২০৬-১২২০ কুতবউদ্দিন।
(ভারতের প্রথম মুসলমান সুলতান)
১২১০-১২১১। আরাম।
১২১১-১২৩৫। আল্‌টামস।
১২৩৫। রুকুনুদ্দিন।
১২৩৬-১২৩৯। রিজিয়া বেগম।
১২৩৯-১২৪১। বেরাম।
১২৪১-১২৪৬। মসাঊদ।
১২৪৬-১২৬৫। নাসিরুদ্দিন।
১২৬৫ ১২৮৭। গিয়াসউদ্দিন বলবন।
১২৮৭-১২৯০। কৈকবাদ।

কুতবউদ্দিন; ১২০৬-১২১০। মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন; এলদোজ গজনিতে নাসীর উদ্দীন কবাচা সিন্ধু ও মূলতানে এবং কুতবউদ্দিন দিল্লীতে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলেন। কুতবউদ্দিন প্রথমাবস্থায় একজন তুর্কীজাতীয় দাস ছিলেন। তাঁহার কয়েকজন উত্তরাধিকারীও এইরূপে প্রথমে নীচ অবস্থা হইতে পরে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই জন্য ঐ সকল রাজা ও তাঁহাদের সন্তান সন্ততি দাসরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দাসরাজগণ সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে রীতিমত বাস করিয়া রাজত্ব আরম্ভ করেন। প্রথমে হীনাবস্থায় থাকিলেও কুতবউদ্দিন সাহস ও বুদ্ধিবলে জনসাধারণের প্রিয় ছিলেন। তিনি এমন দানশীল ছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে লাখবক্‌স অর্থাৎ লক্ষমুদ্রাদাতা বলিত। অদ্যাপি দিল্লী নগরে কুতব মসজিদ এবং কুতব মিনার নামক প্রসিদ্ধ অট্টালিকা

দ্বয়ে কুতবউদ্দিনের নাম বর্ত্তমান রহিয়াছে। আল্টামসের রাজত্ব-কালে মিনারের নির্ম্মাণ শেষ হয়। ১২১০ অব্দে কুতবউদ্দিনের মৃত্যু হয়।

আরাম, ১২১০-১১। কুতবউদ্দিনের পুত্র আরাম কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করিয়া আপন ভগিনীপতি বিহারের শাসনকর্ত্তা অল্টামস কর্ত্তৃক পদচ্যুত হন।

আল্টামস, ১২১১-১২৩৫। আল্টামস কুতবের ক্রীতদাস ছিলেন; পরে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এলদোজ ভারতবর্ষকে গজনির অধীন বিবেচনা করিয়া পঞ্জাব আক্রমণ করেন, কিন্তু আল্টামস তাঁহাকে পরাভূত করিয়া চিরকালের জন্য কারাগারে রাখেন (১২১৫)। ১২১৬ অব্দে আল্টামস নাসীরউদ্দিন কবাচার রাজ্য আক্রমণ করেন, নাসীর উদ্দিন ও তাঁহার পরিজন বর্গ হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হন এবং মূলতান ও সিন্ধুদেশের কিয়দংশ আল্টামসের রাজ্যভুক্ত হয়। ইহার পরে সুপ্রসিদ্ধ মোগল বীর জঙ্গিস খাঁ দিগ্বিজয়ে নির্গত হন (১২১৮)। মোগলেরা তখনও মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে নাই, জঙ্গিস নিজেও মুসলমান ছিলেন না। সম্ভবতঃ মধ্য-এসিয়াবাসীরা তখন বৌদ্ধমত অনুসারেই পরিচালিত হইত। সুতরাং জঙ্গিস খাঁর দিগ্বিজয় মুসলমান আক্রমণ প্রবাহের ফল বলিয়া যেন কাহারও ভ্রম না হয়। খারিজ্মের সুলতান জঙ্গিস খাঁ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া ভারতবর্ষে পলায়ন করেন এবং মোগলেরা তাঁহার অনুসরণ করিতেছে দেখিয়া আল্টামসের শরণ ভিক্ষা করেন। কিন্তু আল্টামস দেখিলেন যে, তাঁহাকে আশ্রয় দিলে জঙ্গিস খাঁ নিশ্চয় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলিবেন, সুতরাং তিনি সুলতানকে আশ্রয় না দিয়া বরং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন। ১২২৩ অব্দে বাঙ্গালায় বখ্‌তিয়ার খিলজির উত্তরাধিকারী গিয়াসউদ্দিন খিলজি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু আসাম আল্টামস

তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। অতঃপর মাণ্ডু, ভীলসা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি মালব দেশস্থ প্রধান প্রধান স্থানগুলি পাঠান রাজ্যভুক্ত হয় (১২২৬-১২৩২)। আল্টামস উজ্জয়িনী অধিকার করিয়া তত্রত্য সুপ্রসিদ্ধ মহাকালের মন্দির বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। আল্টামসের রাজত্বকালে বাগদাদের খলিফা ভারতবর্ষকে একটী স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং দিল্লীর সুলতানের নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে অনুমতি দেন (১২২৯)। এই ঘটনাতে মুসলমানদিগের বিবেচনায় ভারতবর্ষ প্রকৃতই একটী স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়া দাঁড়ায়। ১২৩৫ অব্দে আল্টামসের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি হইয়াছিলেন।

রুকুনুদ্দিন; ১২৩৫। আল্টামসের পুত্র রুকুনুদ্দিন সাত মাস সিংহাসন ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও নিষ্ঠুরতা দোষে পদচ্যুত হন।

রাজ্ঞী রিজিয়া,—১২৩৬-১২৩৯। অনন্তর আল্টামসের কন্যা রিজিয়া পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রিজিয়া ভিন্ন অন্য কোন মুসলমান রমণী কখনও দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। রিজিয়ার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পুরুষোচিত গুণ ছিল। কোরাণে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল; রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় অণুমাত্র আলস্য ছিল না। তিনি বিপৎকালে ধীর, প্রশান্ত ও স্থিরচিত্তে প্রতীকার চেষ্টা পাইতেন। এই জন্য তিনি ইতিহাসে "সুলতান" রিজিয়া নামে সুপরিচিতা। কিন্তু রাজ্ঞী তাঁহার অশ্বশালাধ্যক্ষ একজন হাবসী দাসের প্রতি অনুচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া পাঠান সেনানিগণ ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিলেন।

---

* সুলতান পুংলিঙ্গ, "সুলতানা" স্ত্রীলিঙ্গ।

মোগল-আক্রমণ এবং রাজপুত-বিদ্রোহ।

আল্টামসের সময়ে ১২২৪ অব্দে মোগলেরা তিব্বত দিয়া বঙ্গদেশের উত্তরাঞ্চল আক্রমণ করে। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর (১২৩৬-১২৮৮) ইহারা পুনঃ পুনঃ আফগান প্রান্ত দিয়া পঞ্জাবে প্রবেশ করিতে থাকে; এবং গোক্ষুর ও মেওয়াটের পার্ব্বত্য-জাতিগণ নিম্ন প্রদেশে অবতরণ করিয়া প্রায় দিল্লী পর্য্যন্ত মুসলমানদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। এদিকে মালবে, রাজপুতনায়, বুন্দেলখণ্ডে এবং গঙ্গা ও যমুনার তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে এমন কি দিল্লীর নিকটেও সমস্ত হিন্দুরাজগণ মুসলমান দিগের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ অস্ত্রধারণ করিতে আরম্ভ করেন। বস্তুতঃ দাসরাজদিগের সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ কেবল নামে মুসলমানদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

বেরাম, ১২৩৯-৪১,—মসায়ুদ, ১২৪১-৪৬, নাসীরউদ্দিন, ১২৪৬-৬৫। রিজিয়ার নিধনের পর তদীয় ভ্রাতা বেরাম সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই নিহত হন। অনন্তর রুকুনুদ্দিনের পুত্র মসায়ুদ সিংহাসন গ্রহণ করিয়া স্বকীয় বিলাসিতার জন্য বেরামের পথানুসরণ করেন (১২৪৬) এবং আল্টামসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসীরউদ্দিন সিংহাসন প্রাপ্ত হন। নাসীরউদ্দিন সরল, ন্যায়পরায়ণ, শান্ত বিদ্যোৎসাহী ও বিলাসশূন্য ছিলেন। তিনি আল্টামসের জামাতা গিয়াসউদ্দিন বলবনের হস্তে সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ভার দিয়া স্বয়ং সর্ব্বদা বিদ্যালোচনায় নিরত থাকিতেন। তাঁহার সময়ে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তস্থ কতিপয় ক্ষুদ্ররাজ্য দিল্লীর অধিকারভুক্ত হয়; এবং মোগলদিগের আক্রমণ নিবারণের জন্য সের খাঁ নামক এক ব্যক্তি তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ১২৬৫ অব্দে নাসীরউদ্দিন নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে মন্ত্রী গিয়াসুদ্দিন বলবন সিংহাসন অধিকার করেন।

বলবন, ১২৬৬-১২৮৭। বলবনও পূর্ব্বে দাস ছিলেন; ক্রমে উন্নতিলাভ করিয়া আল্‌টামসের এক কন্যা বিবাহ করেন এবং নাসীরউদ্দিনের আমলে প্রধান মন্ত্রী হন। নিজের পূর্ব্বতন হীনাবস্থা ঢাকিবার নিমিত্তই হউক আর অন্য কারণেই হউক, তিনি সুলতান হইয়া ইতর লোকের সহিত সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন এবং হিন্দুদিগকে রাজ্যের প্রধান কার্য্যসমূহ হইতে অপসৃত করিলেন। বলবনের রাজত্বের প্রথমে মেওয়াটের রাজপুতেরা পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হয়; কিন্তু তিনি অতি নিষ্ঠুরতার সহিত তাহাদিগকে দমন করেন। অতঃপর বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা তোগ্রল বিদ্রোহী হইলেন। তোগ্রল মেঘনা পার হইয়া জাজ নগর (ত্রিপুরা) লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। বলবন লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ চাহিলে তোগ্রল উহা দিতে অস্বীকার করিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য বলবন প্রথম যে সেনা পাঠাইলেন, তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিল (১২৭৯)। অনন্তর সুলতান নিজে সুবর্ণগ্রাম পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন; তোগ্রল পরাভূত ও নিহত হইলেন, তাঁহার অনুচরবর্গের প্রতি বলবন নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত দেখাইলেন। বলবনের কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খাঁ বাঙ্গালার শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ বিদ্বান সচ্চরিত্র ও রাজনীতিবিশারদ ছিলেন; সুপ্রসিদ্ধ কবি আমীর খসরু প্রভৃতি তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেন; তিনি পারসীক মহাকবি সাদিকেও দিল্লীতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাদি বার্দ্ধক্যবশতঃ আসিতে পারেন নাই। বলবনের রাজত্বের শেষভাগে মোগলেরা পঞ্জাব আক্রমণ করিলে মহম্মদ তাহাদিগকে পরাভূত করেন, কিন্তু তাহাদের অনুসরণ করিবার সময় নিজেও নিহত হন। ইহাতে বৃদ্ধ বলবনের হৃদয় ভগ্ন হইল; তিনি নিজের মৃত্যু আসন্ন জানিয়া বুগরা খাঁকে দিল্লীতে আসিতে বলিলেন; বুগরা দিল্লীতে দুই এক দিন থাকিয়া সুলতানকে না বলিয়াই বাঙ্গালায় ফিরিয়া গেলেন; ইহাতে বল-

বন অসন্তুষ্ট হইয়া মহম্মদের পুত্র কৈ খসরুকে আপনার উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রচারপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন (১২৮৭)। মধ্য-এশিয়ার বহুসংখ্যক রাজা ও বিদ্বান্ মোগলদিগের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বলবনের সভায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। অন্যূন ১৫ জন স্বাধীন রাজা তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছেন বলিয়া বলবন অনেক সময়ে গর্ব্ব করিতেন। উক্ত রাজাদিগের হৃত রাজ্যের নামানুসারে দিল্লীর অনেকগুলি রাস্তা বাগদাদ, ঘোর প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছিল।

কৈকবাদ, ১২৮৭-১২৯০। মন্ত্রীরা চক্রান্ত করিয়া বুগ্‌রা খাঁর পুত্র কৈকবাদকে সিংহাসনে বসাইলেন। কৈ খসরু কিছুদিনের জন্য মুলতান প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইলেন; পরে কৈকবাদের মন্ত্রীরা গুপ্তভাবে তাঁহার প্রাণনাশ করিলেন। কৈকবাদ বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। বুগরা খাঁ এক সময় তাঁহাকে সদুপদেশ দিতে চেষ্টা করায় কৈকবাদ কুমন্ত্রিগণের পরামর্শে পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শেষে উভয় পক্ষের সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইলে পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ হইল এবং বুগরা খাঁ বিস্তর অপমান সহ্য করিয়াও পুত্রের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। দুর্বৃত্ত কৈকবাদ আত্ম-গ্লানির তাড়নায় কিয়ৎকালের জন্য ধর্ম্মপথে চলিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁহার প্রকৃতি পূর্ব্ববৎ হইল, এবং তিনি খিলজিবংশীয় জালালউদ্দিন কর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে নিহত হইলেন (১২৯০)।

(২) খিলজি বংশ।

১২৯০-১২৯৫	জালালউদ্দিন।	১৩১৬-১৩২০।	মুবারক ও মন্ত্রী খসরু।
১২৯৫-১৩১৬।	আলাউদ্দিন।		

খিলজিবংশ, ১২৯০-১৩২১। খিলজিবংশ ৩১ বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহাদের সময়ে মুসলমান আধিপত্য দাক্ষিণাত্যে

বিস্তৃত হয়। সিংহাসনারোহণের কালে জালালউদ্দিনের ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী কড়া নামক স্থানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন, এবং দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি কেবল ৭,০০০ অশ্বারোহী লইয়া দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দেন যে, তাঁহার পিতৃব্য জালালউদ্দিনের কোপে পতিত হইয়া রাজমহেন্দ্রীর হিন্দুরাজার শরণাগত হইতে যাইতেছেন। উদারচেতা রাজপুতগণ পলায়নপর শত্রুকে আক্রমণ করিলেন না। সুতরাং আলাউদ্দিন নির্ব্বিঘ্নে মহারাষ্ট্র দেশীয় যাদব রাজপুতদিগের রাজধানী দেবগিরি (বর্ত্তমান দৌলতাবাদ) নগরে প্রবেশ করিলেন; এবং প্রকাশ করিলেন যে, তিনি ও তাঁহার অনুচরগণ দিল্লীশ্বরের সেনার পুরোগামী ভাগ মাত্র; মূল সৈন্য এখনও দূরে আছে। এই কথায় ভীত হইয়া দেবগিরির রাজা রামদেব আত্মরক্ষার্থ তাঁহাকে প্রভূত অর্থ দিলেন, এবং ইলিচপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ সমর্পণ পূর্ব্বক কোনমতে বিদায় করিলেন। ইহার পর আলাউদ্দিন জালালউদ্দিনকে লুণ্ঠিত ধনের অংশ দিবার প্রলোভন দেখাইয়া কড়াতে আনয়নপূর্ব্বক নিহত করিলেন (১২৯৫)।

আলাউদ্দিন, ১২৯৫-১৩১৬। এই নৃশংস ব্যাপারের পর আলাউদ্দিন সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য লুণ্ঠনলব্ধ সমস্ত অর্থ বিতরণ করিয়া আপনাকে সুলতান বলিয়া প্রচার করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান আধিপত্য সম্যক্ বদ্ধমূল হয়। আলাউদ্দিনের উজীর নসরৎ খাঁ ও সেনাপতি উলুঘ খাঁ ১২৯৭ অব্দে কর্ণদেব বাঘেলাকে পরাভূত করিয়া গুজরাট প্রদেশ জয় করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই একদল মোগল সৈন্য পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়; কিন্তু শেষে পরাভূত হইয়া প্রস্থান করে। আলাউদ্দিন নিজে ১৩০০ অব্দে

অত্যন্ত কষ্টসাধ্য অবরোধের পর রাজপুতদিগের অধিকারস্থ রণস্তম্বর নগর অধিকার করেন এবং ১৩০৩ অব্দে চিতোর নগরী ধ্বংস করিয়া তথাকার সিংহাসনে মল্লদেব নামক এক ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু আলাউদ্দিনের রাজত্ব-শেষে প্রাচীন রাজবংশীয় হাম্বীর পুনর্ব্বার চিতোর অধিকার করিয়া লন। চিতোরের ধ্বংশের সময় পদ্মিনী ও তাঁহার ত্রয়োদশ সহস্র সহচরীর চিতারোহণ-বৃত্তান্ত অনেকেরই সুবিদিত। ১৩০৪-৫ অব্দে মোগলদিগের সহিত আলাউদ্দিনের আরও চারি বার যুদ্ধ হয়, এবং তাহাদের অনেকে পরাজিত ও বন্দীকৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হয়। তথায় মোগল বন্দিগণ অনুচরবর্গসহ হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত ও দলিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে আলাউদ্দিনের নিজ পরিবারের মধ্যেও কয়েক বার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; কিন্তু পূর্ব্বরূপ নৃশংসতার সহিত তিনি সমুদয় দমন করেন।

দাক্ষিণাত্য বিজয়।—এবম্প্রকারে আর্য্যাবর্ত্তে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া আলাউদ্দিন দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। ১৩০৩ অব্দে তাঁহার সেনাপতি মালিক কাফুর একদল সৈন্যের সহিত বঙ্গদেশের ভিতর দিয়া বরঙ্গুল আক্রমণার্থ প্রেরিত হন। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। কাফুর পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন; গুজরাট অধিকারের সময়ে মুসলমানদিগের হস্তে পড়িয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন এবং তথায় আলাউদ্দিনের অনুগ্রহভাজন হইয়া উঠেন। তিনি ১৩০৬ অব্দে দেবগিরি অধিকার করিয়া মহারাষ্ট্ররাজ রামদেবকে দিল্লীতে আনয়ন করিলেন। ১৩০৯ অব্দে বরঙ্গলের রাজাও কর দিতে বাধ্য হইলেন, ১৩১০ অব্দে কর্ণাটের বল্লালরাজপুতদিগের রাজ্য অধিকৃত হইল এবং অল্পদিনের মধ্যে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হইল।

আলাউদ্দিনের সময়ে দিল্লীর সাম্রাজ্যের অবস্থা। মধ্য-এশিয়া হইতে মুসলমানেরা তিনবার ভারতবর্ষে

প্রবেশ করেন। তাহাতে আর্য্যাবর্তের মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অনেক হইয়া উঠে। প্রথমতঃ গজনীরাজের সময়ে তুর্কীরা আগমন করে; পরে ঘোররাজের সময়ে পাঠানজাতি আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে; অবশেষে মোগলেরাও পুনঃ পুনঃ পঞ্জাব অধিকারে অসমর্থ হইয়া দলে দলে দিল্লীশ্বরের সরকারে রাজকার্য্য গ্রহণ ও মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া এদেশে বাস করে। অনেক ষড়্যন্ত্রের পর অবশেষে ১৩১১ অব্দে সুলতান আলাউদ্দিন প্রায় ১৫০০০ মোগল অধিবাসীদিগকে নিহত করিয়া তাহাদের স্ত্রীপুত্রদিগকে দাস দাসী রূপে বিক্রয় করেন।

আলাউদ্দিন অক্লেশে তুর্কী, পাঠান ও মোগল জাতি হইতে যত ইচ্ছা সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুলতানদিগের অপেক্ষা দক্ষিণদিকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে সাহস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে গুজরাটের হিন্দুরা আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠেন; চিতোর রাজপুতদিগের পুনরায়ত্ত হয় এবং দাক্ষিণাত্যেও মুসলমান আধিপত্য অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। শেষাবস্থায় আলাউদ্দিন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন। তিনি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া এক সময়ে নিজপুত্রদিগকে বন্দী করিয়াছিলেন। ১৩১৬ অব্দে সম্ভবতঃ কাফুর প্রদত্ত বিষপানে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মোবারক, ১৩১৬-১৩২০। খসরু ১৩২০।

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর কাফুর সিংহাসন অধিকারের চেষ্টায় ছিলেন; কিন্তু আলাউদ্দিনের পুত্র মোবারক তাঁহাকে নিহত করিয়া রাজ্যলাভ করেন। আলাউদ্দিনের রাজত্বের শেষে রামদেবের জামাতা হরপাল দেব বিদ্রোহী হইয়া দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন; মোবারক তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন (১৩১৮)। ইহার পরেই মোবারক নিতান্ত বিলাসপরায়ণ হইয়া উঠিলেন, সুতরাং খসরু নামক সেনানীর হস্তে রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত হইল। খসরু একজন নীচবংশ-

জাত হিন্দু; পরে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কাফুরের প্রিয়-পাত্র হয়। রণকৌশল এবং পাশববৃত্তি, উভয় বিষয়েই খসরু কাফুরের সমকক্ষ ছিল। খসরুই সর্ব্বে সর্ব্বা হইল এবং কিছুদিনের মধ্যে মোবারককে নিহত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিল। খসরু মুখে আপনাকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিত, কিন্তু কোরাণকে আসনরূপে ব্যবহার করিয়া এবং মসজিদের বেদীতে হিন্দুদেবমূর্ত্তি বসাইয়া প্রকাশ্যে মহম্মদীয় ধর্ম্মের অবমাননা করিত। ১৩২০ অব্দে সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া খসরুকে নিহত করে।

(৩) টোগলক বংশ।

১৩২০-১৩২৫।	গিয়াসউদ্দিন।	১৩৮৮-১৩৮৯	আবুবকর।
১৩২৫-১৩৫১।	মহম্মদ টোগলক।	১৩৮৯-১৩৯২।	নাসীরউদ্দিন মহম্মদ।
১৩৫১-১৩৮৮।	ফিরোজ সা	১৩৯২।	হুমায়ুন বিন মহম্মদ
১৩৮৮।	গিয়াসউদ্দিন (২য়)।	১৩৯২,১৪১২।	মামুদ টোগলক।

[মামুদ টোগলকের সময় হইতে সৈয়দবংশের সিংহাসন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অরাজকতা ছিল (১৪১২-১৪)]।

টোগলকবংশ;—১৩২০-১৩১২। উক্ত বিদ্রোহের অধিনেতা গাজিবেগ টোগলক পঞ্জাবসীমান্তের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। খসরু পুরাতন রাজবংশীয় সকলকেই নিহত করিয়াছিল, সুতরাং গাজিবেগ "গিয়াসউদ্দিন" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক নিজে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি দিল্লী হইতে দুই ক্রোশ পূর্ব্বে রাজ-ধানী স্থানান্তরিত করেন এবং নূতন নগরীর টোগলকাবাদ নাম রাখেন। ১৩২৩ অব্দে বরঙ্গলের রাজা পরাজিত হইয়া বন্দিভাবে দিল্লীতে আনীত হন; অনন্তর কর দিতে অঙ্গীকার করিয়া মুক্তি লাভ করেন। বুগরা খাঁর পৌত্র সাহাবুদ্দিন বুগরা সা গৌড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বাহাদুর গৌড় অধিকার করিবার চেষ্টা করিলে তিনি গিয়াসউদ্দিনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গিয়াসউদ্দিন বাঙ্গালায় আগমন করিলেন এবং সুবর্ণ

গ্রাম (পূর্ব্ব বঙ্গ) এবং মিথিলা অধিকার পূর্ব্বক বাহাদুরকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে ফিরিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য তদীয় পুত্র জুনা খাঁ এক প্রকাণ্ড দারুমণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; উহা হঠাৎ পতিত হওয়াতে গিয়াসের প্রাণবিয়োগ হইল। অনেকে সন্দেহ করেন। জুনা খাঁ নিজেই ইচ্ছা করিয়া এরূপ ঘটাইয়াছিলেন (১৩২৫)। গিয়াসউদ্দিন সচ্চরিত্র ও ন্যায়বান ছিলেন।

মহম্মদ টোগলক বা জুনা খাঁ—১৩২৫-১৩৫১।

গিয়াসউদ্দিনের পুত্র মহম্মদ সুশিক্ষিত রণবিশারদ, কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, অব্যবস্থিতচিত্ত ও অবিমৃষ্যকারী। আলাউদ্দিন যে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন, মোগলদিগকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিবার জন্য মহম্মদ সমস্তই নিঃশেষ করিলেন। মোগলেরাও অন্ততঃ অর্থ পাইবার প্রত্যাশায় পুনঃ পুনঃ পঞ্জাব আক্রমণ করিতে লাগিল। এক সময়ে মহম্মদ দিগ্বিজয়েচ্ছায় পারস্য আক্রমণ করিবেন বলিয়া সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং চীন অধিকারের জন্য এক লক্ষ সৈন্য পাঠাইয়া দেন কিন্তু বেতন দিতে পারিলেন না বলিয়া প্রথম সৈন্যদল শীঘ্রই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল এবং তাঁহার নিজরাজ্য লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় দল হিমালয়ের গিরিপথে বিনষ্ট হইল। তিনি দিল্লী হইতে ৪০০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী দেবগিরি নগরে রাজধানী স্থাপন করিতে কৃত সঙ্কল্প হন এবং এই উপলক্ষে দেবগিরির নাম দৌলতাবাদ রাখেন। তিনি হতভাগ্য অধিবাসীদিগকে প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইয়া দিল্লী হইতে দুইবার দেবগিরিতে লইয়া যান এবং দুই বার তাহাদিগের অনুনয় বিনয়ে দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেন। এরূপ অপব্যয়ে যখন রাজকোষ শূন্য হইল, তখন মহম্মদ এক প্রকার তাম্রমুদ্রা প্রচলিত করিলেন এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, রাজার তাম্র, সাধারণের স্বর্ণ রৌপ্যাদির সমান বলিয়া গণ্য হইবে। প্রাচীন কালে চীনদেশে কাগজের নোট প্রচলিত ছিল। কিন্তু মহম্মদ লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে

চেষ্টা করিলেন এবং তাঁহার কোষে অর্থ ছিল না বলিয়া তদীয় নোট অচিরে অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। বিদেশীয় বণিকেরা উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না; সুতরাং বাণিজ্য একরূপ রহিত হইয়া গেল এবং সম্রাট্ অনন্যোপায় হইয়া নিজের মূল্যহীন নোটই প্রজার নিকট হইতে কর স্বরূপ প্রতিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

প্রদেশসমূহের বিদ্রোহ; ১৩৩৮--১৩৫১

এদিকে, এক রাজ্যের পর অন্য রাজ্য, দিল্লীশ্বরের হস্তস্খলিত হইতে আরম্ভ করিল। মহম্মদ টোগলক ১৩২৫ অব্দে দিল্লীর সাম্রাজ্যে প্রথম অভিষিক্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন মুসলমান রাজা ভারতবর্ষের এত অধিক অংশের উপর আধিপত্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বুদ্ধিদোষে ও ধর্ম্মান্ধতায় হিন্দু মুসলমান সকলকেই অবিশ্বাস করিতেন। কাজেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া উচ্চপদসমূহে স্বার্থপরায়ণ বিদেশীয় মুসলমান কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিতে হইল। মহম্মদের রাজ্য থাকুক বা না থাকুক, ইহাদের সে বিষয়ে লক্ষ্যই ছিল না। এক প্রদেশের বিদ্রোহ দমন হইতে না হইতেই অন্য প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে লাগিল। ইহাই এ সময়ের ইতিহাসের একমাত্র বর্ণনীয় বিষয়। মালব ও পঞ্জাবের শাসন কর্ত্তারা বিদ্রোহী হইয়া পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৩৩৮-৩৯)। বাঙ্গালা ও করমণ্ডল উপকূলে শাসনকর্ত্তারা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিলেন (১৩৪০)। কিন্তু মহম্মদ ইঁহাদিকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। ১৩৪৪ অব্দে কর্ণাট ও তৈলঙ্গ হিন্দুদিগের পুনরায়ত্ত হইল। দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য মহম্মদ সসৈন্য দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন, কিন্তু শান্তি স্থাপন করিতে না করিতেই গুজরাট, মালব এবং সিন্ধুদেশে পুনর্ব্বার বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া শীঘ্র প্রতিগমন করিলেন। ১৩৫১ অব্দে মহম্মদের মৃত্যু হয়।

মহম্মদ টোগলকের প্রজাশাসন। উন্মত্তের ন্যায় অর্থের শ্রাদ্ধ করায় মহম্মদের সর্ব্বদাই অনাটন ছিল; সুতরাং উত্তরোত্তর কর বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিবৃন্দের বিশেষ বিরাগ ভাজন হইতে হইয়াছিল। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে তিনি ভূমির কর কোথাও দশগুণ কোথাও বা বিশগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এ অত্যাচারে কৃষকদিগের সর্ব্বনাশ হইল; গ্রামসমূহ জঙ্গলে পরিণত হইল এবং কৃষকেরা দলে দলে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। কোন কোন বনে মহম্মদ মৃগয়ার জন্য পশু রক্ষা করিতেন। যদি কেহ উহার একটি পশু নষ্ট করিত, তাহা হইলে তাহার প্রতি অত্যাচারের ইয়ত্তা থাকিত না। পাশববৃত্তিতে মহম্মদ অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি এক অশ্রুতপূর্ব্ব উপায়ে মনুষ্য-জীবন নষ্ট করিতেন, ইহাকে "মনুষ্য শিকার" বলিলেও হয়। কোন একটী বিস্তীর্ণ প্রদেশ বেষ্টনপূর্ব্বক ক্রমে চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্যগণ কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়া অবরুদ্ধ নিরীহ কৃষকদিগকে বন্যজন্তুর ন্যায় নিহত করিত। এরূপ মনুষ্য শিকার অনেকবার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সমস্ত ভয়ানক অত্যাচারের জন্য শেষে চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠিল এবং দেশের দুর্দ্দশা বর্ণনাতীত হইল।

মহম্মদের রাজত্বকালে আফ্রিকার অন্তঃপাতী তাঞ্জিয়ার প্রদেশীয় ইবন্ বাতুতা নামক এক ব্যক্তি ভারতবর্ষে আসিয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

ফিরোজ সা টোগলক, ১৩৫১-১৩৮৮।

মহম্মদের পিতৃব্যপুত্র ফিরোজ সদয়ভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্য এবং বঙ্গদেশের মুসলমান রাজ্যগুলিকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি সাধারণের হিতকর নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কৃষি

কার্য্যের সুবিধার জন্য নদীর উপর বাঁধ ও সেতু নির্ম্মাণ এবং জলাশয়, পান্থশালা, মসজিদ্, বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, এইরূপ অনেক সৎকার্য্যে তিনি হাত দিয়াছিলেন। প্রাচীন যমুনার খাল তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। যেখানে যমুনা পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া সমতল প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়াছে, তথা হইতে এই খাল একদিকে দৃশদ্বতী এবং অন্যদিকে শতদ্রুনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইংরেজগবর্ণমেণ্টের যত্নে উহার কিয়দংশ পঙ্কোদ্ধার হইয়াছে। সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া কোনব্যক্তিকে যাতনা দেওয়া, সামান্য অপরাধে লোকের প্রাণদণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদ করা প্রভৃতি নিষ্ঠুর ব্যবহারও ফিরোজ যথাসাধ্য উঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং অনেক অন্যায় কর রহিত করিয়া প্রজাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন।

ফিরোজের উত্তরাধিকারিগণ। ফিরোজের মৃত্যুর পর প্রথমতঃ তাঁহার দুই পৌত্র (দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দিন, ১৩৮৮ ও আবুবকর ১৩৮৮-১৩৮৯); পরে তাঁহার পুত্র (নাসীরউদ্দিন মহম্মদ ১৩৮৯-১৩৯২) ও শেষে তাঁহার অপর এক পুত্র (নাসীরউদ্দিনের পুত্র হুমায়ুন বিন মহম্মদ) ক্রমান্বয়ে রাজ্যাধিকার গ্রহণ করেন। ইঁহাদের শাসন কালে কোন উল্লেখযোগ্যঘটনা হয় নাই। কেবল বিদ্রোহ ও ষড়্-যন্ত্র বলে কেহ অল্প, কেহ বা অপেক্ষাকৃত অধিকদিন রাজ্যভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর নাসীরউদ্দিনের দ্বিতীয়পুত্র মামুদ টোগলক সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে রাজ্যের চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা স্বাধীনতা অবলম্বন পূর্ব্বক দিল্লীশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠেন। জৌনপুর, গুজরাট ও মালব এক একটী পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। মামুদের পিতৃব্য-পুত্র নসরৎ খাঁ স্বয়ং রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর কাল তাঁহার সহিত যুদ্ধ

করেন। এদিকে ইকবাল নামক একজন আমীর মামুদকে কার্য্যতঃ বন্দিভাবে রাখিয়া তাহার নামে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই সকল কারণে রাজ্য এত নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িল যে, যখন ১৩৯৮ অব্দে মোগলজাতি ভারতবর্ষে আগমন করিল, তখন কেহই তাহাদিগকে রীতিমত বাধা দিতে পারিল না।

তৈমুরলঙ্গের আক্রমণ,—১৩৯৮। জঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পর মধ্য এশিয়ার অনেক মোগল সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এইরূপ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের পরে ১৩৩৬অব্দে সমরকন্দ নগরে সুপ্রসিদ্ধ তৈমুরলঙ্গের জন্ম হয়। সম্ভবতঃ মাতৃধারায় তিনি জঙ্গিস খাঁর বংশধর এবং জঙ্গিসের ন্যায় দিগ্বিজয় ও নরহত্যাই তাঁহার প্রধান কার্য্য। তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই জঙ্গিসের উত্তরাধিকারীদিগের নিকট হইতে সমরকন্দ নগর অধিকারপূর্ব্বক উত্তরে সাইবিরিয়া হইতে দক্ষিণে হিমালয় এবং পশ্চিমে ডন ও বল্গা নদী হইতে পূর্ব্বে চীন পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক পৌত্তলিক, সুতরাং এদেশ আক্রমণ করা ধর্ম্মসঙ্গত, এই যুক্তি দেখাইয়া তৈমুরলঙ্গ ১৩৯৮ অব্দের প্রথমে নিজের পৌত্র পীর মহম্মদ জাহাঙ্গীরকে লাহোর ও মুলতান অধিকার করিবার জন্য একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। পীর মহম্মদ মুলতান আক্রমণ করিলে ইকবাল সবিশেষ কৌশলের সহিত তাঁহাকে বাধা দেন। পীরমহম্মদ বিস্তার চেষ্টা করিয়া যখন মুলতান অধিকার করিতে পারিলেন না, তখন তৈমুর নিজেই বিপুল সেনা সহ ১৩৯৮ অব্দের শেষভাগে তাঁহার সাহায্যার্থ ভারতবর্ষ অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং মুলতান প্রভৃতি পথবর্ত্তী কতিপয় স্থান অধিকারপূর্ব্বক দিল্লীর পুরোভাগে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে তখন প্রায় এক লক্ষ বন্দী ছিল, পাছে যুদ্ধকালে ইহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে এই আশঙ্কায় তৈমুর অতি নিষ্ঠুরভাবে ইহাদিগকে নিহত করিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং তৎপরে ইকবালের সেনা পরাস্ত করিয়া

দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন। মামুদ টোগলক গুজরাটে পলায়ন করিয়াছিলেন। তৈমুর আপনাকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক অর্থসংগ্রহে মন দিলেন। তদুপলক্ষে নগরবাসী-দিগের সহিত বিবাদ হওয়ায় মোগলেরা নৃশংসভাবে তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিল; পাঁচ দিন পর্য্যন্ত যাহাকে পাইল মারিয়া ফেলিল, মৃত শরীর রাশীকৃত হওয়ায় কোন কোন পথ একেবারে দুর্গম হইয়া উঠিল। তথাপি তৈমুরের কোন চিত্তবিকারই দেখা গেল না। অবিচলিত চিত্তে হত্যাকাণ্ড দেখিতে লাগিলেন এবং বিজয়োৎসবের আমোদ প্রমোদে মত্ত রহিলেন। ১৩৯৮ অব্দের শেষ দিনে ফিরোজ টোগলকের যমুনাতীরস্থ মর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত মসজিদে 'কৃতজ্ঞ ও বিনীতভাবে" ঈশ্বরোপাসনা করিয়া তৈমুরলঙ্গ পুনর্ব্বার দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন। দিল্লীর ন্যায় নিজের রাজধানী সমরকন্দ নগরকে সুশোভিত করিবার নিমিত্ত তিনি দিল্লী হইতে বহুসংখ্যক রাজমিস্ত্রি লইয়া গিয়াছিলেন। ১৪০৫ অব্দে তৈমুরের মৃত্যু হয়। কতকগুলি নগর ধ্বংস করা ব্যতীত তৈমুর ভারতবর্ষে স্বীয় প্রভাবের অন্য কোন চিহ্ন রাখিয়া যান নাই।

তৈমুর প্রস্থান করিলে চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রাদু-র্ভাব হইল এবং দিল্লীর সর্ব্বনাশের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা এইরূপে সম্পন্ন হইল। রাজশাসনের চিহ্নমাত্র রহিল না। দিল্লীতে ইকবালই সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। এদিকে গুজরাটে জাফর খাঁ, মুলতান ও সিন্ধুদেশে খিজির খাঁ ও কনৌজে খাজা-জাহান স্বাধীনভাবে চলিতে লাগিলেন। মামুদ টোগলক গুজরাট হইতে ফিরিয়া অতি দীনভাবে প্রথম দিল্লীতে, পরে জৌনপুরের সুল-তানের অধীন কান্যকুব্জ নগরে আশ্রয় লন। শেষে খিজির খাঁর সহিত যুদ্ধে ইকবাল নিহত হইলে (১৪০৫) মামুদ কয়েক বৎসর কাল নাম মাত্র শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। দিল্লীর বাহিরে কুত্রাপি তাঁহার কিছুমাত্র আধিপত্য ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর

(১৪১২) পর হইতে ১৪১৪ অব্দে সৈয়দবংশের সিংহাসন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত একরূপ অরাজকতা ছিল। এই সময়ে দৌলত খাঁ লোদী নামক একজন আমীর প্রকৃত শাসনভার গ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। দৌলত খাঁ ১৪১৪ অব্দে সৈয়দবংশীয় খিজিরখাঁ কর্ত্তৃক রাজচ্যুত হন। তৈমুর খিজিরখাঁকে মুলতান ও সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন।

(৪) সৈয়দবংশ।

১৪১৪-১৪২১।	খিজির খাঁ।	১৪৩৫-১৪৪৪।	মহম্মদ।
১৪২১-১৪৩৫।	মোবারক।	১৪৪৪-১৪৫০।	আলাউদ্দিন।

সৈয়দবংশ;—১৪১৪-১৪৫০। খিজির খাঁ মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদের বংশধর; সুতরাং সৈয়দ উপাধিধারী। তাঁহার শাসনকাল (১৪১৪-১৪২১) কেবল বিদ্রোহদমনেই অতিবাহিত হয়। তিনি নিজে কখনও রাজোপাধিগ্রহণ করেন নাই; আপনাকে তৈমুরের কর্ম্মচারী বলিয়া প্রকাশ করিতেন। তাঁহার পুত্র মোবারক ১৪২১ হইতে ১৪৩৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পঞ্জাবে বিদ্রোহ ও মোগলদিগের আক্রমণ তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা। তিনি ইহার কোনটীরই প্রতিবিধান করিতে পারেন নাই। মোবারক নিহত হইলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ সম্রাট হন (১৪৩৫)। অনন্তর মালবের রাজ দিল্লী আক্রমণ করেন (১৪৪০)। এই সময়ে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা বলুল লোদি সৈয়দ মহম্মদের সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে মালবরাজ পরাভূত হন নাই। মহম্মদের মৃত্যু হইলে (১৪৪৪) তৎপুত্র আলাউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বদায়ুন নগরের ভূস্বামী ছিলেন। দিল্লীর বাহিরে সৈয়দ রাজাদিগের কোন ক্ষমতা ছিল না। দিল্লীতেও লোকে সুলতানকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত না। তথায় সাক্ষিগোপাল হই থাকায় অপেক্ষা বদায়ুনে প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করাই আলাউদ্দিনের

বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং তিনি বলুল-লোদিকে রাজপদ-লোভী দেখিয়া এবং তাহাকে নিরস্ত করিবার অন্য কোন উপায় না পাইয়া তদীয় হস্তে সাম্রাজ্যভার সমর্পণ-পূর্ব্বক বদায়ুনে প্রস্থান করিলেন (১৪৫০)। ইহা হইতেই সৈয়দ-বংশের রাজত্ব শেষ হইল।

(৫) লোদিবংশ।

১৪৫০-১৪৮৮। বলুল। ১৫১৭-১৫২৬। ইব্রাহিম।
১৪৮৮-১৫১৭। সেকেন্দর।

লোদিবংশ; ১৪৫০-১৫২৬। দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিবার পূর্ব্বেও বলুললোদি পঞ্জাব প্রদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লীর নষ্ট প্রাধান্যের পুনরুদ্ধারে মন দিলেন এবং ২৬ বৎসর কাল যুদ্ধ করিয়া জৌনপুর রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক হিমালয় হইতে যমুনা ও পঞ্জাব হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিলেন। বলুললোদি অতি বিনয়ী ও আড়ম্বর-শূন্য ছিলেন। তিনি বলিতেন, "যদি লোকে আমাকে পরিচ্ছদ ও আসাসোটা প্রভৃতি আড়ম্বর বিনা রাজা বলিয়া চিনিতে না পারে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় রাজপদের অনুপযুক্ত।" তৎপুত্র নিজাম **সেকেন্দর** উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক ১৪৮৮ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। তিনি ন্যায় পরায়ণ, বিদ্যোৎসাহী অথচ হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি জমি জরিপ করিবার জন্য কতিপয় সুনিয়ম স্থাপন করেন। সেকেন্দর সর্ব্ব প্রথম আগরা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া যান (১৫০০)। তাঁহার সময়ে বিহার ও চন্দেরী অধিকৃত হয়। সেকেন্দরের পুত্র **ইব্রাহিম** নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন। তিনি ১৫১৭ অব্দে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় উদ্ধত ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিলেন। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ বিদ্রোহী হইলেন এবং কাবুলাধিপতি

মোগলরাজ বাবরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে সিংহাসন গ্রহণার্থ আহ্বান করিলেন। বাবর ইতিপূর্ব্বেই পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে লাহোর অধিকার করিলেন। অতঃপর যদিও দৌলৎ খাঁ নিজেই বাবরের প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিলেন, তথাপি বাবর ভারতবর্ষজয়ের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। তিনি ১৬২৬ অব্দে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে পাণিপথ নামক স্থানে ইব্রাহিমের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। ইব্রাহিম পরাভূত ও নিহত হইলেন এবং তৎসঙ্গে লোদিবংশও পাঠান রাজত্বের অবসান এবং মোগল আধিপত্যের স্ত্রপাত হইল (১৫২৬)।

(৬) পাঠান রাজত্বের অবনতির সময় যে সকল স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠান রাজত্বের অবনতির কারণ। আফগানদিগের মধ্যে রাজভক্তি বড় বিরল। রাজারা অনেকে আফগান জাতীয় ছিলেন না। কেহ কেহ অতি নীচ অবস্থা হইতে বুদ্ধি বা ক্ষমতাবলে সিংহাসন লাভ করিতেন, আবার দুই এক পুরুষ পরে অপর এক বংশের অভ্যুদয় হইত। ১২০৬ হইতে ১৫২৬ অব্দ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক তিনশত বৎসরের মধ্যে এইরূপে পাঁচটী ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের অভ্যুদয় ও বিলয় হইয়াছিল। 'সেনানী ও প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা সকলেই আপন আপন সুযোগ অন্বেষণ করিতেন এবং কেহ বা স্ব স্ব অধিকারে স্বাধীনভাবে চলিতেন, কেহ বা দিল্লার সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিতেন। হিন্দুজাতিও পাঠান রাজাদিগের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না; তাঁহারা দায়ে পড়িয়া কখনও বশ্যতা স্বীকার করিতেন; আবার সুবিধা পাইলেই বিদ্রোহী হইতেন। এদিকে মোগলেরা পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লীশ্বরকে আরও দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছিল। মহম্মদ টোগলকের অত্যাচার-নিবন্ধন অনেক প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা আত্মরক্ষার্থ দিল্লীর অধীনতাপাশ উচ্ছিন্ন করেন।

তাহার পরেও দিল্লীশ্বরের যাহা কিছু ক্ষমতা ছিল, তাহা তৈমুর-লঙ্গের আক্রমণে বিলুপ্ত হয়। তদবধি রাজধানীর নিকটবর্ত্তী ভূভাগ ভিন্ন ভারতবর্ষের অপরাপর অংশে দিল্লীর পাঠান রাজাদিগের কোন আধিপত্য ছিল না বলিলেই হয়। মোগলকুলতিলক আকবরের বুদ্ধিবলেই সাম্রাজ্যের এই সকল প্রকৃতিগত দৌর্ব্বল্য তিরোহিত হয়। তিনি হিন্দুদিগের সহিত মৈত্রীস্থাপনপূর্ব্বক তাহাদের সাহায্য লাভ করিয়া প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের বিদ্রোহাচরণ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ উভয়েরই প্রতীকার করিতে সমর্থ হন। দিল্লীর পাঠান রাজাদিগের মধ্যে অনেকে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহে এই সময়ে অনেক ভারতবর্ষবাসী মুসলমান লেখক উৎকৃষ্ট কাব্য ও ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। বাহ্য আড়ম্বরে রাজারা বাগদাদের খলিফাদিগের তুল্যকক্ষ হইতে চেষ্টা করিতেন।

পাঠান রাজত্বের ধ্বংসকালে ভারতবর্ষে যে সকল স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই সকল নূতন রাজ্যের মধ্যে বিজয়নগর ব্যতীত সকল গুলিই দিল্লীরাজের মুসলমান কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

(ক) আর্য্যাবর্ত্ত।

১। বাঙ্গালা। বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি পশ্চিম বঙ্গ অধিকার করিলে সেনরাজারা পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তথায় প্রায় একশত বৎসর স্বাধীনভাবে থাকেন। গৌড় (বা লক্ষ্মণাবতী) পশ্চিমবঙ্গের এবং সুবর্ণগ্রাম পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে পূর্ব্ববঙ্গও মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হয়। অতঃপর অনেককাল বাঙ্গালাদেশে দুইজন মুসলমান রাজপ্রতিনিধি শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; তাঁহাদের একজন গৌড়ে ও অপর জন সুবর্ণগ্রামে থাকিতেন। মহম্মদ টোগলকের রাজত্বের সময়ে যে সকল বিশৃঙ্খলা ঘটে, সেই সুযোগে ফকরুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি "সুলতান সেকেন্দর" উপাধি গ্রহণ

করিয়া সুবর্ণগ্রামে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। অনন্তর তিনি গৌড়ের শাসনকর্ত্তার নিধন সাধন করিয়া প্রকৃত পক্ষে সমস্ত বাঙ্গালা দেশেরই অধিপতি হন (১৩৪০)। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই আলি মোধারক নামে এক ব্যক্তি দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া ফকরুদ্দিনকে পরাভূত ও নিহত করেন। আলি মবারক দেড়বৎসর বাঙ্গালা শাসন করিলে তদীয় আত্মীয় হাজি ইলায়াস গুপ্তভাবে তাঁহার হত্যাসাধনপূর্ব্বক নিজে "সামসউদ্দিন" উপাধি গ্রহণ করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশের স্বাধীন অধিপতি হন (১৩৪৩)। দিল্লীশ্বর ফিরোজ টোগলক সামসউদ্দিনের পুত্র সেকেন্দরকে দমন করিতে না পারিয়া স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন (১৩৫৭)। এই সময়ে বাঙ্গালা রাজ্যের সীমা শুণ্ডকনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সেকেন্দরের পুত্র গিয়াসউদ্দিন অতি ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি পারসীক মহাকবি হাফেজকে বাঙ্গালায় আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দিনাজপুরের হিন্দু জমীদার গণেশ সিংহ গিয়াসউদ্দিনের পৌত্রকে নিহত করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন (১৪০৫)। ইনি অপক্ষপাতগুণে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীরই সমান প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। গণেশের পুত্র যদু নামান্তর চৈৎমল মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জালালউদ্দিন নামে বিখ্যাত হন। গণেশের বংশধরগণ ৭০ বৎসর বাঙ্গালা শাসন করেন। অতঃপর নানারূপ গোলযোগ ঘটে; কামরূপের হিন্দুরাজা এবং জৌনপুরের মুসলমান রাজা পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিক হইতে বাঙ্গালার অনেক অংশ অধিকার করিয়া লন এবং কয়েক বৎসরের জন্য হাপসীগণ* প্রবল হইয়া সিংহাসন অধিকার করে। অবশেষে ১৪৯৬ অব্দে হোসেন খাঁ নামক এক ব্যক্তি হাপসীদিগকে পরাজিত করিয়া গৌড়েশ্বর হন। ইহার রাজত্বকালে বর্ত্তমান

* আবিসিনিয়ার লোক। ইহারা গৌড়ের রাজ সরকারে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

কুচবিহার রাজ্য স্থাপিত হয় এবং চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। চৈতন্যের প্রধান শিষ্য রূপ ও সনাতন গোস্বামী পূর্ব্বে হোসেন সার কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৫৩৬ অব্দে সুবিখ্যাত সের শূর হোসেনের পুত্র মামুদ সাকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং নিজে বাঙ্গালার সুলতান হন। শূর বংশের পতন হইলে কররাণী নামক আফগান বংশীয় সলিমান বাঙ্গালার রাজত্ব লাভ করেন (১৫৬৪)। ইঁহার সেনাপতি কালাপাহার উড়িষ্যা জয়করিয়া বাঙ্গালা রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন (১৫৬৮)। কালাপাহারের প্রকৃত নাম রাজু বা রাজচন্দ্র; ইনি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক হিন্দুদিগের প্রতি অতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করেন। ১৫৭২ অব্দে সলিমানের মৃত্যু হইলে, প্রথমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বয়াজিদ, পরে দ্বিতীয় পুত্র দায়ুদ বাঙ্গালার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। আকবরের সহিত দায়ুদের বিবাদ ঘটে এবং ১৫৭৫ অব্দে বাঙ্গালা দেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাঠান রাজাদিগের ক্ষমতা কখনও সমস্ত বঙ্গালাদেশে বিস্তৃত হয় নাই। পূর্ব্ব বঙ্গালা বহুকাল স্বাধীন হিন্দুরাজাদিগের অধিকারে ছিল, পশ্চিম বাঙ্গালায় বিষ্ণুপুর (বাকুড়া) এবং পঞ্চকোট মানভূম, দক্ষিণে সুন্দরবন ভাটি পূর্ব্বে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম, উত্তরে কোচবিহার প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই। দেশের অধিকাংশ ভূম্যধিকারী হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা রাজাকে যৎকিঞ্চিৎ কর দিয়া নিজেরা একরূপ স্বাধীনভাবেই চলিতেন। ভূম্যধিকারীদিগের অনেকে কায়স্থ জাতীয় ছিলেন। সম্ভবতঃ লোকের অবস্থা তখন মন্দ ছিল না। এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি আরম্ভ হয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস পদাবলী রচনা করেন; চৈতন্যের শিষ্যগণ চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন; রঘুনন্দন ও রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রযত্নে সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে নবদ্বীপের খ্যাতি জন্মে। শেষোক্ত দুই মহাত্মা চৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন।

২। জৌনপুর। মামুদ টোগলকের রাজত্বকালে তৈমুরের আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে খাজা জাহান নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহী হইয়া জৌনপুরে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত করেন (১৩৯৪)। জৌনপুরের সুলতানেরা সারুকী (প্রাচ্য দেশীয় রাজা) বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারা ক্রমশঃ বাঙ্গালা দেশের কিয়দংশ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। বহ্লুল লোদির আমলে জৌনপুর পুনর্ব্বার দিল্লীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয় (১৪৭৬; কিন্তু তাহাতেও এখানে দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা সম্যক বদ্ধমূল হয় নাই। ইব্রাহিম লোদির রাজত্বকালে "লোহানী" জাতীয় পাঠানেরা পুনর্ব্বার এখানে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু লোহানীদিগের আধিপত্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, কারণ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধের পরেই সুলতান বাবর পুনর্ব্বার জৌনপুর দিল্লীর অধীন করেন।

(৩) গুজরাট। সাধারণ নামে এক সমাজচ্যুত ক্ষত্রিয় মুসলমানধর্ম্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক ফিরোজ টোগলকের সহিত নিজের ভগিনীর বিবাহ দেন এবং ওয়াজি-উল্‌মুল্‌ক্‌ উপাধি প্রাপ্ত হন। গুজরাটের শাসনকর্ত্তা মুফারা খাঁ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলে তাঁহাকে দমন করিবার জন্য ১৩৯১ অব্দে মামুদ টোগলক ওয়াজি-উল্-মুলুকের পুত্র জাফর খাঁকে প্রেরণ করেন। গুজরাট অধিকার করিবার পর জাফর খাঁ নিজেই ভক্ষক হইলেন এবং "সুলতান মজাফর" উপাধি পরিগ্রহপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে রাজত্ব-করিতে লাগিলেন (১৩৯৬)। ইহার পৌত্র আহ্মদের রাজত্ব-কালে আহ্মদাবাদ নগরে রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৫২৩ অব্দে মজাফরের বংশধর বাহাদুর সাহ গুজরাটের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মালব দেশ অধিকার করিবার কালে চিতোররাজ সংগ্রামসিংহ বাহাদুরকে বাধা দিয়াছিলেন বলিয়া সংগ্রামের মৃত্যুর পর তিনি চিতোর আক্রমণ করেন। অতঃপর পর্ত্তুগীজদিগের সহিত বাহাদুরের বিবাদ ঘটে। পর্ত্তুগীজেরা সোমনাথ পত্তনের

অদূরবর্ত্তী দিউ দ্বীপ অধিকারের চেষ্টা করেন ; বাহাদুর তাহাতে বাধা দেন। পরে যখন হুমায়ূনের সহিত বাহাদুরের যুদ্ধ ঘটে, তখন বাহাদুর পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্য পাইবার আশায় ঐ দ্বীপে তাহাদিগকে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দেন। ইহার অব্যবহিত পরেই হুমায়ুন সের সাহ কর্ত্তৃক নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন পর্ত্তুগীজেরা কুঠীকে দুর্গে পরিণত করিতেছে দেখিয়া বাহাদুর আপত্তি করেন ; এবং ইহার একটা মীমাংসা করিবার জন্য পর্ত্তুগীজ সেনানীর জাহাজে গমন করেন। তথায় কথায় কথায় বিবাদ হইলে বাহাদুর নৌকারোহণে ফিরিতেছেন এমন সময়ে তদীয় মুসলমান অনুচর ও পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে মারামারি হয় এবং বাহাদুর নিহত হন (১৫৩৭)। অতঃপর গুজরাটে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে। ১৫৭২ অব্দে মজাফ্ফরের বংশীয় শেষ রাজা আকবরের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া মোগল পাতসাহের সভাসদ হন।

৪। মালব। দিল্লীশ্বর ফিরোজ টোগলকের রাজত্ব সময়ে দিলাওয়ার খাঁ নামক ঘোরবংশীয় একব্যক্তি মালবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তিনি ১৪০১ অব্দে ঐ দেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাহার পুত্র হোসাঙ্গ হোসাঙ্গাবাদ নগরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ধারা নগরী হইতে মাণ্ডু নামক স্থানে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান।

হোসাঙ্গের মৃত্যুর পর (১৪৮২) মালবে ঘোরবংশের লোপ হয়, এবং মামুদ খিলজী নামক এক ব্যক্তি মালবের সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক আজমীর, কেরৌলী, রণথম্ভর প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। মামুদ একবার দিল্লী আক্রমণ করিয়াছিলেন : কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৪৪০ অব্দ হইতে চিতোরের রাণার সহিতও ইহার দীর্ঘকাল বিবাদ চলে. কিন্তু তাহাতে কোন লাভ হয় না, বরং ক্ষতিই হয়। তদীয় বংশধর নাসিরুদ্দিন খিলজীর মৃত্যুর পর মেদিনীরায় নামক একজন রাজপুত মালবে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। রাজার কোন ক্ষমতা ছিল না ; মেদিনীরায যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন। বিধর্ম্মীর হস্তে রাজ্যভার পতিত হইয়াছে বলিয়া মালবের মুসলমানেরা সাক্ষীগোপাল মালবেশ্বর দ্বিতীয় মামুদকে মেদিনীরায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন। মামুদ সেই আদেশ পালন করিতে গিয়া বিপদে পড়েন এবং গুজরাটের রাজার সাহায্যে পুনর্ব্বার স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত

হন। মেদিনীরায় চন্দেরী দুর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন ও মামুদ তাঁহাকে পুনরায় আক্রমণ করিলে তিনি চিতোরেশ্বর সংগ্রামসিংহের সাহায্যে তাঁহাকে বন্দী করিলেন। সংগ্রামসিংহ মামুদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। এ দিকে সুলতান বাবর চন্দেরী আক্রমণ করিয়া মেদিনী রায়কে নিহত করেন। এই সময় সংগ্রামসিংহের মৃত্যু হয়। মামুদ সেই সুযোগে চিতোর আক্রমণ করেন। সংগ্রামের উত্তরাধিকারী রতনসিংহ গুজরাটাধিপতি বাহাদুর সাকে উদ্ধারার্থ আহ্বান করেন। বাহাদুরও মামুদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না, সুতরাং সুবিধা পাইয়া ১৫৩১ অব্দে মালব প্রদেশ অধিকার করিয়া লন।

অতঃপর হুমায়ুন বাহাদুরকে পরাস্ত করিয়া মালব অধিকার করেন। শূর-বংশের পতন সময়ে সুজা খাঁ নামে এক ব্যক্তি মালবকে পুনর্ব্বার দিল্লীর অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করেন। সুজার পুত্র বাজবাহাদুর আকবর কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলে (১৫৭২) মালব পুনর্ব্বার দিল্লীর অধীন হয়।

(৫) খান্দেশ। ১৩৯৯ অব্দে মালিক রাজা ফারুকী খান্দেশ প্রদেশে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। ইনি খলিফা ওমারের বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার বংশধরেরা বুরহানপুর নগর স্থাপন করেন।

খান্দেশের সুলতানেরা গুজরাটের সুলতানদিগের অধীনভাবে চলিতেন। আকবর ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে খান্দেশ অধিকার করেন।

(৬) সিন্ধু ও মুলতান। সিন্ধুদেশের ইতিহাস ইতঃপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

আলতামসের সময় মুলতান দিল্লীর অধীন হয়, শেষে তৈমুরলঙ্গের আক্রমণের পরে মুলতানে অরাজকতা উপস্থিত হয়। দিল্লীর সুলতান নিতান্ত নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া ইহার কোন প্রতীকার করিতে পারেন নাই। নানা বিশৃঙ্খলতার পর সিন্ধুদেশীয় আর্ঘুণ সুলতানেরা এ রাজ্য জয় করেন। আকবরের রাজত্ব সময়ে মুলতান দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

(খ) দাক্ষিণাত্য।

১। বিজয়নগর রাজ্য।—আলাউদ্দিন খিলজি এবং গিয়াসউদ্দিন টোগলকের সময় দাক্ষিণাত্যের অনেক অংশ বিজিত হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল প্রদেশে মুসলমান শাসন বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। "দিল্লী বহুৎদূর" বিবেচনা করিয়া ক্ষমতাপন্ন লোকেরা যাহার যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন। মহম্মদ টোগলকের শাসন

বিশৃঙ্খলতার সুবিধা পাইয়া যেরূপ নানা স্থানে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেইরূপ হিন্দুরাও আপনাদের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা শেষোক্ত উদ্যমের ফল। গিয়াসউদ্দিন টোগলকের রাজত্বকালে বরঙ্গলের হিন্দুরাজ্য দিল্লীশ্বরের অধিকারভুক্ত হয়। বরঙ্গলের পতনকালে বুক্কা ও হরিহর নামক দুই সহোদর মাধব বিদ্যারণ্য নামে এক ব্রাহ্মণের সহিত বরঙ্গল ত্যাগ করিয়া তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে এক নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন (১৩৪৪)। সুপ্রসিদ্ধ বিজয়নগর 'এই নূতন রাজ্য'। মহম্মদ টোগলকের আমলে যে বিশৃঙ্খলা ঘটে, সেই সুযোগে হরিহর ক্রমশঃ নিজের আধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন। দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ হিন্দুই মুসলমানদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাঁহার সহিত যোগ দেন। মাধব বিদ্যারণ্যের বুদ্ধিবলে এই অপূর্ব্ব জাতীয় সম্মিলনের সংঘটন হয়। মাধব যে কেবল রাজনীতিতেই পারদর্শী ছিলেন এমন নহে; পাণ্ডিত্য ও বীরত্বেও তৎসদৃশ অতি অল্প লোকই এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞদিগের নিকট বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য নামে সুপরিচিত। মুসলমানেরা গোয়া অধিকার করিলে তিনি নিজেই সেনানীত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া দেন।

[হরিহরের মৃত্যু হইলে বুক্কারায় ১৩৭৯ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। হরিহর বংশের শেষ রাজা বিরূপাক্ষ ১৪৯০ অব্দে লোকান্তর গমন করেন; তৎপরে নরসিংহ নামে ভিন্ন বংশীয় এক ব্যক্তি বিজয়নগরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। যখন পর্ত্তুগীজেরা প্রথম এদেশে আগমন করেন (১৪৯৮), তখন নরসিংহই বিজয়নগরের রাজা। তদীয় উত্তরাধিকারী কৃষ্ণদেব রায় বিজয়নগরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রাজা। তাঁহার সময়ে রাজ্যের সীমা পূর্ব্ব সাগর হইতে পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।]

বিজয়নগরের শেষ হিন্দু নরপতির নাম রামরাজা। তিনি ১৫৩০ অব্দে সিংহাসন গ্রহণ করেন। এ সময়ে দাক্ষিণাত্যে

রামরাজার ন্যায় ক্ষমতাশালী অন্য কোন ভূপতি ছিলেন না। গোলকুণ্ডা, বিজয়পুর প্রভৃতি রাজ্যের মুসলমান স্থলতানগণ তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু কুক্ষণে তিনি বিজয়পুরাধিপতি আলি আদিল সার সঙ্গে যোগ দিয়া আমেদনগর রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। আমেদনগরপতি অক্লেশে পরাভূত হইলেন বটে, কিন্তু এতদুপলক্ষে রামরাজার সেনা মুসলমানদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করে এবং তিনি নিজে স্থলতানদিগের প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন* তদ্দর্শনে মুসলমানেরা অতিমাত্র বিরক্ত ও অবমানিত হইয়া কিছুদিনের জন্য আপনাদিগের শক্রতা বিস্মরণ পূর্ব্বক রামরাজাকে দমন করিবার নিমিত্ত সমবেত হইলেন। কৃষ্ণাতীরবর্ত্তী তেল্লিকোটা নামক স্থানে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল (১৫৬৫)। রামরাজার বয়ঃক্রম তখন নব্বই বৎসর; তথাপি তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অকুতোভয়ে ও অক্লান্তশরীরে সেনা পরিচালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলেন; তিনি নিজে ধৃত ও নিহত হইলেন; তদীয় সৈন্যগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিল; মুসলমানেরা বিজয় নগর লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত করিলেন। রামরাজার ভ্রাতারা পুনর্ব্বার বিজয়নগরের উন্নতি সাধনার্থ চেষ্টা করিলেন বটে; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ফলতঃ এই সময় হইতে রাজধানী বিজয়নগর জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইল। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেলারি জেলায় তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণতীরে এখনও উহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। †

* তাঁহার সমক্ষে কোন মুসলমান স্থলতান আসনে উপবিষ্ট হইতে পারিতেন না।

† তেল্লিকোটার যুদ্ধে হিন্দুরাজ্যসমূহের শীর্ষস্থানীয় বিজয়নগরের পতন হয় বটে, কিন্তু সামন্ত হিন্দুরাজগণ (নায়কেরা) স্ব স্ব অধিকার রক্ষা করিতে থাকেন। স্থতরাং মুসলমানেরা প্রকৃতপক্ষে বিজয়নগর রাজ্যের কিয়দংশ মাত্র

২। বামনী রাজ্য। মহম্মদ টোগলকের রাজত্ব সময়ে (১৩২৫—১৩৫১) দাক্ষিণাত্যের মুসলমানেরা বিদ্রোহী হইয়া ইস্‌মাইল নামে একজন পাঠান সরদারকে আপনাদের রাজা করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করে। ইসমাইল "সুলতান নাসিরউদ্দিন" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দৌলতাবাদে রাজত্ব আরম্ভ করেন। তাঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত দিল্লী হইতে যে সেনা প্রেরিত হয় তাহা বিদ্রোহীদিগের অন্যতম অভিনেতা জাফর খাঁ কর্ত্তৃক পরাভূত হয়। জাফর খাঁর অপর নাম হুসেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে দিল্লীর গঙ্গ বা গঙ্গদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন। একদা ভূমিকর্ষণ করিতে করিতে তিনি কিছু গুপ্তধন প্রাপ্ত হন এবং উহা নিজে আত্মসাৎ না করিয়া প্রভুকে প্রদান করেন। প্রভু তাঁহার সচ্চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত মহম্মদ টোগলকের গোচর করেন। ব্রাহ্মণের রাজ সভায় প্রতিপত্তি ছিল। মহম্মদ টোগলক হুসেনকে একশত অশ্বারোহীর অধিনেতা নিযুক্ত করেন। যখন দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়, তখন হুসেনও অন্যান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় দাক্ষিণাত্যে গমন করেন এবং তথায় জায়গীর লাভ করিয়া উত্তরোত্তর ক্ষমতাপন্ন হন।

দিল্লীর সেনা পরাভূত করিয়া হুসেন দৌলতাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সুলতান নাসিরউদ্দিন দেখিলেন যে, হুসেনই

আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বর্ত্তমান পালগর গোষ্ঠি এবং মহীশূরের বর্ত্তমান মহারাজ এই নায়কদিগের বংশজাত। বিজয়-নগরের রাজকুলের একজন বংশধর চন্দ্রগিরিতে পলায়ন করিয়া তথায় একটী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই বংশের একজন ১৬৩৯ অব্দে পূর্ব্বপুরুষদিগের সার্ব্বভৌমক্ষমতাবলে ইংরাজদিগকে মান্দ্রাজের অধিষ্ঠান-ভূমির স্বত্বাধিকার দান করেন। বর্ত্তমান অনাগুণ্ডির রাজাও আপনাকে এই মহাকুলের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। মুসলমান প্রভুত্বের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজগণ যে স্ব স্ব স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, মগুরাবাদ বংশ তাহার অন্য একটী প্রমাণ। এই ক্ষুদ্র রাজবংশ ১৬৯৭ হইতে ১৭৯৯ পর্য্যন্ত একাদিক্রমে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে।

বিদ্রোহীদিগের প্রকৃত অধিনেতা, তিনি সাক্ষিগোপাল মাত্র। সুতরাং তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক রাজপদ পরিত্যাগ করিলে হুসেন "সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন গঙ্গ বামনী" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে উপাধির শেষের শব্দদ্বয় তাহার ভূতপূর্ব্ব প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক। হুসেন ভূতপূর্ব্ব প্রভুকে নিজের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া রাজকার্য্যে মন দিলেন এবং ক্রমশঃ রাজ্যবিস্তার করিতে করিতে মৃত্যুর পূর্ব্বে (১৩৫৮ অব্দে) যে অঞ্চল অধুনা নিজামের অধিকারভুক্ত, তৎসমস্তের অধিপতি হইলেন।

অনেকের মতে ১৩৪৭ খ্রীঃ অব্দে বামনীবংশের অভ্যুদয় হয়। ঐ সময় হইতে প্রায় ১৭০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ইহাদের পতন হয়। প্রথমে কুলবর্গে, পরে বিদরে (বিদর্ভে) ইহাদের রাজধানী ছিল; এ দুইটি স্থান বর্ত্তমান হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত। বস্তুতঃ মোটামুটি ধরিতে গেলে বর্ত্তমান নিজামরাজ্যই বামনী রাজ্য ছিল। যখন বামনী রাজাদিগের অত্যন্ত প্রতাপ, তখন তাঁহারা দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা, উত্তরে মালব ও উড়িষ্যা, পূর্ব্বে মসুলিপট্টন ও পশ্চিমে গোয়া এই সীমান্তর্গত দাক্ষিণাত্যের প্রায় অর্দ্ধাংশের উপর প্রভুত্ব দাবী করিতেন; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাদের রাজ্য ইহা অপেক্ষা অনেক কম ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বামনীবংশের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। পরে হিন্দু, মুসলমান, সিয়া, সুন্নি প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী নানা সম্প্রদায়ের বিবাদে ইহার অধঃপতন হয়।

দাক্ষিণাত্যের পাঁচটী মুসলমান রাজ্য, (১৪৮৯-১৬৮৮)। বামনীরাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে পাঁচটী স্বাধীন মুসলমান রাজবংশের উদ্ভব হয়। এই সকল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা সকলেই প্রথমে বামনী রাজসরকারে কাজ করিতেন; শেষে উক্তরাজ্যের দুর্দ্দশার সময় স্বাধীন হন। (১) আদিলসাহী বংশ; বিজয়পুর ইঁহাদের রাজধানী ছিল। ১৪৮৯ অব্দে তুরুস্কের

সুলতান দ্বিতীয় অমুরাতের ইসুফ আদিল সাহ নামক এক পুত্র এই রাজ্য স্থাপন করেন। ইহারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ কনষ্টাণ্টিনোপল নগর অধিকার করিয়া ইয়ুরোপীয় তুরুস্কে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

আলি আদিল সার সময় তেল্লিকোটার যুদ্ধ হয়। আমেদনগর-রাজকন্যা সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ বিবি তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসকার ফেরিস্তা আলি আদিল সার ভ্রাতুষ্পুত্র ইব্রাহিমের সভায় বাস করিতেন। বিজয়পুরের রাজকুমারীর সহিত আকবরের পুত্র দানিয়ালের বিবাহ হইলে ইনি কন্যাযাত্রী হইয়া দিল্লীতে যান। বিজয়পুরের রাজারা মহারাষ্ট্রীদিগকে বিস্তর জায়গীর দিয়া সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। দাক্ষিণাত্যের রাজাদিগের মধ্যে পরস্পর প্রায় নিয়তই যুদ্ধ চলিত; সুতরাং মহারাষ্ট্রীরা অচিরে সামরিক কৌশলে বিলক্ষণ নিপুণ হইয়াছিল। রাজ্যের হিসাবাদিও মহারাষ্ট্রী কর্ম্মচারি-কর্ত্তৃক মহারাষ্ট্রী ভাষায় রক্ষিত হইত। আরঙ্গজীবের সময় এই রাজ্য মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয় (১৬৮৮)। (২) কুতবসাহী বংশ; প্রথমে গোলকুণ্ডা, পরে ভাগানগর (বর্ত্তমান হায়দরাবাদ) ইঁহাদের রাজধানী ছিল। কুতব কুলী নামা একজন পারস্য দেশীয় সৈনিক ১৫১০ অব্দে ইহার স্থাপন করেন। ইহাও আরঙ্গজীবের সময় মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয় (১৬৮৭-১৬৮৮)। কুতবসাহী রাজারা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মুসলমান রাজ্যের সহিত বড় বিবাদ করিতেন না; রাজমহেন্দ্রী, বরঙ্গল প্রভৃতি হিন্দুরাজ্য জয় করিয়া পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। আরঙ্গজীবের সেনাপতি মীর জুম্‌লা প্রথমে কুতবসাহী রাজাদের সরকারে কাজ করিতেন। ইনি বিদ্রোহী হইয়া মোগল পক্ষ অবলম্বন করিতেই এই রাজ্যের পতন হয়। (৩) নিজামসাহী বংশ; জনৈক ব্রাহ্মণ যুদ্ধে বন্দী হইয়া বামনীরাজের দাস হন এবং মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। ক্রমে বুদ্ধি কৌশলে ইনি রাজসভায় বিলক্ষণ পক্ষতাপন্ন হইয়া

"নিজাম উল্ মুল্ক" উপাধি লাভ করেন। বামনীরাজ্যের অধঃপতন হইলে ইহ'র পুত্র আম্মদ আমেদনগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বাধীন হন (১৪৮৯)। তিনি ও তদীয় বংশধরেরা হিন্দুদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন; এবং বিজয়পুরের সুলতানদিগের ন্যায় মহারাষ্ট্রদিগকে সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। একজন ব্রাহ্মণ এক সময়ে এই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী (পেশওয়া) পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। একসময়ে গুজরাটের বাহাদুর সাহ এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজাকে কর দিতে বাধ্য করেন। আকবরের প্রতিদ্বন্দ্বী সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ সুলতানা আমেদনগরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রাজত্বে দিল্লীর আকবর বহুদিন পর্য্যন্ত আমেদনগর অধিকার করিতে পারেন নাই। অতঃপর চাঁদ সুলতানা নিজের বিদ্রোহী সেনাকর্ত্তৃক নিহত হইলে ১৫৯৯ অব্দে আমেদনগর আকবরের হস্তগত হয় কিন্তু রাজধানীর পতন হইলেও রাজ্য আকবরের হস্তগত হয় না। মালিক আম্বর নামক এক হাব্সী দীর্ঘকাল অতি দক্ষতার সহিত ইহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন। সাজাহানের আমলে (১৬৩৭) আমেদনগর রাজ্য প্রকৃতপক্ষে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়

(৪) বিরারের ইমাদশাহী বংশ। বিজয়নগরের একজন হিন্দুবংশজাত মুসলমান ইহার স্থাপনকর্ত্তা (১৪৮৪)। বামনী রাজসরকারে ইনি "ইমাদ উল্মুল্ক" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তদীয় বংশ ইমাদসাহী বংশ নামে খ্যাত। রাজধানী ইলিচপুর। ইহা ১৫৭২ অব্দে আমেদনগরের নিজামসাহী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। (৫) বারিদস্নাহী বংশ। রাজধানী বিদর (বিদুর্ভ)। কাশিম বারিদ নামক একজন তুর্কী দাস ইহার স্থাপনকর্ত্তা (১৪৯২-১৫০৮)। এ রাজ্যটী আয়তনে ক্ষুদ্র ছিল এবং কখনও ক্ষমতাশালী হইতে পারে নাই। ১৬৫৭ অব্দে বিদরের দুর্গ আরঙ্গজীবের হস্তগত হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

মোগলবংশ।

১৫২৬—১৮৫৭।

বালকদিগের সুবিধার জন্য নিম্নে মোগল সম্রাটদিগের নাম ও রাজত্বকালের ধারাবাহিক তালিকা প্রদত্ত হইল।

১৫২৬—১৫৩০। বাবর।

১৫৩০—১৫৫৬। হুমায়ুন (বাবরের পুত্র)

[পাঠানবংশীয় সেরসাহ ১৫৪০ খ্রীঃ অব্দে হুমায়ুনকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দেন, এবং তাঁহার বংশীয় রাজগণ ১৫৫৬ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন]।

১৫৫৬—১৬০৫। আকবর। (হুমায়ুনের পুত্র)

১৬০৫—১৬২৭। জাহাঙ্গীর। (আকবরের পুত্র)

১৬২৭—১৬৫৮। সাজাহান। (আরঙ্গজেবের পুত্র) সিংহাসনচ্যুত হন।

১৬৫৮—১৭০৭। আরঙ্গজীব (প্রথম আলমগীর)। (সাজাহানের পুত্র)

১৭০৭—১৭১২। বাহাদুর সাহ (প্রথম সাহ আলম)। (আরঙ্গজীবের পুত্র)

১৭১২—১৭১৩। জাহান্দার সাহ। (বাহাদুর সাহের পুত্র)

১৭১৩—১৭১৯। ফেরোকসিয়ার (জাহান্দারের ভ্রাতুষ্পুত্র)

১৭১৯—১৭৪৮। মহম্মদ সাহ। (জাহান্দারের ভ্রাতুষ্পুত্র)। ইঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ২ জন বালক ক্রমান্বয়ে সম্রাটের পদ পাইয়াছিলেন।

[১৭৩৮—১৭৩৯ অব্দে পারস্যপতি নাদির সাহের ভারত আক্রমণ।]

১৭৪৮—১৭৫৪। আহম্মদ সাহ (মহম্মদের পুত্র)। ইনি ১৭৫৪ অব্দে সিংহাসনচ্যুত হন।

১৭৫৪-১৭৫৯। দ্বিতীয় আলমগীর। (জাহান্দারের পুত্র)

[আফগান-রাজ আহম্মদ সাহ দুরাণি কর্ত্তৃক ছয় বার ভারত আক্রমণ ১৭৪৮—১৭৬১।]

১৭৫৯—১৮০৬। দ্বিতীয় সাহ আলম (দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র) নামে মাত্র সম্রাট।

১৮০৬—১৮৩৭। দ্বিতীয় আকবর (দ্বিতীয় সাহ আলমের পুত্র)। নামে মাত্র সম্রাট।

১৮৩৭—১৮৫৭। মহম্মদ বাহাদুর সাহ (দ্বিতীয় আকবরের পুত্র)। নামে মাত্র সম্রাট। ইনি মোগল বংশের সপ্তদশ এবং শেষ সম্রাট। ইংরাজেরা বন্দী করিয়া ইঁহাকে রেঙ্গুণে প্রেরণ করেন এবং সেখানে ১৮৬২ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

বাবর।

জহীরউদ্দিন মহম্মদ বাবর; ১৫২৬-১৫৩০।

বাবর (বাবর শব্দের প্রকৃত অর্থ সিংহ) সুপ্রসিদ্ধ তৈমুরলঙ্গের অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্র। তৈমুরলঙ্গ তুর্ক জাতীয়; সুতরাং পিতৃ-ধারায় বাবরও তুর্ক; মাতৃধারায় জঙ্গীস খাঁর বংশজাত বলিয়া লোকে তাঁহাকে মোগল বলিত। কিন্তু বাবর নিজে আত্ম-জীবনীতে মোগল জাতির উপর বিরক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বাবর ১৪৮২ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সৈহন নদতটবর্ত্তী ফার্গণা (বর্ত্তমান খোকন্দ) নামক পৈতৃক রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহণপূর্ব্বক (১৪৯৮ অদ্ভুত বীরত্ববলে তিন বৎসর পরেই তৈমুরবংশের রাজধানী সমরকন্দ নগর জয় করিয়া লন। কিন্তু উজবেক নামক এক মোগল সম্প্রদায় তাঁহাকে অল্প দিনের মধ্যে ফার্গণা ও সমরকন্দ উভয় রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেয়। বাবর বিস্তর কষ্টভোগ করিয়া একদল মোগল অনুচরের সহিত জন্মস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক ১৫০৯ অব্দে কাবুল রাজ্য অধিকার করেন এবং ক্রমশঃ অসাধারণ অধ্যবসায় বলে গজনি ও কান্দাহার পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। অতঃপর ইব্রাহিম লোদির অত্যাচার নিবন্ধন ভারতবর্ষে যে বিশৃঙ্খলা ঘটে, তিনি সেই সুযোগে এদেশ আক্রমণ করেন। পানিপথে জয়লাভের পর বাবর দিল্লীতে উপস্থিত হইলে, তত্রত্য মুসলমান অধিবাসিগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। অতঃপর আগরা অধিকার করিয়া বাবর তত্রত্য রাজকোষে যে ধন রত্ন পাইলেন, সমুদয় আপনার অনুচরবর্গের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। এই সময়ে তিনি কাবুলের প্রত্যেক অধিবাসিকে এক সারুকী (প্রায় ॥০ আট আনা) উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

পাণিপথের যুদ্ধে কেবল দিল্লী ও আগরা এবং তন্নিকটবর্ত্তী যৎকিঞ্চিৎ স্থান বাবরের অধিকারভুক্ত হইল। অপর সর্ব্বত্রই

হিন্দু ও পাঠান রাজারা স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতেছিলেন। কিন্তু বাবরের বুদ্ধিবলে চারিমাসের মধ্যেই ইব্রাহিম লোদির অধিকার ভুক্ত সমস্ত প্রদেশ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল, এদিকে তাহার পুত্র হুমায়ুন জৌনপুর রাজ্য অধিকার করিলেন।

মিবারের রাণা সংগ্রামসিংহ এই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা ছিলেন। তিনি আজমীর অধিকার করেন, মালবের মুসলমান সুলতানকে পরাভূত করিয়া ভীলসা ও চন্দেরী পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র রাজপুত জাতির অধিনায়ক হন। যখন ইব্রাহিম দিল্লীর অধিপতি ছিলেন, তখন তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সংগ্রামসিংহ বাবরের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন; এক্ষণে বাবর নিজেই দিল্লী অধিকার করিয়া রীতিমত রাজ্যস্থাপন করিতেছেন দেখিয়া সংগ্রামসিংহ বাবরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন; লোদীবংশের পক্ষপাতী পাঠানেরা তাহার সঙ্গে যোগ দিল। আগরা হইতে দশক্রোশ দূরবর্ত্তী ফতেপুর শিক্রী নামক স্থানে বাবরের সহিত সংগ্রামসিংহের যুদ্ধ হইল (১৫২৭)। সংগ্রামসিংহ পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিলেন, অল্প দিন পরেই তাহার মৃত্যু হইল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজপুতদিগের আশা ভরসা ফুরাইল। পর বৎসর সংগ্রামসিংহের অনুচর মেদিনী রায়ের বাসস্থান চন্দেরী নগর ও সংগ্রামসিংহের অধিকারভুক্ত রণস্তম্ভর বাবরের হস্তগত হইল। ১৫৩০ অব্দে আগরা নগরে বাবরের মৃত্যু হয়, তাঁহার দেহ কাবুলে সমাহিত রহিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বিহারের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত সমগ্র হিন্দুস্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। বাবর সাহসী, অধ্যবসায়ী, মিষ্টভাষী ও সুপণ্ডিত ছিলেন বিপদে ধৈর্য্য, অভ্যুদয়কালে ক্ষমা, যুদ্ধে বিক্রম প্রভৃতি মহাপুরুষের অনেকগুলি গুণই বাবরের চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। তিনি প্রতিদিন যে সমস্ত কার্য্য করিতেন, তাহা স্বহস্তে লিখিয়া রাখিতেন। এই দৈনন্দিন বিবরণীতে তাঁহার স্বভাবের সরলতা ও উদারতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

(২) হুমায়ুন।

নাসিরউদ্দিন মহম্মদ হুমায়ুন, ১৫৩০-১৫৫৬।

বাবরের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণের মধ্যে হুমায়ুন ভারতবর্ষে এবং কামরাণ পশ্চিম-পঞ্জাব ও আফগান স্থানের রাজা হইলেন। আস্করী মির্জা ও হিণ্ডাল মির্জা নামক বাবরের অপর দুই পুত্রকে হুমায়ুন সম্ভল ও মেওয়াট (আলোয়ার) প্রদেশে জায়গীর দিলেন। কামরাণ আফগানস্থান পাইলেন বলিয়া যে দেশ হইতে বাবর ভারতবর্ষ জয়ের জন্য সেনাবল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হুমায়ুনের হস্তবহির্ভূত হইল। পূর্ব্বে যে সকল আফগান (পাঠান) হিন্দুস্থান জয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধরগণ বহুকালাবধি নানাস্থানে স্বাধীনরাজ্য স্থাপনপূর্ব্বক বাস করিতেছিলেন। নব আগন্তুক বাবরের মুসলমান অনুচরগণ তাঁহাদিগের নিকট হিন্দু অপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণাভাজন হইয়া উঠিলেন। ইব্রাহিম লোদির ভ্রাতা মামুদলোদি তখনও সিংহাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ছিলেন; জৌনপুরে তখনও বিদ্রোহ চলিতেছিল; মহাবীর সের খাঁও তখন পাঠান জাতির অস্তমিত মহিমা পুনরুদ্ধারের জন্য বিহার অঞ্চলে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন; এদিকে গুজরাটপতি বাহাদুর সাহ খান্দেশ, বিরার, আমেদনগর প্রভৃতি রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক দিল্লীশ্বরের প্রবল প্রতিপক্ষ হইয়া দাড়াইয়াছিলেন। ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার নিমিত্ত বাবরের সেনাদল ভিন্ন হুমায়ুনের আর কোন বল ছিল না। কামরাণ আফগানস্থানে স্বাধীন ভাবে চলিতে লাগিলেন; এবং সুবিধা পাইলেই হুমায়ুনের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ চিরকালই তৈমুরবংশের সর্ব্বনাশের মূল, এক্ষেত্রেও তাহার অভাব ছিল না; আর সেইজন্যই নবপ্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্য বদ্ধমূল হইতে না হইতেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে উন্মুলিতপ্রায় হইয়া পড়িল।

হুমায়ুনের শক্রগণ বাহাদুর সাহের আশ্রয়ে প্রশ্রয় পাইতে লাগিল দেখিয়া তিনি বড় বিরক্ত হইলেন। এই সময়ে বাহাদুর চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। সংগ্রামসিংহের বিধবা ভার্য্যা কর্ণাবতী হুমায়ুনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হুমায়ুন তখন সের খাঁ ও মামুদ লোদির সহিত বিহারে যুদ্ধ করিতেছিলেন; বাহাদুরের সঙ্গে বিবাদ করিবার ছল পাইয়া সের খাঁর সহিত সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক চিতোর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই গুজরাটীরা চিতোর হইতে বিদূরিত হইল; হুমায়ুন বাহাদুরের অনুসরণ করিতে করিতে মালব অধিকার পূর্ব্বক গুজরাটে প্রবেশ করিলেন, বাহাদুর পলায়ন করিয়া দিউ দ্বীপে আশ্রয় লইলেন; হুমায়ুন চম্পানগরের গিরিদুর্গ অধিকার করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভ করিলেন। এদিকে আগরা, জোনপুর প্রভৃতি প্রদেশে আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হইল; বাঙ্গালা ও বিহারের পাঠানেরা সের খাঁর নেতৃত্বে বিষম গোলযোগ ঘটাইল, সুতরাং হুমায়ুন অগত্যা গুজরাট পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। গুজরাট পুনর্ব্বার বাহাদুরের হস্তগত হইল; অতঃপর মালবও হুমায়ুনের হস্তস্খলিত হইল।

সের খাঁ। এই সময়ে সের খাঁর অভ্যুদয় হয়। অসাধারণ বীরত্ব, অনন্যসাধারণ রাজনীতিজ্ঞান এবং মিতব্যয়ের গুণে তিনি উত্তরোত্তর ক্ষমতাপন্ন হইয়া বিহার প্রদেশে পাঠান জাতির অধিনেতার স্থান অধিকার করিতেছিলেন। সেরের বাল্যনাম ফরীদ; স্বহস্তে একটা ব্যাঘ্র মারিয়া উত্তরকালে সের নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম হুসেন এবং পিতামহের নাম ইব্রাহিম। ইব্রাহিম শূরজাতীয় আফগান, বিলোল লোদির রাজ্যকালে প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করেন। হুসেন, রায়মল্লনামক একজন হিন্দুরাজার সরকারে কিছুদিন কার্য্য করিয়া হিসাবাদিতে ব্যুৎপন্ন হন, পরে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা জেমাল খাঁর অনুগ্রহে বিহারের অন্তঃপাতী সাসীরাম ও খাবাসপুর তাণ্ডা নামক স্থানদ্বয় জায়গীর পান। বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা পিতার নিকট অধিক আদর

পাইতেন দেখিয়া সের বিরক্ত হইয়া শৈশবাবস্থায় জৌনপুরে চলিয়া যান এবং তথায় অল্পদিনের মধ্যে আরবী ও পারসীভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। ইব্রাহিম লোদির নিধনের পর ইনি জৌনপুরের লোহানী রাজ-সরকারে উচ্চপদ লাভ করিয়া অনেকের শত্রু হন, তাঁহারা সেরকে সাসীরাম প্রদেশ হইতে অধিকারচ্যুত করিলে তিনি বাবরের শরণাপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার ঐ দেশ লাভ করেন (১৫০৭)। ঐ সময়ে তিনি বাবরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগরায় যান এবং তথায় মোগলদিগের বিলাসিতা ও স্বার্থপরতা দেখিয়া স্থির করেন যে, পাঠানেরা সম্মিলিত হইলে ইহাদিগকে অল্পায়াসেই এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে পারে।

অতঃপর বিহারে প্রতিগমন করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন; তদানীন্তন লোহানী-রাজ সুলতান জালাল অনন্যোপায় হইয়া বঙ্গাভিমুখে পলায়ন করিলেন। চুণারের গিরিদুর্গ একজন বিধবা মুসলমান রমণীর অধিকারে ছিল; সের তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া ঐ দুর্গের অধিপতি হইলেন (১৫২৯)। এই সময়ে ইব্রাহিম লোদির ভ্রাতা মামুদ লোদি বিহারে উপস্থিত হইলেন; বিহারের পাঠানগণ তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল। সের দেখিলেন এই সমবেত বলের বিরুদ্ধে তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না; সুতরাং তিনিও আপাততঃ মামুদ লোদির পক্ষভুক্ত হইলেন। অনন্তর হুমায়ুন মামুদ লোদির অনুসরণ করিতে করিতে বিহারে উপস্থিত হইলে সের হুমায়ুনের সঙ্গেই যোগ দিলেন এবং বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ কর দিতে স্বীকার করিয়া হুমায়ুনের নিকট হইতে সাসীরাম চুণার প্রভৃতি স্থানের জায়গীরদার বলিয়া সনন্দ পাইলেন। অতঃপর হুমায়ুন বাহাদুর সাহের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গুজরাট অভিমুখে যাত্রা করিলে সের নিজমূর্ত্তি ধরিয়া পুনর্ব্বার বিহার অধিকার করিলেন ও গৌড় অবরুদ্ধ করিলেন। বঙ্গেশ্বর মামুদ তাঁহার ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক হুমায়ুনের সাহায্য চাহিলেন।

হুমায়ুন সেরের রাজ্যবিস্তারের কথা শুনিয়া বিহার প্রদেশে স্বকীয় আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত অতি সত্বর একদল সেনাসহ পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং ছয় মাস অবরোধের পর চুণার অধিকার করিলেন। চুণার অধিকার করিতে গিয়া হুমায়ুনের যে বিলম্ব হইল, সেই সুযোগে সের গৌড় অধিকার করিয়া লইলেন ; সমস্ত বাঙ্গালা দেশ তাঁহার পদানত হইল (১৫৩৮)। হুমায়ুন তাঁহাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলে সের খাঁ কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক ঝারখণ্ডের (ছোট নাগপুরের) ভিতর দিয়া রোটাসগড়ে উপনীত হইলেন। পরে নিতান্ত বিশ্বাসঘাতকতাসহকারে তথাকার রাজা হরিকৃষ্ণের হস্ত হইতে ঐ দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক তথায় পরিজনবর্গ ও অর্থাদি রাখিয়া হুমায়ুনের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে বিহার ও চুণার পুনরধিকারপূর্ব্বক হুমায়ুনকে বাঙ্গালায় অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। বক্সারের নিকট উভয় পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইল। উভয় পক্ষে সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে, এমন সময়ে সের হঠাৎ মোগলদিগকে আক্রমণ করিয়া তুমুল বিভ্রাট ঘটাইলেন। হুমায়ুন অশ্বারোহণে গঙ্গা পার হইবার সময়ে আসনচ্যুত হইলেন। এক ভিস্তি নিজের মোশকের উপর বসাইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিল। প্রবাদ আছে যে আগ্রায় ফিরিয়া গিয়া হুমায়ুন এই ভিস্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকে অর্দ্ধদিনের জন্য নিজের সিংহাসন দান করিয়াছিলেন।

সের এখন স্বাধীন রাজার ন্যায় সাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অতঃপর জৌনপুর অধিকার করিলেন। হুমায়ুন আর এক দল সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু কনৌজের যুদ্ধে পরাভূত হইয়া হটিয়া গেলেন (১৫৪০)। সের সা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, হুমায়ুনও আগ্রা ও দিল্লী ত্যাগ করিয়া পরিজনবর্গসহ সিন্ধু দেশে প্রবেশ করিলেন। কামরাণ সেরকে পঞ্জাব প্রদেশ দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন

পূর্ব্বক কাবুলে প্রস্থান করিলেন। সের দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন (১৫৪০)।

শূরবংশ (পাঠান)।

(১) **সের সাহ, ১৫৪০-১৫৪৫।** দিল্লীর সিংহাসন পাইয়া সের অতি দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি ঝিলামনদের তীরে প্রসিদ্ধ রোটাসের দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া পঞ্জাবে শান্তিস্থাপন করিলেন। হুমায়ুনের আমলে মিলু খাঁ নামক এক ব্যক্তি বিজয়গড়ের রাজা ভূপাল রায়ের সাহায্যে মালব প্রদেশে স্বাধীন হইয়া কাদের সা উপাধি ধারণপূর্ব্বক রাজত্ব করিতেছিলেন; সের তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গোয়ালিয়র, রণস্তম্ভর প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলেন এবং ১৫৪২ অব্দে রেসিনের দুর্গ অবরোধ করিলেন। তত্রত্য রাজপুতগণ ধনপ্রাণ নষ্ট হইবে না বলিয়া আশ্বস্ত হইলে সেরের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলেন; কিন্তু সের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে নিহত করিলেন। পর বৎসর সের ৮০০০০ যোদ্ধা লইয়া যোধপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। যোধপুরের রাজা মল্লদেব তখন রাজস্থানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন (পরিশিষ্ট)। এই যুদ্ধে প্রথমে সেরের জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল না। পরে তিনি কৌশলক্রমে রাজপুতদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ঘটাইয়া বিজয়ী হইলেন। ১৫৪৫ অব্দে সের বুন্দেলা রাজপুতদিগের অধিকারস্থ কালঞ্জরের দুর্গ আক্রমণ করেন। এই সময়ে বিপক্ষদলের একটা গোলা সেরের বারুদে পড়িয়া ফাটিয়া যায়; সেই আঘাতে অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শত্রুর সহিত বিশ্বাস ভঙ্গ করিলেও সের একজন প্রকৃত প্রজাহিতৈষী ও ন্যায়বান রাজা ছিলেন। তিনি বাণিজ্যের ও কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য রাজ্যমধ্যে অনেক পথ প্রস্তুত ও খাল খনন করেন পথিকদিগের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে পান্থশালা

ও দাতব্যচিকিৎসলায় স্থাপন করেন; আইন লিখিবার ব্যবস্থা করেন এবং ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত রাজস্বসংগ্রহবিধি অবলম্বন করিয়াই আকবরের রাজস্ব সংগ্রহ-বিধি প্রবর্ত্তিত হয়। সের উৎপন্ন দ্রব্যের চতুর্থাংশ রাজকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশ হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত প্রায় সহস্র ক্রোশ দীর্ঘ একটী রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া তাহার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ, প্রতি ক্রোশে কূপ খনন এবং স্থানে স্থানে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর পথিকের জন্য সরাই নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সাসারামে সেরের দেহ সমাহিত রহিয়াছে।

(২) ইস্লাম বা সেলিম সাহ—১৫৪৫-১৫৫২।

সেরের লোকান্তর হইলে তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র সেলিম সাহ * সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদিলের প্রাণনাশে উদ্যত হন। কিন্তু রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ আদিলের পক্ষাবলম্বন করেন। আগরার নিকট উভয়পক্ষে এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আদিল পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন। সেলিমও পিতার ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন, মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। সের যে সকল সংকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেলিম তাহার উন্নতি ভিন্ন অবনতি করেন নাই।

(৩) মহম্মদ সাহ আদিল,—১৫৫২-১৫৫৬।

সেলিমের মৃত্যু হইলে তাঁহার শ্যালক (সেরের ভ্রাতুষ্পুত্র) মোবারেজ স্বীয় ভাগিনেয় ফিরোজ সার প্রাণনাশ করিয়া মহম্মদ সা আদিল উপাধি ধারণপূর্ব্বক সিংহাসন গ্রহণ করেন। আদিল মূর্খ, নীচাশয়, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও নীচসংসর্গী ছিলেন; অথচ মদ্যপান করিতেন না এবং সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী হইয়াছিলেন। আকবরের সভার সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তা মিঞা তানসেন ও

---

* ইহাঁর প্রকৃত নাম জালাল। সিংহাসনারোহণ কালে "ইস্লাম" উপাধি গ্রহণ করেন। ইস্লাম কথাটি উচ্চারণ দোষে 'সেলিম' শব্দে পরিণত হইয়াছে।

মালবরাজ বাজ বাহাদুর আদিলের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াই এত প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

হিমু। আদিলের অত্যাচারে নানাস্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। তিনি হিমু (হেমচন্দ্র) নামক এক হিন্দুকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন। এই হিমু একজন অসাধারণ লোক। ইঁহার জন্ম নীচ কুলে;—ধুসার নামক বণিক বংশে. আকৃতি কুৎসিত, শরীর এত দুর্ব্বল যে, অশ্বারোহণে বা তরবারি ধারণে অক্ষম। অথচ অসাধারণ প্রতিভাবলে একে একে ইনি বাইশবার বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় হিমু মেওয়াট প্রদেশে রেওয়ারা নামক স্থানে একটী সামান্য মুদীখানার দোকান চালাইতেন; এই জন্য লোকে তাঁহাকে হিমু বাকাল বলিত; পরে সেলিম সাহের রাজত্বকালে তিনি ক্রমে সরকারী মুদী ও বাজার শেখজীর পদ লাভ করেন। মন্ত্রী হইবার পরে ইনি প্রথমে বসন্তরায়, পরে রাজা বিক্রমজিৎ উপাধি গ্রহণ করেন।

প্রথমে তাজ খাঁ কররাণী ও তদীয় ভ্রাতা সলিমান কররাণী বিদ্রোহী হইলেন; কিন্তু হিমু তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গালা অভিমুখে তাড়াইয়া দিলেন (১৫৫৪)। এ দিকে সের সাহের পিতৃব্য পুত্র ইব্রাহিম খাঁ শূর বিদ্রোহী হইলেন। ইব্রাহিম আদিলের এক ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম আদিলের সৈন্য পরাস্ত করিয়া দিল্লী ও আগরা অধিকার করিয়া বসিলেন, আদিল বিহারে আশ্রয় লইলেন। সেকেন্দার খাঁ শূর নামক রাজবংশীয় অপর এক ব্যক্তি পঞ্জাবে স্বাধীন হইলেন; বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ শূর ও মালবের শাসনকর্ত্তা সুজা খাঁ স্ব স্ব প্রদেশে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলেন। ইহাদের মধ্যে শূরবংশীয় সকলেই দিল্লী অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেকেন্দার অল্প দিনের মধ্যে ইব্রাহিমকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী ও আগরা অধিকার পূর্ব্বক সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। এদিকে হুমায়ুন কাবুল অধিকার করিয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন।

সরহিন্দের নিকট সেকেন্দারের সহিত মোগলদিগের যুদ্ধ হইল, সেকেন্দার পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন (১৫৫৫)। আকবরের রাজত্বের প্রথম কয়েক বর্ষেও তিনি রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, পরে বাঙ্গালা প্রদেশে গমন করিয়া তথায় মৃত্যু মুখে পতিত হন।

সেকেন্দার পঞ্জাবে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, এই সুযোগে ইব্রাহিম ও আদিল উভয়েই দিল্লী ও আগরা অধিকারের জন্য চেষ্টা করেন। ইব্রাহিম পরাজিত হইয়া নানাস্থানে পলায়ন করেন এবং অবশেষে উড়িষ্যায় গমন করিয়া সলিমান কররাণী কর্ত্তৃক নিহত হন। ইব্রাহিম ও আদিলের মধ্যে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ শূর বিহার আক্রমণ করেন। কল্পীর নিকট হিমুর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন (১৫৫৫)।

এ দিকে হুমায়ুন সরহিন্দের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দিল্লী ও আগরা অধিকার করিলেন (১৫৫৬)। ইহার ছয়মাসের মধ্যেই তিনি একদা সান্ধ্য উপাসনার সময় পাঠগৃহের ছাদ হইতে অবতরণ করিবার কালে হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হন এবং চারিদিন পরে দেহত্যাগ করেন। এই সুযোগে নষ্ট রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার জন্য আদিল এক দল সৈন্যসহ হিমুকে প্রেরণ করিলেন; হিমু অসামান্য বীরত্ববলে মোগলদিগের অনুসরণ করিতে করিতে পাণিপথে উপনীত হইলেন, এখানে বৈরাম খাঁ ও আকবরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল; তিনি পরাজিত, বন্দীকৃত ও নিহত হইলেন ১৫৫৬, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পাঠানদিগের আশা ফুরাইল। আদিল বাঙ্গালা প্রদেশে মহম্মদ খাঁ শূরের পুত্র সুলতান বাহাদুর কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হইলেন। সুলতান বাহাদুর ১৫৬৩ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শূরবংশের ধ্বংসকাহিনী প্রসঙ্গে হুমায়ুনের পুনর্ব্বার সিংহাসনপ্রাপ্তির কথা

বলা হইল। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, সের সা কর্তৃক শেষবার পরাস্ত হইয়া হুমায়ুন প্রথমে সিন্ধু দেশে গমন করেন। সুলতান বাবর কান্দাহার অধিকার করিলে তথাকার আর্ঘূণজাতীয় পাঠানেরা সিন্ধুদেশে রাজ্য স্থাপন করেন। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন সা হুসেন আঘূণ সিন্ধুর সুলতান ছিলেন। হুমায়ুনের ভ্রাতা ও পরম শত্রু কামরাণের সহিত সা হুসেনের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। হুমায়ুন দেড় বৎসর কাল বহু চেষ্টা করিয়াও সিন্ধুদেশে আশ্রয় পাইলেন না, সা হুসেন তাঁহার নানারূপ প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আকবরের প্রসূতির সহিত হুমায়ুনের পরিণয় হয়। হিণ্ডাল মির্জার মাতা (হুমায়ুনের বিমাতা) দিলদার বেগমের হামিদা নাম্নী এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অনুচরী ছিলেন। হিণ্ডালের শিক্ষক শেখ আলী আকবর জামী হামিদার জনক। একদিন হিণ্ডালের আবাসে গিয়া হুমায়ুন হামিদার রূপে মুগ্ধ হন এবং পরদিনই তাঁহাকে নিজের সহধর্ম্মিণী করেন। অনন্তর হুমায়ুন মরুভূমির ভিতর দিয়া যোধপুররাজ মল্লদেবের শরণ লইবার নিমিত্ত যাত্রা করেন। এই সময়ে অর্থকষ্ট, পথকষ্ট ও জলকষ্টে তাঁহার অনুচরবর্গের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হয়। সের সাহের ভয়েই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, মল্লদেব হুমায়ুনকে আশ্রয় দিলেন না; বরং তাঁহাকে ধরিয়া সের সাহের হস্তে দিবেন বলিয়াই বোধ হইল। সুতরাং হুমায়ুন যোধপুর রাজ্য ত্যাগ করিয়া মরুভূমির ভিতর দিয়া পুনর্ব্বার সিন্ধু অভিমুখে পলায়ন করিলেন। পথে তাঁহার অনুচরেরা গোহত্যা করিয়াছিল বলিয়া যশল্মীরের রাজা হুমায়ুনের প্রতিকূলাচরণ করেন। অবশেষে অতিকষ্টে হুমায়ুন ও তাঁহার অনুচরগণ তথা হইতে প্রায় একশত ক্রোশ দূরবর্ত্তী অমরকোট নামক স্থানে উপস্থিত হন। অমরকোটের অধিপতি রাণাপ্রসাদ হুমায়ুনের প্রতি সদয় ব্যবহার করিলেন। অমরকোটে অবস্থান-কালে সুপ্রসিদ্ধ আকবর ভূমিষ্ঠ হইলেন (১৫৪২)। তখন হুমায়ুনের এমনই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল যে, এই শুভসংবাদে অনুচরবর্গকে উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট একটী মৃগনাভি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তিনি উহাই চীনের বাসনে রাখিয়া পারিষদবর্গের সম্মুখে ধরিলেন এবং বলিলেন যে "কস্তুরীর গন্ধের ন্যায় আমার পুত্রের যশ যেন সমস্ত ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়।" অতঃপর সিন্ধু অধিকার করিবার জন্য আর একবার বৃথা চেষ্টা করিয়া হুমায়ুন ভারতবর্ষ ত্যাগপূর্ব্বক কান্দাহার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন (১৫৪৩)। এতদিন টার্ডিবেগ তাঁহার অনুচরদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন, এখন বৈরাম খাঁও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। কনৌজে পরাভবের পর বৈরাম হুমায়ুনের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং দুই বৎসর কাল ছদ্মবেশে বেড়াইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত মিলিত হন।

তখন কামরাণ কাবুলের অধিপতি, আস্করী মির্জা কান্দাহারে কামরাণের প্রতিনিধি। ইঁহারা দুই জনেই হুমায়ুনের শত্রু। হুমায়ুন আফগানস্থানে

আশ্রয় পাইলেন না; আকবরকে তদীয় পিতৃব্যদিগের অনুগ্রহের উপর রাখিয়া নিজে বৈরাম প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির সহিত পারস্যে পলায়ন করিলেন। তথায় পারস্যরাজ তমাস্প্ তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিলেন (১৫৪৪), এবং পারস্যরাজের সেনার সাহায্যে কাবুল অধিকৃত হইলে হুমায়ুন তমাস্পের হস্তে কান্দাহার সমর্পণ করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিলে, তাঁহাকে চৌদ্দ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিলেন (১৫৪৫)। কান্দাহার অধিকৃত হইল, কিন্তু হুমায়ুন চতুরতা করিয়া পারসীকদিগকে দূর করিয়া দিলেন; অতঃপর তিনি কাবুলও অধিকার করিলেন (১৫৪৬)। ইহার পর নয় বৎসর কাল হুমায়ুন আফগানস্থানেই অতিবাহিত করেন। কামরাণ পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহী হওয়ায় হুমায়ুন তাহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করেন। কামরাণ তাঁহার আঘূর্ণ সহধর্ম্মিণীর সহিত সংসার ত্যাগ করিয়া মক্কায় যান এবং তথায় অল্পকাল মধ্যে উভয়েই ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পান।

সেলিম শূরের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে যে বিশৃঙ্খলা ঘটে, সেই সুযোগে হুমায়ুন ভারতবর্ষ পুনরধিকার করেন। এ বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) আকবর।

জালালউদ্দিন মহম্মদ আকবর। হুমায়ুনের মৃত্যু হইলে চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্ক আকবর তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। আকবরই প্রকৃত প্রস্তাবে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরী রাজ্ঞী এলিজাবেথের (১৫৫৮-১৬০৩) সমসাময়িক। হুমায়ুনের মৃত্যুকালে মোগলরাজ্য কেবল দিল্লী ও আগরার চতুঃপার্শ্বস্থ প্রদেশসমূহে নিবদ্ধ ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর এই দুই প্রদেশও কিছু দিনের জন্য হিমুর হস্তে পড়িয়াছিল। কিন্তু আকবর পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে মোগল প্রভাব বদ্ধমূল করিয়া যান।

আকবরের জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

খ্রীঃ অঃ

১৫৪২।......সিন্ধু প্রদেশে অমরকোট নগরে জন্ম।

১৫৫৬।......পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ; ইহার প্রকৃত নেতা বৈরাম খাঁ।

১৫৬০।......স্বয়ং রাজাজ্ঞার গ্রহণ, বৈরামের বিদ্রোহ, পরাজয় ও ক্ষমাপ্রাপ্তি।

১৫৬১-১৫৭২।... ..মালব অধিকার।

১৫৬৬।......আকবরের ভ্রাতা হাকিমের প্রতিকূলাচরণ ও পঞ্জাব আক্রমণ। হাকিমের পরাজয়।

১৫৬১-১৫৭৬। রাজপুতদিগকে বশে আনয়ন।

১৫৭২-১৫৭৩। গুজরাট অধিকার।

১৫৭৬।......বাঙ্গালা-বিজয় এবং তথায় মোগলশাসন বিস্তার।

১৫৮১-১৫৯৩। গুজরাটের বিদ্রোহ দমন।

১৫৮৬।......কাশ্মীর জয় ও তত্রত্য বিদ্রোহ দমন।

১৫৯২।......সিন্ধু জয় ও তথায় মোগল শাসনবিস্তার।

১৫৯৪।......কান্দাহার জয়।

১৫৯৫।......রাজকুমার মুরাদের নেতৃত্বে আমেদনগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

১৫৯৯। ....স্বয়ং আকবরের আমেদনগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা এবং কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন।

১৬০১।......খান্দেশ অধিকার।

১৬০৫।......মৃত্যু।

বৈরাম খাঁ। হুমায়ুনের নির্ব্বাসনকালে বৈরাম তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন, হুমায়ুনের মৃত্যু হইলে বৈরাম "খাঁ বাবা" অর্থাৎ রাজপিতা এই সম্মানসূচক উপাধি ধারণ করিয়া তরুণ-বয়স্ক আকবরের অভিভাবক হইলেন। আকবরের রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই আদিল সাহের সেনানী হিমু শূরবংশের নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সসৈন্যে দিল্লীর অভিমুখে আগমন করেন এবং দিল্লী ও আগরা অধিকার করিয়া লন। পাণিপথে বৈরামের সহিত তাঁহার এক তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হিমু পরাজিত ও বন্দীকৃত হন। বৈরাম হিমুকে আকবরের সম্মুখে আনিয়া বলেন "তুমি এই কাফেরের শিরশ্ছেদ করিয়া গাজী হও।" আকবর নিরস্ত্র শত্রুর প্রাণসংহার করা কাপুরুষের কাজ বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করায়* বৈরাম নিজেই হিমুর শিরশ্ছেদ করিলেন। বৈরাম

* অনেকে বলেন যে, হিমুর প্রাণবধপ্রস্তাবে আকবরের অসম্মতিসূচক প্রবাদ অলীক কথা। হিমু যখন বন্দিভাবে আকবরের শিবিরে আনীত হন, তখন বৈরাম তথায় উপস্থিত ছিলেন না। সা কুলি খাঁ নামে আকবরের এক সহচর হিমুর প্রাণনাশের প্রস্তাব করেন এবং আকবর স্বহস্তেই এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সম্পাদন করেন।

একজন সাহসী ও সুদক্ষ সেনানী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বভাব রূঢ় ও উদ্ধত ছিল বলিয়া অনেকে তাঁহার শত্রু হইয়া উঠে। আকবর বৈরামের কর্তৃত্বাধীন থাকিয়া ক্রমশঃ তাঁহার উদ্ধত-স্বভাবে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং চারি বৎসর পরে স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন (১৫৬০)। বৈরাম বিদ্রোহী হইলেন; কিন্তু আকবর অবিলম্বে তাহাকে পরাস্ত করিলেন ও সমস্ত দোষ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে প্রচুর বৃত্তি প্রদান করিলেন। বৈরাম মক্কায় যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে জনৈক আফগানের ছুরিকাঘাতে তাঁহার প্রাণবিনাশ হইল। এই আফগানের পিতাকে বৈরাম যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন।

পাণিপথের যুদ্ধের পর আকবরের রাজত্ব কাবুল, পঞ্জাব, দিল্লী ও আগরা প্রদেশ পর্যান্ত বিস্তৃত হইল; কিন্তু এই সকল প্রদেশও তাঁহার সম্পূর্ণ বাধ্য ছিল না। হিন্দুস্থানের অপর সর্ব্বত্রই পাঠানেরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। পঞ্জাবেও সেকেন্দার শূর আকবরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া গোলযোগ ঘটাইয়াছিলেন; শেষে পরাস্ত হইয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। বৈরামের প্রভুত্বকালে আজমীর, গোয়ালিয়র এবং অযোধ্যা প্রদেশ আকবরের অধিকারভুক্ত হয়। আকবর স্বাধীন হইবার পর পাঠানেরা জৌনপুরে উপদ্রব আরম্ভ করে। সের সার সময়ে মালবে যিনি শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার পুত্র বাজ বাহাদুরও আকবরের বিরুদ্ধাচরণ করেন। পাঠানেরা পরাস্ত হইল, মালব বিজিত হইল; কিন্তু আকবরের সেনাপতিরা বিদ্রোহী হইলেন। আকবর অদ্ভুত কৌশলবলে তাঁহাদিগকে দমন করিলেন। ১৫৭২ অব্দে বাজ বাহাদুর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া দিল্লীর সরকারে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলে মালব প্রদেশ রীতিমত মোগল রাজ্যভুক্ত হইল। সেনাপতি আসফ খাঁ গড়মণ্ডলের রাণী দুর্গাবতীর রাজ্য-আক্রমণ করিলে দুর্গাবতী বীর-রমণীর ন্যায় তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি আহত হইলে মোগলদিগের

হস্তে পড়িবার ভয়ে আত্মহত্যাপূর্ব্বক ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছিলেন (১৩৬০)।

হাকিমের পঞ্জাব আক্রমণ ও পরাজয়; (১৫৬৬)।

ইহার পর কাবুলের শাসনকর্ত্তা আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হাকিম বিদ্রোহী হইয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিলে সম্রাট্ তাঁহাকে পঞ্জাব হইতে তাড়াইয়া দিয়া কাবুল অধিকার করেন। তখন হাকিম অনন্যোপায় হইয়া আকবরের শরণাগত হইলেন এবং আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া পুনর্ব্বার কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

রাজপুতদিগকে বশে আনয়ন; ১৫৬১ ১৫৭৬।

অনন্তর আকবর রাজপুত রাজ্যসমূহের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। জয়পুর মোগলদিগের অধীনতা স্বীকার করিল, তথাকার রাজা বিহারীমল্ল এবং তাঁহার পুত্র ভগবানদাস আকবরের সরকারে উচ্চপদ পাইলেন, এবং আকবর বিহারীমল্লের কন্যার পাণিপীড়ন করিলেন *। যোধপুররাজ মল্লদেবও পরাজিত হইলেন, এবং আকবর মল্লদেবের পৌত্রী যোধবাইএর সহিত স্বীয় উত্তরাধিকারী সেলিমের (জাহাঙ্গীরের) বিবাহ দিলেন। কিন্তু চিতোরের অধিপতি সংগ্রামসিংহের পুত্র রাণা উদয়সিংহ এরূপ অনার্য্য সম্বন্ধ স্থাপনে ঘৃণা প্রদর্শন করিলেন। আকবর চিতোর আক্রমণ করিলে (১৫৬৭) তিনি চিতোর ত্যাগ করিয়া উদয়পুরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। চিতোর আকবরের হস্তগত হইল †। নয় বৎসর পরে উদয়ের পুত্র প্রতাপসিংহ বহু

* কেহ কেহ বলেন রাজপুতেরা প্রকৃতপ্রস্তাবে মোগলদিগকে কন্যাদান করেন নাই, পরিচারিকা, নর্ত্তকী প্রভৃতি নীচজাতীয়া স্ত্রীদিগকে নিজেদের কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া পাতসাহের মন ভুলাইতেন। হিন্দুজাতির সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এরূপ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

† উদয়সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিবার কালে দুর্গ রক্ষার জন্য জয়মল্ল নামক একজন সেনানীর সহিত আট হাজার যোদ্ধা রাখিয়া যান। জয়মল্ল

কষ্টভোগ ও অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক পৈতৃক রাজ্যের অধিকাংশ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রতাপকে দমন করিবার জন্য আকবর মানসিংহ, মহবৎ খাঁ ও যুবরাজ সেলিমকে প্রেরণ করেন; এদিকে প্রতাপসিংহও বাইশ হাজার রাজপুত সৈন্যসহ হল্‌দীঘাট নামক গিরিসঙ্কটে তাঁহাদের সম্মুখীন হন (১৫৭৬) তথায় উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাজপুতেরা অতুল বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অগণ্য মুসলমান সেনার গতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। ১৫৭০ অব্দে কালঞ্জর আকবরের হস্তগত হয়।

গুজরাট-বিজয়। বাহাদুর সাহার মৃত্যুর পর গুজরাটে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে। দ্বিতীয় মামুদের রাজত্বকালে এতিমাদ খাঁ নামক এক ব্যক্তি ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। এতিমাদ পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন পরে মুসলমান হন। মামুদের মৃত্যুর পর তৃতীয় মজাফর সিংহাসন প্রাপ্ত হন, কিন্তু প্রকৃত রাজক্ষমতা এতিমাদের হস্তেই পড়ে। এজন্য এতিমাদের অনেক শত্রু হয়; এদিকে আকবরের কতিপয় বিদ্রোহী সেনানী গুজরাটে গিয়া এতিমাদের

এরূপ কৌশলসহকারে দুর্গ রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন যে, আকবর প্রথমে কিছুই করিতে পারিলেন না। একদিন সন্ধ্যাকালে জয়মল্ল দুর্গ প্রাকারে উঠিয়া শত্রুকটকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এমন সময়ে আকবর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অব্যর্থসন্ধানে গুলি ছুড়িলেন। সেই আঘাতেই জয়মল্লের প্রাণনাশ হইল। দুর্গস্থ রাজপুতেরা আর আত্মরক্ষার উপায় না দেখিয়া স্ত্রী ও শিশুদিগকে জয়মল্লের মৃতদেহের সহিত ভস্মীভূত করিল এবং নিজেরা অসি হস্তে শত্রু কটকে প্রবেশপূর্ব্বক সম্মুখ সমরে নিহত হইল।

প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, তিনি চিতোর অধিকার করিতে না পারিলে শ্মশ্রু কাটিবেন না, স্বর্ণ ও রজত পাত্রে আহার করিবেন না, এবং তৃণ ব্যতীত অন্য শয্যায় শয়ন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। উত্তরকালে যদিও তিনি পৈতৃক রাজ্যের অনেক অংশ পুনরধিকার করিয়াছিলেন, তথাপি মোগলদিগের হস্ত হইতে চিতোর গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই নিমিত্তই নাকি অদ্যাপি উদয়পুরের রাজারা দাড়ি কামান না, শয্যার নীচে তৃণ রাখেন এবং ভোজন পাত্রের নিম্নে বৃক্ষপত্র রাখেন।

শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেন। এতিমাদ অন্য উপায় না দেখিয়া আকবরকে গুজরাট অধিকার করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। ১৫৭২ অব্দে মজাফর আকবরের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া পাতশাহের কর্ম্মচারি-শ্রেণীভুক্ত হইলেন। আকবর ভগবান দাসের সাহায্যে বিদ্রোহীদিগকে দমন করিলেন (১৫৭৩)। ১৫৮১ অব্দে মজাফর বিদ্রোহী হইয়া গুজরাটে গোলযোগ উপস্থিত করেন এবং বার বৎসর কাল মোগলদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ১৫৯৩ অব্দে তিনি পরাজিত ও ধৃত হন, এবং আগরায় আসিবার কালে পথে আত্মহত্যা করেন।

বাঙ্গালা-বিজয়। তাজ খাঁ কররাণী ও সলিমান কররাণী হিমু কর্তৃক পরাভূত হইয়া বাঙ্গালায় পলায়ন করিয়াছিলেন। সুলতান বাহাদুরের পুত্রের মৃত্যুর পর, ১৫৬৪ অব্দে সলিমান বাঙ্গালা অধিকার করিয়া রাজা হন এবং গৌড়ের নিকটবর্ত্তী তাণ্ডা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি সর্ব্ব প্রথম উড়িষ্যা দেশ অধিকার করিয়া পাঠান রাজ্যভুক্ত করেন। ১৫৭২ অব্দে সলিমানের মৃত্যু হইলে প্রথমে তাঁহার পুত্র বয়াজিদ, পরে দায়ুদ বাঙ্গালার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সলিমান কখনও আকবরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন নাই; কিন্তু দায়ুদ রাজ্যাধিকার পাইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সেনাবল যথেষ্ট আছে; সুতরাং কুবুদ্ধির বশীভূত হইয়া মোগল অধিকার আক্রমণ করিলেন। আকবর অবিলম্বে মুনেম খাঁ ও রাজা তোড়রমলকে দায়ুদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইহারা বিহার অধিকার করিলেন; মোগল সৈন্য বাঙ্গালায় প্রবেশ করিল, দায়ুদ উড়িষ্যায় পলাইলেন। ১৫৭৫ অব্দে জলেশ্বরের অনতিদূরবর্ত্তী তুকারো নামক গ্রামে * দায়ুদের সহিত মোগলদিগের যুদ্ধ হইল; মোগলেরা জয়ী হইলেন; দায়ুদ

* ইতিহাসে সচরাচর এই যুদ্ধ মোগলমারী নামক স্থানে হইয়াছিল বলিয়া দেখা যায়; বাস্তবিক তাহা নহে। মোগলমারী প্রকৃত যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থিত।

বশ্যতা স্বীকার করিয়া কটক প্রদেশ পাইলেন; তাঁহার অপর সমস্ত অধিকার মোগল রাজ্যভুক্ত হইল। অতঃপর মুনেম খাঁ তাণ্ডা ত্যাগ করিয়া গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিলেন; কিন্তু অবিলম্বে মহামারী উপস্থিত হওয়ায় তিনি অধিকাংশ অনুচর এবং নগরবাসিসহ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তদবধি গৌড় বিজন বনে পরিণত হইল। অতঃপর দায়ুদ বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন; এবং আগমহল নামক স্থানে * পরাজিত ও নিহত হইলেন; তদীয় ছিন্ন মস্তক পাতশাহের নিকট প্রেরিত হইল। ইহার পর কতিপয় মোগল সেনানী বাঙ্গালার পাঠান জায়গীরদারদিগের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া বিদ্রোহী হইলেন, রাজা তোড়রমল ও সেনাপতি আজিজ সবিশেষ কৌশলের সহিত তাঁহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন (১৫৮০) এই বিদ্রোহ প্রশমিত হইতে না হইতেই কতলু খাঁ নামক পাঠান সেনানী উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার কিয়দংশ আত্মসাৎ করিয়া বিদ্রোহী হন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনভার পাইয়া এ দেশে আগমন করেন (১৫৮৭); কতলু খাঁর মৃত্যু হইলে, ওসমান খাঁ নামক তাহার এক আত্মীয়ও কিছুদিন মোগলদিগের প্রতিকূলাচরণ করেন। কিন্তু মানসিংহ ও তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ দক্ষতার সহিত পাঠানদিগকে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত করিয়া মোগল আধিপত্য বদ্ধমূল করেন। মানসিংহ ১৬০৪ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের শাসনভার বহন করিয়াছিলেন। এ দেশে অবস্থান কালে তিনি কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আকবরের রাজত্বের শেষভাগে ভাটীর রাজা (যশোহরেশ্বর) প্রতাপাদিত্যও বিদ্রোহী হন। আকবরের মৃত্যুর পরে মানসিংহ পুনর্ব্বার কয়েক মাসের জন্য বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন এবং প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত করিয়া সুন্দরবন পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

* ইহার বর্ত্তমান নাম রাজমহল।

কাশ্মীরজয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কাশ্মীরে হিন্দু রাজাদিগের রাজত্ব ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শেষ হিন্দুরাজা তাঁহার মুসলমান মন্ত্রি-কর্ত্তৃক নিহত হইলে, কাশ্মীরে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু এই অবধি রাজ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে থাকে। ১৫৮৬ অব্দে আকবর সারুক মাজা ও রাজা ভগবান দাসকে কাশ্মীর জয় করিবার জন্য পাঠান। ইঁহারা কাশ্মীরে প্রবেশ করিলে রাজা ভীত হইয়া সন্ধি করেন যে, তিনি অতঃপর পাতশাহকে কর দিবেন, কিন্তু পাতশাহ কাশ্মীরের শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। আকবর এই সন্ধি অনুমোদন না করায়, পুনর্ব্বার আর একদল মোগলসেনা কাশ্মীর জয় করিবার জন্য প্রেরিত হয় (১৫৮৭)। এবার কাশ্মীর রাজ রাজ্যত্যাগ পূর্ব্বক বিহার প্রদেশে পাতশাহদত্ত জায়গীর লাভ করিয়া তথায় গমন করিলেন, কাশ্মীর দিল্লীশ্বরের গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হইল।

আফগান সীমান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য জাতি চিরদিনই অধীনতা বিরোধী, অত্যাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল। ইহারা এখনও যেমন আকবরের সময়েও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে উপদ্রব করিত। একবার ইহাদিগকে দমন করিতে গিয়া আকবরের প্রিয় সভাসদ রাজা বীরবর নিহত হন (১৫৮৬)। বীরবর ভাট জাতীয় ব্রাহ্মণ, ইঁহার প্রকৃত নাম মহেশ দাস *। ইনি প্রথমে অতি দরিদ্র ছিলেন আকবরের রাজত্বারম্ভে দিল্লীতে আগমন করিয়া রসিকতা কবিত্ব ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে আকবরের প্রিয়পাত্র হন। ইঁহার মৃত্যুতে আকবর এত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি কয়েক দিন পর্য্যন্ত অন্নজল গ্রহণ করেন নাই। এই সকল পার্ব্বত্যজাতির সহিত আকবরের প্রায় ১৫ বৎসর যুদ্ধ চলে। তোডরমল, মানসিংহ প্রভৃতি বড় বড় সেনাপতি ইহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, কিন্তু তাহাতে বড় কিছু ফল হয় নাই।

---

* নামান্তর—ব্রহ্মদাস।

১৫৮২ অব্দে হাকিম আবার বিদ্রোহী হইয়া পঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং পরাস্ত হইয়া পুনর্ব্বার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৫৮৫ অব্দে হাকিমের মৃত্যু হইলে কাবুল আকবরের রাজ্যভুক্ত হয়। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর পারস্যরাজ কান্দাহার অধিকার করিয়াছিলেন। ১৫৯৪ অব্দে আকবর উহাও পুনর্ব্বার জয় করিয়া লন।

সিন্ধু জয়। আকবরেব বাজত্বের প্রথম ভাগে সিন্ধুদেশে আর্ঘুণবংশের আধিপত্য লোপ হইয়া আর একটী মুসলমান রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ১৫৯১ অব্দে আকবব সিন্ধুর সুলতানকে পরাভূত করিয়া ঐ দেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত করেন। সিন্ধুরাজ পাঁচ হাজারী মনসবা পাইয়া তত্তার শাসনকর্ত্তা হন।

এইরূপে পশ্চিমে আফগানস্থান হইতে পূর্ব্বে উড়িষ্যা ও দক্ষিণে সিন্ধুপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিন্ধ্যাচলের উত্তরস্থিত সমগ্র দেশে মোগল শাসন বিস্তৃত হয়। আকবর প্রথমতঃ দিল্লী হইতে রাজধানী উঠাইয়া আগরা নগরে স্থাপন করেন এবং ফতেপুর শিকরীতে ভবিষ্যতে রাজধানী স্থাপন মানসে ঐ নগর নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু যমুনা তীরবর্ত্তী আগরার অবস্থান ফতেপুর শিকরী অপেক্ষা উত্তম বলিয়া পরে ঐ সংকল্প হইতে নিরস্ত হন। তিনি নিজে অধিকাংশ সময়ই ফতেপুর শিকরীতে বাস করিতেন। ১৫৬৬ অব্দে আগরার দুর্গ নির্ম্মিত হয়।

দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তারচেষ্টা। আকবরের দাক্ষিণাত্যবিজয়চেষ্টা অপেক্ষাকৃত অল্প ফলবতী হইল। ১৫৭২ অব্দে বিরারের বারীদসাহী রাজ্য আমেদনগরের অন্তর্ভূত হয়। অতঃপর আমেদনগর রাজ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটে এবং পরস্পর বিরোধী চারিটী ভিন্ন ভিন্ন দল হয়। ইহার একদল আকবরের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, ১৫৯৫ অব্দে আকবরের পুত্র সুলতান মুরাদ ও মির্জা খাঁ নামক একজন সেনাপতি বহুদল সৈন্য সহ আমেদনগরে প্রেরিত হন। কিন্তু আমেদনগরের নাবালক রাজা

বাহাদুর নিজাম সাহ অভিভাবিকা রাজ্ঞী চাঁদ সুলতানার অকুতোভয়তা ও রাজনীতি-কৌশলে মোগলেরা প্রথমে কিছুই করিতে পারিলেন না। এই সুপ্রসিদ্ধা রমণী অসাধারণ কৌশলবলে দাক্ষিণাত্যের আবিসীনিয় ও পারসীক সম্প্রদায়দ্বয়কে সম্মিলিত করেন এবং বিজয়পুর ও অন্যান্য মুসলমান রাজ্যের সহিত সখ্য-স্থাপন করিয়া সমধিক বলবতী হইয়া উঠেন। মুরাদ অকৃতকার্য্য হইয়া শুদ্ধ বিরার প্রদেশ পাইয়া চাঁদ সুলতানার সহিত সন্ধি করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে মুরাদ আবার আমেদনগর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু জয়ী হইতে পারিলেন না। ১৫৯৯ অব্দে আকবর স্বয়ং আমেদনগরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। চাঁদ সুলতানা আপন বিদ্রোহী সেনা কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। মোগলেরা আমেদনগর অধিকার করিয়া রাজাকে গোয়ালিয়রে বন্দী করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু রাজ্য তাঁহাদের হস্তগত হইল না। আমেদ-নগরের সহিত সন্ধিকালে খান্দেশের রাজা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি অবাধ্যতার লক্ষণ দেখাইলেন, আকবর খান্দেশ প্রদেশ মোগল রাজ্যভুক্ত করিলেন (১৬০১)। এই সময় বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানেরা আকবরের সহিত সখ্যস্থাপন করেন। বিজয়পুরের রাজকন্যার সহিত আকবরের পুত্র সুলতান দানিয়ালের বিবাহ হয়।

আকবরের মৃত্যু। শেষাবস্থায় পরিজনবর্গের ষড়যন্ত্রে ও প্রিয়তম পুত্র যুবরাজ সেলিমের অসদাচরণে আকবরের জীবন কষ্টময় হইয়া উঠে। সেলিম একবার প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া এলাহাবাদে প্রস্থান পূর্ব্বক আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু ইহাতেও তৎপ্রতি আকবরের স্নেহ অণুমাত্র বিচলিত হয় নাই। সেলিমের বিশ্বাস ছিল যে, আবুল ফাজলের কুমন্ত্রণাতেই রাজসভায় তাহার প্রতিপত্তির হ্রাস হইয়াছে। এই বিশ্বাসে তিনি বীরসিংহ বুন্দেলা নামক জনৈক রাজপুত রাজার সাহায্যে আবুল ফাজলের হত্যাসম্পাদন করেন (১৬০৩)। আবুল ফাজলের মৃত্যু-

সংবাদে আকবর এতই শোকাভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি দুইদিন দুই রাত্রি অন্ন জল স্পর্শ করেন নাই। ফলতঃ কোন পুত্র সম্বন্ধেই আকবর সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহারা অত্যন্ত পানাসক্ত ছিলেন। মুরাদ ১৫৯৯ অব্দে এবং দানিয়াল ১৬০৫ অব্দে পানদোষে অকালমৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সকল শোকে আকবরের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইল এবং তিনি ১৬০৫ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। সিকান্দারার সুরম্য সমাধিমন্দিরে তাঁহার দেহ সমাহিত রহিয়াছে।

আকবরের চরিত্র। আকবর একজন অসাধারণ লোক। শারীরিক ও মানসিক যে সকল ক্ষমতা থাকিলে লোকে জনসাধারণের অধিনেতা এবং সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারে, তিনি পূর্ণমাত্রায় সেই সকল ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাকে অস্মদ্দেশীয় সেরসাহ বা পাশ্চাত্য নেপোলিয়ানের সঙ্গে তুলনা করিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্যায়াম, মৃগয়া প্রভৃতি যে সকল ক্রীড়ায় দৈহিক বলের প্রয়োজন তাহাতে তাঁহার সমধিক আসক্তি ছিল। হস্তী ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুর সহিত যুদ্ধ করা তাঁহার নিত্যকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল; তিনি প্রতিদিন অশ্বারোহণে ৫০ ক্রোশ বা পদব্রজে ২০।২৫ ক্রোশ ভ্রমণ করিতে পারিতেন।

নবপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের সুশৃঙ্খলা সম্পাদনে তাঁহার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সত্য বটে, ইহার জন্য তিনি তৈমুরবংশের প্রধান শত্রু সের সার নিকট অনেক পরিমাণে দায়ী ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধি না থাকিলে কে পরের ব্যবস্থাকে দেশকালপাত্রভেদে নিজের ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করিতে পারেন? তবে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে আকবর সের সাহ অপেক্ষাও যে কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। কিন্তু প্রজার কষ্ট সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে উদাসীন হইলেও আকবর বন্ধুজনের প্রতি নিয়ত সদয় ব্যবহার করিতেন; তাঁহাদের সুখ দুঃখে সুখী ও দুঃখী হইতেন। রাজা বীরবর ও আবুল ফাজলের মৃত্যু হইলে তিনি

যেরূপ শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, পরিজনস্থ অতি নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুতেও লোকে তদপেক্ষা অধিক হয় না। পরাজিত শত্রুর প্রতি সদয় ব্যবহারও আকবরের উদার চরিত্রের পরিচায়ক। তিনি হিন্দুদের প্রতি যেরূপ পক্ষপাতশূন্যভাবে চলিতেন তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে এরূপ সদয় আচরণ কতদূর হৃদয়ের গতিসম্ভূত এবং কতদূর রাজনীতি প্রণোদিত তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। সে যাহাই হউক হিন্দুরা তাঁহার রাজত্বকালে যেরূপ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়াছেন, অন্য কোন মুসলমান সম্রাটের আমলে সেরূপ পারেন নাই। এই জন্যই তাঁহারা আকবরকে নিতান্ত শ্রদ্ধা করিতেন; এই জন্যই অদ্যাপি এতদ্দেশের লোকে আকবরের মোহরকে লক্ষ্মীর চিহ্ন মনে করিয়া সযত্নে গৃহে রাখিয়া থাকে। *

আকবরের চরিত্রে এইরূপ বহুবিধ গুণের সমাবেশ দেখা যায়। পক্ষান্তরে তিনি ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন এবং হঠাৎ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া নানারূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিতেন এরূপ প্রমাণও বিরল নহে। কালস্রোতে সে দোষ লোকের দৃষ্টিপথের বাহিরে গিয়াছে অথবা চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় গুণরাশিতে নিমগ্ন হইয়াছে।

আকবরের ধর্ম্মমত। আকবর হিন্দুদিগের সহিত সখ্য-সংস্থাপন এবং তাঁহাদের গ্রন্থাবলী ও ধর্ম্মে অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন বলিয়া গোঁড়া মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার শত্রু ছিল। ভগবান দাসের ভগিনী তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম মহিষী এবং সেলিমের গর্ভধারিণী। কথিত আছে, অপর এক রাণী খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। সহধর্ম্মিণীগণ নানা ধর্ম্মাবলম্বিনী; আক-

---

* আকবর সাহান সাহী নামে এক প্রকার মোহর চালাইয়াছিলেন। উহার ওজন ১০০ তোলা। উহা সচরাচর দেখা যায় না। এরূপ একটি মোহর ঘরে থাকিলে গৃহস্থকে কখনও লক্ষ্মীছাড়া বলা যায় না। বোধ হয় এই জন্য আকবরী মোহরের সহিত লক্ষ্মীর নিত্যসম্বন্ধসূচক বিশ্বাসের উৎপত্তি হইয়াছে আকবরের সময়ে সোনার মূল্য প্রতি ভরি ১০ হইতে ১১৲ টাকা পর্য্যন্ত ছিল।

বর নিজেও উদারস্বভাব; তিনি একে অন্যান্য মুসলমানদিগের ন্যায় পরধর্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন না, তাহাতে আবার নিয়ত নানা-ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সহিত তর্কবিতর্ক করিতেন; সুতরাং ক্রমে মহম্মদীয়ধর্ম্মে তাঁহার অনাস্থা জন্মে। প্রতি শুক্রবারে (মুসলমান দিগের বিশ্রামদিবসে) তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে আপন সমক্ষে একত্র করিতে ভাল বাসিতেন। কি ব্রাহ্মণ, কি মুসলমান, কি অগ্নিপূজক, কি ইহুদি, কি খ্রীষ্টান, কি নাস্তিক, তিনি পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে সকলেরই তর্ক বিতর্ক শ্রবণ করিতেন।

প্রভূত যথেচ্ছাচারিতা ভোগ করিলে ক্রমে লোকে আপনাকে অমানুষশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করে। সুতরাং প্রিয়সখা আবুল ফাজলের পরামর্শে আকবর যে এক নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ঐ নববিধানের নাম দিন-ই-ইলাহী বা "ঐশ্বরিক বিশ্বাস।" ইহা প্রচলিত ধর্ম্মাবলীর সারাংশ লইয়া গ্রথিত। স্বয়ং আকবর ইহার প্রচারক বা গুরু। শিষ্যেরা অপ্রকাশ্যে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিত। সুতরাং যে সম্মান কেবল ঈশ্বরের প্রাপ্য, তাহা তিনি স্বয়ং ভোগ করিতেন বলিয়া নিষ্ঠাপর মুসলমানেরা তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতেন।

আকবরের শাসন-শৃঙ্খলা। আকবর সমগ্র আর্য্যা-বর্ত্ত কেবল জয় করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, ইহাকে রীতিমত সুশাসিত সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া যান। তিনি সমগ্র সাম্রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বা সুবায় * বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে এক এক জন সুবাদার নিযুক্ত করেন। সুবাদারদিগের কর্ত্তব্য প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত ছিল;—(১) সৈনিক বন্দোবস্ত;

---

* (১) এলাহাবাদ, (২) আগড়া, (৩) অযোধ্যা, (৪) আজমীর, (৫) গুজরাট, (৬) বাঙ্গালা, (৭) বিহার, (৮) দিল্লী, (৯) লাহোর, (১০) কাবুল (১১) মুলতান, (১২) মালব, (১৩) বেরার, (১৪) খান্দেশ, (১৫) আমেদনগর; এই পঞ্চদশটী সুবা।

(২) বিচার ও শান্তি রক্ষা; (৩) রাজস্ব-আদায়। কোন কোন সময়ে রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়ান নামক স্বতন্ত্র এক এক জন কর্ম্মচারীর হাতেও থাকিত। পূর্ব্বতন জায়গীর প্রথায় সেনানী-গণের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতাগ্রহণ নিত্য ঘটনার মধ্যে গণ্য ছিল। সুতরাং আকবর যতদূর পারিলেন, জায়গীর প্রথা উঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে সেনাদিগকে নগদ বেতন দিবার ব্যবস্থা করিলেন। আবার স্থান বিশেষে নূতন জায়গীর দিয়া হিন্দু সামন্তরাজগণকে মোগল আমীরদিগের সমকক্ষ করিয়া তুলিলেন, তদ্দ্বারা প্রদেশীয় মুসলমান সেনানীদিগের পক্ষে, স্বাধীন হইবার সম্ভাবনা আরও অনেক হ্রাস হইয়া গেল। রাজধানীতে একজন প্রধান বিচারক (মীর-ই-আদল) বিচারকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য প্রধান প্রধান নগরে কাজী বা প্রাড়্বিবাকগণ বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। প্রধান নগরসমূহে কোতোয়াল নামক এক একজন কার্য্যকারকের হস্তে শান্তিরক্ষার ভার থাকিত। ইনি ফৌজদারী বিচারকের (ম্যাজিষ্ট্রেটের) কার্য্য করিতেন। মফঃস্বলে প্রায়ই পুলিশ ছিল না, থাকিলেও তাহা জমাদারদিগের অধীন ছিল। হিন্দুপল্লীতে চৌকিদার থাকিত। ইহাদের পক্ষে দস্যুসহায়তা ও দস্যুদমন উভয় সম্ভাবনাই তুল্য ছিল। জমিদারদিগের স্বতন্ত্র পুলিশ ছিল, কিন্তু এই পুলিশের কর্ম্মচারীরা কেবল প্রভুর নামে কৃষকদিগের অর্থ লুণ্ঠন করিত।

রাজস্ব-বন্দোবস্ত। আকবরের রাজস্ব আদায় পদ্ধতি প্রাচীন হিন্দুরীতি ও সেরসাহ-প্রবর্ত্তিত বিধি হইতে গৃহীত। সমস্ত ভূমির পরিমাণ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক প্রতি বিঘায় কত শস্য জন্মে, তাহার নিরূপণ করা হইত। উৎপন্ন দ্রব্যের তৃতীয়াংশ রাজভাগ; উহার মূল্য ধরিয়া জমির খাজানা অবধারিত হইত। এইরূপ জমাবন্দী প্রথা প্রথম প্রথম বাৎসরিক ছিল। কিন্তু বাৎসরিক বন্দোবস্তে নানারূপ প্রজাপীড়ন ও কষ্ট হয় বলিয়া

শেষে দশবৎসরের জন্ত বন্দোবস্ত করিবার নিয়ম হয়। রাজস্ব-কর্ম্মচারিগণ রাজকীয় তৃতীয়াংশ আদায় করিবার সময় সাতিশয় পীড়াপীড়ি করিত। এক্ষণে ইংরাজেরা আর্য্যাবর্ত্তে যে ভূমিকর আদায় করেন, আকবরের ভূমিকর তদপেক্ষা অধিক ছিল। কাবুল ও খান্দেশ লইয়া পঞ্চদশ সুবা হইতে তিনি প্রতিবৎসর চৌদ্দ কোটি অথবা কাবুল, খান্দেশ ও সিন্ধুপ্রদেশ ব্যতীত বার কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা আদায় করিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক সুবায় রাজকীয় নিয়মিত সেনাব্যতীত এক এক দল অনিয়মিত সেনা বা "বুমি" থাকিত। ইহাদেরও ব্যয়ভার (সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দশ কোটি টাকা) প্রদেশগুলিকে বহন করিতে হইত। সমুদয়ে আকবরের রাজস্ব বার্ষিক বিয়াল্লিশ কোটি টাকা বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। * এক কোটি দাম (আড়াই লক্ষ টাকা; এক টাকা = ৪০ দাম) আদায়ের ভার এক এক জন ক্রোড়ী বা ক্রোড়ীয়ানের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। ক্রোড়ী শতকরা পাঁচ টাকা হইতে সাত টাকা পর্য্যন্ত কমিশন পাইতেন। পাঠানদিগের আমলে রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে "তঙ্কা" নামক এক মুদ্রা ছিল। সেরসাহ তঙ্কার পরিবর্ত্তন করিয়া "রূপেয়া" প্রচলিত করেন। আকবরের সময় রূপেয়ার বর্ত্তমান ওজন নির্দ্দিষ্ট হয়।

হিন্দুদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার। আকবর

---

* হিন্দুসময়ে রাজকরের পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ; সের সাহ উহা চতুর্থাংশে পরিণত করেন; আকবরের সময়ে উহা আরও বৃদ্ধি হইয়া তৃতীয়াংশে দাঁড়ায়। ইহাতেই দেখা যায় যে, আকবরের ব্যবস্থায় প্রজারা কতদূর করভার প্রপীড়িত হইয়াছিল। আকবরের "ওয়াশীল তুমারজমা" প্রভৃতি জমাবন্দী-সংক্রান্ত কাগজে দেশের সমস্ত ভূমির এরূপ জরিপ হয় যে, কাহারও এক ছটাক জমী লুকাইয়া রাখিবার পন্থা ছিল না। তাহার উপর আবার সমস্ত জমীর খাজানা উচ্চহারে গৃহীত হওয়ায় প্রজার পক্ষে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহা অপেক্ষা অনেক কম হারে কর গ্রহণ করেন; অথচ জমার অতিরিক্ত কোনরূপ আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর লন না।

হিন্দুরাজাদিগের সহিত যথাসাধ্য মৈত্রীস্থাপন করিতেন এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দু জমিদারদিগকেও রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে যত্নবান ছিলেন। জয়পুরের রাজা ভগবান দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র মানসিংহ সম্রাটের প্রতিনিধি হইয়া প্রথমে উড়িষ্যা ও কাবুলে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং পরে বাঙ্গালার শাসনকার্য্য সুসম্পন্ন করেন। আকবরের সুদক্ষ রাজস্বসচিব রাজা তোড়রমলও হিন্দু ছিলেন। তিনিই সর্ব্ব-প্রথম মোগলসাম্রাজ্যের জমিজরিপ ও রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। আকবরের ৪১৫ জন মনসবদার অর্থাৎ অশ্বারোহী সেনানায়কের মধ্যে ৫৭ জন হিন্দু ছিলেন। পূর্ব্বে মুসলমান ভিন্ন অন্য প্রজাকে জিজিয়া নামক একটী কর দিতে হইত। আকবর তাহা উঠাইয়া দেন এবং ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমস্ত প্রজাকে সমান স্বত্ব প্রদান করেন। তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাকাব্য পারস্য ভাষায় অনুদিত করাইয়াছিলেন এবং হিন্দু-দিগের ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতেও সবিশেষ কৌতূহল প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু সাধারণতঃ হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারে বাধা না দিলেও তিনি অগ্নিপরীক্ষা, পশুবলি ও বাল্যবিবাহ নিষেধ করেন এবং বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়া যান। তিনি সতীদাহ নিবারণে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু যাহাতে বিধবার অমতে তাহাকে মৃতপতির সহিত ভস্মীভূত করা না হয়, তদ্রূপ বিধান করিয়াছিলেন।

আকবরের মন্ত্রিগণ। আকবরের রাজস্ব বন্দোবস্ত তদীয় ক্ষত্রিয় উজীর রাজা তোড়রমল কর্ত্তৃক সুসম্পন্ন হয়। তিনি লাহোর নগরে জন্ম গ্রহণ করেন, অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হন, শেষে অসামান্য প্রতিভাবলে সামান্য মুহুরিগিরি হইতে আকবরের রাজস্ব-সচিব পর্য্যন্ত নানা উচ্চপদ লাভ করেন। হিন্দীর পরিবর্ত্তে রাজকীয় হিসাবে পারসী ভাষার প্রচলন তোড়রমলের অন্যতম প্রধান কার্য্য। এতকাল হিন্দুরা সামান্য হিসাবনবীসের কাজ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, পারসী

শিখিবার চেষ্টা করিতেন না। এক্ষণে পারসী না শিখিলে চাকরী হইবে না দেখিয়া, তাঁহারা ঐ ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করিলেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই মুসলমানদিগের তুল্যকক্ষ হইয়া রাজ্যের উচ্চ উচ্চ পদে প্রবেশাধিকার পাইলেন। বেণ্টিঙ্কের সময় ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইয়া এ দেশের যে উপকার হইয়াছে, আকবরের সময়ের এই ব্যবস্থাতেও সেই উপকার হইয়াছিল। আকবরের অপর এক অমাত্য কৃতবিদ্য সুলেখক আবুল ফাজল আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে সাম্রাজ্যের আয়ব্যয়ের সমস্ত হিসাব এবং সম্রাটের সভা ও নিত্য-কর্ম্ম সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা আছে। আকবরের অন্যান্য সভাসদের মধ্যে ইতিহাসকার আবদুল কাদের বদায়ুনী, আবুলফাজলের ভ্রাতা সুকবি ফয়াজি এবং বিখ্যাত সঙ্গীতবিৎ তানসেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

(৩) জাহাঙ্গীর।

নুরউদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর; ১৬০৫-১৬২৭।

সেলিম সিংহাসনারোহণ করিয়া জাহাঙ্গীর অর্থাৎ ভুবনবিজয়ী এই উপাধি গ্রহণ করিলেন (১৬০৫)। তাঁহার রাজত্বকালের অধিকাংশ পুত্রগণের বিদ্রোহদমন, পত্নীর প্রভুত্ববর্দ্ধন ও ভোগবিলাসেই পর্য্যবসিত হয়। সর্ব্বপ্রথম তাঁহার পুত্র খুসরু বিদ্রোহী হন। আকবরের জীবদ্দশায় খুসরুকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। খুসরুর মাতুল মানসিংহ এবং শ্বশুর খাঁ আজাম এই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোগী। আকবরের মৃত্যু হইলে খুসরু আগ্রা হইতে পলায়ন করিয়া লাহোর অধিকার করিলেন; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই জাহাঙ্গীরের সেনাকর্ত্তৃক পরাস্ত ও ধৃত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ অতি নিষ্ঠুররূপে নিহত হয়, তিনি নিজেও মরণকাল পর্য্যন্ত বন্দিভাবে থাকেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে দাক্ষিণাত্যেও দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার

পৈতৃকরাজ্য অণুমাত্র বৰ্দ্ধিত হয় নাই। আমেদনগরের হাবসী মন্ত্রী মালিক আম্বর অনেকবার দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও উক্ত রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করেন, এবং জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালের শেষভাগে সাজাহান বিদ্রোহী হইয়া মালিক আম্বরেরই আশ্রয় লন। রাজপুতেরা পুনর্ব্বার স্বাধীন হইতেছিলেন। ১৬১৪ অব্দে সাজাহান সেনাপতি হইয়া উদয়পুর জয় করেন; কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। তথাপি অনেক রাজপুত সেনা সম্রাটের কাজ করিত। কাবুলের বিদ্রোহ দমনকালে পাঁচ সহস্র রাজপুত অশ্বারোহী সাজাহানের সহায়তা করে। ১৬২১ অব্দে পারসীকজাতি কান্দাহার জয় করিয়া লয়; জাহাঙ্গীরের সময় উহার পুনরুদ্ধার হয় না। জাহাঙ্গীরের সময়ে ভূমিকর পূর্ব্ববৎ থাকে; তবে তাহার সমুদয় রাজস্ব বার্ষিক প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

নুরজাহান। ইনি বাল্যকালে মিহিরুন্নিসা নামে পরিচিতা ছিলেন। মিহিরুন্নিসা এক দরিদ্র, অথচ সম্ভ্রান্ত পারসীককুলে জন্মগ্রহণ করেন। আকবরের বৃদ্ধাবস্থায় যখন তিনি ও জাহাঙ্গীর উভয়েই নবযৌবন সম্পন্ন, তখন তাঁহার রূপে জাহাঙ্গীরের মন আকৃষ্ট হয়। আকবর, শের আফগান নামক জনৈক বীরপুরুষের সহিত মিহিরুন্নিসার পরিণয় সম্পন্ন করাইয়া তাঁহাকে বৰ্দ্ধমানের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত করেন, এবং তৎসঙ্গে মিহিরুন্নিসাও জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে অপসৃতা হন। সিংহাসনারোহণের পরে জাহাঙ্গীর মিহিরুন্নিসার বিবাহ-সূত্র বিচ্ছিন্ন করিতে আদেশ দেন; তাঁহার স্বামী এরূপ জঘন্য প্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতে নিহত হন। মিহিরুন্নিসা সম্রাট সকাশে আনীত হইয়া কিছুকাল পতিব্রতা বিধবার ন্যায় বিরলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু অবশেষে জাহাঙ্গীরের মহিষী হইয়া 'নুরজাহান' (জগতের আলো) নামধারণ পূর্ব্বক সাধারণের দৃষ্টিপথে সমুদিত হইলেন (১৬১১)। তাঁহার আত্মীয়স্বজন সম্রাট-সভায় ক্ষমতাপন্ন

হইয়া উঠিলেন, এবং তিনি স্বয়ং প্রথম প্রথম সম্রাটের মঙ্গলের জন্যই তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন; ইহাতে সম্রাটের পুত্র ও মোগল সেনানিগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া ষড়্যন্ত্র ও বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন। সাজাহান যোধবাইএর গর্ভজাত; সুতরাং রাজপুতেরা তাঁহার পক্ষপাতী ছিলেন। আবার তিনি নুরজাহানের ভ্রাতা আসফ্ খাঁর কন্যা মমতাজমহলকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া, আসফ্ খাঁও তাঁহার সহায় ছিলেন। সের আফগানের ঔরসে নুরজাহানের এক কন্যা জন্মিয়াছিল। ঐ কন্যার সহিত শাহরিয়র নামক সম্রাটের অপর এক পুত্রের বিবাহ হয়। যাহাতে শাহরিয়র উত্তরকালে সিংহাসন লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে নুরজাহান ষড়্যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। ইহাই সাজাহানের বিদ্রোহের প্রধান কারণ। ১৬২৬ অব্দে সুদক্ষ সেনাপতি মহবৎখাঁ নুরজাহানের আচরণে সন্দিহান হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, এবং জাহাঙ্গীরকে ও নুরজাহানকে ছয় মাস কাল বন্দিভাবে রাখিলেন। নুরজাহানের বুদ্ধিকৌশলে সম্রাট পরিত্রাণ পাইলেন বটে, কিন্তু পর বৎসর আবার সাজাহান ও মহবৎ খাঁ বিদ্রোহী হইলেন। ঐ বিদ্রোহ প্রশমিত হইবার পূর্ব্বেই সম্রাটের মৃত্যু হইল (১৬২৭)। নুরজাহান বুদ্ধিমতী, সুরূপা ও প্রতিভাশালিনী ছিলেন। প্রবাদ আছে, তিনিই প্রথম গোলাপী আতরের সৃষ্টি করেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তিনি হিন্দু বিধবার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৬৪৬ অব্দে নুরজাহানের মৃত্যু হয়। তিনি লাহোর নগরে জাহাঙ্গীরের পার্শ্বে সমাহিত রহিয়াছেন। জাহাঙ্গীরের আমলে এদেশে তামাকের ব্যবহার প্রচলিত হয়। জাহাঙ্গীর তামাকের প্রচলনের বিরুদ্ধে এক হুকুম বাহির করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

জাহাঙ্গীরের চরিত্র। ১৬১৫ অব্দে সার টমাস রো নামক একজন ইংরাজ দূত সম্রাটসভায় আগমন করেন। তিনি

জাহাঙ্গীরের চরিত্রের কয়েকটী অতি সুন্দর চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। আগরা নগরই তখন রাজধানী ছিল; কিন্তু যুদ্ধযাত্রাকালে সেনাকটকও এক সুন্দর রাজধানীতে পরিণত হইত। জাহাঙ্গীরের বিশ্বাস ছিল যে, আকবর মহম্মদীয় ধর্ম্মে অতটা অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া ভাল করেন নাই। সুতরাং স্বয়ং রাজা হইয়া তিনি সবিশেষ যত্ন সহকারে মুসলমানধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিতেন। একদিকে প্রজাদিগকে মদ্যপান করিতে নিষেধ করা হইত, অপর দিকে তিনি স্বয়ং সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া আমোদ প্রমোদে রাত্রিযাপন করিতেন। যতক্ষণ সম্পূর্ণ মত্ততা না জন্মিত, ততক্ষণ ধর্ম্মের কাহিনী চলিত। শেষে নিশীথ সময় পর্য্যন্ত ক্রন্দন ও অন্যান্য মনোবিকার দেখা দিত। প্রকাশ্যে তিনি অতি নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মের আড়ম্বর করিতেন, ও মুখে মদ্যগন্ধ থাকিলে কাহাকেও নিকটে আসিতে দিতেন না। সহজ অবস্থায় তিনি সাম্রাজ্যের মঙ্গলের চেষ্টা পাইতেন। নগরমধ্যস্থিত দুর্গ হইতে একটী শৃঙ্খল ভূতল পর্য্যন্ত লম্বমান থাকিত সেই শৃঙ্খলের সহিত তাঁহার কক্ষস্থিত কতকগুলি সুবর্ণময় ঘণ্টার যোগ ছিল। উহা আকর্ষণ করিয়া সকল বিচারপ্রার্থীই পারিষদবর্গের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে স্ব স্ব প্রার্থনা সম্রাটের গোচর করিতে পারিত। অনেক ইউরোপীয় লোক ঐশ্বর্য্যান্বেষণে এতদ্দেশে আসিয়া তাঁহার সভায় বাস করিতেন। তিনিও তাঁহাদিগের শিল্প ও ধর্ম্মসম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। তৎকালে ভারতবর্ষে চিত্রবিদ্যার ও অন্যান্য শিল্পের উৎকর্ষ হইয়াছিল। ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেমস্ জাহাঙ্গীরকে উপহার দিবার নিমিত্ত সার টমাস্ রোর সহিত একখানি উৎকৃষ্ট চিত্র ও একখানি গাড়ী পাঠাইয়া ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে আগরার শিল্পীরা ঐ চিত্র ও গাড়ীর এমন সুন্দর অনুকরণ করিয়াছিলেন যে, অনুকৃত পদার্থের সহিত তাহাদের কোন অংশে পার্থক্য ছিল না।

(৪) সাজাহান।

সাহাবুদ্দিন মহম্মদ সাজাহান; ১৬২৭-১৬৫৮।

ইহার প্রকৃত নাম খুরম; উদয়পুরের রাজাকে পরাস্ত করিয়া জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে সাজাহান অর্থাৎ "ভুবনাধিপতি" এই উপাধি প্রাপ্ত হন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সময়ে সাজাহান বিদ্রোহি-ভাবে দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নুরজাহান শাহ-রিয়রকে সিংহাসনে বসাইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া আসফ খাঁ তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য কারারুদ্ধ করিয়া আপাততঃ খুসরুর পুত্র দাওয়ার শুখোকে সিংহাসনে বসাইলেন এবং সাজা-হানকে অতি শীঘ্র আগরায় আনিবার জন্য পত্র লিখিলেন। সাজা-হান দাক্ষিণাত্য হইতে উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইলেন, এবং ১৬২৮ অব্দে জানুয়ারীমাসে আগরা নগরে সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। তিনি নুরজাহানকে প্রচুর বৃত্তি দিয়া শাসনব্যাপার হইতে অপসারিত করিলেন, এবং ভ্রাতা শাহরিয়র ও আকবরের বংশজাত আর যে কেহ সম্ভবতঃ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিতেন, প্রায় সকলেরই প্রাণনাশ করিয়া আপন পথ নিষ্কণ্টক করিলেন। দাওয়ার শুখো পারস্যদেশে পলায়নপূর্ব্বক প্রাণ-রক্ষা করিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিলেও সাজাহান প্রজার প্রতি ন্যায়পর, চরিত্র বিষয়ে নির্দ্দোষ ও আয়ব্যয় ব্যাপারে অভিজ্ঞ ছিলেন; এবং অত্যুজ্জ্বল রাজসভা, উৎকৃষ্ট পূর্ত্তকার্য্য ও সুদূরব্যাপ্ত যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির বিপুল ব্যয়ভার বহন করিয়াও যতদূর সম্ভব মিতব্যয়ী ছিলেন। আমেদনগরের শাসনকর্ত্তা খাজা জাহান লোদি বিদ্রোহী হইয়া প্রথমে সাজাহানকে বিলক্ষণ কষ্ট দিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে পরাস্ত ও নিহত হইলেন (১৬৩০) মালিক আম্বরের পুত্রেরাও দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। বিখ্যাত মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর পিতা সাহজী ভোঁসলা

আমেদ নগরের ভূতপূর্ব্ব রাজবংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৬৩৩); তিনিও অকৃতকার্য্য হইয়া বিজয়পুর রাজের আশ্রয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর সাজাহান বিজয়পুর অধিকার করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া বার্ষিক ২০ লক্ষ টাকা করগ্রহণে বিজয়পুর রাজের সহিত সন্ধি করিলেন।

পর্ত্তুগীজেরা হুগলি নগরে ও চট্টগ্রামে বাণিজ্যের কুঠি স্থাপন করিয়া লোকের উপর বড় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। যখন সাজাহান জাহাঙ্গীরের সহিত প্রথম বিবাদ করেন, তখন কিয়দ্দিন তিনি হুগলিতে ছিলেন। ঐ সময় পর্ত্তুগীজদিগের অশিষ্টতা দেখিয়া তিনি বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে সম্রাট হইয়া তিনি হুগলি হইতে পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য আদেশ দিলেন। বাঙ্গালার সুবাদার অতীব কঠোরতার সহিত এই আদেশ পালন করিলেন ১৬৩১। তদবধি বাঙ্গালায় পর্ত্তুগীজদিগের প্রভাব বিলুপ্ত হইল।

জাহাঙ্গীরের আমলে পারসীকেরা কান্দাহার জয় করিয়াছিলেন। কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা আলি মর্দ্দান খাঁ পারস্যরাজের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া সাজাহানের হস্তে ঐ নগর সমর্পণপূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ দিল্লীর রাজসরকারে উচ্চপদ লাভ করিলেন। আলি মর্দ্দানপূর্ত্তকার্য্যে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিলেন। তদীয় তত্ত্বাবধানে খাত "আলি মর্দ্দানের খাল" অদ্যাপি দিল্লীর নিকটে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেছে। কিন্তু আলি মর্দ্দানের সাহায্য পাইয়াও সাজাহান দীর্ঘকাল কান্দাহার নিজ দখলে রাখিতে পারিলেন না। ১৬৪৮ অব্দে পারসীকেরা পুনর্ব্বার উহা জয় করিয়া লইল। সাজাহান বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কান্দাহার অধিকার করিতে অক্ষম হইলেন।

সাজাহানের রাজত্বের শেষভাগে যে সকল যুদ্ধ হয় তাহার অনেকগুলিতে তদীয় তৃতীয় পুত্র আরঙ্গজীব সেনানীত্ব গ্রহণ

করিয়াছিলেন। শেষে আরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা হইয়া গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুর রাজ্য অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে (১৬৫৬) গোলকুণ্ডারাজের প্রধান মন্ত্রী মীর জুমলা মোগলদিগের সহিত যোগ দেওয়ায় ঐ রাজ্যের অত্যন্ত দুর্দ্দশা ঘটে। পরবৎসর আরঙ্গজীব বিদর অধিকার পূর্ব্বক বিজয়পুর অবরোধ করিলেন। সম্ভবতঃ এই নগরও তাঁহার হস্তগত হইত; কিন্তু হঠাৎ ঘটনাক্রমে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইতে হইল।

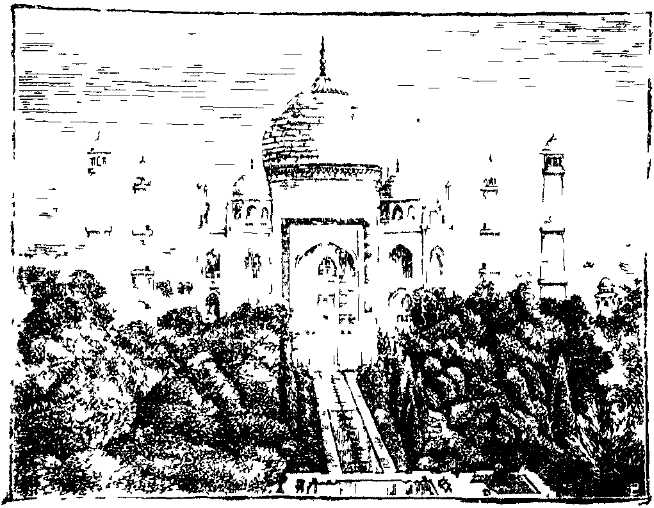
আরঙ্গজীবের বিদ্রোহ; ১৬৫৭। আকবরের বংশধরগণের উপর যেন এমন কোন অভিসম্পাত ছিল যে, তাহারা পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। জাহাঙ্গীর স্নেহময় আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন; সাজাহান জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন; আবার সাজাহানকেও আপন পুত্রবর্গের ষড়্‌যন্ত্র ও বিদ্রোহাচরণে কষ্ট পাইতে হইল। বৃদ্ধ সম্রাট ১৬৫৭ অব্দে পীড়িত হইলে তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠ দারা দিল্লীতে থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন; সুজা বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন, আরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যে বিজয়পুর প্রভৃতি রাজ্যের সহিত যুদ্ধ চালাইতেছিলেন এবং মুরাদ গুজরাট শাসন করিতেছিলেন। দারা উদারস্বভাব, শিষ্ট ও বিনয়ী, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ; সুজা অব্যবস্থিতচিত্ত ও বিলাসপরায়ণ; আরঙ্গজীব নিষ্ঠাবান মুসলমান, পরিশ্রমী, মেধাবী ও চতুর; এবং মুরাদ নির্ভীক ও নির্ব্বোধ। * দারার মহম্মদীয় ধর্ম্মে তত আস্থা ছিল না। তিনি প্রপিতামহ আকবরের ন্যায় ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেকটা উদার ছিলেন ও সংস্কৃত শাস্ত্রাদির আলোচনা করিতেন। তিনি উপনিষদ গুলি পারসীক ভাষায়

* যে সময়ের কথা হইতেছে তখন দারার বয়স ৪২, সুজার ৪০ আরঙ্গজীবের ৩৮ এবং মুরাদের ৩৪ বৎসর।

অনুদিত করাইয়াছিলেন। সাজাহান দারাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে নিকটে রাখিতেন। পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া আরঙ্গজীব প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, তিনি বিধর্ম্মী দারাকে রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া মুরাদকে সম্রাটের উত্তরাধিকারী করিবেন এবং স্বয়ং মক্কায় যাইয়া জীবন যাপন করিবেন। আরঙ্গজীবের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল; নির্ব্বোধ মুরাদ তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। প্রথমে উজ্জয়িনীর নিকটে দারার সেনাপতি যশোবন্ত সিংহ, মুরাদ ও আরঙ্গজীবের সেনা-কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলেন (১৬৫৮); এদিকে সুজা বাঙ্গালা হইতে দিল্লী অভিমুখে আসিতে ছিলেন; দারার পুত্র সুলেমান এবং সেনাপতি (জয়পুররাজ) জয়সিংহ তাঁহাকে কাশীর নিকট পরাস্ত করিলেন। কিন্তু আগরার নিকট সামগড় নামক স্থানে দারা নিজে আরঙ্গজীব কর্তৃক পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলেন। আরঙ্গজীব সাজাহান ও মুরাদকে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিলেন * (১৬৫৮) এবং সুজাকে এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী কাজোয়া নামক স্থানে পরাজিত করিলেন (১৬৫৯)। তৎপরে আরঙ্গজীবের সেনাপতি মীর জুমলা এক বৎসর যুদ্ধ করিয়া সুজাকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। সুজা আর-কাণে পলায়ন করিলেন এবং তথায় সপরিবারে নিহত হইলেন। এদিকে দারাও পুনর্ব্বার পরাজিত হইয়া সিন্ধুদেশে আশ্রয় লইলেন এবং তত্রত্য জনৈক সর্দ্দার কর্তৃক আরঙ্গজীবের হস্তে সমর্পিত হইয়া প্রাণ হারাইলেন (১৬৫৯)। অতঃপর ১৬৬১ অব্দে আরঙ্গজীবের আদেশে মুরাদ ও দারার পুত্র সলিমান কারাগৃহে নিহত হইলেন। এদিকে বৃদ্ধ সাজাহান পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়া মরণকাল পর্য্যন্ত (১৬৬৬) বন্দিদশায় দিনপাত করিতে লাগিলেন।

* সাজাহান আরঙ্গজীবকে "আলমগীর" উপাধি দিয়াছিলেন। সিংহাসন অধিকার করিবার কালে আরঙ্গজীব সেই উপাধিই গ্রহণ করিলেন।

সাজাহানের হর্ম্ম্যাবলী। দুই একবার যুদ্ধযাত্রা ভিন্ন সাজাহান নিয়তই উত্তর ভারতে অতি সমারোহের সহিত বাস করিতেন। তিনি মহিষী মমতাজমহলের নিমিত্ত আগরা নগরে মর্ম্মর প্রস্তরময় স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় তাজমহল নামক এক



অতি সুরম্য সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করেন। দেখিলে বোধ হয় যেন, ইহা দানব কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত এবং বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক উদ্ভাসিত হইয়াছে। তাজমহলের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হর্ম্ম্য ভূমণ্ডলে আর নাই। সাজাহান নিজেও এই তাজমহলে প্রিয় মহিষীর পার্শ্বে সমাহিত রহিয়াছেন। সাজাহানের মতিমস্‌জিদও বোধ হয় মনোহারিতায় পৃথিবীর যাবতীয় উপাসনামন্দির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সকল ও অপরাপর সুরম্য হর্ম্ম্যমালায় পিতামহ আকবরের রাজধানী সুসজ্জিত করিয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া, তিনি দিল্লীনগরে পুনরায় রাজধানী স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তথাকার জুমা-

মস্‌জিদ বা মহামন্দির তাঁহার রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে আরব্ধ ও দশম বর্ষে সমাপ্ত হয়। দেওয়ানীখাস অর্থাৎ খাস দরবার গৃহ নামক যমুনাতটবর্ত্তিনী অপর একটী অট্টালিকা অতি সূক্ষ্ম বিচিত্র ভাস্কর বিদ্যার পরিচায়ক ও কবিকল্পনার আদর্শস্বরূপ। বস্তুতঃ সাজাহান রাজত্বের অধিকাংশ সময় দিল্লীতে অতিবাহিত করিয়া ইহাকে এরূপ সুসজ্জিত করিয়া যান যে, তদীয় উত্তরাধিকারী আরঙ্গজীবের রাজত্বকালে ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ রাজধানীতে পরিণত হয়।

সাজাহানের রাজস্ব। বলবত্তা ও সমৃদ্ধিশালিতা উভয় বিষয়েই মোগলসাম্রাজ্য সাজাহানের সময়ে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। আরঙ্গজীব ইহার আয়তন আরও বর্দ্ধিত করেন বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে ধ্বংসের বীজ ও বপন করিয়া যান। নবার্জ্জিত প্রদেশসমূহ লইয়া সাজাহানের ভূমিকর একুশ কোটি টাকায় পরিণত হয়। সাজাহানের রাজসভারসমৃদ্ধিশালিতায় ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ বিস্ময়ান্বিত হইতেন। চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত ও মরকত মণির স্বাভাবিক লাবণ্যপ্রভায় উদ্দীপ্তপুচ্ছ তদীয় ময়ূরাসনের মূল্য তাবর্ণিয়ে নামক জনৈক রত্নবণিক সাড়ে ছয় কোটী টাকা অনুমান করিয়াছেন।

---

(৬) আরঙ্গজীব।

মহীউদ্দন মহম্মদ আরঙ্গজীব; ১৬৫৮-১৭০৭।

আরঙ্গজীবের সময়ে মোগলসাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত হয়। কিন্তু পূর্ব্বতন রাজত্বদ্বয়ের ন্যায় ইহাও পিতৃদ্রোহে আরব্ধ, ভ্রাতৃহত্যায় দৃঢ়ীকৃত, এবং পুত্রগণের বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রে কষ্টময় হইয়া পরিসমাপ্ত হয়। আর্য্যাবর্ত্তে সুসমৃদ্ধ রাজসভা দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন মুসলমান রাজাদিগের পরাজয় এবং যে সকল হিন্দুরাজা

রাজপুতানা ও দাক্ষিণাত্যে মোগলদিগের সর্ব্বনাশসাধনের জন্য ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিতবল হইতেছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ, এই সমস্ত এ রাজত্বের প্রধান দৃশ্য।

আরঙ্গজীবের রাজত্বের সংক্ষিপ্ত বিবারণ।

১৬৫৮-১৭০৭।

খ্রীঃ অব্দ—

১৬৫৮।......সাজাহানের সিংহাসনচ্যুতি ও আরঙ্গজীবের রাজ্যপ্রাপ্তি।

১৬৫৯।......আরঙ্গজীব কর্ত্তৃক দারা ও সুজার পরাভব ও দারার প্রাণদণ্ড।

১৬৬০।......সুজার সহিত যুদ্ধ, সুজার আরাকাণে পলায়ন ও নিধন।

১৬৬১।......আরঙ্গজীবের আদেশে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদের হত্যা।

১৬৬২।......সেনাপতি মীরজুমলা কর্ত্তৃক আসাম আক্রমণ। দাক্ষিণাত্যে গোলযোগ। বিজয়পুররাজ ও মহারাষ্ট্ররাজ্যস্থাপয়িতা শিবাজীর মধ্যে যুদ্ধ। নানাবিধ ভাগ্য পরিবর্ত্তনের পর শিবাজির দেশাধিকার লাভ।

১৬৬৩-৬৭। মোগলদিগের বিরুদ্ধে শিবাজির অভ্যুত্থান। ১৬৬৪ অব্দে তাহার রাজোপাধি গ্রহণ ও স্বাধিনতা লাভ। ১৬৬৫ অব্দে তাহার দমনার্থ একদল বিপুল মোগলসেনার প্রয়াণ। শিবাজির বশ্যতাস্বীকার, দিল্লীতে আগমন, কারাবাস ও পলায়ন।

১৬৬৬।......সাজাহানের মৃত্যু।

১৬৬৯।......শিবাজি কর্ত্তৃক সুরাট ও খান্দেশ লুণ্ঠন।

১৬৭২।......শিবাজি কর্ত্তৃক মোগলদিগের পরাভব।

১৬৭৪।......শিবাজি কর্ত্তৃক মোগল অধিকার হইতে চৌথ আদায়।

১৬৭৭।......আরঙ্গজীব কর্ত্তৃক জিজিয়া করের পুনঃস্থাপন।

১৬৭৯-১৬৮০। রাজপুতদিগের সহিত আরঙ্গজীবের যুদ্ধ। আরঙ্গজীবের কনিষ্ঠ পুত্র আকবরের বিদ্রোহী রাজপুতদিগের সহিত যোগদান, পলায়ন ও মহারাট্টাদিগের আশ্রয় গ্রহণ।

১৬৭২-১৬৮০। ১৬৭৪ অব্দে শিবাজি কর্ত্তৃক রায়গড়ে মহারাজ উপাধি গ্রহণ। ১৬৮০ অব্দে শিবাজির মৃত্যু ও তৎপুত্র শম্ভুজির সিংহাসন আরোহণ।

১৬৮৩।......স্বয়ং আরঙ্গজীব কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য আক্রমণ।

১৬৮৮-১৬৮৯। বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার।

১৬৮৯।......আরঙ্গজীবের হস্তে শম্ভুজির বন্দিদশা ও হত্যা।
১৬৯২।......পৃথক পৃথক স্বাধীন সেনানীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রীয় জাতিকর্ত্তৃক অতর্কিত ও অনিয়মিত ভাবে আরঙ্গজীবের সহিত যুদ্ধ।
১৬৯৮।......আরঙ্গজীব কর্ত্তৃক মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে জিঞ্জি অধিকার।
১৬৯৯-১৭০১। আরঙ্গজীব কর্ত্তৃক সেতারা ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অপর কতিপয় দুর্গের অধিকার।
১৭০২-১৭০৫। মহারাষ্ট্রীয় জাতির পুনরভ্যুত্থান।
১৭০৬।......আরঙ্গজীবের আমেদনগরে প্রত্যাবর্ত্তন।
১৭০৭।......ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ।

মীর জুমলাকর্ত্তৃক আসাম আক্রমণ; ১৬৬২।

আরঙ্গজীবের ভ্রাতৃহত্যার ব্যাপার পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ লোমহর্ষণ উপায় পরম্পরায় নিষ্কণ্টক হইয়া তিনি রাজ্যবিস্তারে মন দিলেন। সর্ব্ব প্রথম সেনাপতি মীর জুমলা আসাম জয় করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন (১৬৬২)। মীর জুমলা প্রথমে বিজয়ী হইলেন বটে, কিন্তু বর্ষা উপস্থিত হইলে সমস্ত দেশ জলপ্লাবিত হইল। শত্রুগণ রসদ সরবরাহ বন্ধ করিল; তাহারা তত্রত্য অধিবাসী, পথ ঘাট ভাল জানিত; সুতরাং মীর জুমলা মহাবিপদে পড়িয়া বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজধানী ঢাকা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উদ্যোগ করিলেন। তথায় পৌছিবার পূর্ব্বেই কুচবিহারের নিকটবর্ত্তী খিজিরপুর নামক স্থানে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল (১৬৬৩)।

শিবাজির সহিত যুদ্ধ। এদিকে দাক্ষিণাত্যে সুপ্রসিদ্ধ শিবাজির বুদ্ধিকৌশলে মহারাষ্ট্র জাতির উন্নতি হইতেছিল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা এই মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণনা করিব। শিবাজি প্রথম প্রথম বিজয়পুর রাজ্যেই উৎপাত করিতেন; ক্রমে বলের সহিত তাঁহার সাহস বাড়িয়া গেল; তিনি মোগল অধিকারভুক্ত ঔরাঙ্গবাদ নগরের উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। আরঙ্গজীবের মাতুল সায়েস্তা খাঁ

তখন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার। তিনি শিবাজিকে দমন করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। সায়েস্তা খাঁ শিবাজির অধিকারস্থ পুণা নগরী অধিকার পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে তথায় বাস করিতেছেন; এমন সময়ে একদিন শিবাজি কতিপয় অনুচর সহ তাঁহাকে এরূপ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিলেন যে, তিনি অতি কষ্টে পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলেন (১৬৬৩); পুণা পুনর্ব্বার শিবাজির হস্তে গেল। তদনন্তর ১৬৬৪ অব্দে শিবাজি মোগল অধিকারস্থ সুরাট লুণ্ঠন করিয়া রায়গড় নামক স্থানে আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আরঙ্গজীব তাঁহার বিরুদ্ধে রাজা জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ নামক সেনানীদ্বয়কে প্রেরণ করিলেন, ইহারা শিবাজির কতিপয় দুর্গ অধিকার করিলে উভয় পক্ষে সন্ধি হইল। তদনুসারে শিবাজি কতকগুলি দুর্গ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন; বিজয়পুর অধিকার করিবার নিমিত্ত মোগলদিগের সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং বিজয়পুর রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ হইতে রাজস্বের একটী নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইবার আশা পাইলেন। অতঃপর তিনি মোগল পক্ষে যোগ দিয়া বিজয়পুর রাজ্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে আরঙ্গজীব এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি শিবাজিকে দিল্লীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন কিন্তু দিল্লীতে গিয়া শিবাজি আরঙ্গজীবের অশিষ্টাচারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ছদ্মবেশে পলায়ন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দাক্ষিণাত্যে দেখা দিলেন (১৬৬৬) এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাহসের সহিত মোগলদিগের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। আরঙ্গজীব বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। শিবাজি পুনর্ব্বার সুরাট লুঠ করিলেন (১৬৭০), এবং দাক্ষিণাত্যের মোগল অধিকার হইতে চৌথ অর্থাৎ রাজস্বের চতুর্থাংশ আদায় করিতে লাগিলেন (১৬৭৪)। ১৬৮০ অব্দে শিবাজির মৃত্যু হইল; কিন্তু তিনি যে উদাহরণ দেখাইয়া গেলেন তাহার অনুসরণ করিয়া মহারাষ্ট্রীরা ক্রমে মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ সাধনে অগ্রসর

হইল। মহারাট্টা জাতির অভ্যুদয় এবং মোগল সাম্রাজ্যের পতন পরে বিবৃত হইবে।

চট্টগ্রাম জয়। শিবাজির অত্যাচার নিবারণ না করিতে পারিলেও রাজত্বের প্রথমার্দ্ধে আরঙ্গজীব মোটের উপর বেশ সহজে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। মীর জুমলার মৃত্যুর পর সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হন। তখন পর্তুগীজেরা আরাকাণ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বড় অত্যাচার করিতেছিল। সায়েস্তা খাঁ আরাকাণ আক্রমণ করিয়া এই অত্যাচার নিবারণ করেন। চট্টগ্রাম মোগল অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতদুপলক্ষে চট্টগ্রামের "ইসলামাবাদ" এই নূতন নামকরণ হয়।

হিন্দুপ্রজার প্রতি উৎপীড়ন। আরঙ্গজীবের রাজত্বের প্রথম দশ বৎসর হিন্দু প্রজাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার হয় নাই ১৬৬৯ অব্দে হঠাৎ এই উদার-নীতি পরিত্যক্ত হয়। ঐ বৎসর আরঙ্গজীব কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভগ্ন করিবার আদেশ দেন। ১৬৭৬ অব্দে আগরা'র নিকটবর্ত্তী সৎনামী নামক এক হিন্দু সম্প্রদায় বিদ্রোহী হয়। ইহারা ভিক্ষা ও কৃষিবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। সৎনামীরা রাজার প্রাপ্যাংশ না দিয়া সমস্ত শস্য আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিত বলিয়া তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য স্থানে স্থানে প্রহরী থাকিত। একদা জনৈক প্রহরীর সঙ্গে সৎনামীদিগের বিরোধ উপস্থিত হয়; তাহাতে প্রহরীগণ দলবদ্ধ হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করিলে সৎনামীরা উত্তেজিত হইয়া উহাদিগকে অবমানিত ও পরাজিত করে। এই সম্বাদ আরঙ্গজীবের কর্ণগোচর হইলে তিনি সৎনামীদিগের দণ্ড বিধানের জন্য একদল সেনা প্রেরণ করেন। কিন্তু কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত ইহারা এরূপ সুকৌশলে যুদ্ধ করে যে, রাজকীয় সেনা পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হয়। শেষে অতি কষ্টে বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে,

আরঙ্গজীব সমগ্র হিন্দু জাতির উপর জাতক্রোধ হইলেন! তিনি ১৬৭৭ অব্দে পুনর্ব্বার জিজিয়াকর * প্রবর্ত্তিত করিলেন এবং রাজকীয় কোন কার্য্যে হিন্দু কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতে পারিবে না বলিয়া আদেশ দিলেন।

রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধ; ১৬৭৮-১৬৮০।

আকবর হিন্দুদিগের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপনপূর্ব্বক মোগল আধিপত্য বদ্ধমূল করিয়া গিয়াছিলেন। আরঙ্গজীব ধর্ম্মান্ধ হইয়া সেই উদারনীতি পরিত্যাগ করিলেন। সুতরাং এই সময় হইতেই মোগল আধিপত্যের ধ্বংসের বীজ উপ্ত হইল। জিজিয়ার পুনঃ প্রবর্ত্তন এবং হিন্দু দেবমন্দিরের পবিত্রতা হরণে রাজপুত জাতি মর্ম্মাহত হইলেন। যোধপুররাজ যশোবন্তসিংহের বিধবা পত্নীর প্রতি আরঙ্গজীব যে অত্যাচার করিলেন তাহাতে সেই বিদ্বেষবহ্নি আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যশোবন্ত কাবুলের সুবাদার ছিলেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নী সম্রাটের অনুমতি না লইয়াই ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন। ইহাতে আরঙ্গজীব সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সিন্ধুনদ তীরস্থ আটক নগরে তাঁহার গতিরোধ করিবার আদেশ দেন। যশোবন্তের পত্নী সম্রাটের আদেশ না মানিয়া চলিয়া গেলে তাঁহাকে ধরিবার জন্য সেনা প্রেরিত হয়। কিন্তু রাজা দুর্গাদাস নামক যশোবন্তের একজন বিশ্বস্ত অনুচরের বীরত্বে মোগল সেনা যশোবন্তের পরিজনবর্গের কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। ইহাতে আরঙ্গজীব আরও ক্রুদ্ধ হইয়া যোধপুর আক্রমণ করিবার আয়োজন করিলেন। উদয়পুররাজ রাজসিংহ যোধপুরের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। অচিরে সমগ্র

* পূর্ব্বকালে মুসলমানেরা ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী প্রজার নিকট হইতে জন প্রতি একটা নির্দ্দিষ্টহারে জিজিয়া নামক শুল্ক গ্রহণ করিতেন। আকবর এই শুল্ক পরধর্ম্ম-বিদ্বেষমূলক বিবেচনা করিয়া উঠাইয়া দিয়া হিন্দুদিগের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

রাজপুতজাতি জিজিয়া দিতে অস্বীকার করিল এবং সমবেত হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। আরঙ্গজীবও ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি বিপুল সেনা সহ নিজেই রাজস্থান আক্রমণ করিতে গেলেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কখনও আরঙ্গজীব রাজপুতনা লুণ্ঠন করিলেন, কখনও শত্রুকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে সসৈন্য আত্মরক্ষা করিলেন। একদিকে আরঙ্গজীব গ্রামদাহ ও নরহত্যা করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে রাজপুতেরা মালব দেশস্থ মুসলমান অধিকার আক্রমণপূর্বক মসজিদ ভগ্ন মোল্লাদিগকে অপমানিত ও বিকৃতাঙ্গ এবং কোরাণ দগ্ধ করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে আরঙ্গজীবের পুত্র আকবরও বিদ্রোহী হইয়া রাজপুতদিগের সঙ্গে যোগ দিলেন; কিন্তু আরঙ্গজীব কৌশলক্রমে তাঁহার প্রতি রাজপুতদিগের অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন। সুতরাং আকবর অনন্যগতি হইয়া প্রথমে মহারাট্টাদিগের শরণ লইলেন; পরে সেখানেও অকৃতকার্য্য হইয়া পারস্য দেশে পলায়ন করিলেন। পারস্য দেশেই পরিণামে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এদিকে দাক্ষিণাত্যেও যুদ্ধ চলিতেছিল; আরঙ্গজীব সেনাপতিদিগকে বিশ্বাস করিতেন না, সেনাপতিরাও তাঁহার মঙ্গলামঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন না; স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। সুতরাং দাক্ষিণাত্যে আরঙ্গজীবের শুদ্ধ বলক্ষয়ই হইতেছিল। তিনি দেখিলেন যে, তথায় জয়লাভ করিতে হইলে তাঁহার পক্ষে স্বয়ং সৈনাপত্য গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সুতরাং তিনি রাজপুতদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। যশোবন্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিতসিংহ যোধপুরের রাজা বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেন; উদয়পুররাজ রাজসিংহও আপন আধিপত্য অক্ষুণ্ণ করিলেন; যে জিজিয়া বিবাদের প্রধান মূল, সন্ধিপত্রে তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত রহিল না (১৬৮৯)। সন্ধি হইল বটে, কিন্তু ইহার পর উভয় পক্ষের আর মনোমিলন হইল না। জয়পুর ভিন্ন সমগ্র রাজপুত রাজ্য প্রকৃত-

পক্ষে স্বাধীন হইয়া দাঁড়াইল এবং আরঙ্গজীবের হিতাকাঙ্ক্ষা করা দূরে থাকুক, প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে তাঁহার অনিষ্টাচরণ করিতে লাগিল।

দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ। বামনী রাজ্যের ধ্বংশ হইলে দাক্ষিণাত্যে যে পাঁচটি মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাদের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সাজাহানের আমল পর্য্যন্ত আমেদনগর ও বেদর মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছিল; গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুর স্বাধীন ছিল। সাজাহানের সময়ে আরঙ্গজীব দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন। গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুর রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও সামরিক দৌর্ব্বল্য তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। সাজাহানের সময়েই তিনি এই রাজ্যদ্বয় অধিকার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, শেষে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া উহাদের নিকট বার্ষিক কর গ্রহণের নিয়ম করিয়া ক্ষান্ত হন। এদিকে এই সময়ে শিবাজীর প্রতিভাবলে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রদিগের অভ্যুদয় হয়। সুতরাং আরঙ্গজীবের সময়ে দাক্ষিণাত্যে মোগলদিগের তিনটি প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল। ১ গোলকুণ্ডা রাজ্য; (২) বিজয়পুর রাজ্য; (৩) মহারাষ্ট্র জাতি। প্রথম পক্ষদ্বয় মুসলমান, তৃতীয় পক্ষ হিন্দু।

উত্তিষ্ঠমান মহারাষ্ট্রজাতিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিয়া শেষে মুসলমান রাজ্যদ্বয় জয় করিলেই আরঙ্গজীবের পক্ষে বিজ্ঞতার কার্য্য হইত। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের সমগ্র মুসলমান বল সম্মিলিত হইলে অতি সহজেই যে মহারাষ্ট্রদিগের বিনাশ সাধন করিতে পারিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অদূরদর্শী আরঙ্গজীব ইহা বুঝিতে পারেন নাই। বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার রাজা সিয়া মতাবলম্বী, আরঙ্গজীব সুন্নি। সিয়া মুসলমান তাঁহার বিবেচনায় কাফের অপেক্ষাও অধিক পাপী ও দণ্ডার্হ। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রারা তখনও রীতিমত রাজ্য স্থাপন করিতে পারে নাই। আরঙ্গজীব তাহাদিগকে সামান্য দস্যুদল বিবেচনা করিতেন এবং হয় ত মনে

করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে যখন ইচ্ছা দমন করিতে পারিবেন।

সিংহাসনারোহণের পর হইতেই আরঙ্গজীব সর্ব্বক্ষতি স্বীকার পূর্ব্বক গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুর অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি রাজত্বের প্রথমার্দ্ধ কাল অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর সেনাপতিগণদ্বারা যুদ্ধ চালান। কিন্তু সেনাপতিদিগের ত্রুটিবশতঃ প্রথম প্রথম তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অনন্তর আরঙ্গজীব একদল প্রবল পরাক্রান্ত সেনা সুসজ্জিত করিয়া, স্বয়ং ১৬৮৩ অব্দে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, এবং তথায় আপন শাসন কালের পরার্দ্ধভাগ (২৪ বৎসর) রণক্ষেত্রে অতিবাহিত করেন। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পর গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুরের পতন হইল এবং উহারা মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়া গেল (১৬৮৮)।

মহারাষ্ট্রীয় জাতি। কিন্তু গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুরের পতনে মহারাষ্ট্রীয়দিগের কার্য্যক্ষেত্র আরও পরিসৃত হইল বস্তুতঃ মহারাষ্ট্রীয় জাতি পূর্ব্ব হইতে উক্ত রাজ্যদ্বয় পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া ক্ষীণবল করিয়াছিল বলিয়াই আরঙ্গজীব এত সহজে জয়-লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে মহারাষ্ট্রীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্রাটের অবশিষ্ট জীবন (২০ বৎসর) নিঃশেষ হইল। শিবাজির পুত্র ও উত্তরাধিকারী শম্ভুজি ১৬৮৯ অব্দে আরঙ্গজীব কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়া অতি নিষ্ঠুররূপে নিহত হন। মহারাষ্ট্রীয় রাজধানী ও বহুতর দুর্গ সম্রাটের হস্তগত হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম-বর্ষেই বোধ হইল যেন মহারাষ্ট্রীয় বল অচিরে চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু তাহারা আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া অতর্কিতভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং অত্যল্পকালের মধ্যে এক প্রকাণ্ড সামরিক জাতিতে পরিণত হইল। ১৭০৫ অব্দে মহারাষ্ট্রীগণ আপনাদের দুর্গসমূহ পুনর্জয় করিয়া লইল। এরূপ দীর্ঘকালব্যাপী নিষ্ফল যুদ্ধে আরঙ্গজীবের স্বাস্থ্য, ধন ও সেনাবল সমস্তই নিঃশেষ প্রায় হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার সেনাগণ প্রাপ্য বেতনের জন্য

অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। কোপনস্বভাব বৃদ্ধ সম্রাট্ অসন্তুষ্ট সেনাদিগকে কার্য্যত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং ব্যয়লাঘবার্থ কয়েকদহ অশ্বারোহী সৈন্য বিদায় করিলেন।

আরঙ্গজীব শত্রুকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেন। এদিকে মহারাট্টাগণ ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে সম্রাটের শিবির অবরোধ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার সেনাকটক পঞ্চবিংশতি বৎসর কালে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া এক প্রকাণ্ড রাজধানীর ন্যায় অচল হইয়া পড়িয়াছিল। সৈন্যদিগের ক্ষিপ্রকারিতা বা শত্রুর অগোচরে কোনরূপ গতিবিধির সাধ্য ছিল না। মহারাট্টাগণ নির্ভয়ে সম্রাটের শিবিরের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিত। তাহাদিগের বিরুদ্ধে অল্পসংখ্যক দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রেরণ করিলে তাহারা তাহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিত; আবার বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে পলায়ন করিত। আরঙ্গজীবের আপন সেনারাও সময়ে সময়ে শত্রুপক্ষের সহিত ভোজোৎসবে মিলিত হইত এবং "সম্রাট আমাদিগের বন্ধুশ্রেষ্ঠ" উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ নানা ব্যঙ্গোক্তি করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার ভাণ করিত।

আরঙ্গজীবের মৃত্যু। ১৭০৬ অব্দে আরঙ্গজীবের সুবৃহৎ সেনাকটক এরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল যে, তিনি মহারাট্টাদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইলেন। এ সময়ে যদি তিনি তাহাদিগকে মোগলাধিকৃত প্রদেশসমূহ হইতে চৌথ আদায়ের ক্ষমতা দিয়াও সন্ধি ক্রয় করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় আপত্তি করিতেন না; কিন্তু মদোদ্ধত মহারাট্টাগণ সম্রাটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল; তিনি আমেদনগরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় পরবৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে (১৭০৭) তাঁহার মৃত্যু হইল। পুত্রগণের পিতৃভক্তিসম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে অর্থাৎ তিনি স্বয়ং যেমন আপন পিতাকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছিলেন, পাছে তাহারাও তাঁহাকে সেইরূপ করে এই ভয়ে, তিনি

জীবনের শেষ কয়েকদিন প্রায় একাকী থাকিতেন। যখন মৃত্যুভয় ও অনুতাপে তাঁহার অন্তরাত্মা জর্জ্জরীভূত হইতেছিল, তখন কেবল এই কয়েকটি কথা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল— "যাহা হয় হউক, তরঙ্গে নৌকা ভাসাইয়াছি। বিদায় দাও, বিদায় দাও, বিদায় দাও"

আরঙ্গজীবের রাজস্ব। আরঙ্গজীব আসাম ব্যতীত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের অর্দ্ধাংশ হইতে কর পাইতেন। তাঁহার অধিকার বর্ত্তমান ইংরাজাধিকৃত ভারতের প্রায় সমান ছিল। কিন্তু তখন দিল্লীর রাজসভার সহিত প্রদেশসমূহের বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। তখন আনুষঙ্গিক ব্যয় বাদে ভূমিকর ত্রিশ কোটি হইতে আটত্রিশ কোটি টাকার মধ্যে ছিল। দ্রব্যাদির বর্ত্তমান মূল্য ধরিলে ইহা ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের ভূমিকরের প্রায় তিন গুণ হইবে। কিন্তু যখন আরঙ্গজীবের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল, যখন তিনি সর্ব্বনাশজনক দাক্ষিণাত্যসমরে লিপ্ত হন নাই, তখনও এই আটত্রিশ কোটি টাকা উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর রীতিমত আদায় করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। রাজস্বসংগ্রহে পীড়ন হইত বলিয়া প্রজাগণ প্রায়ই প্রতারণা ও বিদ্রোহ অবলম্বন করিত, এবং সর্ব্বদাই কোন না কোন প্রদেশে সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ চলিত।

আরঙ্গজীবের চরিত্র। আরঙ্গজীব একজন আদর্শ মুসলমান সম্রাট্ বলিয়া পরিগণিত হইতে চেষ্টা পাইতেন। তিনি প্রকাশ্যে আড়ম্বরপূর্ণ, অপ্রকাশ্যে মিতাচারী, বিষয়কার্য্যে পরিশ্রমী ও ধর্ম্মাচরণে নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন। তিনি একজন সুন্দর লিপি-লেখক ও সুপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং সিংহাসনচ্যুতির জন্য পিতা, হত্যার জন্য ভ্রাতৃবর্গ ও অত্যাচারের জন্য হিন্দু প্রজাপুঞ্জ না থাকিলে হয়ত তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক হইতে পারিত। কিন্তু তাঁহার পরধর্ম্মবিদ্বেষ এতই প্রবল ছিল যে, মুসলমান ভিন্ন সকল সম্প্রদায়ের লোকেই তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমানদিগের

মধ্যে ও সিয়াগণ তাঁহার অতীব বিদ্বেষের ভাজন ছিল। এই জন্যই তিনি মহারাষ্ট্রাদিগের নিকট অবনতি স্বীকার করিয়াও সিয়া-প্রধান গোলকুণ্ডা এবং বিজয়পুরের ধ্বংসসাধনে এত উদ্যোগী ছিলেন এদিকে রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য স্বজনবর্গের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সমস্ত রাজকার্য্য নিঃসম্পর্কীয় লোকের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইত। আবার তিনি এমনই সন্দিগ্ধ-চিত্ত ছিলেন যে, এই সকল কর্ম্মচারীদিগকেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। সুতরাং নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিত। হিন্দুরা কখনও তাঁহার অত্যাচার বিস্মৃত হন নাই এবং তদীয় রাজ্যাবসানের অব্যবহিত পরেই শিখ, রাজপুত ও মহারাষ্ট্রাগণ চতুর্দ্দিক হইতে মোগলসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। তিনি স্বয়ং কার্য্যদক্ষ ছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজত্বকালে মুসলমান সেনাপতি ও প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তৃগণ বিশ্বস্তভাবে স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিতেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহারাও সুযোগ পাইয়া সাম্রাজ্যের অধিকাংশ আত্মসাৎ করেন।

আকবর ও আরঙ্গজীব। আকবরের সহিত আরঙ্গ-জীবের চরিত্র তুলনা করা ইতিহাসবেত্তাদিগের একটি অতি প্রীতিকর প্রসঙ্গ। তাঁহারা উভয়েই অসাধারণ ক্ষমতাশালী, উভয়েই বুদ্ধিমান কার্য্যকুশল ও রণনিপুণ। আকবর সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেন; আরঙ্গজীব সাম্রাজ্যের পূর্ণতাসাধন করেন। কিন্তু সে পূর্ণতা অন্তঃসারহীন; গঠন শেষ হইতে না হইতেই সামান্য আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গঠনকারীর অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিল। আকবর বিদ্বান না হইলেও বুদ্ধিমান উদার-স্বভাব ও পরিণামদর্শী; আরঙ্গজীব বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইয়াও সঙ্কীর্ণহৃদয়, সন্দিহানচিত্ত ও অপরিণামদর্শী। আকবর শরণাগত শত্রুকেও বিশ্বাস করিতেন; আরঙ্গজীবের নিকট নিজের পুত্রও অবিশ্বাসের পাত্র। আকবর ধর্ম্মবিদ্বেষহীন; হিন্দু মুসলমান সকলেরই তুল্য রক্ষক; আরঙ্গজীব পরধর্ম্মদ্বেষী গোঁড়া মুসলমান

ও হিন্দু প্রজার উৎপীড়ক। আকবর হিন্দুদিগের সহিত মৈত্রী-স্থাপনপূর্ব্বক সাম্রাজ্যের উন্নতির পথ প্রশস্ত করেন, আরঙ্গজীব হিন্দুদিগের প্রতি বিদ্বেষ দেখাইয়া উহার ধ্বংসের দ্বার উন্মুক্ত করেন। পক্ষান্তরে আকবর বিলাসপরায়ণ; আরঙ্গজীব বিলাস-শূন্য; যোগী সন্ন্যাসীর ন্যায় কঠোর ব্রতাবলম্বী। তিনি সুরাপান করিতেন না; নিরামিষাশী ছিলেন। শরীরের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করায় আরঙ্গজীবের স্বাস্থ্য এত ভাল ছিল যে, তিনি অশীতিবর্ষ বয়সেও যুবার ন্যায় পরিশ্রম করিতে পারিতেন, চস্‌মা বিনা লেখাপড়া করিতেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সামান্য যোদ্ধার ন্যায় সর্ব্ববিধ শ্রমসাম্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

(৭) আরঙ্গজীবের উত্তরাধিকারিগণ।

১৭০৭-১৮৫৭।

আরঙ্গজীবের পর মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস ধ্বংসের ইতিহাস মাত্র। তদীয় উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে অনেকেই জন কয়েক যোদ্ধা ও কুচক্রীর হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ থাকিতেন। ইহারা তাঁহাদিগকে সিংহাসনে বসাইয়া দিতেন, যতদিন তাঁহারা সিংহাসনে থাকিতেন, ততদিন তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব করিতেন, এবং পরে আবশ্যক হইলে তাহাদের প্রাণনাশপূর্ব্বক নিজেদের মনোমত ব্যক্তিকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেন।

সা আলম বাহাদুর সা; ১৭০৭-১৭১২—আরঙ্গজীবের মৃত্যুকালে তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে তিনটী জীবিত ছিলেন;—মুয়াজাম কাবুলে, আজাম আমেদাবাদে এবং কামবক্স বিজয়পুরে সুবাদারী করিতেন। মুয়াজাম আরঙ্গজীবের জীবদ্দশায় "বাহাদুর সা" উপাধি পাইয়াছিলেন; তাঁহার দুই পুত্র—মুইজুদ্দিন ও আজিম উশান—যথাক্রমে মুলতান ও বাঙ্গালা দেশের সুবাদারীতে নিযুক্ত ছিলেন। আরঙ্গজীবের মৃত্যু হইলে আজম আমেদনগরের সম্রাট্ উপাধিগ্রহণ করিলেন। এদিগে

বাহাদুর সা ও কাবুল হইতে অতি সত্বর ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন এবং নিজের পুত্রদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া আজামকে পরাভূত ও নিহত করিলেন। বাহাদুর সা মন্দলোক ছিলেন না; তিনি কামবক্সকে বিনা বিবাদে দাক্ষিণাত্যের রাজত্ব ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু কামবক্স তাহাতে সম্মত না হওয়ায় পরাজিত ও নিহত হইলেন। অনন্তর বাহাদুর সা "সা আলম" উপাধিগ্রহণপূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিতে লাগিলেন (১৭০৭)।

হিন্দুদিগের সহিত সন্ধি। সম্ভুজি নিহত হইলে তৎপুত্র "সাহু" মোগল হস্তে বন্দী ছিলেন। যখন আজাম বাহাদুর সার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে যাত্রা করেন, তখন তিনি সাহুকে কারামুক্ত করিয়াছিলেন। বাহাদুর সা মহারাট্টাদিগকে কতিপয় প্রদেশের চৌথ দিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করেন এবং রাজপুতদিগকে শান্ত করিবার নিমিত্ত উদয়পুর প্রভৃতি রাজ্যকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন।

শিখদিগের সহিত যুদ্ধ। নানক কর্ত্তৃক পঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। শিখেরা প্রথম প্রথম অতি নিরীহ ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিত। আরঙ্গজীবের উৎপীড়নে ইহারা আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ বিষয়ে মন দেয় এবং তদানীন্তন শিখগুরু গোবিন্দসিংহের শিক্ষাবলে পরাক্রান্ত সামরিক সম্প্রাদায়ে পরিণত হয় (১৬৭৫)। গোবিন্দসিংহ জাতিভেদ প্রথা সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া দেন; সর্ব্বজাতীয় লোক নিজ সম্প্রদায়ে গ্রহণ করেন, এবং দীক্ষাকালে শিষ্যদিগকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা, নীলপরিচ্ছদ পরিধান, দীর্ঘকেশ ও শ্মশ্রুরাখা প্রভৃতি কতকগুলি সাম্প্রদায়িক নিয়ম প্রতিপালনার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন। এই শিক্ষাগুণে শিখেরা অচিরে উগ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক মোগল অধিকারে লুঠপাট আরম্ভ করে; কিন্তু আরঙ্গজীবের সতেজ শাসনে তাঁহার জীবদ্দশায় ইহারা তত প্রবল হইতে পারে

নাই। বাহাদুর সার আমলে ইহারা পঞ্জাব আক্রমণ পূর্ব্বক সরহিন্দ প্রদেশ অধিকার করে। বাহাদুর সা কাপুরুষ ছিলেন না; তিনি শিখগুরু বন্দুকে পরাজিত করিয়া সরহিন্দ পুনরধিকার করিলেন; বন্দুর দলবল হিমালয়ের জঙ্গলে বিতাড়িত হইল। (১৭১০)। ১৭১২ অব্দে বায়াত্তর বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বাহাদুর সার মৃত্যু হয়। তিনি বিদ্বান, ধর্ম্মভীরু ও সদয় প্রকৃতির লোক ছিলেন। মুসলমানধর্ম্মে নিষ্ঠাবান হইলেও তাঁহার পরধর্ম্মে বিদ্বেষ ছিল না। ফলতঃ তাঁহার সহিতই দিল্লীর তৈমুরবংশের গৌরবরবি অস্তমিত হয় বলিতে হইবে। অতঃপর যাঁহারা সিংহাসন গ্রহণ করেন, তাঁহারা নামমাত্র সম্রাট।

জাহান্দার সা; ১৭১২-১৭১৩। কুলক্রমাগত প্রথানুসারে বাহাদুর সার জ্যেষ্ঠ পুত্র আজিমউশান এবং তৃতীয় পুত্র মুইজুদ্দিনের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। সেনাপতি জুলফিকার খাঁর সাহায্যে মুইজুদ্দিন বিজয়ী এবং আজিমউশান নিহত হইলেন। মুইজুদ্দিন "জাহান্দার সা" উপাধিগ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। জাহান্দার নির্ব্বোধ, ইন্দ্রিয়াসক্ত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। আজিমউশানের পুত্র ফেরোকশিয়ার বাঙ্গলায় সুবাদারী করিতেছিলেন; তিনি পিতার নিধনবার্ত্তাশ্রবণে বিদ্রোহী হইলেন। বিহারের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ হুসেন আলি এবং তদীয় সহোদর এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ হাসান আলি নামান্তর (সৈয়দ আব্দুল্লা) ফেরোকশিয়ারের পক্ষ অবলম্বন করায় জাহান্দার সহজে পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৭১৩)।

ফেরোকশিয়ার; ১৭১৩-১৭১৯। ফেরোকশিয়ার সৈয়দদ্বয়ের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র ছিলেন; সৈয়দেরাই সাম্রাজ্যের প্রকৃত হর্ত্তাকর্ত্তা হইলেন। ফেরোকশিয়ার তাঁহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য হুসেন আলিকে যোধপুররাজ অজিৎসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন এবং যাহাতে যুদ্ধ শীঘ্র শেষ না হয় সেইরূপ অনুরোধ করিয়া অজিৎসিংহকে গোপনে

পত্র লিখিলেন। হুসেন দেখিলেন দীর্ঘকাল দিল্লী হইতে অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহার আধিপত্য হ্রাস হইবে। সুতরাং তিনি যত শীঘ্র পারিলেন অজিতের সহিত সম্রাটের মর্য্যাদাহ্রাস করিয়াও সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। এই সন্ধি দ্বারা অজিতের এক কন্যার সহিত সম্রাটের বিবাহ হইল। উক্ত বিবাহের পূর্ব্বে সম্রাট হঠাৎ উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইলে ইংরাজ ডাক্তার হামিল্টন তাহার চিকিৎসা করেন এবং আরোগ্যের পুরস্কার স্বরূপ সম্রাটের নিকট হইতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুকুলে বাঙ্গালাদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্যাধিকার এবং কলিকাতা প্রভৃতি ৩৭টি গ্রাম ক্রয়ের অধিকার প্রাপ্ত হন। অতঃপর ফেরোকশিয়ার হুসেন আলিকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিবার নিমিত্ত মহারাষ্ট্ররাজ সাহুকে তলে তলে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু হুসেন আলি যত শীঘ্র পারিলেন, সাহুকে বিস্তৃত রাজ্যাধিকার প্রদানপূর্ব্বক নিরস্ত করিয়া দশ সহস্র মহারাট্টা অশ্বারোহীসহ দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন; এবং ফেরোকশিয়ারকে নিহত করিয়া ইচ্ছামত চলিতে লাগিলেন। ফেরোকশিয়ারের সময়ে শিখেরা পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইয়া পরাজিত হয়। তাহাদের গুরু বন্ধু লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া আনীত হন। তাঁহার সমক্ষেই তাঁহার পুত্রের হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত ও তদীয় মুখোপরি নিক্ষিপ্ত হয়। তিনি স্বয়ং অগ্নিতপ্ত লৌহসাঁড়াসী দ্বারা খণ্ডীকৃত হন এবং শিখগণ ক্ষিপ্ত কুক্কুরের ন্যায় বিনষ্ট হয় (১৭১৬)। শিখজাতি এ নিষ্ঠুরাচরণ কখন বিস্মৃত হয় নাই। দিল্লীর প্রতি তাহাদের বিজাতীয় বিদ্বেষ জন্মে এবং সেই বিদ্বেষবশতঃ ১৮৫৭ অব্দে সিপাহীযুদ্ধের সময় ইহারা ইংরাজ পক্ষে এত অনুরক্ত থাকে।

মহম্মদ সা; ১৭১৯-১৭৪৮। সৈয়দেরা এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে রাজস্রষ্টা হইলেন। তাঁহারা প্রথমে রফি উদ্ দারাজাৎ পরে রফি উদ্ দৌলা নামে জাহান্দার সার দুই ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসনে বসাইলেন। ইঁহারা অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত

হইলে সৈয়দেরা রৌশন আক্তার নামক জাহান্দারের অপর এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে "মহম্মদ সা" উপাধি দিয়া সম্রাট করিলেন (১৭১৯)। মহম্মদ সা অল্পদিনের মধ্যেই সৈয়দদিগের প্রভুত্বে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশের পন্থা দেখিতে লাগিলেন। হুসেন আলি বিদ্রোহ দমনার্থ যাইতেছেন, এমন সময়ে এক হত্যাকারীর ছুরিকাঘাতে নিহত হইলেন; অতঃপর সৈয়দ আবদুল্লা বিদ্রোহী হইয়া সাপুর নামক স্থানে পরাজিত ও বিনষ্ট হইলেন (১৭২১)।

দাক্ষিণাত্য ও অযোধ্যা প্রদেশের স্বাধীনতাবলম্বন। মহম্মদ সার আমলেই মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন ধ্বংস সাধিত হয়। নিজাম উল-মুল্ক উপাধিধারী দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা চীন কুলীচ খাঁ তৎপ্রদেশের অধিকাংশ লইয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন (১৭২০-১৭৪৮)। অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা সাদৎআলিও স্বীয় শাসনাধীন প্রদেশসমূহ আত্মসাৎ করিয়া এক স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিলেন (১৭৩২-১৭৪৩)। এদিকে মহারাষ্ট্রীরা সমগ্র দাক্ষিণাত্যে চৌথ আদায় করিতে করিতে শেষে বিন্ধ্যাচলের উত্তরে অবতীর্ণ হইল এবং ১৭৩৬ অব্দে মালব ও ১৭৩৮ অব্দে গুজরাট প্রদেশ অধিকার করিয়া লইল। অতঃপর তাহারা বাঙ্গালা, উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশেও উপদ্রব আরম্ভ করিল এবং তাহাদের সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধে বিব্রত হইয়া বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দি খাঁ দিল্লীতে কর প্রেরণ করা রহিত করিলেন।

নাদিরসার আক্রমণ; ১৭৩৮-১৭৩৯। এবম্প্রকারে মুসলমান শাসনকর্ত্তা ও হিন্দু প্রজাবর্গ স্ব স্ব স্বাধীনতা স্থাপন করিতে লাগিলেন; এদিকে পারসীক নরপতি নাদির সা আপন করাল-মূর্ত্তি সেনাদল লইয়া প্রবল ঝটিকার ন্যায় উপস্থিত হইলেন। খোরাশান প্রদেশ এই মহাবীরের জন্মস্থান। ইনি প্রথমে কৃষক ছিলেন, পরে প্রতিভাবলে পারস্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া দিগ্বিজয়ে নির্গত হন। মহম্মদ সাহ কর্ণালের যুদ্ধে পরাভূত হইলেন এবং নাদির দিল্লী নগরে প্রবেশ করিলেন।

নগরবাসীরা নাদিরের অমূলক মৃত্যুসংবাদে প্রোৎসাহিত হইয়া তাহার কতিপয় অনুচরের প্রাণসংহার করিল। ইহাতে নাদির ক্রুদ্ধ হইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে যথেচ্ছ নিহত করিতে আদেশ দিলেন। এইরূপে দিল্লীর রাজপথসমূহ নরশোণিতে প্লাবিত করিয়া নাদির হীরকশ্রেষ্ঠ কোহিনুর, সুপ্রসিদ্ধ ময়ূরাসন ও বিস্তর নগদ টাকা লইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন (১৭৩৮-৩৯)।

ইহার ছয় বৎসর পরে পারস্যবাসীরা নাদিরের অত্যাচারে জ্বালাতন হইয়া তাঁহাকে নিহত করে। নাদিরের কোষাধ্যক্ষ আহ্মদ সা আবদালি (নামান্তর আহ্মদ সা দুরাণী) এই সুযোগে কান্দাহার প্রদেশ অধিকারপূর্ব্বক ক্রমশঃ রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে শতদ্রু নদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য মহম্মদ সা নিজের পুত্র আহ্মদকে একদল সেনাসহ প্রেরণ করেন। সরহিন্দ নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয় (১৭৪৮)। এই যুদ্ধে মোগলেরা বিজয়ী হইয়া আফগানদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দেন। ইহাই মোগলদিগের শেষ বিজয়-গৌরব। অতঃপর তাঁহারা আর কখনও ভারতভূমিতে রণজয়ী হইতে পারেন নাই।

আহ্মদ সা; ১৭৪৮-১৭৫৪। ইহার কিছুদিন পরে মহম্মদ সা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (১৭৪৮) এবং তদীয় পুত্র আহ্মদ সা সিংহাসনারোহণ করিলেন। ইহার রাজত্বকালে রোহিলাজাতীয় আফগানেরা প্রবল হইয়া সম্রাটের সেনা পরাভূত করে এবং আফগানরাজ আহ্মদ সা পুনর্ব্বার পঞ্জাব আক্রমণ করেন (১৭৫১)। তিনি মুলতান ও লাহোর অধিকারপূর্ব্বক দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া সম্রাট আহ্মদ সা তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য পঞ্জাব প্রদেশ ছাড়িয়া দিলেন (১৭৫২)।

দ্বিতীয় আলমগীর; ১৭৫৪-১৭৫৯। সম্রাটের উজীর গাজিউদ্দিন নামক এক নরাধম এই সময়ে রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে লইবার নিমিত্ত আহ্মদ সাকে অন্ধ ও কারা-

রুদ্ধ করিয়া ভূতপূর্ব্ব সম্রাট জাহান্দার সার এক পুত্রকে দ্বিতীয় আলমগীর উপাধি প্রদানপূর্ব্বক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে (১৭৫৪)। অনন্তর গাজিউদ্দিন লাহোর অধিকার করিয়া লয়। লাহোর আহ্মদ সা তুরাণীর অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়া তিনি উহার পুনরুদ্ধার এবং গাজিউদ্দিনের দণ্ডবিধানার্থ তৃতীয় বার ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং মোগলসেনা পরাস্ত করিয়া (১৭৫৬) দিল্লী ও মথুরা লুণ্ঠন করেন। তৈমুরলঙ্গ ও নাদির সার আক্রমণে দিল্লীর অধিবাসীদিগের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, এবারও তাহাই ঘটে। ফলতঃ আফগান আক্রমণে দিল্লী ও তন্নিকটস্থ আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশে যে নিষ্ঠুরাচরণ হয় তাহা বর্ণনাতীত। আফগান অশ্বারোহিগণ সামান্য পল্লীগ্রাম হইতে সমৃদ্ধিশালী নগর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র নরহত্যা ও অগ্নিদাহ করিয়া পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে। হিন্দুর তীর্থলুণ্ঠন ও মন্দিরস্থ অসহায় উপাসকবৃন্দের হত্যাসম্পাদনেই তাহারা সমধিক আনন্দ বোধ করিত। তাহারা যখন মথুরা লুণ্ঠন করে, তখন কোন পর্ব্বোপলক্ষে ধর্ম্মানুষ্ঠানপর অসংখ্য নিরীহ হিন্দুযাত্রী তথায় অবস্থান করিতেছিল। ইয়ুরোপের টাইরোল প্রদেশীয় তাইফেনথেলার নামক জনৈক জেস্যুইট ইহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—"দুরাত্মারা অধিবাসিসহ সমস্ত গৃহ ভস্মীভূত করিল; তরবারি ও বর্শার আঘাতে অনেক লোক নিহত করিল; অসংখ্য বালকবালিকা ও অপরাপর নরনারী বন্দী করিয়া লইয়া গেল ও মন্দিরমধ্যে গোহত্যা করিয়া সেই রক্তে প্রাঙ্গণভূমি ও দেবমূর্ত্তি অভিষিক্ত করিল।" এই সমস্ত অত্যাচারে সীমান্তপ্রদেশ নিস্তব্ধ ও মরুময় হইল এবং তাহারও বহুদূর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ জনশূন্য হইয়া উঠিল।

সা আলম; ১৭৫৯-১৮০৭। আহ্মদ সা আবদালি চলিয়া গেলে উজির গাজিউদ্দিন পুনর্ব্বার নিজমূর্ত্তি ধরিয়া মহারাষ্ট্রীদিগের সহায়তায় সম্রাটকে নিহত করিল (১৭৫৯)। সম্রাটের পুত্র আলি গহর পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলেন। আলি গহর

"সা আলম" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক এলাহাবাদে ইংরেজদিগের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন, এদিকে মহারাট্টারা দিল্লী অধিকার করিয়া লইল। ক্রমে তাহাদের আস্পর্দ্ধা আরও বাড়িয়া উঠিল এবং তাহারা আহ্মদ সা দুরাণীর অধিকারস্থ পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিল। আহ্মদ সা চতুর্থবার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাট্টাদিগের বলভঙ্গ করিলেন (১৭৬১)। যে পাণিপথে বাবর ও আকবর মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই পাণিপথেই ইহার সম্পূর্ণ পতন হইল; কারণ যুদ্ধান্তে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হইল; দেশীয় একমাত্র পরাক্রান্ত সম্প্রদায় মহারাট্টারা নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িল, আর সেই সুযোগে ইংরাজেরা নূতন সাম্রাজ্য গঠন করিতে লাগিলেন।

মোগল সাম্রাজ্যের পতন। ইংরাজেরা শনৈঃ শনৈঃ ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্ত্তীর স্থান গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কর্ণাটের যুদ্ধ, বাঙ্গালার যুদ্ধ, পলাশীর ও বক্সারের বিজয়গৌরব প্রভৃতি তাঁহাদের উন্নতিলাভের সোপানপরম্পরা। তাঁহারা ১৭৬৫ অব্দে সা আলমের নিকট বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করিলেন এবং সা আলমকে বৃত্তি দিয়া এলাহাবাদ নগরে নিজ আশ্রয়ে রাখিলেন। ১৭৭১ অব্দে মহারাট্টারা তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়া দিল্লীতে লইয়া গেলে ইংরাজেরা সে বৃত্তিও বন্ধ করিলেন। অনন্তর গোলাম কাদের নামক একজন রোহিলা সদাগর সম্রাটের চক্ষুরুৎপাটন পূর্ব্বক রাজপরিবারের প্রতি ভয়ানক নিষ্ঠুরাচরণ করিল। তদবধি সা আলম নিতান্ত দীনভাবে মহারাট্টাদিগের দয়াপ্রার্থী হইয়া দিল্লীতে বাস করিতে লাগিলেন। ১৮০৩ অব্দে ইংরাজেরা মহারাট্টাদিগকে পরাজিত করিয়া সম্রাট্‌কে পুনর্ব্বার নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিলেন।

দ্বিতীয় আকবর; ১৮০৬ ১৮৩৭। সাহ আলমের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মুইনউদ্দিন "দ্বিতীয় আকবর" এই উচ্চ

উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরচারিণীগণের উপর আধিপত্য করিতে লাগিলেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে যে বৃত্তি দিতেন, তাহাতেই তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইত।

বাহাদুর সা; ১৮৩৭-১৮৫৭। দ্বিতীয় আকবরের পুত্র বাহাদুর সা তৈমুর বংশের শেষ রাজা। ইনিও নাম মাত্র সম্রাট। ১৮৫৭ অব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইনি বিদ্রোহী-দিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। সেই জন্য বিদ্রোহদমনের পর ইংরাজেরা ইহাকে রেঙ্গুননগরে নির্ব্বাসিত করেন। তথায় ১৮৬২ অব্দে ইহার মৃত্যু ঘটে।

মোগলসাম্রাজ্যের পতনের কারণ। হিন্দুদিগের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়াই মহামতি আকবর ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজনীতিবলে তিনি এতদ্দেশে সমধিক প্রতাপশালী এক হিন্দু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া তৎসাহায্যে এক দিকে মধ্য এশিয়ার বহিঃশত্রু হইতে রাজ্য রক্ষা করেন এবং অপরদিকে প্রদেশীয় মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগকে বশে রাখেন; আরঙ্গজীব ও তদীয় হতভাগ্য উত্তরাধিকারীদিগের সময়ে এই উদারনীতি পরিত্যক্ত হয়; সুতরাং আফগানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে এবং প্রদেশসমূহ স্বাধীন হয়। এদিকে যে সকল হিন্দু রাজা আকবরের সময়ে মোগলসাম্রাজ্য-গঠনে সহায়তা করেন, তাঁহারাই তদীয় নির্ব্বোধ বংশধরগণের সময়ে সেই সাম্রাজ্যনাশের প্রধান কারণ হইয়া উঠেন।

ইংরাজেরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে ভারত জয় করেন; মোগলদিগের নিকট হইতে নহে। ইংরাজদিগের এ দেশে বিজেতৃবেশে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বেই মোগলসাম্রাজ্য চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ অধিকার করিবার জন্য তাঁহারা শিখ ও মহারাষ্ট্রাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, মোগলদিগের সহিত নহে। বাঙ্গালা, কর্ণাট ও মহীশূরের মুসলমানদিগের সহিতও যুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু হিন্দুরাই ইংরাজ-

দিগকে দীর্ঘকাল বাধা দেন। শেষ মহারাষ্ট্রযুদ্ধ ১৮১৮ অব্দে শেষ হয়; পঞ্জাব শিখস্বাধীনতাও ১৮৪৮ অব্দের পূর্ব্বে বিনষ্ট হয় নাই।

মোগল সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন।

১৭০৭-১৮৫৭।

খ্রীঃ অঃ—

১৭০৭।......আরঙ্গজীবের পুত্র মুয়াজিম ও আজামের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ। মুয়াজিমের জয় ও সিংহাসনাধিরোহণ। রাজপুতরাজগুলিকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি, মহারাষ্ট্রদিগকে চৌথ আদায়ের স্বত্বদান করিয়া তাহাদের রাজা সাহুর সহিত সন্ধি।

১৭১০।......শিখদিগের সহিত সন্ধি। শিখগুরু বন্দুর পরাজয়।

১৭১২।......বাহাদুর সাহের মৃত্যু ও তাঁহার পুত্র জাহান্দার সাহের সিংহাসনারোহণ। ফেরোকশিয়ারের বিদ্রোহ।

১৭১৩।......সৈয়দ হুসেন আলি ও সৈয়দ আব্দুল্লা নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে জাহান্দারকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ফেরোকশিয়ারের সিংহাসন প্রাপ্তি।

১৭১৪-১৭। মহারাষ্ট্রীরা সম্রাটের নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যে সর্দ্দেশমুখী অর্থাৎ চৌথ ব্যতীত অবশিষ্ট রাজস্বের দশমাংশ আদায়ের ক্ষমতা পাইল।

১৭১৬।......শিখদিগের পরাজয়। তাহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা। যোধপুররাজ অজিৎ সিংহের কন্যার সহিত সম্রাটের বিবাহ।

১৭১৯।......সৈয়দদ্বয় কর্ত্তৃক ফেরোকশিয়ারের সিংহাসনচ্যুতি ও প্রাণনাশ। মহম্মদসাহ ১৭১৯ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রাজত্ব পাইলেন।

১৭২১।......চীন কুলীচ খাঁর সাহায্যে ও সম্রাটের চক্রান্তে সৈয়দদিগের পতন। চীন কুলীচ খাঁ "আসফজা নিজাম উলমুলক" উপাধি গ্রহণ করিয়া দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হইলেন।

১৭২১-৪৮। আসফজা নিজাম উলমুলক কর্ত্তৃক হায়দরাবাদে স্বাধীনরাজ্য স্থাপন।

১৭৩২-৪৩। উজীর সাদৎ আলী (অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা) প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইলেন।

১৭৩৫-৫১। সাম্রাজ্যের সর্ব্ববিষয়ে অবনতি। নাদির সাহের আক্রমণ (১৭৩৯)। আহ্মদ সাহ দুরাণীর প্রথম আক্রমণ ও সরহিন্দের যুদ্ধে পরাজয় (১৭৪৮)। মহারাষ্ট্রজাতি কর্ত্তৃক মালবজয় (১৭৩৬); গুজরাটজয়

(১৭৩৮); উড়িষ্যার দক্ষিণভাগগ্রহণ ও বাঙ্গালা হইতে চৌথ আদায়স্বত্বপ্রাপ্তি (১৭৫১)।

১৭৪৮ ৫০। মহম্মদের পুত্র আহম্মদ সাহের সিংহাসন প্রাপ্তি। অযোধ্যায় রোহিলাদিগের উপদ্রব।

১৭৫১ ৫২। আহম্মদসাহ দুরাণীর দ্বিতীয় আক্রমণ ও পঞ্জাব জয়।

১৭৫৪। আসবজাব পৌত্র গাজিউদ্দিন কর্তৃক সম্রাটের সিংহাসনচ্যুতি ও দ্বিতীয় আলমগীরের অভিষেক।

১৭৫৬। .....আহম্মদসাহ দুরাণীর তৃতীয় আক্রমণ এবং দিল্লী ও মথুরা লুণ্ঠন।

১৭৫৯। ...উজির গাজিউদ্দিন কর্তৃক সম্রাটের প্রাণনাশ; মহারাষ্ট্রদিগের উত্তর ভারতে রাজ্য জয় ও দিল্লী অধিকার। দ্বিতীয় সাহ আলম নামে মাত্র সম্রাট হইলেন।

১৭৬১ ১৮০৩। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ও মহারাষ্ট্রদিগের পরাজয়। ইংরাজ কোম্পানিকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রদান (১৭৬৫)।

১৮০৬ ১৮৩৭। দ্বিতীয় আকবর।

১৮৩৭ ১৮৫৭। সপ্তদশ মোগল সম্রাট তৈমুরের শেষ বংশধর "মহম্মদ বাহাদুরের রাজত্ব। তিনি ১৮৫৭ অব্দে সিপাহীযুদ্ধে সংলিপ্ত থাকাতে রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত হন এবং তথায় ১৮৬২ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

অষ্টম অধ্যায়।

মহারাষ্ট্রজাতি।

১৬৫০-১৮১৮।

(১) শিবাজি।

মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যুদয়। অন্ধ্রবংশের আদি স্থান মহারাজ পুলকেশীর লীলাক্ষেত্র মহারাষ্ট্রদেশ মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে একটী স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ছিল। আলাউদ্দিনের সময় মুসলমানেরা মহারাষ্ট্ররাজ্য আক্রমণ করে এবং তথাকার রাজা পরাভূত হইয়া দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু রাজা পরাভূত হইলেও সামন্তগণ একরূপ স্বাধীনভাবেই চলিতেন; কেবল সময়ে সময়ে সৈন্য দিয়া মুসলমানদিগের সহায়তাপূর্ব্বক আনুগত্যের ভাব প্রকাশ করিতেন। এইরূপে মহারাষ্ট্রদেশে দেশমুখ্য প্রভৃতি অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিবংশের অভ্যুদয় হয়। ইহারা ক্ষত্রিয় বংশজ; এদিকে রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্য প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদিগের হস্তে ছিল। কালে দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে মুসলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও এ প্রথার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। মাওয়ালি, কোল, ধাঙ্গড় প্রভৃতি নীচজাতীয় হিন্দুগণ কৃষিকার্য্য করিত। তাহারা কষ্টসহ, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়শীল। তাহারা দেশমুখ্য প্রভৃতির আদেশ অনুসারে চলিত; দেশের প্রকৃত রাজা হিন্দু কি মুসলমান তাহা ভাবিবার প্রয়োজন দেখিত না।

সাহজি ভোঁসলা। বিজয়পুর ও আমেদনগরের সুলতানেরা এই শূদ্র সম্প্রদায় হইতে অনেক অশ্বারোহী সেনা নিযুক্ত করিতেন। দাক্ষিণাত্যের মুসলমান সুলতানদিগের মধ্যে অবিরত যুদ্ধ চলিত। সুতরাং কষ্টসহ মহারাষ্ট্রীয় শূদ্রগণ অল্প

দিনের মধ্যেই বিলক্ষণ রণবিশারদ হইয়া উঠে। অশ্বারোহী-দিগের অধিনেতাগণ ক্ষত্রিয়বংশীয় ছিলেন। আমেদনগরের পতন সময়ে এইরূপ দুইজন অধিনেতা মালিক আম্বরের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। তাঁহাদের একজনের নাম যাদব রাও; অপরের নাম বালাজি ভোসলা। যাদব রাওএর কন্যার সহিত বালাজি ভোঁসলার পুত্র সাহজির বিবাহ হয়। এই দম্পতি হইতে মহারাষ্ট্র স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ শিবাজির জন্ম। আমেদনগরের পতন হইলে সাহজি বিজয়পুরের সুলতানের সরকারে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হন। পুণা তাঁহার পৈতৃক জায়গীর; কর্ণাটে যুদ্ধজয়ী হইয়া তিনি তাঞ্জোর ও জিঞ্জি নামক অপর দুইটি জায়গীরও প্রাপ্ত হন।

মহারাট্টাজাতির উন্নতি। সাজাহান ও আরঙ্গ-জীবের সময়ে প্রায় অশীতি বৎসর দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ চলিতে থাকে (১৬২৭-১৭০৭)। এই যুদ্ধ সমূহে মহারাট্টাগণ কখন সম্রাটের পক্ষে কখনও বা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। এইরূপে ক্রমশঃই ইহাদিগের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মোগল ও দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণ পরস্পর যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা উভয়েই বৈদেশিক; সুতরাং তাহাদিগকে বিদেশ হইতে সেনাসংগ্রহ করিতে হইত। কিন্তু মধ্য ভারতের বিরার হইতে বর্ত্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর প্রায় দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ মহারাষ্ট্রদেশের সেনাবল অক্ষয় ছিল। মোগল-সেনাপতিগণ ও দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজগণ উভয় পক্ষই তাহাদিগকে স্বদলে আনিতে চেষ্টা করিতেন। প্রথম প্রথম মহারাট্টারা অনেক সময় মোগলদিগের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিত। তাহাদের সাহায্যে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজগণ বহুকাল পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন কিন্তু দিল্লীর সৈন্য বিতাড়িত হইলেই পরমুহূর্ত্তে মহারাট্টাগণ তাঁহাদিগের রাজ্য-লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইত।

শিবাজি ; ১৬২৭-১৬৮০। শিবাজি ১৬২৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সাহজি বিজয়পুর রাজের কার্য্যে কর্ণাট প্রভৃতি দূরদেশে থাকিতেন; শিবাজি পুণা নগরীতে দাদাজি খণ্ডদেব নামক একজন ব্রাহ্মণ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে বাস করিতেন। শৈশবেই মৃগয়া, অশ্বারোহণ, ধনুর্ব্বিদ্যা এবং মল্লক্রীড়া প্রভৃতি বীরজনোচিত বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ আসক্তি ও নৈপুণ্য জন্মে। তৎকালে মহারাষ্ট্রাদেশের সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়দিগের বিবেচনায় লেখা পড়া শিক্ষার কোন মর্য্যাদাই ছিল না; কার্কুণ, তহশীলদার প্রভৃতি মসীজীবীরা লেখাপড়া শিখিতেন, ভদ্র বংশীয়েরা যুদ্ধ বিদ্যা শিখিতেন। এরূপ সংস্কারের মাহাত্মে শিবাজি যে লেখাপড়া শিখিবেন না ইহা আর বিচিত্র কি? তিনি নিজের নামটি পর্য্যন্ত স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না।

যে সকল কার্য্যে সাহস ও বীরত্বের প্রয়োজন, যাহাতে এক পক্ষে যশোলাভ অন্যপক্ষে বিপদের আবশ্যক, এরূপ কাজেই শিবাজির সমধিক আসক্তি ছিল। মুসলমানরাজাদিগের অধিকারস্থ দুর্গাদি লুণ্ঠন ও তৎকালে বিলক্ষণ লাভের ও যশের ব্যবসায় বলিয়া গণ্য হইত। শিবাজি সেই দিকেই মন দিলেন এবং অচিরে পুণার চতুঃপার্শ্বস্থ দুঃসাহসী মহারাষ্ট্রগণ তাঁহাকে অধিনেতা করিয়া বিজয়পুররাজের অধিকারে উপদ্রব আরম্ভ করিল। সহসা বিপন্ন হইতে না হয় এই উদ্দেশ্যে শিবাজি সহ্যাদ্রির দুর্গম প্রদেশের টর্ণা, সিংহগড়, পুরন্দর প্রভৃতি কতকগুলি অজেয় গিরি-দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক তথা হইতে সেনাচালনা করিতেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য বিজয়পুররাজ সাহজিকে বন্দী করিলেন এবং বলিলেন যে, শিবাজি আত্মসমর্পণ না করিলে সাহজির প্রাণদণ্ড হইবে। শিবাজি বিজয়পুররাজের প্রকৃত বল বুঝিতেন; জানিতেন যে মোগল সম্রাটই ভারতবর্ষের প্রকৃত হর্ত্তাকর্ত্তা। সুতরাং তিনি বিজয়পুররাজের নিকট কোন রূপ আনুগত্য স্বীকার না করিয়া তদানীন্তন মোগল সম্রাট সাজাহানের শরণ লইলেন।

সাজাহানের আদেশে সাহজি কারামুক্ত হইলেন। শিবাজি মোগল সরকারে পাঁচ সহস্র সেনার মনসবদার হইলেন।

ময়ূরতক্ত লইয়া সাজাহানের পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে শিবাজি সেই সুযোগে নিজের আধিপত্য বিস্তারে মন দেন। বিজয়পুররাজ পুনর্বার উত্যক্ত হইয়া আফজল খাঁ নামক এক সেনাপতিকে শিবাজির বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন (১৬৫৯)। শিবাজি আফজল খাঁর সহিত সন্ধির প্রস্তাব তুলিলেন, কিন্তু বন্ধুভাবে আলিঙ্গনকালে "বাঘনখ" নামক অস্ত্রদ্বারা তাঁহার প্রাণনাশ করিলেন। অনন্তর আফজল খাঁর সেনাগণ পরাজিত ও বিদূরিত হইল।

ক্রমে শিবাজির সাহস বাড়িল, তিনি মোগল অধিকারেও উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দণ্ডবিধানার্থ আরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার স্বীয় মাতুল সায়েস্তা খাঁকে আদেশ দেন। সায়েস্তা খাঁ শিবাজিকে পরাভূত করিয়া তাঁহার পুণানগরীস্থ বাসভবন অধিকারপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। শিবাজি একদিন প্রদোষকালে কয়েকজন সশস্ত্র অনুচরের সহিত ছদ্মবেশে এক বিবাহের বরযাত্রীর দলে যোগ দিয়া অতর্কিতভাবে খাঁ সাহেবের বাসগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে সহসা এরূপ বেগে আক্রমণ করেন যে, তিনি গবাক্ষদ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে বাধ্য হন। পলায়ন কালে শিবাজির তরবারির আঘাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দুইটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া যায়। ইহার পর শিবাজির সেনাদল সুরাট নগর পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে। ১৬৬৪ অব্দে শিবাজি রাজোপাধি গ্রহণপূর্ব্বক রাজক্ষমতা বিজ্ঞাপনার্থ স্বনামে মুদ্রা প্রস্তুত করেন। তাঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত আরঙ্গজীব দীলির খাঁ ও রাজা জয়সিংহকে প্রেরণ করেন; শিবাজি পরাস্ত হইয়া জয়সিংহের পরামর্শানুসারে ১৬৬৬ অব্দে দিল্লীতে গমন করেন। কিন্তু তথায় আরঙ্গজীব তাঁহার অভ্যর্থনা বিষয়ে অনাদর প্রকাশ করেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে

বন্দিভাবে রাখেন। এই জন্য তিনি ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়া পুনরায় বিদ্রোহী হন; এবং কল্যাণ অধিকার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সুরাট লুণ্ঠন করেন (১৬৭০)। ১৬৭৪ অব্দে তিনি মহাসমারোহে রায়গড়ে মহারাজ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করেন। এতদুপলক্ষে তিনি স্বয়ং স্বর্ণের সহিত তুলিত হইয়া সেই স্বর্ণ ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করেন। ১৬৬৭ অব্দে তাঁহার সেনাদল কর্ণাট পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া তাঞ্জোর প্রদেশ লাভ করে। ১৬৮০ অব্দে শিবাজির মৃত্যু হয়।

শিবাজির চরিত্র। শিবাজির ন্যায় রণপণ্ডিত ও রাজনীতিবিশারদ লোক ইদানীন্তনকালে এদেশে অল্পই দেখা যায়। একজন জায়গীরদারের পুত্র একটি মহাপরাক্রান্ত জাতির সৃষ্টি ও একটি বিস্তীর্ণ স্বাধীন রাজ্য। স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা সামান্য প্রতিভার লক্ষণ নহে। মুসলমানদিগের অত্যাচার নিবারণ এবং হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি সময়ে সময়ে অসদুপায় অবলম্বনেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আফজুল খাঁর হত্যাব্যাপার ইহার একটি বিখ্যাত দৃষ্টান্ত। কিন্তু উপায় অবলম্বনে অসাধু পথানুসারী হইলেও শিবাজির চরিত্রে নিষ্ঠুরতা, ইন্দ্রিয়াসক্তা প্রভৃতি জঘন্য পাপের লেশমাত্র দেখা যায় না। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, শিবাজি কখনও তাঁহার অনুচরদিগকে বালক, স্ত্রীজাতি, ধর্ম্মমন্দির বা ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতি অত্যাচার করিতে দিতেন না। তাঁহার সেনারা মুসলমান অধিকারের জনপদ লুণ্ঠন করিত, কিন্তু স্ত্রীলোক, মসজিদ প্রভৃতির অনিষ্ট করিতে পারিত না। রাজধর্ম্ম পালনেও শিবাজি আদর্শ পুরুষ ছিলেন। সত্য ও ন্যায় তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল; সেনা ও সচিবগণ সদয় ব্যবহারে ও শাসন গুণে নিয়ত প্রাণপণে তাঁহার আজ্ঞাবহন করিত।

(২) শিবাজির উত্তরাধিকারিগণ।

শিবাজি দেহত্যাগ করিলেন, কিন্তু তিনি যে নূতন তেজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার নির্ব্বাণ হইল না। মহারাষ্ট্রীরা আত্মবল ও মোগলদিগের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিল এবং উত্তরোত্তর বললাভ করিয়া সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য ধাবিত হইল। শিবাজির জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজি ১৬৮০ হইতে ১৬৮৯ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। তিনি নিজে ইন্দ্রিয়াসক্ত ও মদ্যপায়ী ছিলেন; কিন্তু তদীয় সেনাপতিগণ সবিশেষ দক্ষতার সহিত পর্ত্তুগীজ ও মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুর রাজ্যের পতন হইলে মহারাষ্ট্রীদিগের পথ পূর্ব্বাপেক্ষাও পরিস্কৃত হইল এবং মোগল ও মহারাষ্ট্রী দলের মধ্যে রীতিমত সংঘর্ষণ ঘটিল। এই সময়ে আরঙ্গজীব কৌশলক্রমে (১৬৮৯) শম্ভুজিকে বন্দী করেন। প্রথমতঃ অগ্নিতপ্ত লৌহশলাকাদ্বারা তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করা হয়; পরে যে জিহ্বাদ্বারা তিনি মহম্মদের নিন্দাবাদ করিতেন, তাহা কর্ত্তন করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ হয়। তাঁহার ষড়্‌বৎসর বয়স্ক পুত্র দ্বিতীয় শিবাজিও বন্দী হন এবং আরঙ্গজীবের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকেন। আরঙ্গজীব শিবাজি ও শম্ভুজিকে "চোর," "ডাকাত" ভিন্ন কোন ভাল শব্দে অভিহিত করিতেন না; কিন্তু শম্ভুজির পুত্রকে ক্রমে তিনি এত ভাল বাসিতে লাগিলেন যে, শেষে আদর করিয়া তাঁহাকে "সাহু" (সাধু) অর্থাৎ ভালমানুষ এই নামে ডাকিতেন। এই নিমিত্ত শম্ভুজির পুত্র দ্বিতীয় শিবাজি ইতিহাসে "সাহু" নামেই পরিচিত হইয়াছেন।

সাহুর বন্দিদশায় তদীয় পিতৃব্য (শিবাজির দ্বিতীয় পুত্র) রাজারাম মহারাষ্ট্রসমিতির অধিনেতা হইলেন। তিনি মোগলদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য মান্দ্রাজ প্রদেশীয় জিঞ্জির দুর্গে আশ্রয় লইলেন। আরঙ্গজীব দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধের পর জিঞ্জি অধিকার করিলেন (১৬৯৮); রাজারাম পলায়ন পূর্ব্বক

পুনর্ব্বার কঙ্কণ প্রদেশে উপনীত হইলেন। ১৭০০ অব্দে রাজারামের মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নী তারাবাই এরূপ সুকৌশলে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন যে মোগলেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের কোনই অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। মহারাষ্ট্রীয়েরা যথাসম্ভব সম্মুখযুদ্ধ পরিহারপূর্ব্বক মোগলদিগকে অতর্কিতভাবে আক্রমণপূর্ব্বক ব্যতিব্যস্ত করিত; তাহাদের রসদ লুঠ করিত এবং সময়ে সময়ে দাক্ষিণাত্য ছাড়িয়া উত্তরাঞ্চলের মোগল অধিকারেও উপদ্রব করিত। এইরূপ দীর্ঘকাল বিবাদ চলায় দাক্ষিণাত্য জনহীন ও হতশ্রী হইয়া পড়িল, আরঙ্গজীবও ক্লান্তদেহে ও নিরাশহৃদয়ে ভবলীলা সংবরণ করিলেন (১৭০৭)। তাহার পুত্র আজিম, সাহুকে কারামুক্ত করিয়া বাহাদুরের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হইলেন। কিন্তু তারাবাই সাহুকে মহারাষ্ট্রের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তিনি নিজের পুত্র তৃতীয় শিবাজিকে রাজা বলিয়া প্রচার করিলেন এবং কোলাপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন; এ দিকে সাহু সেতারায় অবস্থিতি করিয়া তাঁহার প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিলেন। দীর্ঘকাল মোগলহস্তে বন্দিদশায় থাকায় তিনি অতি অলস ও ভোগাসক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি বালাজি বিশ্বনাথ নামক একজন প্রখরবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সহায়তা পাইয়াছিলেন। সাহু বালাজি বিশ্বনাথকে "পেশওয়া" উপাধি দিয়া তদীয় হস্তে রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা অর্পণপূর্ব্বক নিজে ভোগসুখে সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলেন; বালাজি প্রকৃত প্রস্তাবে মহারাষ্ট্রজাতির অধিনেতা হইলেন। পেশওয়া পদ পুরুষানুক্রমিক হইয়া উঠিল। ১৭৪৮ অব্দে সাহুর মৃত্যু হইলে বালাজি বিশ্বনাথের পৌত্র বালাজি বাজিরাও সেতারা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুণা নগরীতে রাজত্ব আরম্ভ করিলেন। তদবধি সেতারা ও কোলাপুরে শিবাজির বংশোদ্ভূত দুই জন নামমাত্র রাজা রহিলেন। ১৮৪৯ অব্দে সেতারার রাজবংশ লুপ্ত হওয়ায় উক্ত রাজ্য ইংরাজদিগের শাসনাধীন হইয়াছে। কোলাপুর ইংরাজদিগের

অনুগ্রহে পূর্ব্বাবস্থাতেই রহিয়াছে; এবং এখানে শিবাজির বংশধর গণ তাঁহাদিগের আশ্রয়ে রাজত্ব করিতেছেন।

(৩) পেশওয়াগণ।

প্রথমে পেশওয়া বালাজি বিশ্বনাথ ১৭১৬ অব্দে "রাজস্রষ্টা" সৈয়দদ্বয়ের সাহায্যার্থে দিল্লী নগরে একদল সেনা প্রেরণ করেন। তিনি ১৭২০ অব্দে সম্রাট্ ফেরোকশিয়ারের নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যে চোথ আদায়ের সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই সনন্দবলে মহারাষ্ট্রগণ পুণা ও সেতারার চতুঃপার্শ্বস্থ প্রদেশের স্বাধীন অধীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হয়।

দ্বিতীয় পেশওয়া (বালাজির জ্যেষ্ঠ পুত্র) বাজীরাও (১৭২০-১৭৪০) মালব প্রদেশ ও নর্ম্মদা হইতে চম্বংতি (চম্বল) পর্য্যন্ত বিন্ধ্যগিরির উত্তর-পশ্চিম সমস্ত দেশ মোগল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন (১৭৩৬) এবং ১৭৩৯ অব্দে পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে সালসেট ও বাসীন অধিকার করিলেন। রণজি সিন্ধিয়া এবং মলহর রাও হোলকার মালবের শাসনভার পাইলেন।

তৃতীয় পেশওয়া (বাজীরাওএর পুত্র) বালাজি বাজিরাও ১৭৪০ অব্দে পেশওয়া পদবী গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। তিনি নিজামের সহিত দুইবার যুদ্ধ করিয়া অনেক দেশাধিকার লাভ করিলেন এবং তদ্দ্বারা দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত হইল। বোম্বাই প্রদেশে পুণা নগরে ও মধ্যভারতে নাগপুরে মহারাষ্ট্রগণের প্রধান রাজধানীদ্বয় স্থাপিত হইল। ১৭৪১-৪২ অব্দে নাগপুরের রঘুজি ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন এবং রাজধানী মুরশিদাবাদ নগরের উপকণ্ঠভাগ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। শেষে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় পাতসাহ মহম্মদ সা পেশোয়াকে বাঙ্গালা দেশ রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। পেশোয়া বাঙ্গালা অভিমুখে আসিতেছেন

দেখিয়া রঘুজি ও ভাস্কর পণ্ডিত পলায়ন করিলেন। পর বৎসর ভাস্কর পণ্ডিত ও রঘুজি পুনর্ব্বার বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন; ভাস্কর পণ্ডিত বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে আলিবর্দ্দি কর্ত্তৃক নিহত হইলেন ১৭৪৩; ইহাতে মহারাট্টারা আরও ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ বাঙ্গালা লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। শেষে রঘুজি ১৭৫১ অব্দে আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট হইতে উড়িষ্যার দক্ষিণ ভাগ পাইলেন ও বাঙ্গালায় চৌথ আদায়ের স্বত্ব লাভ করিলেন।

এদিকে পুণার মহারাট্টাগণ উত্তর ভারতের পঞ্জাব পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিল। পঞ্জাব ইতিপূর্ব্বে আফগান নরপতি আহ্মদ সাহের অধিকারস্থ হইয়াছিল; সুতরাং এরূপ আক্রমণে তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাট্টাদিগের সম্মুখীন হইলেন। উত্তর ভারতের অযোধ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত মুসলমান রাজ্য তৎকালে নামে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিত, তাহারা সকলেই আফগানদিগের পক্ষাবলম্বন করিল এবং এই সমবেত মুসলমান বলে পাণিপথে মহারাট্টাদিগের পরাজয় হইল (১৭৫১)।

মহারাট্টাদিগের পঞ্চ শাখা। পাণিপথের পরাভব-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বালাজি বাজিরাও ভগ্নহৃদয়ে লোকান্তরিত হইলেন এবং তাহার পুত্র মাধব রাও রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিলেন। তখন অন্তর্বিচ্ছেদ ও আফগান অস্ত্রবল উভয় কারণে মহারাট্টা সমিতি গতপ্রায় হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতেই অন্তর্ব্বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল। ১৭৪২ অব্দে পুণা ও নাগপুরের মহারাট্টাদিগের মধ্যে বাঙ্গালার লুণ্ঠনলব্ধ দ্রব্য বিভাগ লইয়া যুদ্ধ হয় ও ১৭৬০ অব্দের পূর্ব্বেই হোলকার ও সিন্ধিয়া মালব ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ইন্দোররাজ হোলকার পাণিপথের যুদ্ধদিনে বিজয় স্রোতের প্রতিকূলগতি দেখিবামাত্র রণস্থল পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহারই বিশ্বাসঘাতকতায় মহারাট্টাদিগের সম্পূর্ণ পরাজয় হয়। ফলতঃ এই সময় হইতেই মহারাট্টাদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়া পতনের সূত্রপাত হয়। ভোঁসলাগণ নাগ-

পুরে, সিন্ধিয়া উজ্জয়িনীতে, হোলকার ইন্দোরে ও গুইকুমার উপাধিধারী অপর একজন অধিনেতা বরদায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। পাণিপথের যুদ্ধের পর হইতে পুণা নগরের পেশওযা কেবল নামে মাত্র ইঁহাদিগের অধিনেতা রহিলেন। তথাপি মধুরাওএর সময়ে মহারাট্টারা অনেক যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। তদায় পিতৃব্য রঘনাথ রাও (রাঘব) অতি সুকৌশলে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন; মহারাট্টারা রাজপুত ও জাঠদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিল, মহাশূররাজ হায়দর আলিকে পরাভূত করিয়া তাঁহার নিকট বিস্তর অর্থ পাইল (১৭৬২), এবং মাধবরাও সিন্ধিয়া পাতসাহ সা আমলকে হাতে পাইয়া প্রকৃতপক্ষে দিল্লী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এই সময় পেশওযা মাধবরাও হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (১৭৭২)। তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওযা হইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই রাঘবের পত্নী আনন্দ বাইএর ষড়্‌যন্ত্রে গুপ্তভাবে নিহত হইলেন। তখন রাঘব নিজেই পেশওযা উপাধি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু নারায়ণ রাওএর নিধনকালে তদীয় পত্নী অন্তঃসত্বা ছিলেন। তিনি কিয়দ্দিন পরে মাধব রাও নারায়ণ নামে এক পুত্র প্রসব করিলে, অনেকে এই নবজাত শিশুকেই পেশওয়া পদে অভিষিক্ত করিল। সুবিখ্যাত বালাজি জনার্দ্দন নামক এক ব্যক্তি এই দলের অধিনেতা হইলেন। তিনি মহাপেজ খানার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বলিয়া নানা ফার্ণবিশ উপাধি পাইয়াছিলেন এবং এই নামেই ইতিহাসে সুপরিচিত হইয়াছেন।

প্রথম মহারাট্টা যুদ্ধ; ১৭৭৯-১৭৮১। নানা ফার্ণবিশ ফরাসীদিগের সাহায্য লইলেন, এবং বোম্বাই প্রদেশের ইংরাজেরা রাঘবের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এইরূপে প্রথম মহারাট্টা যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সালবাই নগরের সন্ধির পর ইহার অবসান হয় (১৭৮২)। এতদ্দ্বারা ইংরাজেরা সালসেট, এলিফাণ্টা ও

বাসীন প্রাপ্ত হন এবং রাঘব বৃত্তি পাইয়া পেশওয়া পদ হইতে অপসৃত হন।

কুর্দ্দালার যুদ্ধ ; ১৭৯৫। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মহারাট্টাগণ নিজামের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক টিপুর সহিত যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে টিপু পরাস্ত হইয়া তাঁহাদিগকে ৪৫ লক্ষ টাকা কর দিতে অঙ্গীকার করেন। ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে চৌথ আদায় উপলক্ষে নিজামের সহিত পেশওয়ার বিবাদ উপস্থিত হয়। সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বে স্বাধীন হইয়াছিলেন ; কিন্তু এই বিপদের সময় তাঁহারা সকলেই পেশওয়ার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে মার্চ্চমাসে কুর্দ্দালা নামক স্থানে নিজামের সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। ইহাই মহারাট্টাদিগের শেষ বিজয়-গৌরব। ইহার কিছুদিন পরে, মাধবরাও নারায়ণ নানা ফার্ণবিশের অসদ্ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া আত্মহত্যা করেন (১৭৯৫)।

দ্বিতীয় মহারাট্টা যুদ্ধ, ১৮০৩-১৮০৪। রাঘবের পুত্র দ্বিতীয় বাজীরাও মহারাট্টাদিগের সপ্তম ও শেষ পেশওয়া। তাঁহার সময়ে ইন্দোররাজ হোলকার প্রকৃতপক্ষে মহারাট্টাসমিতির অধীশ্বর হইয়া উঠেন। তাঁহার অত্যাচারে পেশওয়া ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইয়া বাসীনের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন (১৮০২)। এই সন্ধি অনুসারে পেশওয়া স্বরাজ্যে একদল ইংরাজসৈন্য রাখিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু উত্তরস্থ মহারাট্টাগণ বাসীনের সন্ধিপত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য সম্মিলিত হইলেন। এইরূপে দ্বিতীয় মহারাট্টা যুদ্ধের আরম্ভ হইল। সেনাপতি ওয়েলেশ্‌লি (ইনি উত্তরকালে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন নামে প্রসিদ্ধ হন) দাক্ষিণাত্যে আসাই ও আর্গাম নামক স্থানে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলাদিগের সেনা পরাস্ত করিলেন (১৮০৩) ; উত্তর ভারতেও সিন্ধিয়া এবং ভোঁসলার সৈন্য লর্ড লেক্ কর্ত্তৃক দিল্লী ও লাসোয়ারির যুদ্ধে পরাভূত হইল (১৮০৩)। ইহার পর সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা ইংরাজ-

দিগের সহিত সন্ধি করিলেন; কিন্তু হোলকার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কোন কোন ইতিহাসে ইহা তৃতীয় মহারাট্টা যুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। হোলকার ১৮০৪ অব্দে দীঘের যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাভূত হইলেন। সার্ জর্জ বার্লোর সময়ে তাঁহার সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি হইল (১৮০৫)। ইংরাজদিগের বিস্তর রাজ্য-প্রাপ্তি, ফরাসীপ্রাধান্যের অন্তর্ধান ও ইংরাজ-আশ্রয়ে দিল্লীশ্বরের সিংহাসন গ্রহণ, এই সমস্ত এ যুদ্ধের ফল।

শেষ মহারাট্টা-যুদ্ধ; ১৮১৭-১৮১৮। ইহার পর পেশওয়া, ভোঁসলারাজগণ ও হোলকার, প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কারণে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন (১৮১৮), এবং প্রত্যেকেই একে একে পরাভূত হইলেন। এই যুদ্ধে চিরকালের মত মহারাট্টাদিগের বলভঙ্গ হইল। তৎপরে পেশওয়া বাজীরাও ইংরাজদিগের শরণ লইলেন। তাঁহার রাজ্য লইয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আয়তন বর্দ্ধিত হইল, এবং তিনি কাণপুরের নিকটস্থ বিঠুর নামক স্থানে ইংরাজদত্ত বৃত্তিভোগ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী যুদ্ধের অন্যতম অধি-নেতা সুপ্রসিদ্ধ নানা সাহেব তাঁহারই পোষ্যপুত্র। নানা সাহেব পলায়ন করিয়া নিরুদ্দেশ হন এবং তদবধি পেশওয়াদিগের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত নয়নপথাতীত হয়।

মহারাট্টা সমিতির পতনের কারণ। কি কি কারণে মহারাট্টাদিগের ন্যায় এরূপ একটি পরাক্রান্ত জাতির এত শীঘ্র অধঃপতন হইল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। পেশওয়াগণ নামে সমিতির সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও অল্পদিনের মধ্যে নিতান্ত নির্বীর্য্য হইয়া পড়েন এবং সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতি সামন্তগণ স্বাধীনভাবে স্ব স্ব প্রভুত্ব স্থাপনের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হন। ইঁহারা কেহই সমিতির মঙ্গলের চেষ্টা না করিয়া কেবল স্বার্থসিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন এবং পরস্পর যুদ্ধ করিয়া আপনাদিগের বলক্ষয় করিতেন। পেশওয়া ব্রাহ্মণবংশীয় এবং সিন্ধিয়া প্রভৃতি অপেক্ষা-

কৃত নীচজাতীয় ছিলেন। সুতরাং সমিতির জাতীয়বন্ধন প্রথম হইতেই এত শিথিল ছিল যে,অধিনেতৃগণ ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র-হইয়া কেবল পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণেই ব্যাপৃত থাকিতেন। ইহার উপর আবার পেশওযার পদপ্রার্থী কুলাঙ্গার রাঘব এবং কুচক্রী নানা ফার্ণবিশ নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিয়া সমিতির দুর্ব্বলতা আরও বৃদ্ধি করেন। সুতরাং যখন ইংরাজেরা ক্রমশঃ রাজ্য বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাধিক পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন, তখন হতবীর্য্য মহারাট্টা সামন্তগণ অনায়াসে তাঁহাদের পদানত হইল।

(৪) স্বাধীন মহারাট্টা রাজবংশসমূহ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মহারাট্টারা ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পেশওয়া অপেক্ষাও অধিক ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটী মহারাষ্ট্র রাজবংশের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

১। হোলকার। রাজ্যের নাম ইন্দোর, রাজধানী ইন্দোর। দাক্ষিণাত্যের অন্তঃপাতী হোলনামক গ্রাম হইতে এই বংশের নাম হোলকার বংশ। এই গ্রামে ১৬৯৩ অব্দে মলহররাও জন্মগ্রহণ করেন। সৈনিক ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক মলহররাও ১৭২৪ অব্দে পেশওযার সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হন এবং উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া শেষে মালব প্রদেশস্থ ইন্দোরের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। তথায় অল্পদিনের মধ্যেই ইনি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইয়া উঠেন। মলহররাও পলায়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই পাণিপথের যুদ্ধে মহারাট্টাদিগের অধঃপতন হয়। প্রায় বিয়াল্লিশ বর্ষকাল মহারাট্টাসমিতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ১৭৬৬ অব্দে মলহর রাও লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার পুত্রের মৃত্যু পূর্ব্বেই হইয়াছিল; পৌত্রও অল্প দিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করায় বিধবা পুত্রবধূ সুপ্রসিদ্ধা অহল্যা বাই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। অহল্যার ন্যায় সচ্চরিত্রা, সর্ব্বগুণ-

সম্পন্না, ধর্ম্মপরায়ণা ও পরিশ্রমশীলা রমণী জগতে আর কখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। পতিপুত্রশোকে অল্প বয়সেই তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল। তথাপি তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও স্বকীয় দুঃখ স্মরণ না করিয়া কেবল প্রজার মঙ্গল-সাধনার্থ যত্ন করিতেন। মালবের লোকে তাঁহাকে অদ্যাপি দেবী বলিয়া পূজা করে। ১৭৯৫ অব্দে অহল্যা বাই পরলোকে গমন করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তুকাজি হোলকারকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর তুকাজিরও মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র যশোবন্ত রাও হোলকার ১৮১২ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি এক সময়ে পেশওয়াকে পরাস্ত করিয়া পুণা নগরী অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় ইংরাজদিগের সহিত দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রা যুদ্ধ হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পত্নী তুলসী বাই স্বীয় নাবালক পুত্র মলহররাওএর অভিভাবিকা হইয়া শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮১৭ অব্দে তৃতীয় মহারাষ্ট্রা যুদ্ধের সময় হোলকারের সেনারা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে এবং তুলসী বাইকে ইংরাজ পক্ষের বন্ধু বিবেচনা করিয়া মারিয়া ফেলে। অতঃপর সার জন হিস্লপ নামক ইংরাজ সেনানী মেহিদপুরের যুদ্ধে হোলকার রাজ্যের সেনা পরাস্ত করিয়া মলহর রাওকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত হোলকার বংশের সৌহার্দ্দ চলিতেছে।

২। সিন্ধিয়া বংশ। রাজ্য গোয়ালিয়র, রাজধানী গোয়ালিয়র। রণজি সিন্ধিয়া এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা; ইনিও হোলকারের ন্যায় অতি সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করেন। বাজী রাও মালব অধিকার করিলে ইনি ঐ প্রদেশের উত্তরাংশের শাসনভার পান। ইহার প্রপৌত্র তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে শত্রুহস্তে বন্দীকৃত ও নিহত হন। ইহার পর মাধাজি সিন্ধিয়া (মাধব রাও সিন্ধিয়া) রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন এবং ১৭৯৪ অব্দ পর্য্যন্ত অবিরত যুদ্ধ করিয়া রাজ্যের বল ও

আয়তন বৃদ্ধি করেন। মাধাজির সেনা মহারাষ্ট্রা জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিল। অনেকগুলি ফরাসী সেনানী এই সেনার শিক্ষা-বিধানে নিযুক্ত ছিলেন। মাধাজির মৃত্যুর পর দৌলত রাও সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইঁহার সময়ে দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অতঃপর ১৮৪৩ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত সিন্ধিয়া রাজ্যের আবার গোলযোগ ঘটে এবং সিন্ধিয়ার সেনা মহারাজপুর ও পুন্নিয়ার নামক স্থানদ্বয়ে পরাস্ত হয়।

৩। নাগপুরের ভোঁসলাগণ; ১৭৫১-১৮৫৩। মহারাষ্ট্রাদিগের তৃতীয় শাখা (বিরার ও মধ্য প্রদেশের ভোঁসলা-গণ) পূর্ব্বাঞ্চলে লুণ্ঠনবৃত্তি দ্বারাই সময়াতিবাহিত করিত। নাগ-পুর ইহাদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। ইহারা ১৭৫১ অব্দে বাঙ্গালা হইতে চৌথ আদায়ের স্বত্ব ও উড়িষ্যার দক্ষিণ ভাগের আধিপত্য লাভ করে। ইংরাজদিগের শাসনবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় ইহাদিগের লুণ্ঠনব্যাপার রহিত হয় (১৭৫৬-১৭৬৫)। শেষে ইংরাজসেনা ইহাদিগকে উড়িষ্যা হইতে বিদূরিত করে (১৮০৩)। শেষ মহারাষ্ট্রা যুদ্ধের পর (১৮১৭) ভোঁসলাদিগের প্রতাপ চিরকালের মত বিনষ্ট হয়। অতঃপর ইহারা ইংরাজ রেসিডেণ্টগণের পরামর্শানুসারে কেবল নাগপুরের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশসমূহ (বর্ত্তমান মধ্য-প্রদেশ) শাসন করিতে থাকেন (১৮১৭-১৮৫৩)। ভোঁসলাবংশীয় শেষ নরপতি নিঃসন্তান পর-লোক গমন করিলে মধ্যপ্রদেশ ইংরাজদিগের হস্তগত হয় (১৮৫৩)।

৪। বরদার গুইকুমার বংশ। গুইকুমার বংশ মহারাষ্ট্রাদিগের চতুর্থ শাখা। ইঁহাদের আদিপুরুষ দমাজি, রাজা সাহুর নিকট হইতে সমশের বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। দমাজির পুত্র পিলাজি ১৭১১ অব্দে একজন মোগল দূত কর্ত্তৃক নিহত হন। তৎপুত্র দ্বিতীয় দমাজি বরদায় রাজধানী স্থাপন করিয়া গুজরাট ও কাটিবার উপদ্বীপে শাসন বিস্তার করেন। ১৮০৩ অব্দে

আনন্দ রায় গুইকুমার ইংরাজদিগকে সার্ব্বভৌম বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক লর্ড ওয়েলেশলির সামন্তচক্রভুক্ত হন। তদবধি গুইকুমার রাজগণ একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট ও স্বকীয় ব্যয়ে রক্ষিত এক দল ইংরাজ সেনার সাহায্যে রাজ্যশাসন করিয়া আসিতেছেন।

নবম অধ্যায়।

ইয়ুরোপীয়দিগের আগমন

১৫০০-১৭০০

১৫০০ অব্দের পূর্ব্বে ইয়ুরোপের সহিত ভারতের সম্বন্ধ। ভারতের মুসলমান বিজেতৃগণ স্থলপথে উত্তর পশ্চিম দিক্ হইতে প্রবেশ করেন ও খৃষ্টান বিজেতৃগণ বণিক্-বেশে সমুদ্রপথে আগমন করেন। দিগ্বিজয়ী আলেক্জাণ্ডারের সময় হইতে ভাস্কো ডা গামার সময় পর্য্যন্ত ইয়ুরোপের সহিত এতদ্দেশসমূহের কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। সময় বিশেষে কোনও পর্য্যাটক স্বদেশ গিয়া এতদ্দেশীয় পরাক্রান্ত রাজ্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধে গল্প করিতেন বটে, কিন্তু সমুদ্রপথে ভারতে আগমন করা তখন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। স্থলপথে আসিতে হইলেও অনেক মরুভূমি ও যুদ্ধপ্রিয়জাতির দেশ অতিক্রম করিতে হইত। তথাপি প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্য কখনও বন্ধ ছিল না। আরব ও তুরুস্কদেশীয় বণিকেরা স্থলপথে ও জলপথে ভারতবর্ষ হইতে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া ভূমধ্য সাগরের তীরে ইটালীর বনিকদিগের নিকট বিক্রয় করিত। ইহাতে পরোক্ষে ইয়ুরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্য চলিত। ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়ুরোপের জাতিবৃন্দ এদেশের বাণিজ্যের প্রতি সবিশেষ মনোনিবেশ করেন। ১৪৯২ অব্দে ক্রিষ্টোফার কলাম্বাস্ আটলাণ্টিক্ পার হইলে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইতে পারিবেন, এই আশায় স্পেনের রাজকীয় সাহায্যে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু তিনি ভারতের পরিবর্ত্তে আমেরিকায় উপনীত হন।

ভাস্কো ডা গামা; ১৪৯৮। ইহার পাঁচ বৎসর পরে পর্ত্তুগালের রাজধানী লিস্‌বন নগর হইতে ভাস্কো ডা

গামা নামক এক ব্যক্তি ভারত অন্বেষণের জন্য পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করেন। ইনি উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক প্রথমে আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী মোম্বাসা নামক স্থানে উপনীত হন; তথা হইতে সুরাটের হিন্দু বণিকেরা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া ১৪৯৮ অব্দের ২০শে মে তারিখে কালীকট নগরে আনয়ন করে। কালীকটের "জমরীণ" (সমুদ্রীন) উপাধিধারী হিন্দু রাজা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। ভাস্কো ডা গামা ছয়মাস কাল মলয়বর উপকূলে অবস্থানপূর্ব্বক জমরীণের নিকট হইতে পর্ত্তুগালরাজের নামে এই পত্র লইয়া ইয়ুরোপে ফিরিয়া গেলেন; "আপনার পরিজনভুক্ত ভাস্কো ডা গামা নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার রাজ্যে আগমন করিয়া আমাকে অত্যন্ত আহ্লাদিত করিয়াছেন আমার রাজ্যে দারুচিনি, লবঙ্গ, আদ্রক, মরিচ ও নানাবিধ মণি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমি আপনার রাজ্য হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল ও রক্তবস্ত্র পাইতে ইচ্ছা করি।"

১৫০২ অব্দে ভাস্কো ডা গামা দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আগমন করেন। এবার তিনি কালীকট-রাজের সহিত বিবাদ করিয়া কোচিন ও কানান্নুরের অধিপতিদ্বয়ের সহিত মিলিত হন এবং জমরীণের প্রাসাদোপরি গোলা বর্ষণ করেন। ১৫০৯ অব্দে আলফনজো ডা আলবুকর্ক নামক এক ব্যক্তি এ দেশে আগমন করিয়া পর্ত্তুগীজপ্রভাব সুবিস্তৃত করেন। আলবুকর্ক কালীকট অধিকার করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া ১৫১০ অব্দে আদিলসাহী রাজ্য-ভুক্ত গোয়ানগর অধিকার করেন। তদবধি গোয়া পর্ত্তুগীজদিগের ভারতবর্ষস্থ অধিকারসমূহের প্রধান নগর হইয়াছে। ইহার পর তিনি মালাক্কা জয় করেন। ১৫১৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। পর্ত্তুগীজেরা ১৫৩৭ অব্দে বাঙ্গালায় আগমন করে এবং ক্রমে হুগলি, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, দক্ষিণ সাবাজপুর প্রভৃতি স্থানে প্রবল হইয়া উঠে।

১৫০০ হইতে ১৬০০ অব্দ পর্য্যন্ত ঠিক একশত বৎসর

পর্ত্তুগীজজাতি এতদঞ্চলের বাণিজ্যে একাধিপত্য করে। কিন্তু তাহাদিগের অপরিণামদর্শিতা বশতঃ এ আধিপত্য চিরস্থায়ী হয় নাই। আশু লাভের সম্ভাবনা দেখিলে তাহারা কোনরূপ অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপের পর্ত্তুগীজগণ আরাকাণের মগদিগের সহিত মিলিত হইয়া দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করে এবং সেই অত্যাচারে সুন্দরবন প্রভৃতি বঙ্গদেশের অনেক অঞ্চল জনশূন্য হইয়া যায়। কেবল আলবুকর্কই এতদ্দেশীয় লোকের সহিত সদ্ভাব-স্থাপনে ও হিন্দুরাজাদিগের সহিত মিত্রতাবন্ধনে যত্নবান্ ছিলেন। তন্নিবন্ধন গোয়ানগরের হিন্দুমুসলমান সকল শ্রেণীর লোকেই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত।

১৫৮০ অব্দে দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্ব সময়ে পর্ত্তুগাল রাজ্য স্পেনের সহিত সম্মিলিত হয়। সুতরাং এ সময় হইতে ভারতে পর্ত্তুগীজ প্রভুত্ব রক্ষা অপেক্ষা ইয়ুরোপে স্পেনের প্রভুত্ব রক্ষার চেষ্টা বলবতী হইয়া উঠে। পর্ত্তুগাল ১৬৪০ অব্দে স্পেন হইতে পুনর্ব্বার স্বতন্ত্র হয় বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ওলন্দাজ ও ইংরাজেরা এদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের দুর্দ্দম্য প্রতিযোগিতায় ভারতে পর্ত্তুগীজ আধিপত্য শীঘ্রই অধঃপতিত হইল। যখন সাজাহান বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালায় বাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচার দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হন। তাহারা লোকের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিত; জোর করিয়া খ্রীষ্টান করিত; বিশেষতঃ সম্রাট আকবরের নিকট হইতে এদেশে বাণিজ্যাধিকার লাভ করিবার সময় বঙ্গোপসাগরে বোম্বেটের উপদ্রব নিবারণ করিবে বলিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছিল, তদনুসারে কোন কাজই করিত না। এই সকল কারণে সাজাহান সম্রাট্ হইয়া ইহাদিগকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; সুবাদার কাশিম খাঁ হুগলী অধিকার করিয়া লইলেন। তদবধি বাঙ্গালায় পর্ত্তুগীজপ্রভাব বিলুপ্ত হইল। এক্ষণে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলস্থিত গোয়া, দমান ও দিউ এই তিনটী স্থান পর্ত্তুগীজ-

দিগের অধিকারে রহিয়াছে। এই স্থান কয়েকটির আয়তন প্রায় ১১০০ বর্গমাইল ও লোক সংখ্যা পাঁচ লক্ষ।

ওলন্দাজ। ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে ওলন্দাজেরাই সর্ব্বপ্রথম পর্ত্তুগীজদিগের একাধিপত্য বিনষ্ট করে। ১৬০২ অব্দে "ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" নামক বণিক্‌সমিতি গঠিত হয়। ১৬১৯ অব্দে ওলন্দাজেরা যবদ্বীপে বাটেভিয়া নগর প্রতিষ্ঠিত করে। বাটেভিয়া ভারতবর্ষ ও তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জস্থ ওলন্দাজ অধিকারসমূহের রাজধানী হয়। ইতিপূর্ব্বে আম্বোয়ানা দ্বীপ তাহাদিগের প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। এই সময়ে ইংরাজেরাও এ অঞ্চলে বাণিজ্যার্থ আগমন করেন। ওলন্দাজেরা তাঁহাদিগকে বাধা দেওয়ায় দীর্ঘকাল উভয় জাতির মধ্যে বিবাদ চলিতে থাকে। পরে ১৬৮৮ অব্দে হলণ্ডরাজ উইলিয়ম (ইংলণ্ডের ইতিহাসে তৃতীয় উইলিয়ম) ইংলণ্ডের অধীশ্বর হইলে উভয়জাতির বিরোধের অবসান হয়। ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ওলন্দাজদিগের একাধিপত্য ছিল। তাহারা মালাক্কা প্রভৃতি প্রায় সমস্ত স্থান হইতে পর্ত্তুগীজদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, ১৬৫২ অব্দে ভারবর্ষে প্রথম বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং ১৬৬১ অব্দে পর্ত্তুগীজদিগের মলবার উপকূলস্থ অধিকারসমূহ হস্তগত করিয়া লয়।

• অপরিণামদর্শিতাই ওলন্দাজদিগের পতনের কারণ। তাহাদের রাজ্যরক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বাণিজ্য। সুতরাং তাহারা প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে আদৌ মনোনিবেশ করিত না। ১৭৫৮ অব্দে ক্লাইব চুঁচুড়ানগরের ওলন্দাজদিগকে আক্রমণ করিয়া সাতিশয় বিপন্ন করেন। তদবধি ভারতে ওলন্দাজদিগের আধিপত্য নষ্ট হয়। ১৭৯৩ হইতে ১৮১৫ পর্য্যন্ত ইংরাজ ও ফরাসীতে যে তুমুল যুদ্ধ হয়, সেই সময়ে ওলন্দাজেরা ফরাসী পক্ষ অবলম্বন করায় ইংরাজেরা তাহাদিগের সমস্ত উপনিবেশ অধিকার করিয়া লন; পরে ১৮১৬ অব্দে ইংরাজেরা ইহাদিগকে যবদ্বীপ প্রত্যর্পণ করেন এবং ১৮২৫ অব্দে সুমাত্রার বিনিময়ে মালাক্কা ও

চুঁচুড়া গ্রহণ করেন। এক্ষণে ওলন্দাজ শাসনপতাকা ভারতবর্ষে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

ইংরাজদিগের আগমন। লণ্ডন ও আমষ্টার্ডম নগর দ্বয়ের পরস্পর বাণিজ্যপ্রতিযোগিতায় ইংরাজদিগের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জন্ম। এই প্রতিযোগিতা বশতঃ লণ্ডনের বণিকগণ আপনারাই ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হন, এবং তন্নিমিত্ত ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের নিকট হইতে সনন্দ গ্রহণ করিয়া ১৬০০ অব্দে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি" নামক এক বণিক্‌সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন।

পর্ত্তুগীজ জাতি তখনও ভারতের পশ্চিমোপকূলে একাধিপত্য করিতেছিল। ইংরাজেরা তৎপ্রদেশে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে তাহারা ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া বাধা দেয়। কিন্তু ১৬১১ অব্দে সার হেন্‌রি মিডল্‌টন পর্ত্তুগীজদিগের নিকট বিস্তর বাধা পাইয়াও কাম্বেনগরের নিকটে আপন অর্ণবপোতে দ্রব্যাদি তুলিয়া বোঝাই করেন। ১৬১৫ অব্দে তাপ্তীর মোহানার অনতিদূরে সুপ্রসিদ্ধ সোয়ালির জলযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কাপ্তেন বেষ্ট বহুসংখ্যক পর্ত্তুগীজ অর্ণবপোত উপর্য্যুপরি চারিবার হটাইয়া দেওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকে ইংরাজদিগের বীরত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হয়। এই বৎসরেই সার টমাস রো ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেমস্ কর্ত্তৃক জাহাঙ্গীরের সভায় দূতরূপে প্রেরিত হন ও ইংরাজদিগের বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক সুবিধা লাভ করেন।

আম্বোয়ানার হত্যাকাণ্ড, ১৬২৩। পর্ত্তুগীজদিগের অপেক্ষা ওলন্দাজেরাই ইংরাজ জাতির ভয়ানক শত্রু ছিল। বহুকাল পর্য্যন্ত উভয় জাতির মধ্যে অনেক বিবাদ চলিতে থাকে। পরে ১৬২৩ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে আম্বোয়ানা দ্বীপের ওলন্দাজেরা কাপ্তেন টাওয়াসন ও অপর নয় জন ইংরাজ, নয় জন জাপানীয় ও একজন পর্ত্তুগীজ নাবিককে ধৃত করে। বিচারসময়ে ওলন্দাজেরা বন্দীদিগকে বিস্তর যাতনা দেয় ও তাহারা

তত্রত্য দুর্গবাসীদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে, এই অভিযোগে হতভাগ্যদিগকে বিনষ্ট করে।

মান্দ্রাজ প্রদেশে ইংরাজবাণিজ্য। আম্বোয়ানার হত্যাকাণ্ডের পর ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আশ্রয় লইলেন। তাঁহারা প্রথমে করমণ্ডল উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইতিপূর্ব্বে ১৬১১ অব্দে মসুলিপত্তনে ইংরাজদিগের এক আড়ত স্থাপিত হইয়াছিল। অতঃপর ফ্রান্সিস ডে সাহেব ১৬৩৯ অব্দে চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে মাদরাসপত্তন বা চেন্না পত্তন নামে উপকূলবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত সুবিধাকর একটী স্থান ক্রয় করিলেন। এই স্থানে তিনি সেণ্ট জর্জ দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক মান্দ্রাজ নগর স্থাপন করিলেন। ভারতে মান্দ্রাজনগরই ইংরাজদিগের সর্ব্ব প্রথম অধিকার। ইহা ১৬৫৩ অব্দে একটি প্রেসিডেন্সীতে * পরিণত হয়।

বোম্বাই প্রদেশে ইংরাজবাণিজ্য। পশ্চিমোপকূলে সুরাট নগর বহুকালাবধি ইংরাজদিগের প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। অবশেষে ১৬৬১ অব্দে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্ত্তুগালের রাজকন্যা ক্যাথারাইন অব ব্রাগাঞ্জাকে বিবাহ করিয়া বোম্বাই দ্বীপ যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি ১৬৬৮ অব্দে বার্ষিক দশ পৌণ্ড কর স্থির করিয়া উহার সমস্ত স্বত্ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে অর্পণ করেন। বোম্বাই তখন একটী সামান্য অস্বাস্থ্যকর ধীবরপল্লী মাত্র ছিল; কিন্তু চতুর্দ্দিকে সাগরবেষ্টিত বলিয়া মহারাষ্ট্রীদিগের অশ্বারোহী সেনাগণ ইহা আক্রমণ করিতে পারিত না। শিবাজি সুরাটনগর লুণ্ঠন করেন; কিন্তু ইংরাজদিগের কুঠির

---

* মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতার প্রধান ইংরাজ শাসনকর্ত্তার উপাধি প্রেসিডেণ্ট্ ছিল, সুতরাং উক্ত প্রদেশসমূহ প্রেসিডেন্সী অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট-শাসিত রাজ্য নামে অভিহিত হইত।

কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। তথাপি ইংরাজেরা সুরাট অপেক্ষা বোম্বাই অধিক নিরাপদ মনে করিয়া তথায় কুঠি উঠাইয়া লইলেন (১৬৮৫)।

বাঙ্গালায় ইংরাজ বাণিজ্য। ১৬৩৩ অব্দে ইংরাজেরা উড়িষ্যার অন্তঃপাতী হরিহরপুর ও বালেশ্বরে কুঠি স্থাপন করেন। তৎকালে দাক্ষিণাত্যের রাজাদিগের মধ্যে নিয়ত যে যুদ্ধ চলিত, তাহাতে মান্দ্রাজ প্রদেশের বাণিজ্যেও তাঁহাদের ক্ষতি হইতেছিল। সুতরাং বাঙ্গালায় বাণিজ্যাধিকার পাইবার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কতিপয় অনুকূল ঘটনায় তাঁহাদের বিলক্ষণ সুবিধাও হইল। গেব্রিয়েল বাউটন নামক এক ইংরাজ ডাক্তার বাঙ্গালার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা (সাজাহানের পুত্র) সুলতান সুজার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা যাহাতে বাঙ্গালায় নির্ব্বিঘ্নে ও অল্প শুল্কে বাণিজ্য করিতে পারেন এই নিমিত্ত বাউটন সুলতান সুজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। সুজার অনুগ্রহে ইংরাজেরা হুগলিতে একটী কুঠি এবং পাটনা, ঢাকা, কাশিমবাজার প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে শাখা কুঠি স্থাপন করিবার অনুমতি পাইলেন (১৬৫১)। তাঁহারা এই সকল স্থান হইতে রেশম, সোরা, চিনি প্রভৃতি ক্রয় করিয়া চালান দিতেন। সুজার পতনের পর মীরজুমলা বাঙ্গালার সুবাদার হন। তাঁহার এবং পরবর্ত্তী সুবাদার সায়েস্তা খাঁর আমলে ইংরাজদিগের প্রতি অনেক উৎপীড়ন হয়। এই সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও ইংরাজেরা নিরুপদ্রব ছিলেন না; মোগল শাসনকর্ত্তারা সুবিধা পাইলেই তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিতেন। ইহার প্রতিবিধানার্থ ১৬৮৬ অব্দে ইংলণ্ড হইতে কতিপয় রণতরী প্রেরিত হয়। তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যুগপৎ সুরাট ও হুগলি আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছিল। হুগলি আক্রমণ করিবার ভার জব্ চার্ণকের হস্তে পড়ে। নবাব ইংরাজদিগের কুঠি আক্রমণ করিবার নিমিত্ত যে

সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, চার্ণক তাহাদিগকে অবলীলাক্রমে পরাস্ত ও দূরীভূত করিলেন; কিন্তু ইহাতে সায়েস্তা খাঁ ক্রুদ্ধ হইয়া হুগলি আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আরও সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন শুনিয়া পরিশেষে সমস্ত মাল ও অনুচরসহ চার্ণক হুগলি পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তমান কলিকাতার অন্তঃপাতী সুতানুটি নামক পল্লীতে উপনীত হইলেন (১৬৮৬)। ক্রমে নবাবের ভয়ে ইংরাজেরা সুতানুটিও ত্যাগ করিয়া বালেশ্বর লুণ্ঠনপূর্ব্বক বাঙ্গালার আশা পরিত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজে প্রস্থান করিলেন।

নিজের সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদেশী বণিকেরা যুদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছে ইহা আরঙ্গজীবের অসহ্য হইল। তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের ইংরাজদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবার আদেশ দিলেন; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই দেখিলেন ইংরাজেরা সামান্য শত্রু নহেন। সমুদ্রে ইংরাজের একাধিপত্য; ইংরাজের ভয়ে মুসলমানদিগের পক্ষে মক্কা যাত্রা অসম্ভব হইয়া উঠিল; ইংরাজের বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় আরঙ্গজীবের রাজস্বের হানি হইল। এদিকে ইংরাজেরাও বাণিজ্যের অনিষ্ট হইতেছে দেখিয়া আরঙ্গজীবের নিকট সন্ধির প্রার্থনা করিলেন (১৬৯০)। তখন সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালা হইতে চলিয়া গিয়াছেন; কাশিম খাঁ নামক অপর এক ব্যক্তি তদীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি আরঙ্গজীবের আদেশে ইংরাজদিগকে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিবার অনুমতি দিলেন। স্থির হইল যে, ইংরাজেরা পাতসাহের সরকারে বৎসরে এককালে মোট তিন হাজার টাকা "পেশকাশ" দিবেন; তাহা হইলেই বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অন্য কোন শুল্ক দিতে হইবে না এই সন্ধিবলে ইংরাজেরা বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু তাঁহারা আর হুগলিতে গেলেন না; সুতানুটিতে আপনাদের কারবারের প্রধান আড়ত স্থাপন করিলেন। এইরূপে কলিকাতা মহানগরীর উৎপত্তি হইল। ১৬৯৬ অব্দে বর্দ্ধমান জেলার শোভা সিংহ নামে এক

ভূস্বামী বিদ্রোহী হইয়া উড়িষ্যার পাঠান সরদার রহিম খাঁর সাহায্যে বৰ্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামকে নিহত করে, হুগলি দখল করিয়া লয় এবং চারিদিকে লুঠপাঠ আরম্ভ করে। সুবাদার কাশিম খাঁ নিতান্ত কাপুরুষ ছিলেন। তিনি এই বিদ্রোহের কোনই প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না; বাঙ্গালায় ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকেরা স্ব স্ব কুঠি সুরক্ষিত করিবার নিমিত্ত দুর্গনির্ম্মাণের প্রার্থনা জানাইলে তাহাতেও আপত্তি করিলেন না। এইরূপে কলিকাতার দুর্গের সূত্রপাত হইল (১৬৯৬); ইংরাজেরা তদানীন্তন ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে ইহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম রাখিলেন। শোভাসিংহের মৃত্যু হইলে রহিম খাকে দমন করিবার জন্য ১৬৯৮ অব্দে আরঙ্গজীব নিজের পৌত্র আজিম উশানকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। আজিম উশান অর্থগৃধ্নু ছিলেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে উৎকোচ দিয়া সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালকাতা এই গ্রামত্রয় ক্রয় করিবার অধিকার পাইলেন। নিয়ম হইল যে, ইহার জন্য তাঁহাদিগকে পাতসাহের সরকারে বার্ষিক ১২০০ টাকা কর দিতে হইবে; গ্রামত্রয়ের রাজস্ব আদায় ও শাসন কার্য্য তাঁহাদের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইবে। এইরূপে বাঙ্গালায় ইংরাজদিগের ভূম্যাধিকার লাভ হইল।

অপরাপর "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" সমূহ।

১৬১৪ অব্দে ফরাসীরা এ দেশে আগমন করে। এই সময় হইতে ১৭১৯ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত অনেক ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। দিনামারদিগের প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬১২ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদিগের করমণ্ডল উপকূলস্থ ট্রানকুইবার ও বঙ্গদেশস্থ শ্রীরামপুরের উপনিবেশদ্বয় ১৬১৬ অব্দে স্থাপিত হয়। ১৮৪৫ অব্দে ইংরাজেরা সাড়ে বার লক্ষ টাকা দিয়া দিনামারদিগের নিকট হইতে এই দুই স্থান ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। ১৭২৩ অব্দে অষ্ট্রীয়ারাজ "অষ্টেণ্ড কোম্পানি"

স্থাপন করেন। কিন্তু ইহাও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। অষ্টেণ্ড কোম্পানি উঠিয়া গেলে, ষ্টকহলম নিবাসী হেনরি কোনিঙ্গ্ উহার বহুদর্শী কর্ম্মচারিগণ লইয়া "সুইডিস বণিক্ সম্প্রদায়" স্থাপনের জন্য সুইডেনরাজের নিকট এক সনন্দ গ্রহণ করেন (১৭৩১)। কিন্তু ইহারা কেহই বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই।

যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহারই জয় হইল।

এইরূপে প্রায় চারিশত বৎসর ব্যাপিয়া অনেক ইয়ুরোপীয় জাতি এদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য পরস্পর বিবাদ করেন এবং ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনার্থ অনেক প্রধান প্রধান ইয়ুরোপীয় নরপতি লোভাকৃষ্ট হন। কিন্তু শেষে কেবল ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিই জীবিত থাকে। পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজদিগের পতনের কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ফরাসীদিগের নিকট ভারতবর্ষ ধন ও যশোলাভের স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ ছিল, ফরাসীরাজের স্বার্থ ছিল না। সুতরাং ফরাসীরাজ ইহার প্রতি উদাসীন ছিলেন। এই জন্য এখানে শীঘ্রই ফরাসীদিগের অধঃপতন হয়। ইংরাজ কোম্পানির কার্য্যপ্রথায় অপেক্ষাকৃত অল্প আড়ম্বর ছিল বলিয়া পরিণামে সুফল ফলিয়াছিল। ইহা কেবল বণিক্‌সমিতির দ্বারাই পরিচালিত হইত। ইংরাজ কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ যাহাতে কোম্পানির লাভ হয়, একমাত্র সেই চেষ্টা করিতেন। মোগল সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইলে, ইংরাজ বণিক্‌গণ এদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, অথবা এদেশ শাসন করিবেন, কোম্পানির মনে এই তর্কের উদয় হয়। অবিলম্বে কর্ত্তব্যপথ স্থিরীকৃত হইল। কোনও বিপদ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদিগকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই; ইংলণ্ডেশ্বরও ইহাদিগকে বিপদের সময়ে সাহায্য করিতে বিমুখ হন নাই।

দশম অধ্যায়।

ভারতবর্ষে ব্রিটীশসাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন।

১৭৪৬-১৮০৫।

লর্ড ক্লাইব হইতে লড কার্জন পর্য্যন্ত শাসনকর্ত্তাদিগের সময়-নিরূপণ।

কোম্পানির সময়ের গবর্নর ও গবর্ণর জেনারলগণ। (১৭৫৮-১৮৫৮)।

১৭৫৮। লড ক্লাইব ; প্রথম গবর্ণর

১৭৬০। ভন্সিটার্ট।

১৭৬৫। লর্ড ক্লাইব ; দ্বিতীয়বার।

১৭৬৭। হ্যারি ভেরেলেষ্ট্।

১৭৬৯। জন্ কার্টিয়র।

১৭৭২। ওয়ারেণ হেষ্টিংশ ; ১৭৭৩ অব্দে প্রথম গবর্ণর জেনারল হন।

১৭৮৫। সার জন ম্যাক্ফারসন্ (কিছু দিনের জন্য)।

১৭৮৬। মাকুইস অব কর্ণওয়ালিশ।

১৭৯৩। সার জন্ শোর (লর্ড টিনমাউথ)।

১৬৯৮। সার আলফ্রেড ক্লার্ক (কিছু দিনের জন্য)।

১৭৯৮। লর্ড মর্ণিংটন (মার্কুইস অব ওয়েলেশলি)।

১৮০৫। মার্কুইস অব কর্ণওয়ালিশ (দ্বিতীয় বার)।

১৮০৫। সার জর্জ বার্লো।

১৮০৭। আরল্ অব মিণ্টো।

১৮১৩। আরল্ অব ময়রা (মার্কুইস অব্ হেষ্টিংশ)।

১৮২৩। জন এডাম (কিছু দিনের জন্য)।

১৮২৩। আরল আমহার্ষ্ট।

১৮২৮। বাটারওয়ার্থ বেলি।

১৮২৮। লর্ড উইলিয়ম্ ক্যাভেণ্ডিস্ বেণ্টিঙ্ক।

১৮৩৫। সার চার্লস মেট্কাফ (কিছু দিনের জন্য)।

১৮৩৬। লর্ড অকল্যাণ্ড।

১৮৪২। লর্ড এলেন্বরা।

১৮৪৪। ভাইকাউণ্ট হার্ডিঞ্জ।

১৮৪৮। আরল (পরে মার্কুইস) ড্যালহৌসী।

১৮৫৬। আরল ক্যানিং।

ইংরাজ-রাজাধীন রাজপ্রতিনিধিগণ (১৮৫৮-১৯০২)।

১৮৫৮। আরল ক্যানিং।	১৮৭৬। আরল্ অব্ লিটন।
১৮৬২। আরল অব এলগিন।	১৮৮০। মার্ক্ইস অব রিপণ।
১৮৬৪। সার জন্ লরেন্স (লর্ড লরেন্স)।	১৮৮৪। আরল অব ডাফ্‌রিণ।
১৮৬৯। আরল অব্ মেয়ো।	১৮৮৮। লড ল্যান্সডৌন্।
১৮৭২। আরল অব নর্থব্রুক্।	১৮৯৩। লড এলগিন্।
	১৮৯৮। লড কাৰ্জন।

(১) কর্ণাট যুদ্ধ।

দাক্ষিণাত্যে ফরাসী ও ইংরাজ। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কর্ণাট প্রদেশে ফরাসীদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতেই ইংরাজদিগের সৌভাগ্যের সূত্রপাত। আর্কটের রণক্ষেত্রে ইংরাজের প্রথম জয়লাভ; এবং বন্দিবাসের যুদ্ধে ফরাসীদিগের চরম পতন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ফ্রান্সিস ডে সাহেব ১৬৩৯ অব্দে সেণ্ট জর্জ দুর্গ (মান্দ্রাজ) স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকারের সূত্রপাত করেন। ইহার একশত মাইল দক্ষিণে ফরাসীদিগের পণ্ডিচেরী নামক উপনিবেশ। বহুকাল পর্য্যন্ত ইংরাজ ও ফরাসীজাতি দেশ অধিকারের অভিলাষ না করিয়া নির্ব্বিবাদে এই অঞ্চলে বাণিজ্য করিতেছিলেন।

১৭০৭ অব্দের পর দাক্ষিণাত্যের অবস্থা। আরঙ্গজীবের মৃত্যু হইলে সমগ্র দাক্ষিণাত্য দিল্লী হইতে পৃথক্ হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করে। এই সময়ে "আসফ্‌জা নিজাম-উলমূল্‌ক্" উপাধিধারী চীনকুলীচ খাঁ নামক দিল্লীশ্বরের জনৈক কর্ম্মচারী হায়দরাবাদে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। কৃষ্ণা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বঙ্গোপসাগরতীরস্থ যে সমতল প্রদেশ কর্ণাট নামে প্রসিদ্ধ, তথায় নিজামের একজন প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি আর্কটের নবাব বলিয়া অভিহিত হইতেন, এবং নিজামের ন্যায় স্বয়ং পুরুষানু-

ক্রমিক আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। শিবাজির বংশজাত হতবীর্য্য একজন হিন্দু রাজা তাঞ্জোর প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। অনেক স্থানে পালিগর বা নায়ক উপাধিধারী দলপতিগণ স্ব স্ব সুসংরক্ষিত নগর বা গিরি-দুর্গসমূহে অৰ্দ্ধস্বাধীন ভাবে আধিপত্য করিতেন। এই সকল নায়কগণ প্রাচীন হিন্দুরাজ্য বিজয়-নগরের অধীন জায়গীরদারদিগের স্থানীয়। ১৫৬৫ অব্দে ঐ রাজ্যের পতন হইলে ইহাদিগের অনেকে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইয়াছিলেন। মহীশূরের হিন্দুরাজ্যও ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিতবল হইয়া উঠিতেছিল।

প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ। ১৭৪৬-১৭৪৮। দাক্ষিণাত্যের এইরূপ অবস্থা, এমন সময়ে ১৭১৪ অব্দে ইয়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তখন ডুপ্লে পণ্ডিচেরীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং তরুণবয়স্ক ক্লাইব মান্দ্রাজে কেরাণীগিরি করিতেন। প্রথমে ইংরাজদিগের কয়েক খানা রণতরী করমণ্ডল উপকূলে উপনীত হইল, কিন্তু চতুর ডুপ্লে আর্কটের নবাবকে উপঢৌকন প্রদানপূৰ্ব্বক তাহার মধ্যস্থতায় পরস্পরের শত্রুতাচরণ নিবারণ করাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। তৎপরে ১৭৪৬ অব্দে লাবডুনে নামক ফরাসী সেনাপতি কতিপয় রণপোতসহ এতদ্দেশে আগমন করিলেন। মান্দ্রাজনগর প্রায় বিনাযুদ্ধে ফরাসীদিগের হস্তগত হইল। তখন পণ্ডিচেরীর কয়েক মাইল দক্ষিণস্থ সেণ্ট ডেবিড দুর্গ ব্যতীত ইংরাজদিগের হস্তে আর একটি উপনিবেশও রহিল না। এই স্থানে ক্লাইব ও অপর কয়েকজন ইংরাজ পলা-য়নপূৰ্ব্বক আশ্রয় লইলেন। নবাব স্বীয় পক্ষপাতশূন্য নীতির অনুসরণপূৰ্ব্বক ফরাসীদিগকে মান্দ্রাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত দশসহস্র সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু ডুপ্লে-কর্তৃক পরাভূত হইলেন। এইযুদ্ধে প্রতিপন্ন হইল যে, সুশিক্ষিত ইয়ুরোপীয় সৈন্যের নিকট এতদ্দেশীয় অশিক্ষিত সেনা ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না। ফলতঃ আর্কটের নবাবের পরাভবের পর

হইতে ইয়ুরোপীয়দিগের সাহস বাড়িয়া গেল। তাঁহারা রাজ্য-লাভের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর আয়-লা-সাপল নগরের সন্ধি দ্বারা ইয়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসী জাতির বিবাদের অবসান হওয়াতে ১৭৪৮ অব্দে ইংরাজেরা মান্দ্রাজ নগর ফিরিয়া পাইলেন।

দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ; ডুপ্লে ও ক্লাইব। ফরাসী এবং ইংরাজদিগের মধ্যে ইয়ুরোপে যে তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছিল, কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ তাহারই অঙ্গমাত্র। কিন্তু দ্বিতীয়বারে উভয় জাতির মধ্যে ইয়ুরোপে সৌহার্দ্দ থাকিলেও কেবল ভারতবর্ষের অধিকার লইয়াই বিবাদ আরম্ভ হইল। ডুপ্লে স্বর সৈন্যের পূর্ব্বোক্ত অনায়াসলব্ধ জয়ে প্রোৎসাহিত হইয়া কোন না কোন মুসলমান রাজার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক তৎসাহায্যে এদেশে ফরাসী সাম্রাজ্যস্থাপনের আশা করিতেছিলেন। এক্ষণে হায়দরাবাদ ও আর্কটের সিংহাসন লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে তিনি এই সঙ্কল্প সাধনের সুযোগ পাইলেন।

১৭৩২ অব্দে কর্ণাটের নবাবের মৃত্যু হইলে তদীয় পোষ্যপুত্র দোস্ত আলি নিজামের অনুমতি না লইয়াই রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৭৪০ অব্দে মহারাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধে দোস্ত আলি নিহত হন। এদিকে মহারাটারা দোস্ত আলির জামাতা ত্রিচিন-পল্লীর শাসন কর্ত্তা চাঁদ সাহেবকে বন্দী করিয়া সেতারায় লইয়া যায় এবং মুরারি রাও নামে এক ব্যক্তিকে ঐ প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করে। নিজাম মুরারিরাওকে বিদূরিত করিয়া (১৭৪৩) আনওয়ার উদ্দিন নামক নিজের একজন অনুচরকে কর্ণাটের নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইহার পাঁচ বৎসর পরে নিজাম চীনকুলীচ খাঁর মৃত্যু হয় (১৭৪৮)। তাঁহার পুত্র নাজির জঙ্গ সিংহাসন গ্রহণ করেন। কিন্তু নিজামের দৌহিত্র মজাফরজঙ্গ মাতামহের এক দানপত্র বাহির করিয়া প্রকাশ করেন যে, নিজাম মৃত্যুকালে তাঁহাকেই সিংহাসন

দিয়া গিয়াছেন। এদিকে চাঁদ সাহেব কারামুক্ত হইয়া আর্কটের নবাবীর জন্য দাবী করিলেন। ডুপ্লে মজাফর ও চাঁদ সাহেবের সহায় হইলেন; তাঁহার পরামর্শে মজাফর ও চাঁদ সাহেব সম্মিলিত হইয়া আনোয়ার উদ্দিনকে পরাভূত ও নিহত করিলেন। চাঁদ সাহেব আর্কটের সিংহাসন পাইলেন; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে নাজিরজঙ্গ আর্কট আক্রমণ করিলে তিনি প্রাণভয়ে পণ্ডিচেরীতে পলায়ন করিলেন। সুতরাং নাজির জঙ্গ আনোয়ার উদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলিকে আর্কটের নবাবের পদ দিলেন। তদনন্তর নাজির জঙ্গ নিহত হইলে মজাফরই হায়দরাবাদের নিজাম হইলেন। তিনি ডুপ্লেকে কৃষ্ণার দক্ষিণস্থ সমস্ত দেশের শাসনকর্ত্তা করিলেন; চাঁদ সাহেব পুনর্ব্বার ডুপ্লের আশ্রয়ে নবাব হইলেন। মহম্মদ আলি পদচ্যুত হইয়া ইংরাজদিগের সাহায্য চাহিলেন। ইংরাজেরা ফরাসী আধিপত্যের বিস্তার দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। ইয়ুরোপে এ সময়ে ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে কোন বিবাদ না থাকিলেও, ইংরাজেরা মহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করিলেন; কিন্তু প্রথমে ফরাসীদিগেরই জয় হইল। ফরাসী সেনাপতি বুসী ইংরাজসেনা পরাভূত করিলেন। ডুপ্লে যুদ্ধক্ষেত্রে এক প্রকাণ্ড কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া স্থানটার নাম ডুপ্লে ফতাবাদ অর্থাৎ (ডুপ্লের বিজয়পুরী) রাখিলেন। ফলতঃ এ সময়ে ডুপ্লে দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ফরাসীরা এ সুখ দীর্ঘকাল ভোগ করিতে পারিলেন না। ১৭৫১ অব্দে মজাফরও নিহত হইলেন; এবং তদীয় মাতুল সলাবৎজঙ্গ দাক্ষিণাত্যের নিজাম হইলেন। এদিকে ইংরাজপক্ষে মহাবীর ক্লাইব সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া ডুপ্লের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন। ক্লাইব পূর্ব্বে মান্দ্রাজে কেরাণীগিরি করিতেন। তিনি প্রথম কর্ণাটযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সামরিক প্রতিভা এরূপ বলবতী ছিল যে, তিনি অল্প দিনের মধ্যেই একজন সুদক্ষ

সৈনিক পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। মহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। চাঁদ সাহেব তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত ঐ নগর অবরুদ্ধ করিলেন। ইংরাজেরা ক্লাইবের পরামর্শে চাঁদের রাজধানী আর্কট অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ক্লাইব কয়েক শত গোরা ও সিপাহী * লইয়া আর্কট অধিকার করিলেন (১৭৫১), এবং চাঁদ সাহেবের পুত্র রাজা সাহেব নগর উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বিপুল সৈন্য লইয়া পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেও তিনি অসীম বীরত্ব সহকারে তাঁহাকে বিদূরিত করিয়া দিলেন। অতঃপর ক্লাইব ও লরেন্স ত্রিচিনপল্লীতে গমন করিয়া চাঁদ সাহেবকে পরাস্ত ও বন্দী করিলেন এবং ডুপ্লের বিজয়স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তাঞ্জোরের লোকে চাঁদ সাহেবের প্রাণদণ্ড করিল, এবং মহম্মদ আলি আর্কটের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন (১৭৫২)।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ডুপ্লেকে এই সমস্ত গোলযোগের জন্য পদচ্যুত করিলেন, এবং ১৭৫৪ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজ ও ফরাসী জাতির বিবাদ নিবৃত্তি হইল। এদেশের রাজনীতি-জ্ঞানে বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কেহই ডুপ্লের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। তিনিই প্রথম বুঝিতে পারেন যে, এতদ্দেশীয় রাজাদিগের মধ্যে ভেদ জন্মাইয়া রাজ্যবিস্তার করা সহজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যোদ্ধা ছিলেন না; অথচ মহাবীর ক্লাইব তাঁহারই রাজনীতির অনুসরণ করিয়া

---

* সিপাহী সৈন্য। আর্কটের অবরোধের সময় ইংরাজেরা যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করেন তাহাতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই তাঁহাদের সাহসের কথা প্রচারিত হয়। এই যুদ্ধে সিপাহীরা অসাধারণ শৌর্য্য ও প্রভুভক্তি দেখাইয়াছিল এবং ইংরাজেরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শিক্ষা পাইলে ইহারা ইয়ুরোপীয়দিগের সমকক্ষ হইতে পারে। তদবধি সিপাহীসৈন্য ইংরাজদিগের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া আসিতেছে।

তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই ফরাসীরা এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। ডুপ্লে এদেশ হইতে চলিয়া গেলেন; বুসী সলাবৎ জঙ্গের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ; ১৭৫৬—১৭৬১। ১৭৫৬ অব্দে ইয়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে পুনর্ব্বার বিবাদ আরব্ধ হইল এবং তদুপলক্ষে ভারতবর্ষেও উভয় জাতি পরস্পরের প্রতি শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্লাইব চন্দননগর অধিকার করিলেন এবং দাক্ষিণাত্যেও ফরাসী সেনাপতি লালীর অবিমৃষ্য-কারিতায় দিন দিন ফরাসীপ্রাধান্যের হ্রাস হইতে লাগিল। লালী ১৭৫৯ অব্দে বুসীকে সলাবৎ জঙ্গের নিকট হইতে অপসারিত করিলেন; সলাবৎ অল্প দিনের মধ্যেই রাজ্য ও প্রাণ হারাইলেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীদিগের আধিপত্যের উচ্ছেদ হইল। অবশেষে ১৭৬০ অব্দে কর্ণেল (পরে সার আয়ার) কূট বন্দিবাস নামক স্থানে লালীকে পরাভূত করিলেন। এই যুদ্ধেই ভারতবর্ষ লইয়া ইংরাজ ও ফরাসীর দীর্ঘবিবাদের অবসান হইল। কূট পণ্ডিচেরী অবরোধ করিলেন। ১৭৬১ অব্দে ঐ নগর খাস্তাভাবে ইংরাজদিগের হস্তে পড়িল। ইহার কয়েক মাস পরে জিঞ্জীর গিরিদুর্গও ইংরাজদিগের অধিকারে আসিল। অতঃপর ফরাসীরা সন্ধিবলে পণ্ডিচেরী ও চন্দননগর প্রভৃতি স্থান পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন।

(২) বাঙ্গালা বিজয়।

আকবরের মৃত্যুর পর হইতে সিরাজউদ্দৌলার রাজত্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুবাদারগণ; ১৬০৫—১৭৫৭। আকবরের সময়ে বাঙ্গালা দেশ মোগল রাজ্যভুক্ত হইলে ইহার শাসনার্থ দিল্লী হইতে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া আসিতেন। এই কর্ম্মচারীর উপাধি নবাব বা সুবাদার। সুবাদারের

হাতে সৈন্য ও বিচার সংক্রান্ত কার্য্য থাকিত; দেওয়ান নামক অপর একজন কর্ম্মচারী রাজস্বসংক্রান্ত কাজ চালাইতেন। দেওয়ান রাজস্ব হইতে সুবাদারকে প্রয়োজনমত ব্যয় দিয়া বাকী টাকা দিল্লীর রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। দেওয়ানের নিয়োগও দিল্লী হইতে হইত। সচরাচর বাঙ্গালা ও বিহারের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সুবাদার থাকিতেন। কখনও বা উভয় প্রদেশেই এক সুবাদার আধিপত্য করিতেন। ১৬০৫ অব্দে আকবরের মৃত্যুর পর যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনারোহণ করেন এবং মানসিংহ পুনর্ব্বার বাঙ্গালার সুবাদার হন। কিন্তু কিছুদিন পরেই মিহিরুন্নেসাকে সের আফগানের হস্ত হইতে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত জাহাঙ্গীর কুতবউদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠান। কুতব সেরকে হস্তগত করিতে গিয়া প্রাণ হারান, সেরও কুতবের অনুচরগণ কর্ত্তৃক নিহত হন। মিহিরুন্নেসা শেষে নুরজাহান নাম গ্রহণ করিয়া জাহাঙ্গীরের মহিষী হন। ১৬০৮ অব্দে সেখ ইসলাম বাঙ্গালার সুবাদার হন। ইনি পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচার নিবারণার্থে ঢাকা নগরীতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান এবং সম্রাটের নামানুসারে ঢাকার নাম জাহাঙ্গীরনগর রাখেন। ইসলামের সময় পর্ত্তুগীজেরা সাতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। তাহারা ১৬১০ অব্দে আরাকান-রাজের সাহায্যে বাঙ্গালা আক্রমণ করে, কিন্তু ইসলাম তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। এই সময়ে পাঠানেরা ওসমান খাঁ কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হয়; কিন্তু শীঘ্রই পরাজিত হইয়া পাতসাহের বশ্যতা স্বীকার করে (১৬১২)। ইসলামের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা কাশিম খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হন। এই সময়ে আরাকানের মগেরা বাঙ্গালায় বড় অত্যাচার আরম্ভ করে। জাহাঙ্গীর কোনও কারণ বশতঃ কাশিমের প্রতি বিরক্ত হইয়া নুরজাহানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠান। ১৬২৩ অব্দে জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহান বিদ্রোহী হইয়া

বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন। সাজাহান দুই বৎসর এদেশে রাজত্ব করিয়া দিল্লীতে যাইয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পরে তিনি পাতসাহ হইয়া বাঙ্গালার সুবাদার কাশিম খাঁ যুবৈনীকে পর্ত্তুগীজদিগের দমন করিবার নিমিত্ত আদেশ দেন। কাশিম খাঁ পর্ত্তুগীজদিগের প্রধান বাণিজ্যস্থান হুগলি অধিকার করিলেন (১৬৩২)। তদবধি বাঙ্গালায় পর্ত্তুগীজদিগের আধিপত্য বিনষ্ট হইল। ১৬৩৯ অব্দে সাজাহানের পুত্র সুলতান সুজা বাঙ্গালার সুবাদার হন। সুজার সময়ে বাঙ্গালায় ইংরাজদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হয়। ১৬৫৭ অব্দে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া সাজাহানের চারি পুত্রের বিবাদের বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সুজা আরঙ্গজীব কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া (১৬৫৯) পলায়ন করেন এবং আরঙ্গজীবের সেনাপতি মীরজুম্‌লা তাঁহার অনুসরণ করিলে তিনি সপরিবারে আরাকান রাজ্যে আশ্রয় লন ও নিহত হন। সুজার আমলে রাজধানী কিছু দিনের জন্য ঢাকা হইতে রাজমহলে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ১৬৬১ অব্দে আরঙ্গীবের সেনাপতি মীরজুম্‌লা বাঙ্গালার সুবাদার হন। মীরজুম্‌লা পুনর্ব্বার ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি কুচবিহার জয় করেন ও আসামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া প্রত্যাগমন কালে কুচবিহারের নিকট-বর্ত্তী খিজিরপুর নামক স্থানে ১৬৬৩ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন। মীরজুম্‌লার পর আরঙ্গজীবের মাতুল (মমতাজমহলের ভ্রাতা সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়া আইসেন। ইনিই দাক্ষিণাত্যে শিবাজি কর্ত্তৃক নিতান্ত অপদস্থ হইয়াছিলেন। সায়েস্তা খাঁর সময়ে ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায়, এবং ফরাসীরা চন্দননগরে কুঠি নির্ম্মাণ করেন (১৬৭৩)। সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তাঁহার সহিত ইংরাজদিগের বিবাদের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ইংরাজেরা হুগলি ত্যাগ করিয়া সুতানুটি নামক স্থানে কুঠি নির্ম্মাণ করিলেন। সুতানুটী কলিকাতার একটী অংশ, সুতরাং

এই সময় হইতেই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতার সূত্রপাত হইল (১৬৯০)। সায়েস্তা খাঁ দুইবার বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন। তিনি প্রজার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সময়ে টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় হইয়াছিল। ১৬২৬ অব্দে শোভাসিংহ ও রহিম খাঁ বিদ্রোহী হন, এবং হুগলি অধিকার করেন। এই সুযোগে ইংরাজেরা "ফোর্ট উইলিয়ম" দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার ছল পান। ১৬৯৮ অব্দে আরঙ্গজীবের পৌত্র আজিম উশান বাঙ্গালার সুবাদার হন। তিনি রহিম খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাঙ্গালায় পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপিত করেন। ইংরাজেরা আজিম উশানের অনুমত্যনুসারে কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটী এই তিনটী স্থান ক্রয় করেন (১৬৯৮)। আজিমউশানের শাসনকালে মুরশিদ কুলি খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান ছিলেন (১৭০১)। তিনি ইয়ুরোপীয় ইতিহাসে জাফর খাঁ নামে পরিচিত। মুরশিদ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু পরে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া স্বীয় কার্য্যদক্ষতার গুণে আরঙ্গজীবের প্রিয়পাত্র হন। আজিম উশানের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটায় মুরশিদ কুলি খাঁ ঢাকা হইতে মুকসুদাবাদ নামক স্থানে দেওয়ানি সেরেস্তা উঠাইয়া লইয়া যান (১৭০৩)। এই মুকসুদাবাদই কালে মুরশিদের নামানুসারে মুরশিদাবাদ নাম গ্রহণ করে। মুরশিদের ব্যবস্থা-গুণে বাঙ্গালার রাজস্ব অনেক বৃদ্ধি হয়। আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর আজিমউশান, বাহাদুর সার সাহায্য করিতে গেলে মুরশিদ কুলি খাঁ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার দেওয়ান ও সহকারী নাজিম উভয় পদ প্রাপ্ত হন (১৭০৭)। আজিম উশান নামে নাজিম থাকিলেও আর বাঙ্গালায় ফিরিয়া আইসেন নাই; সুতরাং এই সময় হইতে মুরশিদ কুলি খাঁ প্রকৃতপক্ষে দেশের একমাত্র শাসনকর্ত্তা হইলেন বলা যাইতে পারে। মুরশিদ কুলি খাঁ তদানীন্তন দিল্লীর গোলযোগে হস্তক্ষেপ না করিয়া একমনে নিজের সুবাদারী নির্ব্বাহ করিতেন এবং যিনিই পাত্সাহের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকুন না কেন, তাঁহারই নিকট

প্রতিবৎসর যথানিয়মে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন। এই কারণে কোন পাতসাহই তাঁহার প্রতি বিরূপ হইতে পারিতেন না। ক্রমে পদোন্নতি লাভ করিয়া সম্রাট্ ফেরোকসিয়ারের আমলে মুরশিদ কুলি খাঁ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নাজিম ও দেওয়ান হন। ফেরোকসিয়ার একদা ইংরাজ ডাক্তার হামিলণ্টনের চিকিৎসা গুণে কঠিন পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঙ্গালার ইংরাজদিগের বাণিজ্যে অনেক সুবিধা করিয়া দেন; ইহাতে মুরশিদ বিরক্ত হইয়া ইংরাজদিগের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন। মুরশিদ কুলি খাঁ দীর্ঘকাল অতি দক্ষতার সহিত বাঙ্গালা শাসন করিয়া ১৭২৫ অব্দে লোকান্তর গমন করেন। তৎপরে তদীয় জামাতা ও দৌহিত্র ক্রমান্বয়ে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। এই সময়ে বিহার প্রদেশ বাঙ্গালার সুবাদারের শাসনাধীন হয়। অতঃপর ১৭৪০ অব্দে আলিবর্দ্দী খাঁ নামক এক ব্যক্তি মুরশিদের দৌহিত্রকে নিহত করিয়া বাঙ্গালার সুবাদারী গ্রহণ করেন। তৎকালে পাতসাহ এত ক্ষীণবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সুবাদার নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না। আলিবর্দ্দী পাতসাহকে কিছু উপঢৌকন পাঠাইয়া দিলেন; পাতসাহ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আলিবর্দ্দীকে সুবাদার বলিয়া স্বীকার করিলেন এদিকে মহারাট্টারা বাঙ্গালা আক্রমণ করিল। মহারাট্টা অশ্বারোহীরা বর্গী নামে পরিচিত, সুতরাং মহারাট্টা আক্রমণ এদেশে বর্গীর হাঙ্গামা নামে বিখ্যাত। বিরাররাজ রঘুজি ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত মহারাট্টা অশ্বারোহাদিগের অধিনেতা ছিলেন; তাঁহাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করিতে না পারিয়া আলিবর্দ্দী কৌশলে নিহত করিলেন (১৭৪২)। কিন্তু তাহাতে কোন লাভ হইল না; ইংরাজেরা কলিকাতা রক্ষার্থ মহারাট্টাখাত নামে এক পরিখা খনন করিলেন, আলিবর্দ্দীও অন্য কোন উপায় না দেখিয়া মহারাট্টাদিগকে উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দিলেন এবং বাঙ্গালার চৌথ স্বরূপ প্রতিবৎসর বার লক্ষ টাকা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন (১৭৫১)।

সিরাজ-উদ্দৌলা। আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হইলে (১৭৫৬) তদীয় সপ্তদশবর্ষবয়স্ক দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। সিংহাসনারোহণের পর দুই মাসের মধ্যেই তদীয় ঔদ্ধত্য-বশতঃ ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। ঢাকা অঞ্চলের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সিরাজের ক্রোধাগ্নি হইতে আত্মরক্ষার জন্য কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে ইংরাজেরা নবাবের অনুমতি না লইয়াই কলিকাতায় দুর্গাদির পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। এই দুই কারণে সিরাজ সসৈন্যে কৃষ্ণদাসের অনুসরণ করিয়া কলি-কাতায় উপস্থিত হইলেন। ইংরাজেরা অনেকেই নৌকারোহণে সমুদ্রাভিমুখে পলায়ন করিলেন। যাহারা নগরে রহিলেন, তাঁহারা কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে নবাবের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। রাত্রিযাপনের জন্য এই সকল বন্দী "অন্ধকূপ" নামে অভিহিত ফোর্ট উইলিয়মদুর্গান্তর্গত বারহাত দীর্ঘ ও তদ্রূপ প্রশস্ত এক ক্ষুদ্র সৈনিক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। উক্ত কারাগারে কেবল দুইটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল। তাহাতে অবরুদ্ধ হইয়া জুন মাসের নিদারুণ গ্রীষ্মে বহুসংখ্যক ইংরাজ নর-নারীর মৃত্যু হইল, এবং পরদিন প্রাতঃকালে কারাদ্বার উন্মুক্ত হইলে দেখা গেল যে, ১৪৬ জনের মধ্যে কেবল ২৩ জন জীবিত রহিয়াছে। এই ঘটনাটী ইতিহাসে "অন্ধকূপ হত্যা" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন। কলিকাতার পরাভববার্ত্তা মান্দ্রাজে পৌছিবার পূর্ব্বেই সৌভাগ্যক্রমে ক্লাইব ইংলণ্ড হইতে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তখন মান্দ্রাজে এডমিরাল ওয়াট্‌সনের সঙ্গে ইংলণ্ডাধীশ্বরের কতকগুলি রণপোতও আসিয়া-ছিল। ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন যত শীঘ্র পারিলেন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সমুদ্রপথে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা আসিয়া সহজেই কলিকাতা জয় করিয়া লইলেন। নবাব সন্ধি

করিতে সম্মত হইলেন। এই সন্ধিবলে কোম্পানি আপনাদিগের যাবতীয় ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ পাইলেন।

পলাশীর যুদ্ধ; ১৭৫৭। এই সময়ে ইয়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে ক্লাইব চন্দননগর অধিকার করিলেন। এদিকে সিরাজের অত্যাচারে রাজ্যের অনেক প্রধান লোক তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিলেন। বক্সী মীরজাফর, কোষাধ্যক্ষ মহাতাপচাদ জগৎশেঠ, নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র ও কলিকাতার অন্তঃপাতী হাল্‌সিবাগান নিবাসী উমিচাঁদ বা আমীর চাঁদ নামক একজন ধনাঢ্য শিখ বণিক ইঁহাদের মধ্যে প্রধান। ক্লাইব ইঁহাদের মন্ত্রণায় যোগ দিলেন এবং স্থির হইল যে ইংরাজেরা সৈন্য দিয়া বিদ্রোহীদিগের সাহায্য করিবেন, এবং সিরাজের পতন হইলে মীরজাফর নবাবী পাইবেন। কিন্তু সমস্ত স্থির হইয়াছে এমন সময়ে উমিচাঁদ বলিয়া বসিলেন যে, তাহাকে ত্রিশলক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার না করিলে তিনি সমস্ত মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া দিবেন। চতুর ক্লাইব হঠিবার লোক ছিলেন না। তিনি দুইখানি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিলেন। যেখানি সত্য তাহাতে উমিচাঁদকে টাকা দিবার কোন কথার উল্লেখ রহিল না; যেখানি কৃত্রিম তাহাতেই উক্ত টাকার কথা লিখিয়া তিনি উমিচাঁদকে বৃথা আশায় আশ্বস্ত করিয়া রাখিলেন। অনন্তর ক্লাইব ১০০০ গোরা, ২০০০ সিপাহী ও ৮টী কামান লইয়া কলিকাতার প্রায় ৭০ মাইল উত্তরে পলাশীর আম্রকাননে উপস্থিত হইলেন। নবাব রণক্ষেত্রে ৩৫,০০০ পদাতিক, ১৫,০০০ আশ্বারোহী ও ৫০টী কামান লইয়া উপস্থিত ছিলেন। নবাব সমস্ত কামান লইয়া ইংরাজসৈন্য আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিতেছে; কাহার জয় হইবে কেহ জানে না, এমন সময় মীরমদন নামক নবাবের একজন সেনাপতি আহত হইলেন। তাহা দেখিয়া নবাবের অত্যন্ত ভয় হইল। এদিকে মীরজাফর

প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকেরা তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে, সেদিনকার মত যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকুক; পরদিন সকলে মিলিয়া ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিলেই হইবে। তরলমতি সিরাজউদ্দৌলা এই কথা বিশ্বাস করিয়া সৈন্যদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। এই আদেশে নবাবের সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল; নবাব স্বয়ং ভীত হইয়া উষ্ট্রে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। ইংরাজেরা অনায়াসে বিজয়ী হইলেন; তখন মীরজাফরের সৈন্য তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং পলাশী হইতে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত বিজেতা-দিগের পথ নিষ্কণ্টক হইল। সিরাজ অল্পদিনের মধ্যেই বন্দী হইয়া মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশের অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন।

মীরজাফর; ১৭৫৭। ১৭৫৭ অব্দের ২৩শে জুন তারিখে পলাশীর যুদ্ধ হয়। এই দিনেই ইতিহাসে এতদ্দেশে ইংরাজ সাম্রাজ্যের জন্মদিবস বলিয়া সচরাচর গৃহীত হয়। ক্লাইব দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সযত্নে সনন্দ গ্রহণ করিয়া মীরজাফরকে মুরশিদাবাদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং তজ্জন্য মীরজাফর ইংরাজদিকে বিস্তর অর্থ দিলেন। হতভাগ্যে উমিচাঁদ কিছুই পাইলেন না। তিনি সেই শোকে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া কিছুদিন পরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। অতঃপর ক্লাইব ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন। *

---

* চব্বিশ পরগণা দান; (১৭৫৭)। নবাবী পাইয়া মীরজাফর চব্বিশ পরগণার জমিদারিস্বত্বও কোম্পানিকে প্রদান করেন। তদনুসারে কোম্পানি নবাবকে নির্দ্ধারিত রাজস্ব প্রদানপূর্ব্বক ঐ জেলার প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৭৫৯ অব্দে সম্রাট চব্বিশ-পরগণার মালিকান স্বত্ব ক্লাইবকে প্রদান করেন। সুতরাং ক্লাইব কোম্পানির জমিদার হইলেন। উত্তরকালে ক্লাইবের এই জায়গীর লইয়া ইংলণ্ডে অনেক কথা উঠে। জায়গীর স্বত্বপ্রযুক্ত ক্লাইব কোম্পানির উপর জমিদারী প্রভুত্ব

ক্লাইব বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণর; ১৭৫৮।

১৭৫৮ অব্দে ডিরেক্টরসভা ক্লাইবকে কোম্পানির বাঙ্গালাদেশীয় যাবতীয় অধিকারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। তখন এদেশে দুইদল সৈন্য ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ করিতেছিল বলিয়াই ক্লাইবকে গবর্ণর নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়। উত্তর-পশ্চিমে সাহজাদা বা সম্রাটপুত্র আলিগহর (ইনি শেষে সম্রাট হইয়া সাহ-আলম উপাধি গ্রহণ করেন) একদল আফগান ও মহারাষ্ট্রা সৈন্য লইয়া অযোধ্যার নবাব উজীরের সাহায্যে বাঙ্গালা প্রদেশে পুনর্ব্বার প্রভুত্বস্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। এদিকে দক্ষিণে লালী ও বুসীর অধান ফরাসী সৈন্যের প্রতাপে মান্দ্রাজে ইংরাজ প্রভুত্ব খর্ব্বীকৃত হইতেছিল। কিন্তু ক্লাইবের নামে দুই দিকেই বিশেষ ফল ফলিল। সাহজাদা ইতিপূর্ব্বে পাটনা অবরোধ করিয়াছিলেন; মীরজাফরও তাঁহাকে অর্থ প্রদান পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত করিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু ক্লাইব কেবল ৪৫০ জন গোরা ও ২,৫০০ জন সিপাহী লইয়া স্বয়ং পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, এবং বিনা যুদ্ধে সমস্ত মোগলসেনা বিদূরিত করিলেন। এই বৎসরেই ক্লাইব, কর্ণেল ফোর্ডকে একদল সৈন্য দিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। ইহারা ফরাসীদিগের নিকট হইতে মসুলীপত্তন পুনরধিকার করিয়া লয়, এবং সমস্ত উত্তরসরকারে ও হায়দারাবাদের রাজসভায় ইংরাজ আধিপত্য সংস্থাপিত করে। অতঃপর অপরাপর ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে কেবল ওলন্দাজেরাই ইংরাজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল। কিন্তু ক্লাইব ইহাদিগকেও আক্রমণ করিয়া জলে স্থলে উভয়তঃ পরাস্ত করিলেন। এই সময় হইতে ইহাদিগের

করিতে পারেন কি না, তৎসম্বন্ধেও অনেক তর্ক বিতর্ক হয় (১৭৬৪)। ইহার পর যখন ১৭৬৫ অব্দে ২৩শে জুন ক্লাইব বঙ্গালায় পুনরাগমন করেন, তখন তিনি এই জায়গীর দশ বৎসরের নিমিত্ত ভোগ করিবেন ও তৎপরে ইহা চিরকালের মত কোম্পানির হইবে এই মর্ম্মে লেখা পড়া হয়।

চুঁচুড়ার উপনিবেশ কেবল ইংরাজদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া রহিল।

বিশৃঙ্খলা ; ১৭৬০-১৭৬৮। ১৭৬০ হইতে ১৭৬৫ পর্য্যন্ত ক্লাইব ইংলণ্ডে অবস্থিতি করেন এবং ভান্‌সিটার্ট সাহেব বাঙ্গালার গবর্ণর হন। এদেশ হইতে যাইবার কালে ক্লাইব কোন রীতি-মত শাসন-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া যান নাই। মীরজাফরও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য লোক ছিলেন, অথচ তাঁহার অত্যাচারের ইয়ত্তা ছিল না। বস্তুতঃ ইংরাজেরা রক্ষা না করিলে তিনি কখনও দীর্ঘকাল নবাবী ভোগ করিতে পারিতেন না। ১৭৬১ অব্দে ইংরাজেরা মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তদীয় জামাতা মীর-কাশিমকে সিংহাসন প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত ও লাভকর বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তজ্জন্য ইঁহারা নিজে নিজে অপ্রকাশ্যে অনেক উৎকোচ লইলেন এবং কোম্পানির নিমিত্ত বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম প্রদেশ লাভ করিলেন।

মীরকাশিমের সহিত বিবাদ ; ১৭৬৩। মীরকাশিম নবাব হইয়া দেখিলেন, ইংরাজদিগকে দূর করিতে না পারিলে তাঁহার রাজত্ব বৃথা ; কারণ ইংরাজেরাই দেশের প্রকৃত রাজা, তাঁহার স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি মুরশিদাবাদ ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতটবর্ত্তী সুদৃঢ়সংস্থিত মুঙ্গের নগরে বাস করিয়া তথায় ইয়ুরোপীয় অনুকরণে একদল সৈন্য সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন এবং ইংরাজদিগের সহিত বিবাদ করিবার নিমিত্ত অযোধ্যার নবাব উজীরের সহিত ষড়্‌যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি বিবাদ করিবার বিলক্ষণ ছলও পাইলেন। পাতসাহের আদেশে ইংরাজ কোম্পানিকে বাণিজ্যার্থ কোনরূপ শুল্ক দিতে হইত না ; শুদ্ধ বার্ষিক একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা দিয়া শুল্কদান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইত। তৎকালে কোম্পানির ভৃত্যগণও স্ব স্ব লাভের জন্য ব্যবসা চালাইতেন এবং শুল্কদান হইতে অব্যা-

হৃতি পাইবার জন্য আপনাদের নৌকায় কোম্পানির নিশান উড়াইয়া দিতেন। কেবল ইঁহারা নহেন, ইঁহাদের দেশীয় কর্ম্মচারীরাও এরূপ অবৈধ উপায়ে শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতেন। মীরকাশিম এই অন্যায়াচরণ নিবারণ করিবার নিমিত্ত অনেকবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; সুতরাং ইংরাজ কোম্পানি ও কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের লাভ বন্ধ করিবার জন্য তিনি আদেশ দিলেন যে, কি দেশী, কি বিদেশী, কাহাকেও বাণিজ্যের নিমিত্ত শুল্ক দিতে হইবে না। এই আদেশে অপরেও শুল্কদান হইতে অব্যাহতি পাইল বলিয়া কোম্পানি ও কোম্পানির ভৃত্যবর্গের লাভের সম্ভাবনা অল্প হইল, এবং তাঁহারা মীরকাশিমকে পদচ্যুত ও মীরজাফরকে পুনর্ব্বার নবাব করিতে মনস্থ করিলেন। গবর্ণর ভান্সিটার্ট ও ওয়ারেণ হেষ্টিংশ (ইনি তখন কৌন্সিলের একজন অধস্তন সভ্য ছিলেন) বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

বাঙ্গালার পুনর্জয়; ১৭৬৪। রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর মীরকাশিম আর অধিক কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্যবৃন্দ গড়িয়া ও উধুয়ানালা নামক স্থানদ্বয়ে মেজর এডাম্‌স্‌ কর্ত্তৃক পরাভূত হইল (১৭৬৩)। পাটনায় ইংরাজপক্ষের দুই সহস্র সিপাহী ও প্রায় ২০০ গোরা তাঁহার আদেশে অতি নৃশংসরূপে নিহত হইল,* এবং তিনি স্বয়ং অযোধ্যার

* মীর কাশিম প্রথমতঃ তাঁহার সিপাহীদিগকে আদেশ দেন যে, ইংরাজ সৈন্যকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলুক। সিপাহীরা একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করে। তাহারা বলে যে, "তাহারা যোদ্ধা, ঘাতুক নহে। নবাব ইংরাজ সৈন্যকে কারামুক্ত করিয়া, অস্ত্র শস্ত্র দিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার আদেশে নিরস্ত্র বন্দীর উপর গুলি চালাইতে পারে না।" অবশেষে ওয়াল্টার রেণহার্ড নামক একজন ইয়ুরোপীয় নবাবের আদেশ পালন

নবাব উজীরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নবাব উজীর তাঁহাকে ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না; সুতরাং আরও কিছুকাল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। পাটনা পূর্ব্বেই ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু দিল্লীশ্বর সাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব উজীর স্ব স্ব সেনাবল একত্র করিয়া ঐ নগর পুনর্ব্বার অবরোধের উদ্যোগ করিলেন। এদিকে ইংরাজশিবিরে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। মেজর (পরে সার হেক্টর) মন্রো ২৪ জন প্রধান বিদ্রোহীকে কামানে উড়াইয়া দিয়া ইহা প্রশমিত করিলেন। ১৭৬৮ অব্দে মেজর মন্রো বক্সারের যুদ্ধে সম্রাট ও উজীরকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। অযোধ্যা প্রদেশ ইংরাজদিগের পদানত হইল এবং মোগলসম্রাট্ অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া ইংরাজ শিবিরে উপনীত হইলেন। মীরকাশিম পলায়ন পূর্ব্বক রোহিলখণ্ডে গমন করিলেন। তথায় কিছুকাল পরে তিনি নিতান্ত দরিদ্র দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

ক্লাইবের দ্বিতীয়বার শাসনকর্তৃত্ব; ১৭৬৫-১৭৬৭। এই সমস্ত গোলযোগের কথা ইংলণ্ডে ডিরেক্টারদিগের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা ১৭৬৫ অব্দে ক্লাইবকে (তিনি তখন আয়লণ্ড দেশীয় সম্ভ্রান্ত পদবীস্থ ব্যারণ ক্লাইব অব পলাশী উপাধি পাইয়াছেন) বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়া দ্বিতীয়বার কলিকাতায় পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া যে শাসননীতি অবলম্বন করিলেন,

---

করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই লোকটি অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির; ইহার অনুচরেরা ইহাকে "সম্বর" নামে ডাকিত; এদেশীয় লোকের মুখে ঐ কথাটা "সমরু" রূপে পরিণত হইয়াছিল। সমরু ও তদীয় অনুচরগণ অল্পক্ষণের মধ্যেই নবাবের আদেশ মত সমস্ত ইংরাজসেনা নিহত করিল। মীর কাশিমের পতন হইলে সমরু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পলাইয়া যায় এবং তত্রত্য বিশৃঙ্খলার সুযোগে সার্দ্ধানা নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। সমরু ও তদীয় মুসলমান সহধর্ম্মিণী বেগম সমরু মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সময় বিলক্ষণ গণ্য মান্য লোক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

তাহাতে দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। প্রথমতঃ, তিনি মোগল সম্রাটের নিকট হইতে দেওয়ানী গ্রহণচ্ছলে প্রকৃত-পক্ষে সমস্ত শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করেন; দ্বিতীয়তঃ, অন্যায় লাভ বন্ধ করিয়াও যথাসঙ্গত বেতন দিয়া কোম্পানির ভৃত্যগণকর্ত্তৃক উৎকোচগ্রহণাদি নিবারণ করেন।

বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভ; ১৭৬৫। ক্লাইব এদেশে আসিয়া শীঘ্রই এলাহাবাদে গমন করিলেন। নবাব উজীর যুদ্ধের ব্যয়পূরণার্থ ৫০ লক্ষ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া অযোধ্যা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন; দোয়াবের অন্তর্গত এলাহাবাদ ও কড়া নামক প্রদেশদ্বয় সম্রাট সাহ আলমকে প্রদত্ত হইল এবং সাহ আলম ইহার বিনিময়ে কোম্পানিকে বাঙ্গালা ও বিহারের দেওয়ানী বা কর আদায়ের স্বত্ব এবং উত্তরসরকারের শাসনভার প্রদান করিলেন। কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহ ইংরাজদিগের অনুগত ছিলেন; পাতসাহ ও অযোধ্যার নবাব তাঁহাকে ঐ প্রদেশের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। ক্লাইবের দ্বিতীয়বার আসিবার কিছু পূর্ব্বেই মীরজাফরের মৃত্যু হইয়াছিল। তৎপুত্র নাজিম উদ্দৌলা ইংরাজ-কর্ম্মচারীদিগকে উৎকোচ দিয়া নবাবী পাইলেন। ইনি ইংরাজদিগের নিকট হইতে বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত সাহ আলমকে ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে হইত। এই সময় হইতে বাঙ্গালার শাসনকার্য্য কতক ইংরাজদিগের ও কতক নবাবের অধীনে চলিতে লাগিল; ইংরাজেরা সমস্ত করগ্রহণপূর্ব্বক সৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন ও নবাবের হস্তে ফৌজদারী ও অন্যান্য বিচার ভার ন্যস্ত হইল। অর্থাৎ কোম্পানি দেওয়ান ও নবাব নাজিম হইলেন।

কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের উৎকোচগ্রহণ ও বাণিজ্য নিবারণ; ১৭৬৬। ক্লাইবের দ্বিতীয় মহৎকার্য্য

কোম্পানির ভৃত্যদিগের উৎকোচ গ্রহণাদি নিবারণ। এই সময়ে কি সৈনিক, কি অপর কর্ম্মচারী সকলেই উৎকোচ গ্রহণাদি দোষে কলঙ্কিত ছিলেন। ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বেতন এত কম ছিল যে, তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হইত না। কিন্তু নিজে নিজে বাণিজ্য করিয়া ও এতদ্দেশীয় রাজাদিগের নিকট উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া ইহাদিগের আয় বেতনের শতগুণ বৃদ্ধি হইলেও কেহ আপত্তি করিত না। প্রায় ২০০ সৈনিক কর্ম্মচারীর বিদ্রোহ এবং অপরাপর কর্ম্মচারীদিগের বাধা সত্ত্বেও ক্লাইব সংশোধনক্রিয়া সুসম্পন্ন করিলেন। কর্ম্মচারীদিগের নিজ নিজ লাভের জন্য বাণিজ্য করা এবং উপঢৌকন-গ্রহণ নিষিদ্ধ হইল। ক্লাইব লবণের একচেটিয়া ব্যবসায়ের লাভাংশ হইতে পদমর্য্যাদানুসারে কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু ডিরেক্টারেরা এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না।

ভেরেলষ্ট ও কার্টিয়ার; ১৭৬৭-১৭৭২। ১৭৬৭ অব্দে লর্ড ক্লাইব চিরদিনের মত এদেশ পরিত্যাগ করিলেন। ভারতবর্ষে তিনি লোকের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন, লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন, এই সকল কথা তুলিয়া তাঁহার শত্রুগণ পার্লিয়ামেণ্ট সভায় তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করে। বিচারে ক্লাইব রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পান; কিন্তু তাঁহার মনে এত কষ্ট হয় যে, তিনি কিয়ৎকাল পরে আত্মহত্যাপূর্ব্বক ইহধাম ত্যাগ করিয়া যান। ক্লাইব এদেশ পরিত্যাগ করিলে ভেরেলষ্ট ১৭৬৭ হইতে ১৭৬৯, এবং কার্টিয়ার ১৭৬৯ হইতে ১৭৭২ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার গবর্ণরী করেন। এই কালের মধ্যে ১৭৭০ অব্দের ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ব্যতীত বাঙ্গালায় বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। এই দুর্ভিক্ষ বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে হইয়াছিল বলিয়া এদেশে ছিয়াত্তরে মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ। শাসনকর্ম্মচারীদিগের প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় যে, ছিয়াত্তরে মন্বন্তরে বাঙ্গালার জনসংখ্যার তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে

মহীশূরাধিপতি হায়দর আলির সহিত বিবাদ করিয়া ইংরাজেরা অত্যন্ত বিপন্ন হন। নিম্নে এই ঘটনার সবিস্তার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(৩) মহীশূর যুদ্ধ।

হায়দর আলি। ইহার পিতামহ একজন পঞ্জাব দেশীয় ফকির এবং পিতা একজন সাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলেন। ইনি প্রথমে ফরাসীদিগের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন ও কিছু কাল পরে মহীশূরের হিন্দুরাজার * অধিকারস্থ দিন্দিগল প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে উত্তরোত্তর হায়দরের বলবৃদ্ধি হইতে থাকে। অবশেষে তিনি মহীশূরের হিন্দু রাজ কৃষ্ণরায়কে অপসারিত করিয়া (১৭৬১) তথাকার স্বাধীন রাজা হন। ১৭৬৪-৬৫ খ্রীঃ অব্দে পেশোয়া মাধবরাওএর শাসনকালে হায়দর মহারাষ্ট্রাদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাহাদিগকে রাজ্যের কিয়দংশ ও নগদ ৩২ বত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান পূর্ব্বক নিষ্কৃতিলাভ করেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি কার্ণাটক প্রদেশ অধিকার পূর্ব্বক (১৭৬৬) ইংরাজগণের ভয়ের কারণ হইয়া উঠেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর, নিজাম ও মহারাষ্ট্রাদিগের সহিত মিলিত হইয়া হায়দরের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। কিন্তু চতুর হায়দর নিজাম ও মহারাষ্ট্র দিগকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করেন। মহারাষ্ট্রারা যুদ্ধ না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং নিজাম প্রকাশ্যভাবে হায়দরের সহিত যোগ

---

* মহীশূর কখনও মুসলমানদিগের অধীন হয় নাই। ইহা পূর্ব্বে বিজয় নগরের অধীন ছিল; বিজয় নগরের পতন হইলে যাদববংশীয় রাজপুত্রেরা মহীশূরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করেন। শ্রীরঙ্গপত্তন তাঁহাদের রাজধানী ছিল। ১৭৩০ অব্দে যাদব বংশের পতন হইলে ভূতপূর্ব্ব রাজবংশীয় কৃষ্ণরাজ সিংহাসন গ্রহণ করেন। কৃষ্ণরায়ের মন্ত্রী নন্দরাজ মহীশূরের একজন বিখ্যাত লোক। হায়দর আলি প্রথমে নন্দরাজের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন।

দেন। সুতরাং কেবল ইংরাজদিগকেই হায়দরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

মহাশূরের প্রথম যুদ্ধ। ১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ণেল স্মিথকে একদল সৈন্যসহ হায়দরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। চঙ্গামা-নামক স্থানে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে ইংরাজেরা জয়লাভ করেন। ১৭৬৮ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজেরা নিজামকে প্রতিফল দিবার মানসে তাঁহার রাজ্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। সুতরাং নিজাম ভীত হইয়া হায়দরের পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ইংরাজগণের সহিত মিলিত হন। কিন্তু ইহাতে হায়দর কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বরং দ্বিগুণ সাহসে ইংরাজদিগকে নানাস্থানে বিপন্ন করিয়া তুলেন। পরিশেষে ১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চমাসে তিনি কৌশলক্রমে কর্ণেল স্মিথকে বহুদূরে রাখিয়া হঠাৎ মান্দ্রাজের দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ইহাতে মান্দ্রাজনগরের ইংরাজেরা অনন্যোপায় হইয়া হায়দরের মনোমত সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এই সন্ধিদ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, উভয় পক্ষ উভয়ের যে যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন এবং এক পক্ষের বিপদে অন্যে সাহায্য করিবেন।

(৪) কোম্পানির রাজত্ব; হেষ্টিংশ হইতে ওয়েলেশলি পর্য্যন্ত; ১৭৭২-১৮০৫।

বাঙ্গালার দ্বিবিধ শাসন প্রথা; ১৭৬৭-১৭৭২।

লর্ড ক্লাইব এদেশ হইতে যাইবার কালে বাঙ্গালার যে শাসন প্রথা রাখিয়া যান, তাহাতে রাজস্বসংক্রান্ত ক্ষমতা কোম্পানির হস্তে এবং ফৌজদারী ও সর্ব্বপ্রকার বিচারক্ষমতা নবাবের হস্তে থাকে।

কিন্তু ইহাতে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ভিন্ন কোন সুবিধা হয় নাই। এই অসুবিধার প্রতিকার মানসে ইংলণ্ডের ডিরেক্টার সভা (অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অংশীদারদিগের হিতার্থ কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা) ওয়ারেণ হেষ্টিংশকে গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন। ইনি কোম্পানির একজন পরীক্ষিত কর্ম্মচারী। বুদ্ধিমত্তা, ন্যায়পরতা ও এদেশীয় লোকের রীতিনীতি জ্ঞান সকল বিষয়েই হেষ্টিংশের খ্যাতি ছিল। পূর্ব্ব হইতেই এদেশের শাসন সম্বন্ধে ডিরেক্টারেরা মনে মনে কতকগুলি উপায় স্থির করিয়া রাখিয়া ছিলেন। তাঁহারা প্রকৃত দেওয়ানের ন্যায় স্বকীয় কর্ম্মচারী দ্বারা রাজস্ব আদায় করিয়া তৎসংক্রান্ত সমস্ত বিধিব্যবস্থা আপনারা চালাইবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এক্ষণে হেষ্টিংশের নিয়োগ কালে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, তৎসমুদয় কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

১। **ওয়ারেণ হেষ্টিংশ; ১৭৭২—১৭৮৫।** ক্লাইব বাঙ্গালায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান এবং হেষ্টিংশ সেই সাম্রাজ্যের সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। নানাকারণে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাধা হয়। তন্মধ্যে এদেশীয় রাজাদিগের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ, বিলাতে ডিরেক্টারদিগের ধনতৃষ্ণা এবং ফ্রান্সিস্ ও তৎপক্ষাবলম্বী অপর কয়েকজন কৌন্সিলের সভ্যের সহিত বিবাদ প্রধান। হেষ্টিংশ বিপদে ধীর, রাজনীতিকুশল ও অসাধারণ পরিশ্রমী ছিলেন। কি উপায়ে ইংরাজকর্ম্মচারী দ্বারা দেশের অভ্যন্তরভাগ শাসিত হইতে পারে, ইহা তাঁহারই সময়ে প্রথম পরীক্ষিত হয়; এবং তিনিই স্থানে স্থানে বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ও পুলিশ বিভাগের সৃষ্টি করিয়া যান।

রাজস্বসংগ্রহের ব্যবস্থা। হেষ্টিংশ ১৭৭২ খৃঃ অব্দে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য সমগ্র বাঙ্গালা প্রদেশ ১৮টি এবং বিহার প্রদেশ ৪টী জেলায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক জেলায় কর

সংগ্রহের নিমিত্ত এক একজন কালেক্টর নিযুক্ত করিলেন। বিচার-কার্য্যের সুবিধার জন্য ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কালেক্টরেরা দেওয়ানী এবং কাজী ও মুফ্‌তিগণ ফৌজদারী আদালতের বিচারভার প্রাপ্ত হইলেন। আপিল শুনিবার জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত নামক একটী প্রধান বিচারালয় স্থাপিত হইল। ধনাগারাদি মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল। তখন জমিদারদিগের সহিত কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না; প্রতি পঞ্চমবর্ষে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর দিতে সম্মত হইতেন, তাঁহার নিকট জমিদারির ইজারা বন্দোবস্ত হইত। ইজারদারগণ স্ব স্ব ইজারাকালের মধ্যে যতদূর পারিতেন প্রজাপীড়ন করিয়া ধনসংগ্রহ করিতেন। এদিকে কালেক্টরেরাও স্ব স্ব কাজ তত ভাল বুঝিতেন না। এই সমস্ত কারণে ইংরাজ রাজত্বের প্রথম কয়েকবর্ষে বাঙ্গালার প্রজাদিগের প্রতি অনেক অত্যাচার হইয়াছিল।

রেগুলেটিং এক্‌ট্‌। ১৭৭২ হইতে ১৭৭৩ পর্য্যন্ত হেষ্টিংশ কেবল বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, এবং শেষোক্ত সময় হইতে ১৭৮৫ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারলের কার্য্য করেন। গবর্ণর জেনারল একটী মন্ত্রিসভার অধিপতি। তাঁহার এবং মন্ত্রিগণের পদ ১৭৭২ অব্দের "রেগুলেটিং এক্ট" (সুশৃঙ্খলা স্থাপনার্থ ব্যবস্থা) নামে বিখ্যাত পার্লিয়ামেণ্টের এক ব্যবস্থাবলে সৃষ্ট হয়। ইহার প্রধান নিয়মগুলি এই,—(১) বাঙ্গালার গবর্ণর ভারতের গবর্ণর জেনারল হইবেন, এবং তিনি বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা বেতন পাইবেন। তাঁহার সভায় ৪ জন মন্ত্রী থাকিবেন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণর, গবর্ণরজেনারল ও এই মন্ত্রিসভার অধীন হইবেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বার্ষিক বেতন একলক্ষ টাকা। (২) কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্ট নামে একটী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাতে একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন পিউনি (অধস্তন) জজ থাকিবেন। (৩) কোম্পানির শাসনসংক্রান্ত

কার্য্যাবলী সময়ে সময়ে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার গোচর করিতে হইবে। (৪) কোম্পানির কর্ম্মচারীরা উৎকোচাদি গ্রহণ ও বাণিজ্য করিতে পারিবেন না। এই আইনের বলে ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণ সর্ব্বপ্রথম কোম্পানির শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ আরম্ভ করেন

কৌন্সিলের সদস্যদিগের সহিত হেষ্টিংশের বিবাদ। গবর্ণর জেনারলের কৌন্সিলে প্রথমে যে চারিজন সভ্য নিযুক্ত হন, তাঁহাদের নাম বারওয়েল, ক্লেভারিং, মনসন ও ফ্রান্সিস্। ইঁহাদের মধ্যে বারওয়েল হেষ্টিংশের অনুকূল এবং অপর তিনজন তাঁহার প্রতিকূল ছিলেন সুতরাং প্রথমতঃ হেষ্টিংশকে ইঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ নিবন্ধন অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। শেষে মনসনের মৃত্যু হইলে (১৭৭৬) ইঁহারা হেষ্টিংশকে আর অপদস্থ করিতে পারিলেন না। ফ্রান্সিস্ ও হেষ্টিংশের মধ্যে এমন বিষম শত্রুতা জন্মিয়াছিল যে, একদা তাঁহারা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া পরস্পরের প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই জন্যই শেষে ফ্রান্সিস ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিয়া বার্ক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাগ্মীর নিকট হেষ্টিংশের অত্যাচারের কথা প্রকাশ করেন, এবং তাঁহাদিগের সাহায্যে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় হেষ্টিংশের নামে অভিযোগ করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করেন।

নন্দকুমার। ফ্রান্সিস প্রমুখ তিনজন সদস্যের প্রতিযোগিতায় হেষ্টিংশকে সর্ব্বদা অপদস্থ হইতে হইত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস হইয়াছিল যে গবর্ণর জেনারলের কোন ক্ষমতা নাই। এই বিশ্বাসে কলিকাতার ব্রাহ্মণবংশীয় প্রধান জমিদার মহারাজ নন্দ-কুমার হেষ্টিংশের নামে এই অভিযোগ করেন যে, তাঁহার পুত্র গুরুদাস ও মণিবেগম নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের নবাব সরকারে কর্ম্মলাভের জন্য হেষ্টিংশ তিন লক্ষ টাকা উৎকোচ লইয়াছেন। কৌন্সিলের সদস্যেরা হেষ্টিংশকে তাঁহার আয় ব্যয়ের হিসাব দেখাইতে বলিলেন, কিন্তু হেষ্টিংশ তাহাতে সম্মত হইলেন

না, বরং নন্দকুমার জাল করিয়াছেন বলিয়া মোহন প্রসাদ নামক এক ব্যক্তি দ্বারা সুপ্রীমকোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করাইলেন। তৎকালে ইংলণ্ডের প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে কেহ জাল করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত ; কিন্তু ভারতবর্ষে ঐ অপরাধে ওরূপ গুরু-দণ্ড হইত না। তথাপ প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পি নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম দিলেন (১৭৭৫)। নন্দকুমার ক্ষমতাশালী লোক, সিরাজ উদ্দৌলার আমলে তিনি হুগলির ফৌজদার ছিলেন ; তখন ইংরাজেরা তাঁহার নিকট নানারূপে উপকৃতও হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি ব্রাহ্মণ, ইতিপূর্ব্বে কালকাতায় কখনও কোন ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হয় নাই, সুতরাং নন্দকুমারের ফাঁসিতে হিন্দুসমাজ যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়াছিল।

হেষ্টিংশ বঙ্গদেশে কোম্পানির লাভের উপায় করিলেন। ডিরেক্টার সভা সর্ব্বদা অর্থ আহরণের জন্য ব্যস্ত হইতেন বলিয়া হেষ্টিংশকে কতিপয় অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। নিম্নে তাহার কয়েকটির বিবরণ লিখিত হইল। তিনি প্রথমতঃ ক্লাইব-প্রবর্ত্তিত দ্বিবিধ শাসন প্রথা উঠাইয়া দিবার সময়ে নবাবের বৃত্তি কাটিয়া অর্দ্ধেক করিলেন। এই উপায়ে বৎসর বৎসর প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা বাঁচিতে লাগিল। এই কার্য্যের সমর্থনার্থ এরূপ বলা যাইতে পারে যে উপাধিমাত্রসার নবাব তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন ; সুতরাং প্রভূত বৃত্তিভোগের কোন প্রতিদান করিতে পারিতেন না। ইতঃপূর্ব্বে ১৭৬৫ অব্দে যখন মীরজাফরের পুত্র নাজিম উদ্দৌলা সিংহাসনারোহণ করেন, তখন ক্লাইব তাঁহার বৃত্তি কমাইয়া ৫৩ লক্ষ টাকা করেন। ১৭৬৯ অব্দে আর এক নূতন নবাবের অভিষেক কালে উক্ত বৃত্তির আরও হ্রাস হইয়া ৩৫ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে নবাবের বৃত্তি ব্যক্তিগত ও হ্রাসবৃদ্ধিশীল ছিল। বিশেষতঃ হেষ্টিংশের শাসনকর্তৃত্বগ্রহণের ছয় মাস পূর্ব্বে ডিরেক্টরেরা উক্ত অল্পবয়স্ক নবাবের বৃত্তি আরও হ্রাস করিতে স্পষ্ট আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

হেষ্টিংশ দিল্লীশ্বরের প্রাপ্য কর বন্ধ করিলেন; ১৭৭৩। বাঙ্গালায় দেওয়ানী লাভের জন্য ক্লাইব দিল্লীশ্বরকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে সম্মত হন। এক্ষণে হেষ্টিংশ তাহা বন্ধ করিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সম্রাট ইংরাজ আশ্রয় ত্যাগপূর্ব্বক এলাহাবাদ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং দিল্লীতে মহারাট্টাদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন। হেষ্টিংশ বলিতে লাগিলেন যে, "সম্রাট এক্ষণে স্বাধীন নহেন, সুতরাং তাঁহার নামে উত্তরভারতবর্ষে মহারাট্টাদিগকে অর্থপ্রদান করা স্বপদে কুঠারাঘাত মাত্র; কারণ স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অচিরে ইংরাজদিগের সহিত মহারাট্টাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইবে।" এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি সাক্ষিগোপাল সম্রাট, অথবা তদীয় মহারাট্ট'রক্ষকদিগকে উক্ত ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন।

এলাহাবাদ ও কড়াপ্রদেশের বিক্রয়; ১৭৭৩—১৭৭৪। ১৭৬৫ অব্দে কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানী গ্রহণ সময়ে এলাহাবাদ ও কড়াপ্রদেশ সম্রাট সাহ আলমকে প্রদত্ত হয়। সম্রাট এক্ষণে উক্ত প্রদেশদ্বয় তাঁহার মহারাট্টা-প্রভুদিগকে অর্পণ করিলেন। কিন্তু হেষ্টিংশ বলিলেন যে, সম্রাটের এবংবিধ আচরণে উক্ত প্রদেশদ্বয়ে তাঁহার স্বত্ব নষ্ট হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি উহা অযোধ্যার নবাব উজীরের নিকট বিক্রয় করিলেন। এ কার্য্য দ্বারা কোম্পানি ৫০ লক্ষ টাকা হস্তগত করিলেন। বিক্রয়কালীন বন্দোবস্ত মধ্যে ইহাও স্থির হইল যে, রোহিলা আফগানদিগকে দমন করিবার জন্য ইংরাজ-সৈন্য দ্বারা নবাব উজীরের সাহায্য করা হইবে। রোহিলারা ১৭৬১ অব্দে আহ্মদসাহের সর্ব্বনাশকর আক্রমণের সময় হইতে রোহিলখণ্ড নামক এক বিস্তীর্ণ প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এক্ষণে বিবাদ উপস্থিতহইলে,ইহারা অকুতোভয়ে সমরে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু ইংরাজ-সাহায্যবলে অযোধ্যার নবাব অতি নৃশংসভাবে ইহাদিগকে পরাভূত করিলেন। এই সমস্ত উপায়ে হেষ্টিংশ কোম্পানির প্রায় দুই কোটি টাকা লাভ করিলেন।

চৈৎসিংহ * ও অযোধ্যার বেগমদিগের ধন-লুণ্ঠন ;—১৭৮০। কাশীরাজ চৈৎসিংহ ইংরাজদিগকে বার্ষিক সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা কর দিতেন। তিনি নানারূপে ইংরাজ-দিগের নিকট উপকৃত হইয়াছিলেন। হায়দর আলি ও মহারাট্টা-দিগের সহিত যুদ্ধে ইংরাজেরা বড় অর্থ কষ্টে পড়িয়াছিলেন। ইহার ভার লাঘবের জন্য হেষ্টিংশ চৈৎসিংহকে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর দিতে বলিলেন। চৈৎসিংহ দুই বৎসর এই কর দিয়া পরে অসঙ্গতি বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক আপত্তি করিলেন। অতঃপর তিনি ইংরাজ শত্রুদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন, এই অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ না থাকিলেও ইংরাজেরা তাঁহাকে বন্দী করিলেন (১৭৮০); কিন্তু তিনি পলায়ন করিয়া বিদ্রোহী হইলেন। চৈৎসিংহের পরাজয়ের পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর প্রদান করিতে স্বীকার করিয়া কাশীরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তাঁহার

* কাশী প্রদেশ অযোধ্যার নবাবের অধীন ছিল। নবাব কাশীরাজ বলবন্ত সিংহের ক্ষমতা হ্রাস করিবার চেষ্টা করায় তিনি ১৭৬৪ অব্দে ইংরাজ-পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক নবাবকে অপদস্থ করেন। বক্সারের যুদ্ধান্তে নবাবের সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হয়, তাহাতে ইংরাজদিগের প্রযত্নে বলবন্তের কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে নাই। ১৭৭০ অব্দে বলবন্তের মৃত্যু হইলে নবাব তদীয় বংশধরদিগকে কাশীরাজ্য হইতে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইংরাজেরা তাহাতে বাধা দিয়া বলবন্তের পুত্র চৈৎসিংহকে কাশীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। চৈৎসিংহ নবাবকে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক কর দিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু নিয়ম হইল যে, অতঃপর আর কখনও কর বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। ১৭৭৪ অব্দে নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র আসফউদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হয়, তদ্দারা কাশীরাজ্যের উপর আধিপত্য ইংরাজ-হস্তে আসিয়া পড়ে। কাশীরাজ এক্ষণ অবধি নবাবের পরিবর্ত্তে ইংরাজদিগকে কর দিতে লাগিলেন; অন্যান্য বিষয়ে পূর্ব্ববৎ স্বাধীন রহিলেন। তিনি স্বাধীন রাজার ন্যায় স্বনামে মুদ্রা পর্য্যন্ত চালাইতে পারিতেন।

পুত্র আসফউদ্দৌলা হেষ্টিংশকে জানাইলেন যে, তাঁহার মাতার হস্তে যে টাকা আছে, তাহা না পাইলে তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ঋণ শোধ করিতে পারেন না। বারাণসী প্রদেশ কোম্পানির হস্তে দিবার সময় নবাব নিজ ব্যয়ে একদল ইংরাজসেনা পোষণ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ঐ সৈন্য রক্ষার ব্যয় প্রতি বৎসর বাকী পড়ায় ঋণ ক্রমে অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হেষ্টিংশ এমন সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না। কাশীরাজকে বিদ্রোহকালে সাহায্য করিয়াছেন এই বলিয়া, অযোধ্যার বেগম বা রাজমাতার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইল। বেগম প্রাণপণে বাধা দিতে লাগিলেন। তথাপি তাঁহার ও তৎপরিবারস্থ খোজাগণের উপর অতিশয় নিষ্ঠুরাচরণ পূর্ব্বক প্রায় এক কোটি টাকা আদায় করা হইল।

ইংলণ্ডে হেষ্টিংশের বিচার, ১৭৮৮-১৭৯৫।

হেষ্টিংশের এই সকল অত্যাচারের কথা ডিরেক্টরদিগের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে হেষ্টিংশ বিরক্ত হইয়া কার্য্যত্যাগপূর্ব্বক ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন (১৭৮৫)। হেষ্টিংশ ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিলে উক্ত অত্যাচার সমূহের নিমিত্ত "হাউস অব কমন্স" অর্থাৎ পার্লিয়ামেণ্টের সাধারণ সভা ১৭৮৬ অব্দে তাঁহার নামে অভিযোগ করিলেন। "হাউস অব লর্ডস" ধীরভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিচার ক্রমাগত সাত বৎসর (১৭৮৮—১৭৯৫) চলিতে থাকে। বিচারাবসানে হেষ্টিংশ নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হন। আত্মসমর্থনের জন্য হেষ্টিংশ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং বিচারান্তে তাঁহাকে ডিরেক্টারদিগের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল; তাঁহারাও মুক্তহস্তে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন।

প্রথম মহারাট্টা যুদ্ধ; ১৭৭৬-১৭৮২। হেষ্টিংশের শাসনকালে দুইটি প্রধান যুদ্ধ হয়;—এক্ষণে তাহাদের বিবরণ লিখিত হইতেছে। ১৭৭৫ অব্দে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সুরাট নগরে

এক সন্ধিপত্রে আবদ্ধ হন। এতদ্দ্বারা পেশওয়াপদপ্রার্থী রঘুনাথ রাও (রাঘব) ইংরাজ সাহায্যে পুণার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহাদিগকে পুরস্কারস্বরূপ সালসেট ও বাসীন নামক দুইটি স্থান প্রদান করিবেন বলিয়া স্বীকার করেন। মহারাষ্ট্রীরা অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পেশওয়া মাধবরাও নারায়ণের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই যুদ্ধ প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধ নামে অভিহিত। বরদার নিকটবর্ত্তী আরস নামক স্থানে মহারাষ্ট্রগণ ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। শেষে পুরন্দর নামক স্থানে ১৭৭৬ অব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হইল যে, ইংরাজেরা রাঘবের পক্ষ পরিত্যাগ করিবেন এবং সালসেট্ দ্বীপ প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু ডিরেক্টার সভা পুরন্দরের সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া সুরাটের সন্ধি অনুসারেই কার্য্য করিবার আদেশ দিলেন। সুতরাং আবার যুদ্ধারম্ভ হইল (১৭৭৮)। এই সময়ে মনসনের মৃত্যু ও ফ্রান্সিসের ইংলণ্ডে প্রতিগমন হেতু হেষ্টিংস অনেকটা স্বাধীন হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালার সমস্ত সৈন্যদল প্রেরণ-পূর্ব্বক বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে লাগিলেন। কর্ণেল গডার্ড নামক তাঁহার এক অত্যুৎকৃষ্ট সৈনিক কর্ম্মচারী বাঙ্গালা হইতে স্থলপথে বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিয়া একরূপ বিনাযুদ্ধে গুজরাট উপদ্বীপ জয় করিলেন। কাপ্তেন পপ্হাম নামক অপর একজন সেনাপতি সিন্ধিয়ার অধিকারস্থ গোয়ালিয়রের গিরিদুর্গ অধিকার করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে বোম্বাইএর ইংরাজসৈন্য মহারাষ্ট্রদিগের বলাধিক্যবশতঃ বিপন্ন হইয়া, ১৭৭৯ অব্দে বর্গাম নামক স্থানে আত্মসমর্পণ করে। বঙ্গীয় সৈন্যের বীরত্ব প্রভায় এ অপমানের অপনোদন হইল বটে, কিন্তু ১৭৮১ অব্দ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ১৭৮১ অব্দে সালবাই নগরের সন্ধি দ্বারা যুদ্ধের অবসান হয়। তদ্দ্বারা পূর্ব্বে যাহার যে স্বত্ব ছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহাই বজায় রহিল। রাঘব বৃত্তি গ্রহণানন্তর অপসারিত হইলেন, মহারাষ্ট্রীরা গুজরাট প্রদেশ পুনঃপ্রাপ্ত

হইল; কেবল সালসেট্, এলিফাণ্টা ও বাসীন ইংরাজেরা স্বহস্তে রাখিলেন।

মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধ; ১৭৮০-১৭৮৪। ১৭৬৯

অব্দের সন্ধির পর মহারাট্টারা হায়দর আলির রাজ্য আক্রমণ করিলে, তিনি সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাজদিগের সাহায্যপ্রার্থী হন। কিন্তু ইংরাজেরা তাঁহার কোনরূপ সহায়তা করেন নাই; সুতরাং হায়দর বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিয়া মহারাট্টাদিগের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করেন এবং ইংরাজদিগের উপর জাত-ক্রোধ হন। এই সময়ে ইংরাজদিগের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। ইংরাজেরা মহীশূর দেশস্থ ফরাসীদিগের অধিকৃত মাহী আক্রমণ করিলে হায়দর তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা তাহা শুনিলেন না দেখিয়া, হায়দর আলির সেনাগণ অনিবার্য্যবেগে কর্ণাট প্রদেশীয় ইংরাজাধিকার সমূহ আক্রমণ করিল (১৭৮০)। কর্ণেল বেলীর সেনাগণ পলিলোর নামক স্থানে নিহত হইল। এদিকে মহীশূরের অশ্বারোহী সেনাগণ মান্দ্রাজের প্রাচীর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। হেষ্টিংশ বান্দিবাসের যুদ্ধজেতা সার আয়ার কুটকে যত পারিলেন সেনা ও অর্থসহ সমুদ্রপথে মান্দ্রাজের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। সার আয়ার কুট্ বার্দ্ধক্যবশতঃ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে মহীশূরের সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সেনাগণ রণকুশল হায়দর ও তৎপুত্র টিপু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছিল। দুই দলে তুমুল যুদ্ধ হইল। পোর্টনভো ও সেলিমগড়ের যুদ্ধে হায়দর পরাস্ত হইলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র বলক্ষয় হইল না। এই সময়ে হঠাৎ ১৭৮৩ অব্দে হায়দরের মৃত্যু হইল এবং যে পক্ষ যাহা জয় করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইলে ১৭৮৬ অব্দে মাঙ্গালোরনগরে টিপুর সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি হইল।

হেষ্টিংশের শাসনকালের অন্যান্য ঘটনা।

ডিরেক্টরেরা আদেশ দেন যে, হিন্দুদিগের শাস্ত্রানুসারে হিন্দুদিগের

এবং মুসলমানদিগের শাস্ত্রানুসারে মুসলমানদিগের উত্তরাধিকার নিয়মিত হইবেক। সুতরাং ইংরাজেরা সংস্কৃত, পারসী প্রভৃতি ভাষার আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। এতদ্দেশীয় প্রাচীন তত্ত্বসমূহ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত এবং নষ্টগ্রন্থাদির উদ্ধারার্থ সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি সার উইলিয়ম জোন্সের প্রযত্নে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কিছু পূর্ব্বে ১৭৮২ অব্দে মুসলমানদিগের শিক্ষাবিধানার্থ হেষ্টিংশ কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রথম বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত হইয়া পুস্তক ছাপা আরম্ভ হয় এবং হালহেড সাহেব প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

পিটের ইণ্ডিয়া বিল ও বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল।

বিলাতের পালিয়ামেণ্ট সভা এদেশীয় শাসনকার্য্যে ডিরেক্টার দিগের ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস করিতে ইচ্ছা করেন, এবং ১৭৮৩ অব্দে রাজমন্ত্রী ফক্স সেই উদ্দেশ্যে এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। কিন্তু ডিরেক্টারেরা বিশেষ আপত্তি করায় উহা পালিয়ামেণ্টকর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। পর বৎসর পিট ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়া প্রস্তাব করেন যে, এতদ্দেশীয় বাণিজ্য-সম্বন্ধে কোম্পানির সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিবে, তবে শাসন-সংক্রান্ত কার্য্যে তাঁহাদিগকে "বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল" নামক এক সভার পরামর্শানুসারে চলিতে হইবে। বোর্ড অব কণ্ট্রোল (পরিচালক সভা) ইংলণ্ডের মন্ত্রি সভার ছয়জন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে। পিটের মত পালিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় এবং তদবধি ১৮৫৮ অব্দ পর্য্যন্ত বোর্ড অব কণ্ট্রোলের আদেশানুসারে ডিরেক্টারেরা ভারত শাসন করেন। ১৮৫৮ অব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী স্বহস্তে শাসন-ভার গ্রহণ করিলে, বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল উঠিয়া যায়।

২। লর্ড কর্ণওয়ালিশ; ১৭৮৬-১৭৯৩। হেষ্টিংসের পদত্যাগের পর সার জন ম্যাক্ফারসন নামক জনৈক সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী কুড়িমাস কাল গবর্ণর জেনারলের কার্য্য করেন, তৎপরে

লর্ড কর্ণওয়ালিশ ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আইসেন। সম্ভ্রান্ত বংশজাত উচ্চপদস্থ ইংরাজদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম ভারতের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ দুইবার গবর্ণর জেনারেল হন। তাঁহার প্রথমবারের শাসন দুইটী ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ :—(১) বাঙ্গালার রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; (২) মহীশূরের তৃতীয় যুদ্ধ কর্ণওয়ালিশ সর্ব্ব প্রথম ইংরোপীয়দিগের হস্তে ফৌজদারী বিচারভার অর্পণ করেন, কলিকাতায় সদর নিজামত আদালাত বা সর্ব্বপ্রধান ফৌজদারী বিচারালয় স্থাপন করেন, কালেক্টর ও জজের কার্য্য পৃথক করিয়া দেন, এবং কোম্পানির ভৃত্যদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া উৎকোচ গ্রহণের লোভ নিবারণ করেন; তাঁহার সময়ে প্রতি জেলায় জজ ও মুন্সেফ নিযুক্ত হন, আপীল শুনিবার জন্য কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনায় এক একটী প্রদেশীয় বিচারালয় (প্রোভিন্সিয়াল কোর্ট) স্থাপিত হয়, নানাস্থানে থানা প্রতিষ্ঠিত হয় ও তথায় দারগা উপাধিধারী একজন শান্তিরক্ষক নিযুক্ত হন এবং ইংরাজী আইনের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচলিত হয়।

বাঙ্গালার রাজস্ব বন্দোবস্ত। আকবরের রাজত্ব প্রকরণে বলা হইয়াছে যে, রাজা তোড়রমল বাঙ্গালার রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তদনুসারে কৃষকেরাই ভূমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী বলিয়া স্থিরীকৃত হয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অনুসারে খাজনার নিরিখ নির্ণীত হয়। কৃষকদিগের নিকট হইতে কর সংগ্রহের নিমিত্ত জমিদার উপাধিধারী কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা স্ব স্ব চাকলা অথবা পরগণার প্রজা-দিগের নিকট খাজনা আদায় করিয়া পাতসাহের প্রতিনিধির হস্তে নির্দ্দিষ্ট কর অর্পণ করিতেন এবং যাহা লাভ হইত তাহা আপনারা রাখিতেন। জমিদারগণ স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে শান্তি রক্ষা, রসদসরবরাহ ও অপরাপর কতকগুলি বিষয়ের জন্য দায়ী ছিলেন। কালে জমিদারী পদ কুলক্রমাগত হইয়া উঠে এবং

লোকের ধারণা হয় যে, জমিদারেরাই ভূমির প্রকৃত অধিকারী; কৃষকদিগের উহাতে কোন স্বত্ব নাই। এদেশের দেওয়ানী লাভ করিবার পর, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া জমিদারদিগের সহিতই কর আদায়ের বন্দোবস্ত করিতেন। কিন্তু জমিদারদিগের দেয় রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট ছিল না; উহা ইচ্ছামত পরিবর্দ্ধিত হইতে পারিত। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে প্রতি পঞ্চমবর্ষে জমিদারদিগের সহিত নূতন বন্দোবস্ত হইত এবং অধিক কর দিতে সম্মত হইলে, যে কেহ অপরের জমিদারী লইতে পারিতেন। ইহাতে সময়ে সময়ে অনেক অনেক অত্যাচার হইত বলিয়া প্রথম হইতেই ইংরাজেরা এদেশের রাজস্বসম্বন্ধে একটী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বত্ব থাকিলে জমিদারেরা স্ব স্ব অধিকারের উন্নতি কল্পে মনোনিবেশ করিবেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ইংলণ্ডীয় দেশের ভূম্যধিকারীদিগের স্থানীয় হইবেন। হেষ্টিংসের প্রতিযোগী ফ্রান্সিস্ এইরূপ বন্দোবস্তের প্রধান পক্ষপাতী ছিলেন এবং ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ফ্রান্সিসের মতই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন। সুতরাং ১৭৮৬ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ এদেশে আসিবার সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার আদেশ লইয়া যাত্রা করিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; ১৭৯৩। কর্ণওয়ালিশ এদেশে আসিয়াই কোন্ জমিদারের নিকট কি পরিমাণে কর লওয়া যাইতে পারে, তাহা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মুসলমান সম্রাটদিগের ন্যায় ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের উপর দৃষ্টি রাখিলেন না; পূর্ব্বে যে জমিদার যত কর দিতেন, তাহার গড় ধরিয়া ভবিষ্যতে তিনি কত দিবেন তাহার নির্ণয় করিলেন। এই কার্য্য শেষ হইলে, প্রথমতঃ জমিদারদিগের সহিত দশবৎসরের জন্য বন্দোবস্ত হইলে (১৭৯১) এবং বলা হইল যে, ডিরেক্টারসভা অনুমোদন করিলে, উহাই চিরস্থায়ী হইবেক। ১৭৯৩ অব্দে ডিরেক্টারদিগের আদেশানুসারে এই দশসালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত বলিয়া ঘোষিত হয়। এতদনুসারে বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশের ভূমিকর বার্ষিক প্রায় ৩ কোটি টাকা অবধারিত হইয়াছে। ভারতের এই দুইটী প্রদেশ ভিন্ন প্রায় অন্য কুত্রাপি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই। দশসালা বন্দোবস্তে দেশের অনেক উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু এতদ্দ্বারা প্রজাদিগকে সর্ব্ব প্রকারে জমিদারদিগের নিগ্রহানুগ্রহভাজন করা হইয়াছিল। ইহারই প্রতিবিধানার্থ লর্ড ডাফরিণের সময় নূতন খাজনা বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া প্রজাদিগকে জমীতে কিছু স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত সার জন শোর নামক জনৈক সিবিলিয়ান, লর্ড কর্ণওয়ালিশের সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিশ অভিভাবকহীন নাবালক জমিদারদিগের শিক্ষাবিধান ও রক্ষণাবেক্ষণার্থে "কোর্ট অব ওয়ার্ডস্" প্রতিষ্ঠিত করেন।

তৃতীয় মহীশূর; ১৭৯০-১৭৯২। ত্রিবাঙ্কুরের হিন্দুরাজ্য বহুকাল অবধি ইংরাজদিগের অনুগত। ১৭৮৯ অব্দে টিপু এই রাজ্য আক্রমণ করেন এবং সেই কারণে তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধের আরম্ভ হয়। কর্ণওয়ালিশ স্বয়ং সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং নিজাম ও মহারাষ্ট্রা জাতি ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন। কর্ণওয়ালিশ টিপুর রাজধানী অবরোধ করিতে আরম্ভ করিলে তিনি বশে আসিলেন, এবং ইংরাজপক্ষকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ও ৩ কোটি টাকা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। টিপু পাছে সন্ধির নিয়মানুসারে কার্য্য না করেন, এই জন্য ইংরাজেরা তাঁহার দুইটী পুত্রকে আপনাদিগের নিকট প্রতিভূস্বরূপ রাখিলেন।

৩। সার জন শোর; ১৭৯৩-১৭৯৮। এদেশের রাজাদিগের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ যতই হউক না কেন, কোম্পানি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না, ইহাই তখন ডিরেক্টারদিগের অভিপ্রায় ছিল। এই জন্য যখন নিজাম ও মহারাষ্ট্রাদিগের মধ্যে

বিবাদ উপস্থিত হইল এবং মহারাট্টারা নিজামকে কুর্দ্দালা নামক স্থানে পরাভূত করিল, তখন ইংরাজেরা কোন পক্ষ অবলম্বন করিলেন না। ১৭৯৮ অযোধ্যার নবাব আসফ উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকার লইয়া গোলযোগ হয়; সার জন শোর সাদত আলিকে অযোধ্যার সুবাদার করেন এবং তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া এলাহাবাদ প্রদেশ প্রাপ্ত হন। ইনি টিপুর পুত্রদ্বয়কে মহীশূরে প্রতিগমন করিতে দিয়া চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেন। ১৭৯৮ অব্দে সার জন শোর "লর্ড টিনমাউথ" উপাধি লাভ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন।

৪। মার্কুইস অব ওয়েলেশলি; ১৭৯৮-১৮০৫।

অতঃপর লর্ড মর্ণিংটন গবর্ণর জেনারল হইলেন। ইনি মার্কুইস অব্ ওয়েলেশ্‌লি নামে অধিক পরিচিত। ভারতে ইংরাজেরা সম্রাট হইবেন, এবং এতদ্দেশীয় রাজারা ইংরাজগণে স্বাধীনতা সমর্পণ করিয়া কেবল রাজচিহ্ন ভোগ করিবেন, ইহাই ওয়েলেশ্‌লির মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার সময় হইতে ভারতের ইতিহাস এই রাজনীতিরই সম্প্রসারণ মাত্র।

ভারতে ফরাসী আধিপত্য, ১৭৯৮-১৮০০।

ওয়েলেশ্‌লির সময়েও এদেশে ফরাসীরা অনেকটা ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তখন ফরাসীসেনা হায়দরাবাদের নিজামকে রক্ষা ও ভয়প্রদর্শন করিতেছিল। মহারাট্টা সমিতির সামরিক কর্ত্তা সিন্ধিয়ার সেনাদল ফরাসীসেনাপতিগণের অধীনে শিক্ষিত ও পরিচালিত হইতেছিল। আবার তখন বিখ্যাত ফরাসী বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টির সহিত ইয়ুরোপে ইংরাজদিগের তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল। নেপোলিয়ান মিশর অধিকার পূর্ব্বক তথা হইতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবেন এবং টিপুসুলতান প্রভৃতি তাঁহার সহায়তা করিবেন এ আশঙ্কাও যথেষ্ট ছিল। এ পর্য্যন্ত জয়লক্ষ্মী নেপোলিয়ানের সেনাদলে অচলা ছিলেন। কেহই জানিত না যে, সেই অজেয় সেনাদল কোন্ দিকে পরিচালিত হইবে। এই

আক্রমণাশঙ্কা নিবারণ করা ওয়েলেশ্লির রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য হইল।

ওয়েলেশ্লির আগমন কালে ইংরাজাধিকারের আয়তন; ১৭৯৮। ক্লাইবের তরবারিবলে ও হেষ্টিংশের রাজনীতিকৌশলে ইতঃপূর্ব্বেই ইংরাজজাতি নিম্ন বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রধান হইয়াছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজ-প্রতাপ সমুদ্রতট হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত সমস্ত গাঙ্গ্য-প্রদেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ইংরাজাধিকারের বহির্ভাগেও অযোধ্যার নবাব উজীর ইংরাজ সৈন্যপোষণার্থ অর্থ প্রদানে সম্মত হইয়াছিলেন এই অর্থ ১৭৯৭ অব্দে বার্ষিক ৭৬ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছিলেন। নবাব প্রতি বৎসরই প্রদেয় অর্থ দিতে অসমর্থ হইয়া নগদ টাকার পরিবর্ত্তে রাজ্য প্রদানের প্রস্তাব করিতেন। এইরূপে ১৮০১ অব্দে লক্ষ্ণৌএর সন্ধি অনুসারে ইংরাজগণ তাঁহার নিকট হইতে দোয়াব অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থিত উর্ব্বরপ্রদেশ এবং রোহিলখণ্ড প্রাপ্ত হন। পঞ্জাবে তখনও শিখরাজ্য সংস্থাপিত হয় নাই। কাবুলাধিপতি জমান সাহ তখনও লাহোর পর্য্যন্ত আধিপত্য করিতেছিলেন। দক্ষিণাত্যে ইংরাজ অধিকার কেবল মান্দ্রাজ ও বোম্বাইএর চতুঃপার্শ্বস্থ উপকূল প্রদেশে নিবদ্ধ ছিল। ওয়েলেশ্লি উত্তরভারতে দিল্লী পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন ও দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান রাজাদিগকে ইংরাজ কোম্পানির বশে আনয়ন করেন।

ওয়েলেশ্লির রাজনীতি। লক্ষ্ণৌএর সন্ধি দ্বারা ইংরাজ অধিকার বর্ত্তমান উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার বহির্ভাগেই সিন্ধিয়া ও হোলকারের আধিপত্য; সিন্ধিয়া দিল্লীশ্বরকে হস্তগত করিয়া যদৃচ্ছভাবে চলিতেছিলেন। ওয়েলেশ্লি আপাততঃ মহারাষ্ট্রাদিগের সহিত বিবাদ না করিয়া নিজাম ও টিপুর দিকে মন দিলেন। নিজাম মহারাষ্ট্রাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়া-

ছিলেন; সুতরাং সহজেই ইংরাজদিগের অনুগত হইলেন; কিন্তু টিপু সুলতান কিছুতেই বশে আসিলেন না; সুতরাং ওয়েলেশ্লি তাঁহাকে দমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। পেশওয়ার সহিতও সন্ধি হইল বটে, কিন্তু উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ রহিল।

নিজামের সহিত সন্ধি: ১৭৯৮ ওয়েলেশ্লি প্রথমে নিজামের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। হায়দরাবাদের ফরাসী সেনাদল দূরীকৃত হইল এবং নিজাম ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অনুমতি ব্যতীত কোন ইয়ুরোপীয়কে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। এই সময় হইতে দেশীয় রাজাদিগের সহিত যে কোন সন্ধিপত্র হইয়াছে, তাহাতেই উক্ত বিধি সন্নিবেশিত আছে।

চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ: ১৭৯৯। ফরাসীদিগের সহিত টিপু ষড়যন্ত্র করিতেছেন এই কথা প্রকাশিত হইলে, ওয়েলেশ্লি তাঁহাকে নিজামের ন্যায় কোম্পানির সামন্তশ্রেণীভুক্ত হইতে বলিলেন। টিপু তাহাতে অসম্মত হওয়াতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবারও নিজাম ও মহারাষ্ট্রীরা ইংরাজপক্ষভুক্ত হইলেন। ওয়েলেশ্লি স্বয়ং যুদ্ধকার্য্যের বন্দোবস্ত ও তত্ত্বাবধারণের জন্য মান্দ্রাজে উপনীত হইলেন। টিপু রণক্ষেত্রে সামান্যরূপ যুদ্ধ করিয়া রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে আশ্রয় লইলেন, পরে শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রান্ত হইলে ভগ্ন প্রাচীরের সন্নিধানে নির্ভীকচিত্তে যুদ্ধ করিতে করিতে সমরশায়ী হইলেন (১৭৯৯)। বিজয়ী ইংরাজ সেনাপতি হ্যারিস সম্ভ্রান্ত পদবীতে উন্নীত হইলেন এবং ওয়েলেশ্লি আয়র্লণ্ড দেশীয় 'মার্কুইস' উপাধি লাভ করিলেন। টিপুর রাজ্য সম্বন্ধে ওয়েলেশ্লি যথেষ্ট আত্মসংযম দেখাইলেন। ইহার মধ্যভাগ (পূর্ব্বতন মহীশূররাজ্য) তদ্দেশীয় পূর্ব্বতন হিন্দু রাজার জনৈক বংশধরকে প্রদত্ত হইল। অবশিষ্টাংশ নিজাম, মহারাষ্ট্রী ও ইংরাজেরা বিভাগ করিয়া লইলেন। প্রায় এই সময়েই কর্ণাট প্রদেশ (যাহা

আর্কটের নবাবের শাসনাধীন ছিল) ও তাঞ্জোর রাজা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ইংরাজশাসনাধীন হইল। এইরূপে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী গঠিত হইল। মান্দ্রাজের আয়তন সম্বন্ধে ইহার পর আর বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। টিপুর পুত্রগণের প্রতি ওয়েলেশ্‌লি সদয় ব্যবহার করিলেন। তাঁহারা প্রথমে বিলোরে, পরে কলিকাতায় প্রায় রাজোচিত বৃত্তি ও অনুচরাদি পাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

মহারাট্রা জাতি; ১৮০০। টিপুর সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধসময়ে মহারাট্রারা দুইবারেই নাম মাত্র ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা কোন সাহায্যই করে নাই। পেশওয়া মহারাট্রা সামন্তির সর্ব্ববাদিসম্মত কর্ত্তা ছিলেন। তিনি মহারাট্রাজাতির বাল্যলীলাভূমি সহ্যাদ্রির নিকটবর্ত্তী প্রদেশ শাসন করিতেন; বরদারাজ গুইকুমারের অশ্বারোহী সেনা প্রতিবৎসরেই গুজরাট প্রদেশ লুণ্ঠন করিত। মধ্যভারতে কখনও সিন্ধিয়া কখনও হোলকার, প্রাধান্য লাভ করিতেন। পূর্ব্বদিকে নাগপুরের ভোঁসলারাজগণ বিরার হইতে উড়িষ্যার উপকূলভাগ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ওয়েলেশ্‌লি এই সমস্ত মহারাট্রারাজকে স্বকীয় সামন্তচক্রজালে নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। ১৮০২ অব্দে পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও হোলকার কর্ত্তৃক পরাভূত ও ইংরাজরাজ্যে বিতাড়িত হইয়া, তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইলেন এবং বাসীন নগরে এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে তিনি ইয়ুরোপীয় বা এতদ্দেশীয় কোন নরপতির সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং একদল ইংরাজসেনা পোষণার্থ ইংরাজদিগকে কিছু রাজ্যও দিলেন। ইহাতে বোম্বাই প্রদেশে ইংরাজাধিকার অনেক বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু এতদ্দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মহারাট্রাদিগের স্বাধীনতার উচ্ছেদ হইল বলিয়া, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলারাজ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। হোল-

কার প্রথমে উদাসীনভাবে রহিলেন ; নিজাম ইংরাজদিগের সহিত যোগ দিলেন।

দ্বিতায় মহারাট্টা যুদ্ধ ; ১৮০২-১৮০৪। এইরূপে দ্বিতীয় মহারাট্টাযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। গবর্ণরজেনারলের ভ্রাতা সার আর্থার ওয়েলেশ্‌লি (ইনি পরে ডিউক অব ওয়েলিংটন নামে প্রসিদ্ধ হন) ও জেনরেল (পরে লর্ড) লেক্‌ ইংরাজপক্ষে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। আর্থার ওয়েলেশ্‌লি দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করেন। তথায় তিনি দুই চারি মাসের মধ্যেই আসাই ও আর্গাম নামক স্থানদ্বয়ে শত্রুদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া আমেদনগর অধিকার করেন (১৮০৩)। লর্ড লেক্‌ও অসাধারণ বীরত্বসহকারে আলিগড় ও লাশোয়ারি নামক স্থানদ্বয়ে জয়লাভ করিয়া আগরা অধিকার করেন (১৮০৩) এবং তৎপরে সিন্ধিয়ার ফরাসীসৈন্য ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া দিল্লী অধিকার করেন। সম্রাট্‌ সাহ আলম ইংরাজ আশ্রয়ে আসিলেন। অতঃপর ইংরাজেরা উড়িষ্যা ও বুন্দেলখণ্ড অধিকার করিলেন।

সিন্ধিয়া ও নাগপুররাজ আর যুদ্ধ করা বিফল বিবেচনা করিয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। সিন্ধিয়ার সহিত সির্জিআঞ্জন গাঁও নামক স্থানে সন্ধি হইল (১৮০৪)। তাহাতে সিন্ধিয়া, যমুনার উত্তরস্থ দিল্লী, আগরা প্রভৃতি সমস্ত দেশের অধিকার ত্যাগ করিলেন। নাগপুররাজের সহিত দেওগাঁও নামক স্থানে সন্ধি হইল (১৮০৪)। তদনুসারে ইংরাজেরা উড়িষ্যা প্রদেশ নিজ অধিকারে রাখিলেন, নিজাম বিরার প্রদেশ পাইলেন এবং নাগপুররাজ তাঁহার নিকট চৌথ প্রভৃতির দাওয়া ত্যাগ করিলেন। এদিকে যশোবন্ত রাও হোলকার ইংরাজদিগের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিলেন সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল (১৮০৪)। হোলকার মালব ও রাজপুতনা লুণ্ঠন করিয়া সৈন্য পোষণ করিতে লাগিলেন। ওয়েলেশ্‌লির রাজ্যকালের শেষভাগ কেবল ইঁহারই সহিত যুদ্ধ কার্য্যে অতিবাহিত হয়। প্রথম প্রথম এই যুদ্ধে ইংরাজেরা কিছু

বিপন্ন হইয়াও পড়েন। মধ্যভারতের ভিতর দিয়া কর্ণেল মন্সনের সৈন্যক্ষয়কর প্রত্যাবর্ত্তন (১৮০৪) মনে হইলে বর্গামের সন্ধি এবং হায়দরআলি কর্ত্তৃক কর্ণেল বেলির সেনানাশের কথা মনে পড়ে। শেষে হোলকার দীঘের যুদ্ধে পরাভূত হইয়া জাঠরাজ্য ভরতপুরে আশ্রয় লইলেন (১৮০৪), লেক্ বিস্তর চেষ্টা করিয়াও ভরতপুর অধিকার করিতে পারিলেন না (১৮০৫)। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার সহিত সন্ধির সময় হইতে (১৮০৪) হোলকারের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহা কোন কোন ইতিহাসে তৃতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত।

লর্ড ওয়েলেশ্লির সদনুষ্ঠান। (১) পূর্ব্বকালে মৃতবৎসা হিন্দু রমণীরা আপনাদিগের ভাবী সন্তানগণের দীর্ঘায়ুঃ কামনায় প্রথম সন্তানটি গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ করিতেন। কিন্তু লর্ড ওয়েলেশ্লি ১৮০১ অব্দে আইন বিধিবদ্ধ করিয়া তাহা রহিত করেন। (২) ইংলণ্ড হইতে আগত সিবিলিয়ানগণ এতদ্দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং বিচারাদির সময়ে তাঁহাদিগকে মহাগোলযোগে পড়িতে হইত; এই নিমিত্ত লর্ড ওয়েলেশ্লি সিবিলিয়ানদিগকে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য "ফোর্ট উইলিয়ম" কলেজ স্থাপন করেন।

একাদশ অধ্যায়।

ইংরাজাধিকারের দৃঢ়ীকরণ।

১৮০৫—১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দ।

মার্কুইস অব কর্ণওয়ালিশের পুনরাগমন ১৮০৫। ওয়েলেশ্‌লির যুদ্ধাদির ব্যয়ে রাজকোষ নিঃশেষ হওয়াতে বিলাতের ডিরেক্টার সভা ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন এবং যে কোন উপায়ে শান্তিস্থাপন করিতে হইবে, এই উপদেশ দিয়া, কর্ণওয়ালিশকে দ্বিতীয়বার গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত করিলেন (১৮০৫)। হোলকার তখনও পরাভূত হন নাই, সিন্ধিয়াও আবার সন্ধির সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। এদিকে বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত কর্ণওয়ালিশের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি এদেশে আসিয়া দশ সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গমনকালে গাজিপুর নগরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

সার জর্জ বার্লো; ১৮০৫। সার জর্জ বার্লো নামক জনৈক সিবিলিয়ান কিয়ৎকালের জন্য গবর্ণর জেনারলের আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি ডিরেক্টারদিগের আদেশানুসারে হোলকারের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন (১৮০৬)। হোলকার জয়পুর মিবার প্রভৃতি রাজপুত্রবাজ্যের সহিত যথেচ্ছাচরণ করিতে লাগিলেন; তাহাতে ইংরাজেরা হস্তক্ষেপ করিলেন না। এই সময়ে মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ বিল্লোর নগরের সিপাহীরা তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের কোন কোন আদেশে জাতিনাশের আশঙ্কায় বিদ্রোহী হয় (১৮০৬)। এই বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে, ডিরেক্টারেরা মান্দ্রাজের গবর্ণর বেণ্টিঙ্ককে পদচ্যুত করিয়া সার জর্জ বার্লোকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। আরল্‌ অব মিণ্টো গবর্ণর জেনারল হইয়া আসিলেন।

আরল্‌ অব্‌ মিণ্টো; ১৮০৭-১৮১৩। ওয়েলেশ্‌লি যে সমস্ত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, লর্ড মিণ্টো তাহাতে ইংরাজ-

শাসন বদ্ধমূল করেন। তাঁহার যুদ্ধ কার্য্যের মধ্যে কেবল মরিশস ও যবদ্বীপ জয়। তখনও ইয়ুরোপে নেপোলিয়নের সহিত ইংরাজদিগের তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল এবং ওলন্দাজেরা ফরাসীদিগের পক্ষভুক্ত ছিলেন। এজন্য ওলন্দাজদিগের অধিকৃত যবদ্বীপ আক্রমণ করা হয় (১৮১১) এতদর্থে মিণ্টো স্বয়ং সৈন্য সমভিব্যাহারে গমন করেন। শেষে ওলন্দাজেরা যবদ্বীপ ফিরিয়া পাইয়াছেন (১৮১৬), কিন্তু ফরাসীদিগকে মরিসস প্রত্যর্পণ করা হয় নাই। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে ইংরাজেরা ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে সিংহলদ্বীপও অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। মিণ্টোর সময়ে প্রসিদ্ধ কালঞ্জরের দুর্গ ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করাই তখন কোম্পানির প্রধান আদেশ ছিল। লর্ড মিণ্টোও ইংরাজ নাম কোনরূপে কলঙ্কিত না করিয়া এই আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে ভারতগবর্ণমেণ্ট পঞ্জাব, আফগানস্থান ও পারস্যের রাজসভায় এক একজন দূত প্রেরণ করিয়া ঐ সকল রাজাদিগের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন। মেটকাফ লাহোর নগরে শিখরাজ রণজিৎ সিংহের সভায়, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন পেশোয়ার নগরে আফগানরাজের নিকট এবং মালকম্‌ পারস্য রাজসভায় গমন করেন। ১৮০৯ অব্দে শতদ্রু নদীর পূর্ব্ববর্ত্তী পাতিয়ালা প্রভৃতি শিখরাজাসমূহ ইংরাজদিগের আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক রণজিৎ সিংহের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায়। ১৮১৩ অব্দে কোম্পানি যে নূতন সনন্দ পান, তাহাতে তাঁহাদের ভারতবর্ষে একচেটিয়া বাণিজ্যের স্বত্বলোপ হয়; মিশনারিরা এ দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের অনুমতি লাভ করেন, এবং এতদ্দেশীয় লোকের শিক্ষা বিধানের জন্য রাজকোষ হইতে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা হয়।

লর্ড ময়রা; ১৮১৩-১৮২৩। ইনি পরে "মার্কুইস্‌ অব্‌ হেষ্টিংশ" উপাধি লাভ করিয়া তন্নামেই অধিক পরিচিত হন। মধ্যভারতে ওয়েলেশ্‌লি যে রাজ্যাধিকারের সূত্রপাত

করেন, লর্ড ময়রা তাহার শেষ করিয়া যান। তিনি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীকেও বর্ত্তমানাকারে বিস্তৃত করেন। তাঁহার নববর্ষ ব্যাপী সুদীর্ঘ শাসনকালে দুইটী প্রধান যুদ্ধ হয়। প্রথম—নেপাল-বাসী গুর্খাদিগের সহিত যুদ্ধ; দ্বিতীয়—শেষ মহারাট্টা যুদ্ধ।

নেপাল যুদ্ধ; ১৮১৪-১৮১৫। নেপাল কখনও মুসলমানদিগের অধীন হয় নাই। নেপালের বর্ত্তমান অধিস্বামী গুর্খা জাতি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা আপনাদিগকে মিবারের গিহ্লোটবংশজ বলিয়া পরিচয় দেয়। আদিম অধিবাসীরা নেওয়ার নামে অভিহিত; তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ও আকৃতি প্রকৃতিতে তিব্বৎদেশীয় লোকের ন্যায়। গুর্খাদিগের রাজত্ব ১৭৬৭ অব্দে আরব্ধ হইয়াছে। ঐ বৎসর উহারা কাঠমণ্ডুপের চতুঃপার্শ্ব-বর্ত্তী উপত্যকা প্রদেশ আক্রমণ করিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বে সিকিম, পশ্চিমে কমায়ুন ও দক্ষিণে গাঙ্গ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করে। গুর্খারা কোন কোন সময়ে গাঙ্গ্যপ্রদেশের ইংরাজ প্রজাদিগের উপরও উৎপীড়ন করিত। সার জর্জ বার্লো ও লর্ড মিণ্টো ইহাদিগকে নানাপ্রকারে নিষেধ করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। সুতরাং এক্ষণে লর্ড ময়রার পক্ষে অস্ত্রধারণ ব্যতীত অন্য উপায় রহিল না। প্রথম বৎসরের যুদ্ধ (১৮১৪) নিষ্ফল হইল। অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু ও দুরারোহ শৈলমালা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করিয়াও ইংরাজসেনা কয়েকবার সম্মুখ-যুদ্ধে গুর্খা সেনাকর্ত্তৃক পরাভূত এবং অনেকে তাহাদের তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে নিহত হইল। কিন্তু জেনারল অক্টারলোনী (১৮১৪) অব্দের শীতকালে শতদ্রুনদীর ধারে ধারে অগ্রসর হইয়া অধুনা পঞ্জাবগবর্ণমেণ্টের অধিকারে হিমালয় পর্ব্বতে যে সকল প্রদেশ আছে, তথাকার গিরিদুর্গসমূহ একে একে জয় করিলেন। নেপাল রাজদরবার প্রথমে সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা যে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে সম্মত না হওয়াতে সন্ধি হইল না। পর বৎসর (১৮১৫) অক্টারলোনী পুনর্ব্বার পাটনা হইতে যাত্রা

করিয়া অতি সুকৌশলে কাঠমণ্ডুপের নিকট উপস্থিত হইলেন। নেপালদরবার পূর্ব্বে যে সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিলেন। সিগৌলিনামক স্থানে উভয় পক্ষ এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। দক্ষিণপূর্ব্বে সিকিম ও দক্ষিণপশ্চিমে কমায়ুন, গারওয়াল প্রভৃতি তাহাদের যে সকল অধিকার ছিল, গুর্খাগণ সেই সকল স্থান ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিল। সিকিমের রাজা ইংরাজদিগের আশ্রিত হইলেন। নেপাল দরবারে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট থাকিবার নিয়ম হইল। নেপাল যুদ্ধে ইংরাজেরা নৈনিতাল, মসুরী, সিমলা প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থান সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পিণ্ডারীগণ ; ১৮০৪-১৮১৭। এদিকে মধ্যভারতের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া আসিতেছিল। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর তথায় পিণ্ডারী নামক এক দস্যুসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয়। পিণ্ডারীদিগের মধ্যে পরস্পর কোনও জাতীয় বা ধর্ম্মবন্ধন ছিল না। কি আফগান, কি মহারাষ্ট্র, কি জাঠ—রাজা যে পাষণ্ডদিগকে প্রজা বলিয়া পালন করিতে অসম্মত, এবং সমাজ যাহাদিগকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত—সকল ধর্ম্মাবলম্বী, সকল প্রকারের পাপীই তাহাদের দলে প্রবিষ্ট হইতে পারিত। বাঙ্গালাদেশেও দলভঙ্গ মুসলমান সৈন্য ও লুণ্ঠনব্যবসায়ী হিন্দুজাতিসমূহ লইয়া অনেক দস্যুদলের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সতেজ শাসনে ইহারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মধ্যভারতে এ আপদ সমধিক দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। সুতরাং ইহার প্রতিকারের নিমিত্ত রীতিমত যুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছিল।

পিণ্ডারী-যুদ্ধ ; ১৮১৭। পিণ্ডারীরা প্রধানতঃ মালব প্রদেশে অবস্থিতি করিত। তাহাদের দস্যুবৃত্তি কেবল মধ্য ভারতেই নিবদ্ধ ছিল না। তাহারা কখনও দুই চারি শত, কখনও বা বহু সহস্র পরিমিত দলবলসহ অশ্বপৃষ্ঠে নির্গত হইয়া করমণ্ডল হইতে মলবার উপকূল পর্য্যন্ত দেশ লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত। আমীর খাঁ

তাহাদিগের সর্ব্ব প্রধান দলপতি ছিলেন। তাঁহার অনেক সুশিক্ষিত সেনাদল ও বিস্তর কামান ছিল। চিতু ও করিম নামক অপর দুই জন অধিনেতা একদা সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া স্বাধীনতার নিষ্ক্রয়স্বরূপ তাঁহাকে দশলক্ষ টাকা প্রদান করেন। মহারাষ্ট্রা নরপতিগণের সকলেরই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ইহাদিগের প্রতি সহানুভূতি ছিল। ইহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত লর্ড ময়রা ১ লক্ষ ২০ সহস্র পরিমিত একদল সৈন্য সুসজ্জিত করিলেন (১৮১৭)। সিন্ধিয়া ভীতচিত্তে নিরুদ্যম হইয়া রহিলেন এবং আমীর খাঁ রাজপুতানার অন্তর্গত বর্ত্তমান টঙ্ক রাজ্য পাইবেন বলিয়া আশ্বস্ত হইয়া স্বীয় সৈন্য ছত্র ভঙ্গ করিয়া দিলেন। অবশিষ্ট পিণ্ডারীগণ স্ব স্ব আবাসস্থানে পরিবেষ্টিত ও আক্রান্ত হইয়া নিহত হইল। করিম বিজেতাদিগের শরণ লইলেন, এবং চিতু জঙ্গলে পলায়ন করিয়া ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলেন।

শেষ মহারাষ্ট্রা যুদ্ধ;—১৮১৭-১৮১৮। যে বৎসর পিণ্ডারীগণ পরাভূত হয় (১৮১৭), সেই বৎসরে ও প্রায় সেই মাসের (নবেম্বর) পুনা, নাগপুর ও ইন্দোরের মহারাষ্ট্রা রাজত্রয় পৃথক্ পৃথক্ রূপে ইংরাজবিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। বাসীনের সন্ধির (১৮০২ অব্দের) নিয়ম পালন করাই বাজীরাওএর পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে আবার ১৮১৭ অব্দে পুনা নগরে তিনি আর এক সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। তদনুসারে বরদারাজ গুইকুমার পেশওয়ার অধীন নহেন বলিয়া স্থির হইল; সামন্ত প্রথায় ইংরাজ সৈন্য পালনের জন্য পেশওয়া কোম্পানিকে আরও কয়েকটি প্রদেশ দিলেন, এবং অতঃপর যে কিছু বিবাদ হইবে তাহার মীমাংসার ভার ইংরাজদিগের উপর পড়িল। কিন্তু ইংরাজেরা পিণ্ডারীযুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন দেখিয়া পেশওয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন এলফিন্‌ষ্টোন বাজী রাওএর সভায় ইংরাজ রেসিডেণ্ট ছিলেন। গোলযোগ উপস্থিত হইবে বুঝিতে পারিয়া তিনি পূর্ব্বেই কিরকি নামক স্থানে একদল

ইংরাজ সৈন্য পাঠাইবার আদেশ দিয়া স্বয়ং তথায় প্রস্থান করিলেন। পরদিন রেসিডেণ্টের আবাসগৃহ ভস্মীভূত হইল এবং পেশোয়ার সমস্ত সৈন্য কিরকি আক্রমণ করিল। ইংরাজেরা অসীম বীরত্ব সহকারে ইহাদিগকে হঠাইয়া দিলেন। পেশওয়া শীঘ্রই রাজধানী হইতে পলায়ন করিলেন। নাগপুরেও প্রায় এইরূপ ঘটনা ঘটিল; এখানে সিপাহিরা বহুল বিপক্ষ সেনার আক্রমণ হইতে সীতাবালদী পাহাড় রক্ষা করিয়া ইংরাজ নামের গৌরব রক্ষা করিল। হোলকারের সৈন্যও পরমাসে মেহিদপুর নামক স্থানে পরাভূত হইল (১৮১৭)।

শেষ মহারাষ্ট্রা যুদ্ধের ফল। যুদ্ধান্তে পেশওয়ার রাজ্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্নিবিষ্ট হইল এবং পিণ্ডারীদিগের নিকট হইতে যে সমস্ত প্রদেশ গৃহীত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা অধুনাতন "মধ্য-প্রদেশের" সূত্রপাত হইল। পেশওয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া কাণপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুর নামক স্থানে বাস করিতে অনুমতি পাইলেন। শিবাজির জনৈক বংশধর সেতারার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। একজন বালক হোলকারের উত্তরাধিকারী বলিয়া গৃহীত হইলেন এবং ইংরাজদিগের রক্ষণাবেক্ষণে অপর একজন বালক নাগপুরের রাজা হইলেন। রাজপুতনার নরপতিগণও ইংরাজদিগকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সামন্তপদবী ভুক্ত হইলেন (১৮১৭-১৮)। নবার্জিত প্রদেশসমূহে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন ও শাসনবিধির প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত সারজন মালকম নামক জনৈক বিচক্ষণ কর্ম্মচারী লর্ড ময়রার প্রধান সহায় ছিলেন। কেবল ইংরাজরাজ্যের সীমাবিস্তার করাই লর্ড হেষ্টিংস ও সার জন মালকমের গর্ব্বের বিষয় নহে। তাঁহারা মহারাষ্ট্রা ও পিণ্ডারীদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত লক্ষ লক্ষ লোকের মনে শান্তি ও সুশাসনসুখ প্রদান করিয়া অধিকতর গৌরবভাজন হইয়াছেন।

অন্যান্য ঘটনা। লর্ড ময়রার আমলে (১) ডেভিড

হেয়ার-প্রমুখ কলিকাতার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উদ্যোগে "হিন্দু কালেজ", স্থাপিত হয়। এই সময় হইতেই গবর্ণমেণ্ট প্রজার শিক্ষা বিধানের নিমিত্ত অগ্রসর হইয়া নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্যপুস্তক যোগাইবার নিমিত্ত কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। (২) শ্রীরামপুরের মিশনরী কেরী ও মার্সমান প্রভৃতির যত্নে "সমাচারদর্পণ" নামে বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচারিত হয়; এবং মিশনারীদিগের প্রযত্নে শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

লর্ড আমহার্ষ্ট; ১৮২৩-১৮২৮। লর্ড হেষ্টিংশ স্বদেশে গমন করিবার কয়েক মাস পরে লর্ড আমহার্ষ্ট তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন। এই কয়েক মাস এডাম নামক জনৈক সিবিলিয়ান গবর্ণর জেনারলের কার্য্য করেন। লর্ড আমহার্ষ্টের শাসনকাল দুইটী প্রধান ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ;—(১) প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ ও (২) ভরতপুর অধিকার। এতদ্ভিন্ন এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির নিমিত্ত একটী শিক্ষা সমিতির সৃষ্টি হয় এবং কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮২৪)।

ব্রহ্মদেশের পূর্ব্বকালীন অবস্থা। লর্ড আমহার্ষ্টের এতদ্দেশে আগমনের কিছু পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্মদেশের লোকেরা ইংরাজ সাম্রাজ্যের উত্তরপূর্ব্বসীমাস্থ প্রদেশসমূহ লুণ্ঠন পূর্ব্বক ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। ব্রহ্মবাসীরা বলে যে, খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে বারাণসী হইতে এক মহাপুরুষ তদ্দেশে গমন পূর্ব্বক আরাকানে রাজ্যস্থাপন করেন। এরূপ প্রবাদ কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। তবে ইহা নিশ্চয় যে, ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান ধর্ম্ম (বৌদ্ধধর্ম্ম) অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ হইতে প্রচলিত হইয়াছিল। কালে মোঙ্গলীয় জাতি ব্রহ্মদেশে তিনটী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে;—প্রথম, উপকূলবর্ত্তী আরাকান রাজ্য; দ্বিতীয় ইরাবতীর অববাহিকার উত্তরভাগস্থ আভা রাজ্য (ইহা কিছুকাল পূর্ব্বে স্বাধীন ব্রহ্মরাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল); তৃতীয় উক্ত নদীর ব-দ্বীপভাগে পেগুরাজ্য। যখন এতদ্দেশে পর্ত্তুগীজ আধিপত্য ছিল, তখন আরাকান নগরে অনেক ইয়ুরোপীয় লোক বাস করিত। ইহাদিগের সাহায্যে আরাকানের লোক উপকূলেতর প্রদেশে প্রভুত্ব বিস্তার পূর্ব্বক, আসাম অধিকার করে, এবং "মগ" নামে নিম্ন গাঙ্গ প্রদেশে জনসাধারণের

ভয়ের কারণ হইয়া উঠে। প্রায় ১৭৫০ অব্দে অলঙ্গপায়া বা অলম্‌প্রা নামক এক ব্যক্তি এক নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আভা নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধর থিব কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ব্রহ্মের স্বাধীন রাজা ছিলেন।

প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ; ১৮২৪-১৮২৬। আলম্‌প্রার পরবর্ত্তী নরপতিগণ সমস্ত ব্রহ্মদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসাম অধিকার পূর্ব্বক বঙ্গদেশে ইংরাজাধিকৃত প্রদেশ সমূহের উপর ক্রমশঃ চাপিয়া আসিতে লাগিলেন। ইংরাজেরা শান্তিরক্ষার্থ যে প্রস্তাব করিলেন, ব্রহ্মরাজ তৎসমুদায় অবজ্ঞাসহকারে উড়াইয়া দিলেন। সুতরাং লর্ড আমহার্ষ্টকে ১৮২৪ অব্দে ব্রহ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইল। যুদ্ধঘোষণার পর কয়েকখানা কামানের নৌকা ও একদল ইংরাজ সেনা ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া আসামে গমন করিল। বাঙ্গালার সিপাহীরা সমুদ্র পথে যাইতে অস্বীকার করিলে, তাহাদের একদল স্থলপথে চট্টগ্রামদিয়া আরাকানে প্রেরিত হইল। অপর একদল সৈন্য সমুদ্র পথে মান্দ্রাজ হইতে ইরাবতীর মোহানায় গমন করিল। যুদ্ধ দুইবৎসর চলিতে লাগিল। প্রধানত: রোগাধিক্য বশতঃ ইংরাজদিগের ২০ সহস্র সৈন্য নষ্ট ও ১৪ কোটি টাকা ব্যয় হইল। ইংরাজেরা আরাকান ও টেনাসরিম প্রদেশ অধিকার করিলেন। অবশেষে আভারাজ যান্দাবু নগরে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। এতদ্দ্বারা তিনি ইংরাজদিগকে আসাম, আরাকান ও টেনাসরিম প্রদেশ ও নগদ এককোটি টাকা দিলেন; এবং সমুদ্রতটবর্ত্তী রেঙ্গুণ নগর পর্য্যন্ত ইরাবতীর অববাহিকা প্রদেশ স্বহস্তে রাখিলেন।

ভরতপুর অধিকার; ১৮২৭। জাঠরাজ বলদেব সিংহের মৃত্যুর পর তদীয় নাবালক পুত্র বলবন্ত সিংহ ভরতপুরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। কিন্তু বলদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্জ্জনশাল পিতৃব্যপুত্র বলবন্ত সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজপদ গ্রহণ করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মিত্রভার অনুরোধে বলবন্তের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক দুর্জ্জনশালের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। লর্ড কম্বরমিয়র ১৮২৭ অব্দে ভরতপুর অধিকার করিয়া লর্ড লেকের

পরাভবকলঙ্ক অপনোদন করিলেন। ভরতপুর অজেয় বলিয়া জনসাধারণের যে বিশ্বাস ছিল, তাহা ইহাতে অপনীত হইল। ১৮২৭অব্দে লর্ড আমহার্ষ্ট দিল্লীনগরীতে মোগল পাতসাহ দ্বিতীয় আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্পষ্ট বলেন যে,হিন্দুস্থানে তৈমুর বংশের আর কোন আধিপত্য নাই; ইংরাজ কোম্পানিই প্রকৃত "সম্রাট"। কথাটা সত্য হইলেও পাতশাহের আত্মীয়স্বজন ইহাতে বড়ই ক্ষুব্ধ হন; কিন্তু জনসাধারণে "কোম্পানি বাহাদুরকেই" এতকাল প্রকৃত রাজদণ্ডের পরিচালন করিতে দেখিয়াছে বলিয়া ইহাতে কোন বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ করে নাই।

লর্ড লইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক; ১৮২৮–১৮৩৫।

বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে বিলোরের সিপাহী বিদ্রোহকালে (১৮০৬) লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন। পররাষ্ট্রজয় বা স্বরাজ্য বিস্তার লইয়াই ইতিহাসে সচরাচর শাসকের দোষ গুণ বিচার হইয়া থাকে। বেণ্টিঙ্কের সপ্তবর্ষব্যাপী শাসনকালে তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু তাহার সময়ে ভারতের ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত হয়। তিনি শাসনকার্য্যের সংস্করণ করেন এবং যে উপায়ে অল্পে অল্পে পরাধীন জাতিও বিদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগকে কেবল ভয় না করিয়া, সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা করে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করেন। কলিকাতায় বেণ্টিঙ্কের প্রতিমূর্ত্তিতলে মেকলের লেখনী-নিঃসৃত যে ক্ষুদ্র বিবরণী ক্ষোদিত আছে, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলেই বেণ্টিঙ্কের স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় প্রদত্ত হইবে;—"তিনি নিষ্ঠুর ক্রিয়াকলাপ উঠাইয়া দেন; তিনি অপমানকর প্রভেদাদি বিলুপ্ত করেন; তিনি জনসাধারণকে স্বাধীনভাবে মত-প্রকাশের ক্ষমতা দেন; এবং তিনি সর্ব্বদাই প্রজাপুঞ্জের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করিতে যত্নবান্ ছিলেন।"

আয়-ব্যয় সংস্কার। ব্রহ্মযুদ্ধের ব্যয়বাহুল্যে ধনাগার শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। বেণ্টিঙ্ক এ দেশে আগমন করিয়া আয়-

ব্যয়ের সমতারক্ষণে যত্নবান হইলেন। তিনি প্রথমতঃ দেড় কোটি টাকা ব্যয় কমাইলেন; দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত ভূমি অসদুপায়ে নিষ্কর (লাখেরাজ) শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে কর আদায় করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন, এবং তৃতীয়তঃ মালবদেশ-জাত অহিফেনের উপর শুল্ক আদায় করিবার নিয়ম করিলেন। বেণ্টিঙ্কের যত্নে এতদ্দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে উপযুক্ততানুসারে জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে কোম্পানির রাজকার্য্যে প্রবেশের পথও প্রশস্ত হয়। তাঁহার কোন কোন সংস্কারকার্য্যে সিবিলিয়ান ও সৈনিক সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট হন বটে, কিন্তু বিলাতের ডিরেক্টর সভা ও উদারনৈতিক মন্ত্রিসম্প্রদায় দৃঢ়তা সহকারে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন।

সতীদাহ নিবারণ। সতীদাহ নিবারণ ও "ঠগ" দিগের উচ্ছেদসাধন বেণ্টিঙ্কের কার্য্যাবলীর মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। অতি প্রাচীন সময় হইতে হিন্দুরমণীগণ মৃত পতির চিতানলে প্রাণত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতেন। ইহা সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা নামে বিদিত। মহামতি আকবর সতীদাহ-প্রথা নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু উঠাইয়া দিতে পারেন নাই। পূর্ব্বতন ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা এদেশের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। সুতরাং ইংরাজশাসনের প্রথমাবস্থায় সতীদাহপ্রথা পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকে। কথিত আছে, কেবল বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীতেই ১৮১৭ অব্দে ৭০০ সতীদাহ হয়। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ইয়ুরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকের বিস্তর বাধা পাইয়াও ১৮২৯ অব্দের ৪টা ডিসেম্বর তারিখে সতীদাহ নিবারণী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলেন। এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল যে, অতঃপর যে কেহ সতীদাহের সাহার্য্য করিবে, তাহাকে "অপরাধজনক নরহত্যায়" অপরাধী হইতে হইবে।

ঠগী-নিবারণ। ঠগগণ গলদেশে ফাঁস লাগাইয়া পথিকদিগের প্রাণনাশ করিত। এইরূপ দস্যুবৃত্তিই ইহাদের 'কুল-

ক্রমাগত ব্যবসায় ছিল। ইহারা কালীপূজা পূর্ব্বক মন্ত্রগ্রহণ করিত এবং সচরাচর বণিক বা তীর্থযাত্রীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া গমন করিত। ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের নানাস্থানে ১৮২৬ হইতে ১৮৩৫ পর্য্যন্ত .৫৬১ জন ঠগ ধৃত হয়। এতদুপায়ে এবং যে সকল ঠগ আপনা হইতে ধরা দিয়া ক্ষমা পাইবার আশায় সঙ্গীদিগকে ধরাইয়া দিত, তাহাদিগের সাহায্যে, এই আপদ ক্রমশঃ নিরাকৃত হইয়া যায়।

খন্দজাতীর নরবলি ও রাজপুতদিগের কন্যা-হত্যা নিবারণ। উড়িষ্যার পার্ব্বত্য অঞ্চলবাসী খন্দ নামক অসভ্য অনার্য্যজাতি পূর্ব্বকালে প্রচুর শস্য পাইবার আশায় ভূ-দেবতার নিকট নরবলি দিত। ১৮৩৫ অব্দে তাহারা ইংরাজ-শাসনে আনীত হইলে উক্ত প্রথা উঠিয়া যায়। রাজপুতেরা অর্থাভাবে উপযুক্ত পাত্রে কন্যাসম্প্রদান করিতে পারিত না বলিয়া নবপ্রসূতা তনয়াকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিত। লর্ড বেণ্টিঙ্কের যত্নে এই নিষ্ঠুর ব্যবহারও অধিকাংশে নিবারিত হয়।

কোম্পানীর নূতন সনন্দ গ্রহণ; ১৮৩৩। বেণ্টিঙ্কের শাসনের সহিত আরও দুইটা ঐতিহাসিক ঘটনার সম্বন্ধ আছে। ১৮৩৩ অব্দে আবার ২০ বৎসরের জন্য কোম্পানি নূতন সনন্দ পাইলেন। ১৮১৩ অব্দের সনন্দে তাঁহাদের ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার উঠিয়া যায় বটে, কিন্তু চীন দেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার থাকে। ১৮৩৩ অব্দের সনন্দে স্থিরীকৃত হইল যে, তাঁহারা আপনাদিগের বাণিজ কার্য্য একেবারে রহিত করিবেন, এবং অন্যান্য ইয়ুরোপীয়দিগকে এতদ্দেশে বাস করিতে দিবেন। এই সময়ে গবর্ণর জেনারলের সভায় আর এক-জন অতিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত হইলেন। ইহার উপাধি ব্যবস্থাসচিব হইল। এখন হইতে গবর্ণর জেনারল ও তাঁহার সদস্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা পাইলেন। ব্যবস্থাসমূহের সংস্করণ ও সুশৃঙ্খলাসহকারে পুস্তকাকারে সংগ্রহার্থ

একটী কমিশনও নিয়োজিত হইল। লর্ড মেকলে প্রথম ব্যবস্থা-সচিব এবং উক্ত কমিশনের প্রথম সভাপতি হইলেন।

মহীশূররাজ্যের ইংরাজরক্ষণাবেক্ষণে আনয়ন ও কুর্গ-অধিকার। ১৮৩০ অব্দে মহীশূররাজের বিলাসপ্রিয়তা ও অমিতব্যয়িতা নিবন্ধন তদীয় রাজ্য ইংরাজদিগের তত্ত্বাবধানে রাখা আবশ্যক হয়। ১৮৮১ অব্দের মার্চ্চমাস পর্য্যন্ত এই বন্দোবস্তই ছিল। তৎপরে উক্ত রাজ্য তদ্দেশীয় রাজার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। কুর্গের রাজা ক্ষিপ্তের ন্যায় প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিলে, ১৮৩৪ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কুর্গরাজ পরাস্ত হইয়া বারাণসীতে প্রস্থান করিতে অনুমতি পান, এবং তদীয় প্রজাগণ কোম্পানির শাসনবশে আসিতে সম্মত হয়। প্রায় এই সময়ে কাছাড় প্রদেশও ইংরাজ শাসনাধীন হয়। ইহাই বেণ্টিঙ্কের পররাজ্যাধিকারের একমাত্র উদ্যম। ইহাও তিনি "তত্রত্য অধিবাসীদিগের ইচ্ছার বশীবর্ত্তী হইয়া" করেন।

বিদ্রোহ-দমন। ১৮৩১ অব্দে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বারাসত নামক স্থানে তিতুমির নামে একজন মুসলমান বিদ্রোহী হইয়া হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করায়, লর্ড বেণ্টিঙ্ক একদল সৈন্য দ্বারা উহার দমন করেন। ১৮৩২ অব্দে ছোটনাগপুরে কোলজাতিও বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজ সৈন্যের নিকট পরাস্ত হয় ও শান্তভাব ধারণ করে।

শাসনপ্রণালীর ব্যবস্থা। (১) প্রোবিন্সিয়াল কোর্টগুলি দ্বারা কোনও কার্য্য সম্পন্ন হইত না বলিয়া, লর্ড বেণ্টিঙ্ক সে গুলি উঠাইয়া দেন। (২) কালেক্টরগণের হস্তে ফৌজদারী মকদ্দমার ভার ন্যস্ত হয়; এবং জেলার কালেক্টরগণ, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর উপাধি প্রাপ্ত হন। (৩) প্রদেশবিশেষে কতিপয় জেলা লইয়া এক একটী কমিশনারের বিভাগ গঠিত হয়, এবং প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন কমিশনার নিযুক্ত হন। (৪) জেলার জজের হস্তে দায়রার বিচার ভার অর্পিত হয়। (৫) উত্তরপশ্চিম প্রদেশের জন্য এলাহাবাদে একটী সদর আদালত স্থাপিত হয়। (৬) এতদ্দেশীয় লোকদিগকে উচ্চপদে অধিকার দেওয়ার জন্য "ডেপুটী কালেক্টর" ও "সদর আলা" (বর্ত্তমান সবজজ) পদের সৃষ্টি হয়।

শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতি। এতদ্দেশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষার্থ কোম্পানি যে টাকা দিতেন, তাহা ইংরাজী অথবা এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ব্যয় করা হইবে, ইহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। শেষে লর্ড মেকলের পরামর্শানুসারে বেণ্টিঙ্ক স্থির করেন যে, ইংরাজী শিক্ষাই গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ যত্নের বিষয় হইবে। তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় মেডিকাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। তাঁহার শাসন-কালে সুপ্রসিদ্ধ রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর নামক পত্রিকা প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হন। দিল্লীশ্বরের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা নাই বলিয়া লর্ড আমহার্ষ্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট আবেদন করিয়া উহা পূর্ব্ববৎ স্থির রাখিবার নিমিত্ত পাতসাহ রামমোহন রায়কে রাজা উপাধি দিয়া বিলাতে পাঠান। বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বে এদেশের আর কোন লোক ইংলণ্ডে যান নাই। রামমোহনের চেষ্টায় পাতশাহের অন্য কোন লাভ হয় নাই; কেবল বার্ষিক অতিরিক্ত তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবার ব্যবস্থা হয়। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় এদেশে প্রথমতঃ বাষ্পীয়-পোতের প্রচলন হয়, এবং জনসাধারণের পক্ষে টাকা গচ্ছিত রাখিবার সুবিধা করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় একটা "সেভিংস্-ব্যাঙ্ক" স্থাপিত হয়।

লর্ড মেটকাফ ; ১৮৩৫-৩৬। বেণ্টিঙ্ক প্রস্থান করিলে সার চার্লস (পরে লর্ড মেটকাফ্ মন্ত্রিসভার প্রধান সভ্য ছিলেন বলিয়া আপাততঃ গবর্ণর জেনারল হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে বেণ্টিঙ্ক মুদ্রাযন্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দানসম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়া যান। মেটকাফ সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহার অল্পকালস্থায়ী শাসন ইহার জন্য প্রসিদ্ধ। কলিকাতার লোকে এই মহোপকারের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া "মেটকাফ হল" নামক

পুস্তকাগার স্থাপনপূর্ব্বক এই মহাপুরুষের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা; ১৮৩৫। স্বাধীনভাবে সংবাদপত্রাদিতে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাবলীর দোষগুণ বিচারের ক্ষমতাকে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বলে। অধিকাংশ সভ্যদেশেই মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীন; ইংলণ্ডে সংবাদপত্রসমূহের এতদূর ক্ষমতা যে, গবর্ণমেণ্ট অনেক সময়ে ইহাদিগকে ভয় করিয়া চলেন। কিন্তু এতদ্দেশে পূর্ব্বে সংবাদপত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিলে, গবর্ণর জেনারলগণ অনেক সময়ে তাহাদের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিতেন। লর্ড ওয়েলেশলি সংবাদপত্রের দোষ গুণ পরীক্ষার্থ একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন, এবং আদেশ দেন যে, কোন সংবাদ পত্রে গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কোন অন্যায় কথা প্রকাশিত হইলে সম্পাদক দণ্ডনীয় হইবেন। মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীন হইলেও অবশ্য অন্যায় কথার রটনা করা দণ্ডার্হ; তবে তাহার জন্য লেখকই দায়ী, সম্পাদক দণ্ডিত হন না। কিন্তু ওয়েলেশলি সম্পাদককে দায়ী করিয়া প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রের উন্নতির পথ রুদ্ধ করেন। ১৮১৮ অব্দে লর্ড হেষ্টিংশ এই অন্যায় আদেশ রহিত করেন। কিন্তু ১৮২৩ অব্দে যখন এডাম সাহেব কিছুদিনের জন্য গবর্ণর জেনারল হন, তখন তিনি পুনর্ব্বার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নষ্ট করেন; এবং কলিকাতা জর্ণালনামক সংবাদপত্রের সম্পাদক বাকিংহাম সাহেবকে দণ্ড দেন। উদারচেতা বেণ্টিঙ্ক এডাম সাহেবের এই অন্যায় আদেশ রহিত করিবার জন্য ইংলণ্ডে মন্তব্য পাঠাইয়া দেন, এবং শেষে মেটকাফের যত্নে মুদ্রাযন্ত্র পুনর্ব্বার স্বাধীন হয়। ১৮৭৮ অব্দে লর্ড লিটনের শাসনকালেও আবার মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা নষ্ট হয়, কিন্তু ১৮৮২ অব্দে লর্ড রিপণ পুনর্ব্বার উহা স্বাধীন করিয়া দেন।

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড; ১৮৩৬-১৮৪২। মেটকাফের পর লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড গবর্ণর জেনারলের পদে নিয়োজিত হইলেন।

মেট্‌কাফ্ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইলেন। অক্‌ল্যাণ্ডের সময় হইতে যুদ্ধ ও দেশাধিকার সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত হইল। প্রথমে সর্ব্বত্র শান্তিই বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড কুবুদ্ধির বশীভূত হইয়া সাহসুজাকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার কার্য্য-কুশলতার অভাবে এ চেষ্টা ফলবতী হওয়া দূরে থাকুক, বরং পরিণামে কাবুল নগরস্থ সমস্ত ইংরজসৈন্যের বিনাশের কারণ হইয়া উঠিল।

দুরাণী রাজাদিগের শাসনে আফগানস্থানের অবস্থা; ১৭৪৭-১৮২৬। গজনি ও ঘোর রাজ্যের সুলতানদিগের সময় হইতে ১৭৪৭ অব্দ পর্য্যন্ত আফগানদিগের ভাগ্যে স্বদেশীয় রাজার শাসন ঘটে নাই। ঐ বৎসর আমেদসাহ দুরাণী সর্ব্বপ্রথম জাতীয় নৃপতি হইয়া আফগান সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। দিগ্বিজয়ী নাদির সাহের মৃত্যুর পর তাহার রাজ্য লইয়া যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তৎসুযোগে এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিক পুরুষ, হিরাট হইতে পেশোয়ার এবং কাশ্মীর হইতে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ রাজ্য জয় করিয়া ১৭৭৩ অব্দে লোকান্তরগমন করেন। দুরাণী রাজাদিগের বহুল বংশবৃদ্ধি হয়; কিন্তু যখনই সিংহাসন শূন্য হইত, তখনই উত্তরাধিকার লইয়া রাজপরিবারের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়া অনেকে নিহত হইত।

কাবুলের সহিত ইংরাজদিগের পূর্ব্বতন সম্বন্ধ। ওয়েলেশ্‌লির সময় হইতে ইংরাজদিগের মন কাবুলের দিকে আকৃষ্ট হয়। তখন (১৮০০) জমানসাহ আফগানস্থানের অধিপতি ছিলেন। ওয়েলেশ্‌লির ভয় ছিল, পাছে জমানসাহ স্বীয় পিতামহ আমেদসাহের পথানুবর্ত্তী হইয়া আবার হিন্দুস্থান বিপর্য্যস্ত করেন। কিন্তু মহাপ্রতাপশালী রণজিৎ সিংহের অধীনে পঞ্জাবসীমান্তে শিখরাজ্য স্থাপিত হওয়ায় আফগান আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত হয়। পরে ১৮০৯অব্দে লর্ড মিণ্টো মাউণ্টষ্টুয়াট এলফিন্‌ষ্টোনকে জমানসাহের ভ্রাতা সাহসুজার নিকট দূতরূপে প্রেরণ করেন। তখনও ফরাশী

জাতিকর্ত্তৃক ভারতাক্রমণ সম্ভবপর ছিল। সুতরাং এরূপ আক্রমণ নিবারণোদ্দেশে কাবুলের সহিত, পরস্পর বিপদের সময়ে সাহয্য করিবেন এই মর্ম্মে সন্ধিস্থাপন করাই লর্ড মিণ্টোর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সেই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই সাহসুজা সিংহাসনচ্যুত ও স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন, এবং মামুদসাহ নামক তাঁহার অপর এক ভ্রাতা আফগানসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন (১৮০৯)।

ইংরাজ সাহায্যে সাহসুজার পুনরায় সিংহাসনপ্রাপ্তি; ১৮৩৯। ১৮৩৭ অব্দে ইংরাজজাতি আফগান রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অনধিকার চর্চ্চার সময়ে বরাকজাইবংশীয় দোস্ত মহম্মদ আফগান সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। শিখদিগের হস্ত হইতে পেশওয়ার পুনরধিকার করা দোস্ত মহম্মদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সুতরাং যখন লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড আফগানস্থানের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনের নিমিত্ত কাপ্তেন অলেক্‌জাণ্ডার বার্ণসকে দোস্তমহম্মদের সভায় দূতরূপে প্রেরণ করেন, তখন দোস্তমহম্মদ, পেশওয়ার পাইলে সব স্বীকার করিতে পারি এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের মনে বাণিজ্য-সম্বন্ধ অপেক্ষা প্রধানতর এক উদ্দেশ্য ছিল। তখন রুশজাতি অতি দ্রুতবেগে মধ্য এশিয়ায় অগ্রসর হইতেছিল এবং রুশসাহায্যে একদল পারসিক সেনা আফগানস্থানের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত হিরাটনগর অবরোধ করিতেছিল। যখন বার্ণস্ কাবুলে ছিলেন তখন একজন রুশদূতও তথায় গমন করেন। বার্ণস্ পেশওয়ার সম্বন্ধে দোস্ত মহম্মদের ইচ্ছাপূর্ণ করিতে অসমর্থ হওয়াতে বিফলমনোরথ হইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় হইতেই লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড, দোস্ত মহম্মদ অপেক্ষা অধিকতর অনুগত অপর এক ব্যক্তিকে আফগানস্থানের আমীর করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে ইহাতে কোন বিপদ ঘটিবে। তিনি লুধিয়ানানগরস্থ নির্ব্বাসিত সাহসুজাকে কাবুলের

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। তখন সিন্ধু ও পঞ্জাব উভয়ই স্বাধীন রাজ্য ছিল। কিন্তু সিন্ধু অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বলিয়া তাহার ভিতর দিয়া একদল ইংরাজসেনা সাহসুজাকে লইয়া বোলান পথ দিয়া দক্ষিণ আফগানস্থানে প্রবেশ করিল। কান্দাহার বশ্যতা স্বীকার করিল; গজনি আক্রান্ত ও অধিকৃত হইল; দোস্তমহম্মদ হিন্দুকুশের অপরপ্রান্তে পলায়ন করিলেন, এবং সাহসুজা ১৮৩৯ অব্দের আগষ্ট মাসে কাবুল নগরস্থ "বালা-হিসার" ভবনে বিজেতৃবেশে প্রবিষ্ট হইলেন। দোস্তমহম্মদ আরও একবার যুদ্ধ করিয়া শেষে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং রাজকীয় বন্দিভাবে কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন।

ইংরাজদিগের প্রত্যাবর্ত্তন; ১৮৪১-১৮৪২।

ইংরাজেরা সাহসুজাকে আফগানস্থানের সিংহাসনে বসাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি আফগানজাতিকে অনুরক্ত করাইতে পারিলেন না। আফগানস্থান দুই বৎসরকাল ইংরাজসেনার অধীন রহিল। কিন্তু ১৮৪১ অব্দের নবেম্বর মাসে এক বিষম দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। ইংরাজদূত সার আলেক্‌জেণ্ডার বার্ণস আফগান-গণ কর্ত্তৃক কাবুলনগরে নিহত হইলেন। সেনানিবেশসমূহে যে সমস্ত ইংরাজসৈন্য ছিল, তাহারা জেনারল এল্‌ফিনষ্টোনের * অধীন ছিল। এল্‌ফিনষ্টোন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং এরূপ সময়ে তাঁহার মত পদস্থ লোকের যেরূপ করা উচিত ছিল, তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। এ দিকে দোস্তমহম্মদের জেষ্ঠ পুত্র আকবর খাঁ তদানীন্তন ইংরাজদূত ম্যাকনাটনের সহিত সাক্ষাৎকালে বিশ্বাস-ঘাতকতাসহকারে তাঁহাকে নিহত করিলেন। ইংরাজ সৈন্য দুই মাসকাল সেনানিবেশে অবস্থানপূর্ব্বক অবশেষে আফগানসেনা-পতিদিগের অলীক আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস করিয়া প্রগাঢ় শীতের সময় গিরিপথ দিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উদ্দেশে যাত্রা

* ইহাকে যেন অনারেবল মাউণ্টষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিনষ্টোন নামক সুদক্ষ সিবিলিয়ান ও ইতিহাসকার বলিয়া ভ্রম না হয়।

করিল। তখন ঐ সেনাদলের ৪,০০০ যোদ্ধা ও ১২,০০০ শিবিরানুচর ছিল। কিন্তু শেষে কেবল ডাক্তার ব্রাইডন নামক একব্যক্তি ভিন্ন অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য খুর্দ্দ কাবুল ও জগদলার তুষারাবৃত গিরিসঙ্কট-সমূহে আফগানদিগের অস্ত্রাঘাতে, অথবা নিদারুণ শীতে বিনষ্ট হইল। কেবল কয়েকজন বন্দী (প্রধানতঃ স্ত্রী, বালক ও কর্ম্ম-চারী) আকবর খাঁর আজ্ঞানুসারে সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন।

প্রতিশোধ; ১৮৪২। এইরূপে প্রথম আফগানযুদ্ধ অন্যায়রূপে আরব্ধ, এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের মতভেদ ও বিশৃঙ্খলা দ্বারা পরিচালিত হইয়া শেষে ইংরাজ নামে কলঙ্কারোপিত করিয়া সমাপ্ত হইল। ১৮৪২ অব্দে লর্ড এলেনবরা গবর্ণর জেনারল হইয়া আসিলেন। কান্দাহার ও জেলালাবাদ হইতে ইংরাজ সৈন্যসমূহ নিরাপদে ফিরাইয়া আনিয়াই ক্ষান্ত হইবেন, লড এলেনবরা প্রথমতঃ এরূপ সংকল্প করিলেন। কিন্তু শেষে তিনি এতদপেক্ষা বীরজনোচিত পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন। জেনা-রল সেল্ জেলালাবাদনগরে আফগান সেনাকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া এতদিন অসাধারণ বারত্বসহকারে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। জেনারল পোলক বরাবর পঞ্জাবের ভিতর দিয়া সেলের সাহায্য করিতে যাইতেছিলেন; তাহাকে কাবুল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে অনুমতি দেওয়া হইল। জেনারল নট কান্দাহার হইতে প্রত্যা-বর্ত্তন করিবার অনুমতি পাইয়াও পথে কাবুল বিধ্বস্ত করিয়া আসিতে সঙ্কল্প করিলেন। এলেনবরা সাবধানে এরূপ আদেশ প্রদান করিলেন যে, বিপদ ঘটিলে সমস্ত দায় সেনাপতিদিগের স্কন্ধে পড়ে। নট সকল দায় আপন স্কন্ধে লইয়া অকুতোভয়ে কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পোলক্ ও নটের সৈন্যগণ পথে অনেক তুমুলযুদ্ধ করিয়া ১৮৪২ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কাবুল নগরে প্রবেশ করিল। কাবুলের বৃহৎ বাজার-বারুদ প্রয়োগে চূর্ণীকৃত হইল। তৎপরে বন্দীদিগের উদ্ধার করিয়া সকলে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দোস্তমহম্মদ নির্ব্বিবাদে

পুনর্ব্বার কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিলেন। লর্ড এলেনবরা আপনার বাহাদুরী দেখাইবার নিমিত্ত গজনিরাজ মামুদের সমাধি-মন্দিরস্থিত সিংহদ্বার-কবাটদ্বয় পঞ্জাবের নগরে নগরে প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, এবং ঘোষণা করিলেন, যে এতদিনে সোমনাথের অবমাননার প্রতিশোধ হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত কবাটদ্বয়ের সহিত সোমনাথের কোন সম্পর্ক ছিল না; উহা সোমনাথের কবাটের অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল মাত্র।

সিন্ধুদেশ জয়; ১৮৪৩। লর্ড এলেনবরা সামরিক আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন; সুতরাং আরও দুইটী যুদ্ধ করিয়া স্বীয় রুচি চরিতার্থ করিলেন। সার চার্লস নেপিয়ার ১৮৪৩ অব্দে সিন্ধু-দেশের "মীর বা "আমীর" উপাধিধারী রাজাদিগের রাজ্য অধিকার করেন। আমীরেরা প্রকাশ্যভাবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কোন অনিষ্ট করেন নাই; তবে তাঁহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হিতৈষী নহেন, এই সন্দেহে প্রথমতঃ তাঁহাদের রাজ্যের দুই ভাগ ইংরাজ হস্তে দিয়া এক ভাগ নিজে রাখিতে পারিবেন এই ব্যবস্থা হয়। কিন্তু মীরদিগের বেলুচি প্রজাগণ বিদ্রোহী হওয়ায় যুদ্ধ ঘটে। হায়দরাবাদ ও মিয়ানি নামক স্থানদ্বয়ে ইংরাজসেনানী সার চার্লস নেপিয়ার বেলুচিদিগকে পরাস্ত করিলেন, এবং সিন্ধুদেশ ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইল। এই বৎসরেই গোয়ালিয়রের সিংহাসন লইয়া এক গোলযোগ হয়। সিন্ধিয়ার রাজ্যে সৈন্য-সংখ্যার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহারা রাজান্তঃপুরের স্ত্রীলোক-দিগের ষড়যন্ত্রে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। মহারাজ-পুর ও পুন্নিয়ার নামক স্থানদ্বয়ে সিন্ধিয়ার সৈন্য পরাভূত হইলে শান্তি স্থাপিত হইল (১৮৪৩)। মহারাজপুরের যুদ্ধে এলেনবরা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ; ১৮৪৪-১৮৪৮। লর্ড এলেনবরার শাসনসংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে ডিরেক্টরদিগের সহিত মতান্তর উপস্থিত হইল। সুতরাং তিনি ১৮৪৪ অব্দে বিলাতে প্রতি-

গমন করিতে অনুমতি পাইলেন এবং লর্ড হাডিঞ্জ নামক জনৈক যোদ্ধৃপুরুষ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন। হাডিঞ্জ পেনিন্‌সুলার সমরে * যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং লিগনির যুদ্ধে † তাঁহার একহস্ত নষ্ট হইয়াছিল। এজন্য লোকে তাঁহাকে হাতকাটা গবর্ণর বলিত। তাঁহার আগমনে সকলেরই বোধ হইতে লাগিল যে, ভারতবর্ষের তদানীন্তন একমাত্র অবশিষ্ট স্বাধীনজাতি মহাপরাক্রান্ত শিখদিগের সহিত অচিরে ইংরাজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইবে।

শিখ-সম্প্রদায়। শিখসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নানক হইতে গোবিন্দসিংহ পর্য্যন্ত (১৭০৮) ক্রমান্বয়ে দশজন "গুরুর" পরিচয় পাওয়া যায়। গোবিন্দসিংহের সময়েই গুরুপর্য্যায়ের শেষ হয়। মুসলমানেরা শিখদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিত, এবং আরঙ্গজীবের পরবর্ত্তী সম্রাট কুলাঙ্গারগণ ইহাদিগকে প্রায় নির্ম্মূল করিয়া যায়। তথাপি শিখজাতির স্বধর্ম্মপ্রত্যয় এতই বলবান ছিল যে, তাহারা ধর্ম্মার্থে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। গুরুগোবিন্দের শিক্ষাবলে ইহারা সামরিক জাতিতে পরিণত হয়, এবং মোগল সম্রাজ্যের পতন হইলে রীতিমত রাজ্যাধিকার আরম্ভ করে। উত্তরে শিখসমিতি, এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে মহারাষ্ট্রজাতী, এই দুই পরাক্রান্ত হিন্দুবলই মোগল সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া লয়।

রণজিৎসিংহ ; ১৭৮০-১৮৩৯। রণজিৎসিংহের পূর্ব্বেও শিখ "মিশিল" বা সমিতি সমূহের নানা শাখাপ্রশাখা স্ব স্ব সদ্দারের অধীনে শতদ্রুতীরে অনেক ক্ষুদ্ররাজ্য সংস্থাপন করে। কিন্তু রণজিৎসিংহই শিখসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৮০ অব্দে

---

* ফরাসী বীর নেপোলীয়ান বোনাপার্ট স্পেন ও পর্ত্তুগাল আক্রমণ করিলে তাঁহার সহিত ইংরাজ ও স্পেনিয়ার্ডদিগের যে যুদ্ধ হয় (১৮০৮-১৮১৩ খ্রীঃ) তাহাকে পেনিন্‌সুলার (উপদ্বীপিক) সমর বলে।

† ওয়াটার্লুর যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে (১৮১৫) ইংরাজ ও ফরাসীতে লিগ্‌নি নামক স্থানে একটী যুদ্ধ হয়।

তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বিংশতি বৎসর বয়ক্রমকালে তদানীন্তন আফগানরাজ (আহ্মদসাহ আবদালির পৌত্র) জমানসাহের নিকট হইতে লাহোরের শাসনকর্ত্তৃত্বলাভ পূর্ব্বক স্বয়ং স্বাধীনরাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প করেন, শতদ্রুর পশ্চিমবর্ত্তী মিশিল সমূহ ক্রমশঃ বিনিষ্ট করিয়া স্বয়ং ঐ অঞ্চলের একাধিপতি হন এবং ১৮০১ অব্দে মহারাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি ইয়ুরোপীয় সেনাপতিদিগের শিক্ষা বলে যে একদল সেনা গঠন করিয়াছিলেন, অটল বীরত্বে ভূমণ্ডলে অন্য কোন সেনাদল কখনও তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। রণজিৎ লাহোরে রাজধানী স্থাপন করিয়া তথা হইতে দক্ষিণে মুলতান, পশ্চিমে পেশ্‌ওয়ার পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিলেন। কেবল পূর্ব্বদিকে শতদ্রু নদী তাঁহার প্রতাপ বিস্তার সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিল, কারণ ১৮০৪ অব্দে ইংরাজ আধিপত্যও শতদ্রুতট পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। অতঃপর রণজিৎ পাতিয়ালা প্রভৃতি কয়েকটী ইংরাজ আশ্রিত রাজ্য আক্রমণ করায় লর্ড মিণ্টো তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপনার্থ মেটকাফকে প্রেরণ করেন। ১৮০৯ অব্দে মেটকাফের নিকট রণজিৎ অঙ্গীকার করেন যে, তিনি কখনও ইংরাজরাজ্য আক্রমণ করিবেন না। মৃত্যুকাল (১৮৩৯) পর্য্যন্ত তিনি অতি বিশ্বস্তভাবে এই অঙ্গীকার প্রতিপালন করিয়াছিলেন। যখন সাহসুজা কাবুল হইতে প্রথম বিতাড়িত হন, তখন তিনি রণজিতের আশ্রয় লইয়াছিলেন। রণজিৎ এই সুযোগে কাশ্মীর অধিকার করেন এবং সাহসুজার নিকট হইতে সুপ্রসিদ্ধ হীরকশ্রেষ্ঠ 'কোহিনুর' * প্রাপ্ত হন

---

* কোঃ ই নুর বা জ্যোতিঃশেখর। অনেকে বলেন যে, ইহা গোলকুণ্ডা রাজ্যের খনি হইতে প্রাপ্ত এবং মীরজুম্লা কর্তৃক সাহাজানকে প্রদত্ত হয়। প্রবাদ আছে একদা একজন ইংরাজ রণজীৎকে উহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন যে, ইহার মূল্য 'পাঁচজুতা' অর্থাৎ অন্যের উপর বলপ্রকাশের ক্ষমতা। উত্তর কালে ইংরাজেরা এই পাঁচজুতা দিয়াই উহা রণজিতের পুত্রের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। অধুনা কোহিনুর ইংলণ্ডের রাজমুকুটোপরি শোভা

রণজিতের পুত্রগণের মধ্যে কেহই তদীয় শাসনদণ্ড পরিচালনের উপযুক্ত ছিলেন না। প্রতিযোগী সেনাপতি, মন্ত্রী ও রাজ্ঞীগণের কলহ ও ষড়যন্ত্রে লাহোর অশান্তিময় হইয়া উঠে' রাজ্যমধ্যে কেবল "খালসা"অর্থাৎ সদরমন্ত্রিসভার অধীন সেনাদলেরই সম্যক ক্ষমতা ছিল। আফগানস্থানে ইংরাজদিগের দুর্গতির দিন হইতেই ইহারা ইংরাজ সিপাহীদিগের বলপরীক্ষার্থ ব্যগ্র হইয়া উঠে। ঐ সময়ে খালসাগণ নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় আভিটেবল ও কোর্ট নামক ইয়ুরোপীয় সেনাপতিদ্বয়কে বিদূরিত করিয়া দেয়, এবং সেনাসংক্রান্ত সর্ব্বপ্রধান ক্ষমতা কতকগুলি পঞ্চায়তের হস্তে সমর্পণ করে। প্রত্যেক পঞ্চায়ত সমিতিতে ৫ জন সভ্য থাকিতেন, এবং তাঁহারা সেনাকর্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন।

প্রথম শিখযুদ্ধ; ১৮৪৬। ১৮২৫ অব্দে ৬০,০০০ শিখসৈন্য ১৫০টা কামান লইয়া শতদ্রু পার হইয়া ইংরাজরাজ্য আক্রমণ করিল। প্রধান সেনাপতি সার হিউ গফ গভর্ণর জেনারলের সঙ্গে দ্রুতবেগে সীমান্তপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তিন সপ্তাহের মধ্যে মুদকি, ফিরোজসহর, আলিওয়াল ও সোব্রাও নামক স্থানে চারিটা রীতিমত যুদ্ধ হইল। প্রতিবারেই ইংরাজপক্ষে অনেক সেনা নষ্ট হইল এবং শিখেরা এরূপ অদ্ভুত রণকৌশল প্রদর্শন করিল, যে গভর্ণর জেনারল ও প্রধান সেনাপতি তাহাদের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিলেন। কিন্তু সেনাপতিদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় শেষবারে পরাজিত হইয়া শিখসৈন্য শতদ্রুর অপর পারে বিদূরিত হইল, এবং লাহোর নগর ইংরাজ-

---

পাইতেছে। বীরত্ব ও দূরদর্শিতা উভয় বিষয়েই রণজিৎ একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। একদিন ভারতবর্ষের মানচিত্রের কিয়দংশ রক্তবর্ণে চিত্রিত দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসিয়া জানিতে পারেন যে, ঐ সমস্ত প্রদেশ ইংরাজাধিকৃত, এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠেন 'সব লাল হো যাগা' অর্থাৎ শেষে সমস্ত ভারতই ইংরাজদিগের হইবে। রণজিৎকে ইংরাজেরা 'পঞ্জাব কেশরী' উপাধিপ্রদানপূর্ব্বক সম্মান করিতেন।

দিগের বশ্যতা স্বীকার করিল। ইংরাজেরা যেরূপ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন শিখদরবার তাহাতেই বাধ্য হইলেন। তদনুসারে রণজিতের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র দলীপসিংহকে পঞ্জাবের অধিপতি করা হইল। জলন্ধর দোয়াব অর্থাৎ শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইল, এবং শিখ সেনার পরিমাণ একটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত হইতে পারিবে না বলিয়া স্থির হইল। ইংরাজেরা যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ দেড় কোটি টাকা পাইবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল; কিন্তু তখন শিখরাজকোষে ৫০ লক্ষের অতিরিক্ত টাকা ছিল না; সুতরাং অবশিষ্ট এক কোটি টাকার পরিবর্ত্তে লর্ড হার্ডিঞ্জ কাশ্মীর প্রদেশ গ্রহণ করিলেন, এবং উহা গোলাপ সিংহ নামক জনৈক শিখ সর্দ্দারের নিকট এক কোটি টাকায় বিক্রীত হইল। গোলাপসিংহ পূর্ব্ব হইতেই কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি সন্ধির সময়ে ইংরাজদিগের সাহায্য করেন বলিয়াই গবর্ণর জেনারলের নিকট এই পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি কাশ্মীরের রাজা। মেজর হেনরি লরেন্স লাহোর নগরে রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইলেন, এবং যাহাতে সন্ধির নিয়মাদি প্রতিপালিত হয়, তাহার পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত আট বৎসরের জন্য একদল ইংরাজসেনা পঞ্জাবে প্রেরিত হইল। যুদ্ধান্তে সার হেনরি হার্ডিঞ্জ ইংলণ্ডদেশীয় সম্ভ্রান্তপদবীতে উন্নীত হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন (১৮৪৮)। লর্ড হার্ডিঞ্জ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার সুবিধার জন্য কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যান। তাহাদিগকে হার্ডিঞ্জ স্কুল বলে। রুরকীর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও এই সময় স্থাপিত হয়।

আরল অব ডালহৌসী; ১৮৪৮–১৮৫৬। হার্ডিঞ্জের পর লর্ড ডালহৌসী গবর্ণর জেনারল হইলেন। ইনি স্বকীয় অষ্টবর্ষব্যাপী শাসনাকালে যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, ক্লাইবের পর অন্য কেহই তদ্রূপ পারেন নাই। তাঁহার মন উচ্চাশয়পূর্ণ, রাজনীতিকুশলতা প্রগাঢ় এবং ন্যায়ান্যায়জ্ঞান অতি তীক্ষ্ণ ছিল। কি উপায়ে

এদেশের নৈতিক ও বিষয়িক অবস্থায় উন্নতি সাধিত হইবে তাহাই ডালহৌসীর প্রধান যত্নের বিষয় ছিল। তাঁহার হস্ত সর্ব্বদাই সংস্কার-সাধনে ব্যাপৃত ছিল। অধুনা সে সকল রাজবর্ত্ম ও পয়ঃপ্রণালী জালের ন্যায় সমগ্রদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তৎসমস্ত নির্ম্মাণের নিমিত্ত তিনি পূর্ত্তবিভাগ (Public Works Department) স্থাপন করেন। তিনি গঙ্গার খাল কাটিয়া যান এবং এ দেশে প্রথম রেলওয়ে নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। তিনি লোহিত সাগর দিয়া বাষ্পীয়যানযোগে বিলাত গমনাগমনের ও ডাক বিভাগের সুবন্দোবস্ত করিয়া অল্পব্যয়ে পত্রাদি প্রেরণের সুবিধা করেন এবং তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রচলিত করেন। তাঁহার সময়ে বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি সার চার্লস উডের মন্তব্যানুসারে * এদেশে রীতিমত শিক্ষাবিভাগের সৃষ্টি হয়, শিক্ষাকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণার্থ ডিরেক্টার ইনস্পেক্টার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হন, বিদ্যালয়-সমূহে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্যদান প্রথার প্রবর্ত্তন হয়, স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, কলিকাতার হিন্দুকলেজ বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয় এবং কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিয়া ডাকাইতি ও নরবলি প্রথার দমন করেন এবং সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপিত করিয়া যান। ফলতঃ তিনি ভারতসাম্রাজ্য নূতন করিয়া গঠন করেন। কিন্তু তাঁহার সুদৃঢ় হস্ত শাসন ব্যাপার হইতে অপসারিত হইবামাত্র সিপাহী যুদ্ধের আরম্ভ হয়। ডালহৌসীর দুর্ভাগ্যবশতঃ লোকে এই ভীষণ যুদ্ধকাণ্ড স্মরণ করিয়া তৎকৃত উপকাররাশি অনেক সময়ে বিস্মৃত হইয়া যায়।

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ ; ১৮৪৮–১৮৪৯। ডালহৌসী এ দেশে আগমন করিলে পর ছয় মাস অতীত হইতে না হইতেই

---

*এই মন্তব্যের পাণ্ডুলিপি বিখ্যাত দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মীল কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ উপস্থিত হইল। মুলতানের শাসনকর্ত্তা মূলরাজ কার্য্য হইতে অবকাশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত লাহোরের দরবারে প্রার্থনা করেন। তদনুসারে খাঁ সিংহ নামক জনৈক শিখসর্দ্দার তৎপদে নিযুক্ত হইয়া দুইজন ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত তথায় প্রেরিত হন। কিন্তু মূলরাজ ষড়্যন্ত্র করিয়া উক্ত ইংরাজ কর্ম্মচারিদ্বয়কে নিহত করেন। এদিকে লাহোর নগরস্থ সমস্ত ইংরাজদিগকে নিহত করিবার নিমিত্ত এক ষড়্যন্ত্র হয় এবং রণজিতের বিধবা মহিষী ঝিন্দন উহাতে সংলিপ্তা আছেন বলিয়া ইংরাজেরা তাঁহাকে বারাণসীতে নির্ব্বাসিত করেন। এই সমস্ত কারণে শিখেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠে। এই সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে মেজর হেনরি লরেন্স পীড়িত হইয়া ছুটি লইয়া বিলাতে গিয়াছিলেন। তাহাতে আবার ইংরাজ সেনা গ্রীষ্মকালে রণক্ষেত্রে অবতরণ করিতে প্রস্তুত ছিল না। কেবল লেপ্টেনাণ্ট (পরে সার হারবার্ট) এড্ওয়ার্ড নামক জনৈক ইংরাজ সৈনিকপুরুষ একাকী প্রাণপণে বিপদ্ নিবারণের জন্য বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত শিখজাতি বিদ্রোহী হইল, আবার খালসাসেনা সম্মিলিত হইল এবং তাহারা ইংরাজসৈন্যের সহিত তুল্যবীরত্বে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। চিলিয়ানালার যুদ্ধে ইংরাজদিগের ২, ৪০০ লোক নষ্ট হয় এবং চারিটী কামান ও তিন রেজিমেণ্টের পতাকা শত্রুহস্তগত হয় (১৪ জানুয়ারি ; ১৮৪৯)। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে সার হিউ গফ্ গুজরাটের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়া পূর্ব্বকলঙ্কের অপনোদন করিলেন। শিখসেনা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল। মুলতান পূর্ব্বেই ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছিল। আফগানরাজ দোস্ত মহম্মদ শিখদিগের সাহায্যার্থ একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহারা এক্ষণে ইংরাজকর্ত্তৃক অবমানিত ও অনুধাবিত হইয়া পলায়ন করিল। তৎপরে ১৮৪৯ অব্দের ২৯ মার্চ্চ তারিখে এক ঘোষণাপত্র দ্বারা পঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইল। ডালহৌসী, সার হেন্‌রি লরেন্স ও তদীয়

ভ্রাতা জন লরেন্স এই নূতন ক্ষেত্রে স্ব স্ব শাসনবুদ্ধির পরিচয় দিবার সুবিধা পাইলেন। মহারাজ দলীপসিংহ বার্ষিক পাঁচলক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন। কিছুদিন হইল পারিস নগরের একটী হোটেলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

পঞ্জাবে শান্তি-স্থাপন। পঞ্জাবে শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত প্রথমতঃ অধিবাসীদিগকে নিরস্ত্র করা হইল। তৎপরে প্রতি গ্রামের ভূমি জরিপ করিয়া সমস্ত প্রদেশের ভূমিকর নির্দ্ধারিত হইল। ভূমিকর পূর্ব্বে শিখদিগের পীড়নে যতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক কম করিয়া অবধারিত হইল। এতৎসঙ্গে একপ্রকার শিথিল অথচ ন্যায়পর দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্য্যবিধি প্রবর্ত্তিত হইল। কর্ণেল রবার্ট নেপিয়ারের (ইনি পরে লর্ড নেপিয়ার অব্ মাগডালা উপাধি পান) তত্ত্বাবধানে নানাস্থানে রাজবর্ত্ম ও পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত হইল। ইংরাজদিগের সুশাসনে শিখেরা শীঘ্রই এত বশীভূত হইয়াছিল যে, ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী যুদ্ধের সময়ে তাহারা যে কেবল নিরস্ত্র ছিল এমন নহে, প্রকৃত রাজভক্ত প্রজার ন্যায় ইংরাজদিগের সহায়তাও করিয়াছিল।

দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ; ১৮৫২। ১৮৫২ অব্দে ব্রহ্মবাসীরা রেঙ্গুণ নগরের কয়েকজন ইংরাজবণিকের উপর অত্যাচার করে এবং এই অবৈধাচার ব্রহ্মরাজের গোচর করিবার জন্য একজন অর্ণবপোতাধ্যক্ষ প্রেরিত হইলে তাঁহাকেও অবমানিত করে। এই কারণে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের আরম্ভ হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই রেঙ্গুণ হইতে প্রোমপর্য্যন্ত ইরাবতীর সমগ্র অববাহিকা প্রদেশ ইংরাজদিগের হস্তগত হইল এবং ১৮৫২ অব্দের ২০শে ডিসেম্বরের ঘোষণাপত্র দ্বারা পেগুপ্রদেশ নামে অভিহিত হইয়া পূর্ব্ব-বিজিত (১৮২৬) আরাকান ও টেনাসরিম প্রদেশের সহিত সংযোজিত হইল। এই সমস্ত প্রদেশ ইংরাজাধিকারে আসিয়া সহস্র গুণে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

দেশীয় রাজাদিগের প্রতি ডালহৌসীর ব্যবহার।

ডালহৌসী এতদ্দেশীয় সামন্ত রাজাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহাতেই তাঁহার স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা কেবল প্রজার উপকারার্থ শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিবেন, ইহাই ডালহৌসীর শাসনবিধির মূল সূত্র ছিল। তিনি স্বকীয় দৈনিক ক্রিয়া কলাপে ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইতেন। ইংরাজ-শাসন এতদ্দেশীয় রাজশাসন অপেক্ষা প্রজার অধিকতর হিতকর, ইহাও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সুতরাং যে কোন ন্যায়সঙ্গত উপায়ে হউক তিনি এদেশীয় নরপতিদিগকে রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার বিবেচনায় দেশীয় রাজগণ কেবল অমঙ্গলের নিদান এবং সুশাসন নীতির কণ্টক স্বরূপ ছিলেন। সিংহাসনস্থ রাজা বা তাঁহাদের উত্তরাধিকারী-দিগের সহিত সদ্ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু যাহারা কুলক্রমাগত কুশাসনদ্বারা ইংরাজদিগের সহানুভূতি পাইবার অযোগ্য, অনুগ্রহ-বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের সাহায্য করা, অথবা যে সকল রাজবংশে ধর্ম্মপত্নীসম্ভূত কোন উত্তরাধিকারী নাই, তথায় পোষ্য পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বংশরক্ষা করা উচিত নহে। হিন্দুজাতির লৌকিক ব্যবহার অনুসারে শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহজন্যই হউক, অথবা সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তই হউক, দত্তক-পুত্র যে সর্ব্বথা আত্মজস্থানীয় তদ্বিষয়ে কখনও কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু ডালহৌসী বলিতে লাগিলেন যে, রাজ-নৈতিক সুবিধা বা অসুবিধার উপর দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার স্বতন্ত্র প্রকারে নিয়মিত হওয়া উচিত; কারণ পোষ্যপুত্রগণ সচরাচর নীচবংশীয়; তাহাদের হস্তে শাসনক্ষমতা না দিয়া ইংরাজেরা নিজে শাসনভার গ্রহণ করিলেই রাজ্যের প্রকৃত হিতসাধন হয়।

উত্তরাধিকারীর অভাবে যে সমস্ত দেশীয় রাজ্য ইংরাজসাম্রাজ্য ভুক্ত হইল।

১৮৪৮ অব্দে সেতারার

শিবাজিবংশীয় অপুত্রক শেষ রাজা লোকান্তর গমনকালে যে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন, ডালহৌসী তাঁহাকে সিংহাসন অধিকারের উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন না এবং সেতারা রাজ্য ইংরাজাধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন (১৮৪৯)। ঐ বৎসর কেরৌলী নামক রাজপুত রাজ্যেরও এই দশা ঘটিত; কিন্তু ডিরেক্টার-সভা অধীনরাজ্য ও রক্ষিত মিত্ররাজ্য, এতদুভয়ের মধ্যে এক সূক্ষ্ম তারতম্য দেখাইয়া দিলেন বলিয়া কেরৌলী রক্ষা পাইল। ১৮৫৩ অব্দে ঝান্সীরাজ্যও সেতারার ভাগ্যানুবর্ত্তী হইল। নাগপুরের ভোঁসলা রাজগণ এদেশে ইংরাজশাসনের বহুপূর্ব্বে রাজত্ব আরম্ভ করেন। তাঁহাদের শেষ বংশধর ১৮৫৩ অব্দে ঔরস বা দত্তক কোনরূপ পুত্র না রাখিয়া লোকান্তর গমন করায় তাঁহার রাজ্যও ইংরাজসাম্রাজ্য ভুক্ত হইল। ইহা অধুনা "মধ্য প্রদেশ" নামে অভিহিত। ঐ বৎসর বিরারেও ইংরাজশাসন বিস্তৃত হইল। নিজাম প্রতি বৎসর অঙ্গীকৃত কর প্রদান করিতে অসমর্থ হইতেন বলিয়া তাহার প্রতিভূস্বরূপ উক্ত প্রদেশ ইংরাজহস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৫৩ অব্দে আরও তিনটী বংশের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়; কিন্তু তদ্দারা ইংরাজরাজ্যের আয়তন বর্দ্ধিত হয় নাই। সর্ব্বদক্ষিণে উপনিমাত্রসার কর্ণাটের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজা নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বৃত্তি ও পদ বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইংরাজগবর্ণমেণ্ট কেবল অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পরিবারবর্গকে কিছু কিছু বৃত্তি প্রদান করিতে লাগিলেন। শেষ পেশওয়া বাজীরাও ১৮১৮ অব্দে সিংহাসনচ্যুত হইয়া বার্ষিক আটলক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া বিঠুরে বাস করিতেছিলেন। তিনি ১৮৪৩ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তদীয় পোষ্যপুত্র নানা সাহেব পিতৃসঞ্চিত অর্থ ব্যতীত আর কিছুই পাইলেন না।

অযোধ্যা অধিকার; ১৮৫৬। অযোধ্যা অধিকারের কারণ অন্যরূপ। সুজাউদ্দৌলার পর হইতে তদীয় বংশধর-

গণ পুরুষপরম্পরায় কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ এবং প্রজাপীড়ন করিতেন। ১৮১৯ অব্দ হইতে তাঁহাদিগকে (তাঁহারা তখন সাহ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন) সুশৃঙ্খলা স্থাপনার্থ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা হয়। সদয়চেতা বেণ্টিঙ্ক এবং মহাবীর হার্ডিঞ্জ যাহা করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন, সদভিপ্রায়পূর্ণ অথচ সুদৃঢ়চিত্ত ডালহৌসী তাহা সম্পন্ন করিলেন। তিনি সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক ডিরেক্টরদিগের গোচর করিলেন। তাঁহারা বহুকাল সন্দিগ্ধচিত্তে ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে অযোধ্যারাজ্য গ্রহণ করিতেই সম্মতি দিলেন। লর্ড ডালহৌসী তখন স্বদেশে প্রতিগমনোন্মুখ হইলেও বিবেচনা করিলেন যে, তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তার স্কন্ধে প্রথমেই এরূপ বিপদসঙ্কুল কার্য্য নিক্ষেপ করিলে অন্যায় হইবে। এইজন্য ১৮৫৬ অব্দের প্রথমে ডালহৌসী লক্ষ্ণৌ রাজসভাস্থ ইংরাজ রেসিডেণ্ট আউট্রামকে অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। ১৮৫৬ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এক ঘোষণা পত্র দ্বারা অযোধ্যা ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইল, এবং অযোধ্যারাজ ওয়াজিদ আলি বার্ষিক বার লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী মেটিয়াবুরুজ নামক মনোহর উপনগরে বাস করিতে লাগিলেন।

ডালহৌসীর কার্য্যত্যাগ। এইরূপে যথাসম্ভব সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া ১৮৫৬ অব্দের মার্চ্চমাসে ডালহৌসী কার্য্য ত্যাগ করেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৪ বর্ষ মাত্র হইয়াছিল। কিন্তু বয়স অল্প হইলেও তিনি গৃহে গমনকালে এক দীর্ঘকালস্থায়ী রোগের বীজ লইয়া যান! ঐ রোগেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আরল ক্যানিং; ১৮৫৬-১৮৬২। ডালহৌসী কার্য্যত্যাগ করিলে তদীয় বন্ধু ক্যানিং শাসনভার গ্রহণ করিলেন। এদেশে আগমনকালে ডিরেক্টরসভা তাঁহাকে যে ভোজ দেন, তথায় তিনি ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় এই কথা গুলি বলিয়াছিলেন;— "আমার একান্ত ইচ্ছা, আমার শাসনকাল যেন শান্তিময় হয়।

কিন্তু ভারতের আকাশ অধুনা নির্ম্মল হইলেও যে তথায় একখণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ উদিত হইয়া ক্রমশঃ বৃহদাকার ধারণপূর্ব্বক অবশেষে ঝটিকাবর্ত্ত উপস্থিত করিয়া আমাদিগকে বিনষ্ট করিবার ভয় দেখাইতে পারে একথা আমি বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না।” পর বৎসরেই সিপাহীসৈন্য বিদ্রোহী হইল এবং পাটনা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত সমস্ত গাঙ্গ্য প্রদেশ সেই বিদ্রোহানলে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার ভবিষ্যদ্বাক্য সফল করিল।

১৮৫৭ অব্দে চীন ও পারস্য দেশের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ ঘটে, দুই দেশেই ইংরাজেরা বিজয়ী হন; পারস্যরাজ আর কখনও কাবুল আক্রমণ করিবেন না বলিয়া সন্ধি করেন। চীনদেশেও ইংরাজেরা বাণিজ্যাধিকার লাভ করেন। দুই যুদ্ধেই ভারতবর্ষীয় সিপাহীরা ইংরাজসেনার সহায়তা করিয়াছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সিপাহীবিদ্রোহ। ১৮৫৭।

সিপাহী-বিদ্রোহের কারণ; সচরাচর সিপাহী-বিদ্রোহের যে সকল কারণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, অনেকের নিকট তাহা পর্য্যাপ্ত বোধ হয় না। ইহা নিশ্চয় যে এই সময়ে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। লোকের মনের অবস্থা এরূপ হইলে, তাহারা সহজেই যৎপরোনাস্তি অমূলক গল্পসমূহও বিশ্বাস করে এবং ভয়োন্মত্ত হইয়া নিতান্ত দুঃসাহসিক কার্য্যেও প্রবৃত্ত হয়। পাশ্চাত্য ইতর লোকেরা সুরাপানে যেরূপ ভয়ানক হইয়া উঠে, প্রাচ্যদেশীয় লোকে আকস্মিক ভয়প্রভাবেও তদ্রূপ হয়। ডালহোসীর পররাষ্ট্রগ্রাহিণী নীতি এতদ্দেশীয় লোকের নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়াছিল। ইহার উপর আবার বিদ্যাশিক্ষার বিস্তার, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারের ব্যবস্থা এবং তৎসঙ্গে বাষ্পীয়যন্ত্র ও তাড়িতবার্ত্তাবহের আবির্ভাবে লোকের প্রতীতি হইল যে, প্রাচ্য সভ্যতার উচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্থাপনের নিমিত্ত কোন একটা গভীর ষড়্‌যন্ত্র হইতেছে! সিপাহীদিগের মধ্যে অনেকে অযোধ্যা নিবাসী উচ্চজাতীয় হিন্দু। তাহারা ইংরাজদিগের সংস্কারসমূহকে জাতিনাশের উদ্যম বলিয়া বিবেচনা করিত। তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, তাহাদেরই বাহুবলে পঞ্জাব বিজিত এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের পদানত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অনেক সিংহাসনচ্যুত নৃপতি এবং তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারী অথবা বিধবা ভার্য্যাগণ সর্ব্বপ্রথমে এই অসন্তোষ ও আতঙ্কের অভাস পাইয়া, আপনাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন।

সিপাহী-বিদ্রোহের অপরাপর কারণ। এদিকে কোম্পানির শাসন-নীতিরও অনেক দোষ ছিল। বিদ্বান্ হউন, বুদ্ধিমান হউন, চরিত্রগুণে সকলের বিশ্বাসভাজন হউন—কিছু-তেই এদেশের লোকের রাজকীয় উচ্চপদসমূহে প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না। সিপাহীবিদ্রোহের অত্যল্পকালপূর্ব্বে সার হেন্‌রি লরেন্স স্পষ্টই বুঝাইয়া দেন যে, অন্যবিভাগ দূরে থাকুক সেনাবিভাগেও ভারতবর্ষীয় লোকের গুণানুরূপ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। এই সকল কারণে ১৮৫৭ অব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে এতদ্দেশীয় বহুসংখ্যক লোক, বিশেষতঃ পদচ্যুত রাজ-বংশাবলী কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এদিকে কোম্পানির সিপাহীদিগের মধ্যে কেহ বা প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইল, কেহ বা কোম্পানির ভাগ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিল।

চর্ব্বির টোটা। এই সময়ে সিপাহীদিগের মধ্যে এক জনরব উঠিল যে, বঙ্গীয় সৈন্যদিগকে যে সমস্ত টোটা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ঘৃণার্হ শূকরের বসা-লিপ্ত। কোন প্রবোধবাক্যে সিপাহীদিগের মন শান্ত হইল না। সেনানিবেশসমূহে প্রতি রজনীতে অগ্নি লাগিতে আরম্ভ করিল। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ অধীন সেনাকর্তৃক অবমানিত হইতে লাগিলেন, পরস্পর বিশ্বাস তিরোহিত হইল, সৈনিক-শাসন নামে মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

ইংরাজসেনা সুদক্ষকর্ম্মচারিবিহীন হইয়া পড়িয়া-ছিল। ইহার উপর আবার বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সেনা-বিভাগ হইতে সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণ অন্তরিত হইয়াছিলেন। ডালহৌসী যে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গঠিত করিয়া যান, তৎকালে শাসনবিভাগে তাহার রক্ষোপযোগী কর্ম্মচারীর অপ্রতুল ছিল। সুতাং সেনাবিভাগের অনেক সুযোগ্য কর্ম্মচারী অযোধ্যা, পঞ্জাব, মধ্যভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত

হইয়াছিলেন এবং সেনাবিভাগের বল অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছিল।

বিদ্রোহারম্ভ; মে, ১৮৫৭। ১৮৫৭ অব্দের ১০ই মে রবিবার অপরাহ্ণে মিরাটের সিপাহীরা প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইল। তাহারা বলপূর্ব্বক কারাগারে প্রবেশ করিল এবং ইয়ুরোপীয়দিগকে দেখিতে পাইলেই কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। পরে দিল্লীশ্বর বৃদ্ধ বাহাদুর সাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাটের পদে অভিষিক্ত এবং দিল্লীর অধিবাসী ও কারাবাসী-দিগকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত তাহারা মিরাট হইতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিল। মিরাটের ইয়ুরোপীয় সেনাবল এত অধিক ছিল যে, দিল্লীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বিদ্রোহীদিগকে সমূলে নষ্ট করা যাইত। কিন্তু সিপাহীরা যেমন নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ বিদ্রোহাচরণ করিল; সেইরূপ ইংরাজকর্ম্মচারীরাও এক্ষেত্রে নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত দেখাইলেন। তাঁহারা সেদিন দিল্লীর ইয়ুরোপীয়-দিগকে তারে বিদ্রোহের সংবাদ জানাইয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন; অন্য কিছুই করিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে দিল্লীর মুসল-মানেরা বিদ্রোহী হইল। তত্রত্য ইয়ুরোপীয়েরা বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে বারুদাগার রক্ষা করিবার কোন উপায় না দেখিয়া উহা অগ্নিপ্রয়োগে উড়াইয়া দিলেন।

বিদ্রোহের বিস্তার; জুন, ১৮৫৭। এবম্প্রকারে বিদ্রোহী সিপাহীরা মোগলরাজধানী দিল্লী নগরে আশ্রয় পাইয়া ও তৈমুরবংশীয় বাহাদুর সাকে পাতসাহ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সমধিক বলীয়ান হইয়া উঠিল। অত্যল্পকালের মধ্যে উত্তর পশ্চি-মাঞ্চল ও অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশেও বিদ্রোহবহ্নি দেখা দিল। মধ্যভারতের অনেক রাজাদিগের সেনাসমূহও কেহ অগ্রে, কেহ পশ্চাৎ বিদ্রোহীদিগের পক্ষাবলম্বন করিল। সচরাচর, অগ্রে কিছুই প্রকাশ না করিয়া, এবং কখন কখন আপনাদের প্রভু-

ভক্তিসম্বন্ধে শপথ পর্য্যন্ত করিয়াও, সিপাহীরা সেনানীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে আরম্ভ করিল। ইয়ূরোপীয় ও অন্যান্য খ্রীষ্টানগণ দলে দলে নিহত হইতে লাগিল। সময়ে সময়ে স্ত্রীলোক ও বালকগণও অব্যাহতি পাইল না। বিদ্রোহ ক্রমে জাতীয়সমরে পরিণত হইল, কারাগার উন্মুক্ত হইল, ধনাগার লুণ্ঠিত হইল, এবং বিদ্রোহীরা দলে দলে নানা স্থানে সমবেত হইতে লাগিল। কেবল সার জন্ লরেন্স ও তদীয় সহকারিগণের, বিশেষতঃ লেপ্টেনাণ্ট এড্ওয়ার্ড ও নিকল্সনের যত্নে, পঞ্জাবের সিপাহীগণ কিছুই করিতে পারিল না। তাঁহারা পূর্ব্বেই বিপদের আভাস পাইয়া শাসনকাঠিন্য অবলম্বনপূর্ব্বক সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিলেন। শিখজাতির রাজভক্তি মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয় নাই। আফগান স্থানের অনেক পার্ব্বত্য জাতিও ইচ্ছাপূর্ব্বক দলে দলে ইংরাজ সেনাভুক্ত হইতে লাগিল। সুতরাং পঞ্জাবে কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা দূরে থাকুক, বরং তত্রত্য কতক সেনা দিল্লী অবরোধের নিমিত্ত সাহায্যদান করিতে অগ্রসর হইল। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইএর সিপাহীরাও প্রভুপরায়ণ রহিল এবং সুদক্ষ মন্ত্রী সার সালার জঙ্গ বাহাদুরের প্রভাবে মুসলমান রাজ্য হায়দরাবাদ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের সহায়তা করিতে লাগিল।

কাণপুর। সিপাহীযুদ্ধের সময়ে কাণপুর, লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী এই নগরত্রয়ের ঘটনাবলীই সমধিক প্রসিদ্ধ। তৎকালে কাণপুরের সেনানিবেশে বহুসংখ্যক সিপাহী থাকিত। কাণপুরের অনতিদূরে বিঠুর নামক স্থানে শেষ পেশওয়ার উত্তরাধিকারী ধুন্দুপন্থের প্রাসাদ ছিল। ধুন্দুপন্থ নানাসাহেব নামেই অধিক পরিচিত। পেশওয়ার মৃত্যু হইলে ইংরাজেরা তাঁহাকে পৈতৃক বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করেন বলিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ৬ই জুন তারিখে কাণপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইলে, নানাসাহেব তাহাদিগের অধিনেতা হইলেন এবং আপনাকে মহারাষ্ট্রদিগের পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কাণপুরবাসী

ইংরাজগণ ব্যস্ত হইয়া এক অসুবিধাকর পরিখাবেষ্টিত স্থানে আশ্রয় লইলেন এবং গ্রীষ্মকালের প্রখরোত্তাপে পরিক্লিষ্ট হইয়াও অসীম বীরত্বসহকারে ক্রমাগত ঊনবিংশতি দিবস শত্রুপক্ষের অবরোধ সহ্য করিলেন। অবশেষে ২৭শে জুন তারিখে অন্ততঃ এলাহাবাদ পর্য্যন্ত নিরাপদে যাইতে পাইবেন, নানাসাহেব কর্তৃক এইরূপে আশ্বস্ত হইলে, তাঁহারা বিদ্রোহীদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। সমুদয়ে ৪২০ জন লোক গঙ্গাবক্ষে নৌকারোহণ করিল। কিন্তু পার্শ্বগত নদীতট হইতে নৌকার উপর গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। কেবল একখানি নৌকা রক্ষা পাইল; এবং চারি জন ইংরাজ যেন এই দুঃখের কাহিনী বলিবার নিমিত্তই সন্তরণদ্বারা নদী পার হইয়া এক মিত্ররাজের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক প্রাণ বাঁচাইলেন।

লক্ষ্ণৌ। অযোধ্যার চিফ্ কমিশনার সার হেনরি লরেন্স পূর্ব্ব হইতেই বিদ্রোহের আভাস পাইয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌ নগরের ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্টের আবাসগৃহ প্রাচীর পরিখাদি দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া তথায় খাদ্যসংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং ২রা জুলাই তারিখে ক্ষুদ্র একদল ইয়ুরোপীয় সৈন্য ও লক্ষ্ণৌ-এর সমস্ত ইয়ুরোপীয় অধিবাসিসহ স্বয়ং তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুই দিবস পরে এক গোলার আঘাতে লরেন্সের প্রাণ-বিয়োগ হয়। কিন্তু তাঁহার অনুচরবর্গ অশ্রুতপূর্ব্ব কষ্ট সহ্য করিয়াও ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অপরিমিত শত্রুসেনার আক্রমণ বাধা দিতে লাগিল। পরে হাবলক্ ও আউটরাম নামক সেনানী-দ্বয় ইহাদিগের উদ্ধার করিলেন। কিন্তু হাবলক্ ও আউটরামের সেনাদল আবার নূতন বিদ্রোহিগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইল। সুতরাং লক্ষ্ণৌএর ইংরাজসৈন্য আরও কিছুকাল পূর্ব্ববৎ বিপন্ন অবস্থাতেই রহিল। শেষে ১৮৫৭ অব্দের নবেম্বর মাসে সার কলিন ক্যাম্বেল (ইনি পরে লর্ড ক্লাইড উপাধি লাভ করেন) আর একদল সৈন্য লইয়া বিদ্রোহীদিগের ব্যূহ-ভেদপূর্ব্বক ইহা-

দিগের প্রকৃত উদ্ধারসাধন করিলেন। ১৮৫৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে লক্ষ্ণৌ পুনর্ব্বার ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হইল।

দিল্লী-অবরোধ। মিরাটে প্রথম বিদ্রোহ দেখা দিবার ঠিক একমাস পরে, দিল্লীর অবরোধ আরব্ধ হয়। আগষ্ট মাসের প্রথমার্দ্ধ অতীত হইলে পঞ্জাব হইতে নিকল্‌সন্ নামক ইংরাজসেনানী অবরোধকারীদিগের সাহায্যার্থে আগমন করিলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর দিল্লী ইংরাজদিগের পুনরধিকৃত হইল; কিন্তু নিকলসন নিহত হইলেন। বাহাদুর ও তাঁহার পত্নী জেনৎমহল রাজকীয় বন্দিভাবে রেঙ্গুণ নগরে প্রেরিত হইলেন। তথায় বাহাদুর সাহ ১৮৬২ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

অযোধ্যায় শান্তিস্থাপন। দিল্লীর পতন এবং লক্ষ্ণৌএর চরম উদ্ধারের পর সিপাহীযুদ্ধের একরূপ অবসান হইল। তথাপি নানাস্থানে অষ্টাদশ মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের অধিবাসীরা, অযোধ্যার বেগম, বেরিলীর নবাব এবং স্বয়ং নানা সাহেবের উপস্থিতি হেতু প্রোৎসাহিত হইয়া, সকলেই বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল এই প্রদেশেই জনসাধারণে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল, এখানে বিদ্রোহ শুদ্ধ সিপাহীদিগের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। সার্ কলিন্ ক্যাম্বেল অযোধ্যায় ইংরাজসেনার অধিনেতা হইলেন। নেপালের মন্ত্রী সার্ জঙ্গ বাহাদুর তাঁহার সুসাহসী গুর্খা সৈন্য লইয়া স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ইংরাজদিগের যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন। দুর্গের পর দুর্গ আক্রান্ত ও নগরের পর নগর পুনরধিকৃত হইতে লাগিল; অবশেষে ১৮৫৯ অব্দে জানুয়ারি মাসে বিদ্রোহীরা এ অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইল। নানা সাহেব কোথায় পলায়ন করিলেন কেহ স্থির করিতে পারিলেন না।

সার হিউ রোজ-কর্ত্তৃক মধ্যপ্রদেশে শান্তিস্থাপন। এদিকে সার্ হিউ রোজ বোম্বাই হইতে আগত আর

একদল সৈন্যের সাহায্যে সাবশেষ দক্ষতা সহকারে মধ্যভারতে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন। ঝান্সীর সিংহাসনচ্যুতা রাণী লক্ষ্মীবাই ও তাঁতিয়া টোপী নামক একজন রণবিশারদ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রধান শত্রু ছিলেন। লক্ষ্মীবাইএর স্বামীর মৃত্যু হইলে, ডালহৌসী ঝান্সীরাজ্য ইংরাজাধিকারভুক্ত করেন বলিয়া তিনি ইংরাজদিগের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সিপাহী যুদ্ধে তিনি প্রকৃত বীররমণীর ন্যায় সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং সার হিউরোজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। শেষে একদিন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন কালে একজন সৈনিকপুরুষ তাঁহার গলদেশের রত্নহারের লোভে তাঁহাকে নিহত করে; (জুন, ১৮৫৮) তাঁতিয়া টোপী ক্রমাগত মধ্যপ্রদেশে ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়া অবশেষে ১৮৫৯ অব্দের এপ্রেল মাসে সহচরগণের বিশ্বাসঘাতকতা-প্রযুক্ত পশ্চাদ্ধাবমান ইংরাজসৈন্যের হস্তে পতিত হন।

১৬০০ হইতে ১৮৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানি-গৃহীত সনন্দসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সার্দ্ধ দুই শত বৎসরের অধিককাল জীবিত থাকিয়া সিপাহী যুদ্ধের অবসানে লীলাসম্বরণ করিলেন। সচরাচর প্রতি ২০ বৎসর অন্তর কোম্পানিকে নূতন নূতন সনন্দ গ্রহণ করিতে হইত এবং সেই সময় তাঁহাদের বাণিজ্য ও শাসনক্ষমতার অনেক পরিবর্ত্তন হইত। ১৭৭৩ অব্দে লর্ড নর্থের প্রধানমন্ত্রিত্ব সময়ে "রেগুলেটীং একৃট" নামক ব্যবস্থার বলে কোম্পানির রাজকীয় ক্ষমতা জন্মে এবং ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী নিরূপিত হয়। এই ব্যবস্থাবলে বাঙ্গালার গবর্ণর, গবর্ণর জেনারলের পদ প্রাপ্ত হন এবং কলিকাতায় সুপ্রিমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর ১৭৮৪ অব্দে পিটের ইণ্ডিয়া বিল বিধিবদ্ধ হয়। তদনুসারে ভারতের শাসনকার্য্য পর্য্যবেক্ষণার্থ ইংলণ্ডে "বোর্ড অব কণ্ট্রোল" নামক একটী রাজকীয় সভা স্থাপিত হয় এবং ইংলণ্ডেশ্বর ও ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট কোম্পানির কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিতে

আরম্ভ করেন। ১৮১৩ অব্দের সনন্দে কোম্পানির ভারতবর্ষের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লোপ হয়, এবং এদেশের শিক্ষা বিস্তারার্থ রাজস্ব হইতে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হয়। ১৮৩৩ অব্দের সনন্দে কোম্পানির সর্ব্ববিধ বাণিজ্যাধিকার উঠিয়া যায়, এবং গবর্ণর জেনারলের সহকারী একটী ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি হয়। ১৮৫৩ অব্দের সনন্দ আর বিশ বৎসরের জন্য প্রদত্ত হয় নাই; ইংলণ্ডেশ্বর যখন ইচ্ছা, কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিতে পারিবেন এই নিয়ম হয়। এই সনন্দে বাঙ্গালা দেশের জন্য একজন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বা প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসনে ভারতবর্ষের অবস্থা।

১৮৫৮-১৯০০ খ্রীঃ অব্দ।

মহারাণীর ঘোষণাপত্র ; ১লা নবেম্বর, ১৮৫৮।

সিপাহী যুদ্ধের সময়ে লর্ড ক্যানিং এরূপ পক্ষপাতশূন্য দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং লোকের প্রতি অযথা পীড়ন না হয়, এজন্য এরূপ আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন যে, তদ্দর্শনে তাঁহার শত্রুরাও তাঁহার প্রশংসা করিতেন। শান্তিস্থাপন হইলে তিনি পূর্ব্ববৎ আগ্রহের সহিত দেশের সুশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৫৮ অব্দের ১লা নবেম্বর এলাহাবাদ নগরে এক বৃহৎ দরবার হইল। ক্যানিং উক্ত দরবারে মহারাণীর ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। এতদ্দ্বারা মহারাণী স্বহস্তে ভারতের শাসনভার পরিগ্রহণ করিলেন। মহারাণী প্রচার করিলেন যে, তদীয় শাসন-নীতি কেবল সুবিচার ও ধর্ম্মনিরপেক্ষতা দ্বারা পরিচালিত হইবে। যাহারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ইংরাজপ্রজাসংহারে যোগ দিয়াছিল, তাহারা ব্যতীত অন্য সমস্ত লোকেই এই ঘোষণাপত্রবলে ক্ষমা প্রাপ্ত হইল; এবং যাঁহারা ইংরাজদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা 'ষ্টার অব-ইণ্ডিয়া' নামক সম্মানসূচক উপাধি ও অন্যান্য পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। দেশীয় রাজারা দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতি পাইলেন।

উইলসন্ সাহেবের আয়ব্যয়-সংস্কার। সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিবার নিমিত্ত ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রায় ৪০ কোটি টাকা ঋণ হইয়াছিল। অতঃপর সামরিক বিভাগে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেও বার্ষিক প্রায় দশ কোটী টাকার প্রয়োজন হয়। এই অর্থকৃচ্ছ্রতা নিরাকরণার্থ জেমস্ উইলসন্

নামক সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীত বিশারদ এতদ্দেশীয় মন্ত্রী সভার রাজস্ব-সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন, তিনি আমদানি-রপ্তানির উপর শুল্ক আদায়ের পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিলেন, আয়কর (ইনকাম ট্যাক্স) স্থাপন করিলেন, এবং করেন্সী নোট প্রচলিত করিলেন। ১৮৩৭ অব্দে মেকলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেন। ইহা ১৮৬০ অব্দে আইন রূপে প্রচলিত হইল, এবং তৎসঙ্গে ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্য্যবিধিনামক আইনদ্বয়ও বিধিবদ্ধ হইল (১৮৬১)। ক্যানিংএর সময়ে কলিকাতা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া রীতিমত পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধিপ্রদান আরদ্ধ হয়।

লর্ড এল্‌গিন ; ১৮৬২-১৮৬৩। লর্ড ক্যানিং ১৮৬২ অব্দের মার্চ্চ মাসে এদেশ ত্যাগ করেন। ইংলণ্ডে উপনীত হইবার পর এক মাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী রাজপ্রতিনিধি লর্ড এল্‌গিন এদেশে আসিয়া ১৮৬৩ অব্দের নবেম্বর মাসে হিমালয় প্রদেশস্থ ধর্ম্মশালা নামক স্থানে প্রাণত্যাগ করেন।

লর্ড লরেন্স ; ১৮৬৪-১৮৬৯। এল্‌গিনের মৃত্যুর পর কিছুদিন সার উইলিয়ম ডেনিসন তাঁহার স্থানে কাজ করিলেন, পরে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা সারজন লরেন্স তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা ভূটান যুদ্ধ (১৮৬৪) এবং উড়িষ্যার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ (১৮৬৬)। ভুটিয়ারা সময়ে সময়ে বাঙ্গালা ও আসামের উত্তরাঞ্চল লুণ্ঠন করিত এবং দুয়ার নামক পার্ব্বত্য অঞ্চল অধিকার করিয়াছিল। এই অঞ্চলের জন্য তাহারা ইংরাজদিগের নিকট কিছু কর পাইত বটে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের অন্য কোন অধিকার ছিল না। ভুটানের যুদ্ধাবসানে ইংরাজেরা হিমালয়স্থ দারজিলিং প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া তথায় গ্রীষ্মাবাস স্থাপন করিয়াছেন। ভুটিয়ারাও পূর্ব্ব হইতে কিছু অধিক পরিমাণে কর পাইতেছে। অতঃপর ১৮৬৮-৬৯ অব্দে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, লর্ড লরেন্স নিয়ম করিলেন যে,

যাহাতে অন্নাভাবে প্রজনাশ না হয়, তদ্বিষয়ের তত্ত্বাবধান জন্য গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ প্রত্যেকেই দায়ী। লর্ড লরেন্স সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে রাজ-প্রতিনিধি পর্য্যন্ত ভারত-কর্ম্মচারীদিগের ভাগ্যে যে সমস্ত পদ লাভ হইতে পারে, সমস্তই ভোগ করিয়া ১৮৬৯ অব্দের জানুয়ারি মাসে অবসর গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়া তিনি তত্রত্য লর্ড পদবীতে উন্নীত হন।

লর্ড মেয়ো ; ১৮৬৯-১৮৭২। ১৮৬৯ অব্দে লর্ড মেয়ো রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৯ অব্দে আম্বালা নগরে এক দরবার হয়। তথায় ইংরাজেরা দোস্ত মহম্মদের পুত্র সের আলিকে আফগানস্থানের আমীর বলিয়া স্বীকার করেন। ১৮৬৯ ৭০ অব্দে রাজকুমার ডিউক অব্ এডিনবরা এদেশে আগমন করিয়া জনসাধারণকে অত্যন্ত আহ্লাদিত করেন। লর্ড মেয়ো শাসনকার্য্যে অনেক প্রধান প্রধান বিভাগের সংস্কার করেন, কৃষিবিভাগের সৃষ্টি করেন, এবং প্রত্যেক প্রদেশের আয়ব্যয় স্বতন্ত্র রাখিবার প্রথা সংস্থাপিত করেন। আন্দামানের প্রধান নগর পোর্টব্লেয়ারে সের আলি নামক একজন আফগান বন্দীর ছুরিকাঘাতে ১৮৭২ অব্দে লর্ড মেয়োর প্রাণান্ত হয়।

লর্ড নর্থব্রুক্ ; ১৮৭২-১৮৭৬। লর্ড মেয়োর পর লর্ড নর্থব্রুক্ গবর্ণর জেনারল হইলেন। রাজস্ববিষয়ে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আয়কর উঠাইয়া দেন। ১৮৭৪ অব্দে বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ হয় ; কিন্তু রাজকার সাহায্য-দানের বহুল আয়োজন হইয়াছিল বলিয়া ইহাতে তত বিপদ ঘটে নাই। বরদারাজ গুইকুমার তত্রত্য ইংরাজ রেসিডেণ্টকে বিষপান করাইয়া মারিবার চেষ্টা করেন। তিনি রাজ্যের সুশাসনেও উদাসীন ছিলেন। সুতরাং লর্ড নর্থব্রুক্ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন (১৮৭৫)। বরদারাজ্য ইংরাজসাম্রাজ্যভুক্ত না হইয়া গুইকুমার-বংশীয় অপর এক ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয়। ১৮৭৫

-৭৬ অব্দের শীতকালে যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ ভারতবর্ষের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া যান।

লর্ড লিটন্; ১৮৭৬-১৮৮০। ১৮৭৬ অব্দে লর্ড লিটন্ গবর্ণর জেনারলের পদে অধিরূঢ় হন। ১৮৭৭ অব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে দিল্লী নগরে এক অভূতপূর্ব্ব রাজসভার অধিবেশন হয়। তথায় রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া "ভারতরাজরাজেশ্বরী" বলিয়া ঘোষিত হইলেন। এই বৎসর দাক্ষিণাত্যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। লিটনের শাসনকালে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়া এতদ্দেশীয় প্রচলিত ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা খর্ব্বীভূত হয় এবং অস্ত্র আইন দ্বারা জেলার মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি বিনা বন্দুক, তরবারি প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ হয়। লর্ড লিটন নিয়ম করেন যে প্রতিবৎসর এতদ্দেশীয় কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোক সিবিল সার্ব্বিসে নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহাদিগকে পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত বিলাত যাইতে হইবে না।

দ্বিতীয় আফগানযুদ্ধ; ১৮৭৮-১৮৮০। ১৮৭৮ অব্দের শরৎকালে আফগান-রাজের সহিত ইংরাজদিগের আবার বিবাদ হইল। যে সের আলিকে লর্ড মেয়ো এত সমাদরের সহিত সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, তিনিই এখন ইংরাজবিপক্ষে রুশদিগের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তিনি ইংরাজদূতকে আফগানস্থানে প্রবেশ করিতে দিলেন না; অথচ রুশদূতকে মহাসম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। খাইবার, কুরম ও বোলান গিরিপথ দিয়া ইংরাজসৈন্য কাবুলে প্রবেশ করিল, এবং প্রায় বিনা বাধায় পথত্রয়ের অভ্যন্তরভাগ অধিকার করিয়া লইল। সের আলি পলায়ন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার পুত্র ইয়াকুব খাঁর সহিত গণ্ডামক নামক স্থানে ইংরাজদিগের এক সন্ধি হইল (মে, ১৮৭৯)। তদ্দ্বারা ইংরাজ-রাজ্যসীমা গিরিপথগুলির অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল এবং কাবুলে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু কয়েক

মাসের মধ্যেই ইংরাজ রেসিডেণ্ট সার লুই কাভেনারী বিশ্বাস-ঘাতক আফগান সেনা-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অনুচরবর্গসহিত নিহত হইলেন। অনন্তর ইংরাজেরা ইয়াকুব খাঁকে সিংহাসন চ্যুতকরিয়া ভারতবর্ষে নির্ব্বাসিত করিলেন এবং কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিলেন। এদিকে সমগ্র আফগানজাতি ইংরাজ বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া কাবুল নগরের ইংরাজসৈন্যদিগকে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়া ফেলিল। কিন্তু সেনাপতি সার ফ্রেডরিক রবার্ট্‌স্ (এক্ষণ লর্ড রবার্ট্‌স্) তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিলেন (১৮৭৯-৮০)।

মার্কুইস অব রিপণ; ১৮৮০-৮৪। ১৮৮০ অব্দের এপ্রিল মাসে লর্ড রিপন রাজপ্রতিনিধিপদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। এই সময়ে ইংরাজসেনা কান্দাহার নগর ও হেলমন্দ নদীর মধ্যবর্ত্তী মাইওয়ান্দ নামক স্থানে ইয়াকুবের কনিষ্ঠভ্রাতা হিরাটের শাসনকর্ত্তা আয়ুব খাঁ কর্ত্তৃক পরাভূত হইল। কিন্তু রবার্টস্ ১৮৮০ অব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে আয়ুব খাঁর সেনাদল সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পরাজয়কলঙ্ক অপনীত করিলেন। আয়ুব পারস্যে আশ্রয় লইলেন এবং দোস্ত মহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র আফজুল খাঁর পুত্র আবদুর রহমান কাবুলের আমীর হইলেন। আবদুর রহমান এখনও (অক্টোবর, ১৯০০) কাবুলের আমীর। অনন্তর লর্ড রিপণ অনেক আভ্যন্তরীণ সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। ১৮৮২ ও ১৮৮৩ অব্দদ্বয় এই সকল মহৎ কার্য্যের জন্য চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে। রিপণ পুনর্ব্বার মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীন করিয়া দিলেন, স্ব-তন্ত্র শাসন-প্রথা (Local Self-Government) প্রবর্ত্তিত করিলেন এবং "শিক্ষাসমিতির" অধিবেশন করাইয়া জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তৃতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন। ১৮৮৩-৮৪ অব্দের শীতকালে কলিকাতায় "ইণ্টারন্যাশনাল এগজিবিশন" বা "আন্তর্জাতিক মহামেলা" হয়। তদুপলক্ষে নানাদেশ হইতে শিল্পজাত বহুবিধ দ্রব্য ও

নানাবিধ কল প্রদর্শিত হইয়াছিল। লর্ড রিপণ ১৮৮৪ অব্দের শেষভাগে কার্যত্যাগ করেন। তিনি প্রজাবৎসল ছিলেন; এজন্য প্রজারাও তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিত।

আরল্ অব্ ডাফরিণ, ১৮৮৪-৮৮। এদেশে আগমন করার পরেই লর্ড ডাফরিণ "রেণ্ট ল" বা প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করেন। এতদ্বারা প্রজাদিগের দখলীস্বত্ব সম্বন্ধে অনেক সুবিধা হইয়াছে। কিয়দ্দিন জমির চাস আবাদ করিলে প্রজাদিগকে অধিকারচ্যুত করিতে পারা যায় না। ১৮৮৫ অব্দের ডিশেম্বর মাসে বড়দিনের ছুটির সময় বোম্বাইনগরে "ন্যাশনাল কন্‌গ্রেসের" বা জাতীয় মহাসভার প্রথম অধিবেশন হয়। ইহাতে ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া, কি উপায়ে লোকের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি হইতে পারে, তৎপক্ষে অনেক বিবেচনা ও পর্য্যালোচনা করেন। ১৮৮৫ অব্দের বসন্তকালে লর্ড ডাফরিণ রাউলপিণ্ডি নগরে আফগানস্থানের আমীরকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত মহা-সমারোহের সহিত এক দরবার করেন! পরবর্ত্তী গ্রীষ্মকালে রুশের সহিত যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইলে এতদ্দেশীয় রাজারা স্ব স্ব সৈন্যদ্বারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্যদান করিতে অগ্রসর হন। রুশ ক্রমশঃ রাজ্যাধিকার বিস্তার করিতে করিতে ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। মার্ব রুষের হস্তগত হয়। সুতরাং আফগান ও রুশ রাজ্যের সাধারণসীমা নির্দ্ধারণের জন্য ইংরাজেরা সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠেন। অনেক কষ্টের পর সীমানির্দ্ধারণ সম্পন্ন হইয়াছে, এবং রুশ-রাজ হিরাট নগর আফগান অধিকারে রাখিতে সম্মত হইয়াছেন। ১৮৮৫ অব্দের শেষভাগে ব্রহ্মরাজ থিবর বিরুদ্ধে সেনাপতি পেণ্ডারগাষ্ট একদল সৈন্য সহ প্রেরিত হন। থিবর অদম্য কুশাসন প্রবৃত্তি, ইংরাজ প্রজার প্রতি অত্যাচার এবং শান্তি রক্ষার জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব করা হয়, তৎসমুদায়ের প্রত্যাখ্যানই তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের কারণ;

থিব সিংহাসনচ্যুত ও ভারতবর্ষে নির্ব্বাসিত হইলেন এবং ১৮৮৬ অব্দে ১লা জানুয়ারি তারিখে ব্রহ্মরাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল। ঐ বৎসর মহারাজ সিন্ধিয়াকে গোয়ালিয়রের দুর্গ প্রত্যর্পণ করা হয়। মহারাণী ভারতেশ্বরী পঞ্চাশদ্বর্ষকাল ইংলণ্ডের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন বলিয়া ১৮৮৭ অব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভারতের নগরে নগরে "জুবিলি" মহোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয় এবং নানাস্থানে অসংখ্য বন্দী কারামুক্ত হইয়া ভারতেশ্বরীকে হৃষ্টচিত্তে আশীর্ব্বাদ করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুর্গাদি নির্ম্মাণ এবং ব্রহ্মযুদ্ধের ব্যয়ভার বহনার্থ রাজকোষ নিঃশেষ হওয়াতে আয়কর পুনঃস্থাপিত হয় এবং লবণ ও কেরোসিন তৈলের উপর অতিরিক্ত শুল্ক গ্রহণ করিবার নিয়ম হয়। এতদ্দেশীয় লোকদিগকে মহারাণীর ঘোষণাপত্রানুসারে কি পরিমাণে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে ও করা উচিত, তাহা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত "রাজকার্য্য-সংক্রান্ত সমিতি" নামক অপর এক সমিতির অধিবেশন হয়। এই সমিতির প্রস্তাবানুসারে এতদ্দেশীয় লোকে এক্ষণে অধিকতর পরিমাণে উচ্চপদে নিযুক্ত হইতেছেন।

লর্ড ল্যান্সডৌন; ১৮৮৮-৯৩। আসামের অন্তর্ব্বর্ত্তী মণিপুর নামক হিন্দুরাজ্যে সিংহাসন লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। রাজবংশীয় টীকেন্দ্রজিৎ নামক একব্যক্তি তদুপলক্ষে নানারূপ অন্যায়াচরণ করায় আসামের চীফ্ কমিশনার তাঁহাকে বন্দী করিবার নিমিত্ত কতিপয় অনুচরের সহিত ১৮৯১ অব্দের প্রথমে মণিপুরে উপস্থিত হন; কিন্তু টীকেন্দ্রজিৎ তাঁহাকে নিহত করেন এই জন্য মণিপুরের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। ইংরাজেরা অল্পদিনের মধ্যে তথাকার রাজধানী ইম্ফল নগর অধিকার করিয়া টীকেন্দ্রজিৎকে ফাঁসি দেন এবং চন্দ্রচূড় নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

লর্ড ল্যান্সডৌনের সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান ব্যবস্থাপক সভা এবং প্রদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা-সমূহের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধিকরা

হয়। এই সকল সভার অনেকের নির্ব্বাচনভার জেলা বোর্ড, মিউনিসিপালিটি ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সভা-সমিতির হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। সভ্যগণ এক্ষণে ইচ্ছা করিলে ব্যবস্থাপক সভায় রাজকীয় কার্য্যাবলীর সমালোচনা বা তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। লর্ড ল্যান্সডৌন কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য-নিয়োগসম্বন্ধেও কিয়ৎপরিমাণে নির্ব্বাচন প্রথার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

লর্ড এলগিন্; ১৮৯৩ ১৮৯৮। ইনি পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনারল লর্ড এলগিনের পুত্র। ১৮৯৫ অব্দে উত্তর-পশ্চিমসীমান্তে চিত্রল নামক একটা ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়া ইংরাজদিগের সহিত উমরা খাঁ নামক এক ব্যক্তির বিবাদ হয়। কিছু দিন যুদ্ধের পর উমরা খাঁ পলায়ন করেন। ইংরাজেরা আপনাদের মনোনীত এক ব্যক্তিকে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া প্রকৃত পক্ষে ঐ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন। ১৮৯৬ অব্দে শরৎকালে বোম্বাই নগরে "বিউবনিক প্লেগ" নামে এক ভয়ানক মহামারী দেখা দেয় এবং অল্পদিনের মধ্যে পুণা করাচি, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া বহুলোকের প্রাণ সংহার করে। ইহা নিবারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে বিস্তর চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু অদ্যাপি ইহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই। এদিকে ঐ বৎসর শরতে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র শস্যের হানি হয় এবং চারিদিকে দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠে। গবর্ণমেণ্ট, দেশীয় ধনিগণ এবং ইংরাজ প্রভৃতি দয়াশীল জাতি বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া অনেক প্রজার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। এদিকে দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইতে না হইতেই ১৮৯৭ অব্দের জুনমাসে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া বঙ্গদেশের নানাস্থানে এবং আসামের প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তর লোকনাশ ও ইষ্টকালয় ধ্বংস করে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই আফগান-সীমান্তবাসী আফ্রিদি প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহী হয়। ইংরাজেরা বহু অর্থ ও বল ক্ষয় করিয়া এ সকল অসভ্য সম্প্রদায়কে পুনর্ব্বার স্ববশে আনিয়াছেন।

লর্ড কার্জন ; ১৮৯৮ অব্দের ডিশেম্বর মাস হইতে। পূর্ণ পাঁচবৎসরকাল কার্য্য করিয়া লর্ড এলগিন ১৮৯৮ অব্দের শেষভাগে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে আমাদের বর্ত্তমান বড় লাট লর্ড কার্জন তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের নানাস্থান এবং আফগান সীমান্ত বেড়াইয়া এদেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত হইয়াছেন। সুতরাং সকলেই আশা করে যে, ইহার শাসনকালে প্রজা সুখী হইবে। ঈশ্বর ইঁহাকে নীরোগ, সুখী ও দীর্ঘজীবী করুন। ১৯০০ অব্দে বোম্বাই, মধ্যভারত ও রাজপুতনা অঞ্চলে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, কিন্তু পূর্ব্ববৎ সাহায্যদানের বিপুল আয়জন থাকায় প্রজাক্ষয় হয় নাই।

বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরগণ। ১৮৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনারলই বাঙ্গালার শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন ; ১৮৫৩ অব্দে কোম্পানির যে সনন্দ পরিবর্ত্তন হয়, তদনুসারে বাঙ্গালায় একজন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত করিবার কথা হয়। এবং ১৮৫৪ অব্দে সার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বাঙ্গালার প্রথমে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর হন। হ্যালিডের পর সার জন পিটার গ্রাণ্ট ১৮৫৯ অব্দে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হন। ইংরাজেরা এদেশের নানাস্থানে নীলকুঠি স্থাপন করিয়া প্রজার প্রতি বড় অত্যাচার করিতেছিলেন ; এই নিমিত্ত স্থানে স্থানে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রাণ্ট সাহেব নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। সার সেসিল বীডন ১৮৬২ অব্দে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের পদ পান। তাঁহার সময়ে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ হয়, কলিকাতা মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হয় (১৮৬৪), এবং গবর্ণমেণ্ট এদেশের পাঠশালা সমূহের সাহায্য করিতে অগ্রসর হন।

১৮৬৭ অব্দে সার উইলিয়ম গ্রে এবং ১৮৭১ অব্দে সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হন। গ্রে সাহেব এদেশীয় লোকের উচ্চ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন; ক্যাম্বেল সাহেবের আমলে বাঙ্গালার পাঠশালাসমূহে বৎসর বৎসর অনেক টাকা সাহায্য দিবার ব্যবস্থা হয় এবং পাঠশালা সমূহের পরিদর্শন করিবার জন্য সব্ ইনেস্পেক্টর নামক এক শ্রেণীর কর্ম্ম-চারী নিযুক্ত হন। এই সময়ে (১৮৭৪) আসাম প্রদেশ বঙ্গদেশ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া চীফ কমিশনারের শাসনাধীন হয়। ক্যাম্বেলের পর সার রিচার্ড টেম্পল (১৮৭৪), সার এস্লি ইডেন (১৮৭৭) সার চার্লস এলিয়ট (১৮৯০) ও সার আলেক্জাণ্ডার মেকেঞ্জি (১৮৯৫) ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হন। টেম্পল সাহেবের আমলে কলিকাতার মিউনিসিপালিটিতে নির্ব্বাচন প্রথায় কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। সার রিভার্স টমসনের আমলে বেথুন স্কুল কলেজে পরিণত হয়। বাঙ্গালার বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার জন উড্‌বরণ সাহেব (১৮৯৮) অব্দের মার্চ্চ মাসে শাসন ভারগ্রহণ করিয়াছেন।

পরিশিষ্ট।

(১) আর্য্যাবর্ত্তের খণ্ডরাজ্যসমূহের বিবরণ।

১। কাশ্মীর। কাশ্মীরের ইতিহাসের সহিত ভারতের অন্যান্য অংশের সম্বন্ধ অতি অল্প। কণিষ্কের বংশধরগণ এই দেশে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কাশ্মীরে বৌদ্ধ মত প্রচারিত হয়। তৎপরে হিন্দু রাজারা কাশ্মীর রাজ্য দখল করেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্য কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়া মহাকবি ভবভূতিকে নিজের রাজধানীতে লইয়া যান। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুলতান মামুদ দুইবার কাশ্মীর আক্রমণ করেন কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শেষ হিন্দুরাজার মুসলমান মন্ত্রী সামস উদ্দিন প্রভুর প্রাণ সংহার করিয়া স্বয়ং সিংহাসনারোহণ করেন। তৎপরে তিব্বতবাসীরা কাশ্মীর আক্রমণ করে এবং তন্নিবন্ধন অরাজকতার সূত্রপাত হয়। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মোগলসম্রাট আকবর কাশ্মীর অধিকার করেন।

২। কালঞ্জর। যমুনা ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী যে অঞ্চল এক্ষণে বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ড নামে পরিচিত পূর্ব্বে তথায় চণ্ডেলা (চণ্ডাদিত্য) রাজপুতদিগের আধিপত্য ছিল। কালঞ্জর চণ্ডেলা রাজাদিগের রাজধানী। কান্যকুব্জরাজ রাজ্যপাল গজনীরাজ মামুদের বশ্যতা স্বীকার করায় কালঞ্জরের রাজা নন্দরায় কর্ত্তৃক নিহত হন। উহার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত মামুদ কালঞ্জর আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। দ্বাদশ শতাব্দীতে কালঞ্জরের রাজার সহিত দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের বিবাদ হয় এবং কালঞ্জরের রাজা পরাভূত হইয়া পৃথ্বীরাজের আনুগত্য স্বীকার করেন।

ইহার পর ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম বুন্দেলারাজ মানবীর চণ্ডেলাদিগকে পরাজিত করিয়া কালঞ্জর অধিকার পূর্ব্বক রাজত্ব আরম্ভ করেন। ১৫৪৫ অব্দে

পাঠানরাজ সের সাহ কালঞ্জরের দুর্গ অধিকার করিবার কালে নিহত হন। মানবীরের বংশধর বীরসিংহ বুন্দেলা আকবরের মন্ত্রী আবুল ফাজলকে নিহত করিয়া জাহাঙ্গীরের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

গড়মণ্ডলের রাজা দলপতির রাজ্ঞী প্রাতঃস্মরণীয়া দুর্গাবতী কালঞ্জরের বুন্দেলা বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্গাবতীর প্রতাপে দিল্লীশ্বর আকবরের সেনানীদিগকে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

বাঘেলা রাজপুতেরা রেওয়া নগরে রাজত্ব করিতেন। সেরসাহের মৃত্যুর পর রামচাঁদ বাঘেলা কালঞ্জর অধিকার করেন; কিন্তু আকবরের সময়ে কালঞ্জর পুনর্ব্বার মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তা তানসেন প্রথমে রামচাঁদ বাঘেলার সভায় থাকিতেন।

৩। পঞ্জাব। পঞ্জাবের পশ্চিমেও প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের আধিপত্য ছিল। হুয়েন সাঙের সময়ে কপিশা, গন্ধার প্রভৃতি হিন্দু রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়। গান্ধার, তক্ষশিলা প্রভৃতি রাজ্য তখন কপিশার অধীন ছিল। অপর কতকগুলি রাজ্য কাশ্মীরের প্রাধান্য স্বীকার করিত। ফলতঃ অতি প্রাচীন সময় হইতে পঞ্জাব অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যখন আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন, তখন তাঁহাকে এই অঞ্চলে অনেক রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই জন্যই পঞ্জাবের রাজারা এত বীরত্ব দেখাইয়াও শুদ্ধ একতার অভাবে গ্রীক মুসলমান প্রভৃতি কোন আততায়ীকেই নিরস্ত করিতে পারেন নাই। আলেকজাণ্ডারের পর পঞ্জাবে গ্রীক ও শকজাতি স্থানে স্থানে রাজ্য সংস্থাপন করেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে পাল উপাধিকারী রাজপুত রাজারা লাহোরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা কাশ্মীর পর্য্যন্ত আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। জয়পাল ও তদীয় পুত্র অনঙ্গপালের সহিত গজনীরাজ সবুক্তগীন ও তৎপুত্র মামুদের যুদ্ধ হয়। জয়পাল পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করেন। অনঙ্গপালও ও তৎপুত্র দ্বিতীয় জয়পালও মামুদ কর্ত্তৃক পরাভূত হন এবং লাহোর রাজ্য মুসলমানদিগের বশ্যতা স্বীকার করে। মামুদের বংশধরেরা কিছুকাল লাহোরে রাজত্ব করেন, পরে ঘোরবংশ প্রবল হইয়া তাঁহাদিগকে নিষ্কাশিত করিয়া দেন।

৪। সিন্ধু। আলেকজাণ্ডার সিন্ধুদেশে গিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। গ্রীকদিগের গ্রন্থে তখন সিন্ধুদেশে "মূষিক" নামে এক রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণাবাদ ও আলোর এই রাজ্যের প্রধান নগর ছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাহী নামক রাজপুতবংশ আলোরের সিংহাসন লাভ করেন। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে রাজা রাহী সাহসীর মৃত্যু হইলে তাঁহার কোন সন্তান না থাকায় কচ্ছনামক একব্যক্তি সিংহাসনারোহণ করেন। ইনি ব্রাহ্মণ কি রাজপুত স্থির করা কঠিন। কচ্ছের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাহির দেশপতি;

ইনি ৭১১অব্দে মহম্মদ বিন কাশিম কর্ত্তৃক নিহত হন এবং আলোর ব্রহ্মণাবাদ নিরণকোট (হায়দরাবাদ) প্রভৃতি নগর মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। কিন্তু সুমরা রাজপুতেরা প্রবল হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দেন।

সুমরা রাজপুতেরা প্রায় ৫০০ বৎসর সিন্ধু দেশে রাজত্ব করেন, কিন্তু বোধ হয়, তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যেই ক্ষীণবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন; কারণ ৮৭১অব্দে সিন্ধুদেশ মুলতান ও মনসুরা নামক দুইটী রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল দেখা যায়। মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি সিন্ধুদেশের কিয়দংশ জয় করেন, তদনন্তর সিন্ধুর রাজারা মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করায় সিন্ধু প্রকৃতপক্ষে মুসলমান রাজ্যে পরিণত হয়। সুলতান বাবর কান্দাহার অধিকার করিলে তথাকার আর্ঘুণ বংশীয় আফগানেরা সিন্ধুদেশে বাস করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। হুমায়ুনের সময়ে তাঁহারা বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের আমলে সিন্ধুদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়।

(২) রাজপুত জাতি ও রাজপুত রাজ্য সমূহ।

রাজপুতজাতি। কান্যকুব্জ, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা রাজপুত বংশজ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই রাজপুত জাতির মূল কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়; কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা শক জাতি; এদেশে বাস করিয়া ও এদেশের রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া রাজপুত্র বা রাজপুত নাম গ্রহণ করিয়াছেন; এবং আপনাদিগকে আর্য্যবংশজ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত সূর্য্য ও চন্দ্রকুলের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়াছেন।

টড সাহেব তাঁহার গ্রন্থে ৩৬টি রাজপুত জাতির উল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে যে কয়টী জাতি ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ, নিম্নে তাঁহাদের স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইতেছে। মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে রাজপুতেরাই তাঁহাদিগকে বাধা দেন; তদুপলক্ষে তাঁহারা সময়ে সময়ে যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভূমণ্ডলে সচরাচর সেরূপ দৃষ্ট হয় না। রাজপুতদিগকে বশে আনিয়াই মোগল পাতশাহগণ প্রথমে এত প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন, আর ইহাদের সহিত বিরোধই মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের অন্যতম কারণ। এইজন্য রাজপুত জাতির সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক

রাজপুতজাতির প্রধান প্রধান শাখা। (১) গ্রহিলোট বা গিহ্লোট।

ইহারা সূর্য্যবংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। সূর্য্যবংশীয় কনকসেন খ্রীষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে গুজরাটের অন্তর্গত বলভীপুরে রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে হূনজাতি বলভীপুর বিধ্বস্ত করে; রাজবংশীয় প্রায় সকলেই নিহত

হন; রাজ্ঞী পুষ্পবতী সসত্ত্বা ছিলেন, তিনি পলায়ন করিয়া এক গুহায় আশ্রয় লন এবং তথায় "গুহ" বা "গ্রহাদিত্য' নামক এক পুত্র প্রসব করেন। গুহ হইতেই হউক, আর গ্রহাদিত্য হইতেই হউক, তদীয় বংশের নাম গিহ্লোট হইয়াছে। গুহ ভীলদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ক্রমে তাহাদের রাজা হন, কিন্তু কয়েকপুরুষ পরে ভীলেরা বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করে, রাজকুমার বাপ্পারাও কতিপয় অনুচরের সহিত মিবারের পরমার বংশীয় রাজার শরণাপন্ন হন। তথায় অল্পদিনের মধ্যে তিনি প্রাচীন রাজবংশের উচ্ছেদশাধনপূর্ব্বক স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন এবং হিন্দুসূর্য্য ও রাজচক্রবর্ত্তী উপাধি গ্রহণ করেন (৭২৮ খ্রীঃ অঃ)। চিতোর মিবারের প্রাচীন রাজধানী।

বাপ্পারাওএর বংশধর সমরসিংহ দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজের এক ভগ্নীকে বিবাহ করেন। মহম্মদ ঘোরীর সহিত পৃথ্বীরাজের যে সকল যুদ্ধ হয়, তাহাতে সমরসিংহ হিন্দুপক্ষের একজন প্রধান সহায় ছিলেন। ১১৯৩ অব্দে দৃষদ্বতী তীরে সমরসিংহও পৃথ্বীরাজের সহিত নিহত হন।

সুলতান আল্টামসের সময়ে রাহুপ চিতোরের রাজা ছিলেন। তাঁহার বীরত্বে আল্টামস চিতোরের কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই। রাহুপের রাজত্ব কালে গিহ্লোটেরা "সীসোদীয়' নাম গ্রহণ করেন। সুলতান অলাউদ্দিনের রাজত্বকালে চিতোরের রাজার অপ্রাপ্তবয়স্কতা নিবন্ধন তদীয় পিতৃব্য ভীম সিংহ তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। সতী নারীর আদর্শ পদ্মিনী এই ভীমসিংহের সহধর্ম্মিণী। সুলতান অলাউদ্দিন ১৩০৩ অব্দে চিতোর লুণ্ঠন করেন। রাণা হাম্বীরের প্রযত্নে চিতোরে আবার গিহ্লোটবংশের অভ্যুদয় হয়। রাণা কুম্ভের রাজত্বকালে ১৪৪০ অব্দে গুজরাট ও মালবের মুসলমান রাজারা সম্মিলিত হইয়া মিবার আক্রমণ করেন, কুম্ভ তাঁহাদিগকে পরাজিত ও মালবরাজ দ্বিতীয় মামুদকে বন্দী করেন। বাবরের প্রতিযোগী সুপ্রসিদ্ধ সংগ্রামসিংহ কুম্ভের পৌত্র। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর চিতোরে বিশৃঙ্খলা ঘটে এবং সেই সুযোগে গুজরাটের রাজা বাহাদুর সাহ চিতোর আক্রমণ করেন। সংগ্রামসিংহের পত্নী কর্ণাবতী মোগল পাতশাহ হুমায়ূনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; হুমায়ুন তখন বাঙ্গালা দেশে যুদ্ধ করিতেছিলেন; তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইল বলিয়া বাহাদুর চিতোর অধিকার করিলেন; পরে হুমায়ুন উপস্থিত হইলে গুজরাটে ফিরিয়া গেলেন। সংগ্রামসিংহের পুত্র উদয় সিংহের সময়ে আকবর চিতোর বিধ্বস্ত করেন (১৫৬৮), উদয়সিংহ চিতোর ত্যাগ করিয়া উদয়পুর নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময়ে রাজস্থানের অন্যান্য রাজারা আকবরের সহিত মৈত্রীস্থাপন করেন। উদয়ের পুত্র প্রতাপ সিংহ একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন; তিনি মোগলদিগের আনুগত্য

স্বীকার করিলেন না; বরং অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া পৈতৃকরাজ্যের অধিকাংশের পুনরুদ্ধার করিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রাজপুত্র খুরম (সাহাজান) মিবারের রাণা উমরাসিংহকে পরাভূত করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। এই সন্ধিদ্বারা মিবারের রাণারা দিল্লীশ্বরের সামন্তচক্রের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করেন; অন্যান্য সামন্ত রাজার ন্যায় তাঁহাদিগকে পাতশাহের দরবারে উপস্থিত হইতে হইত না। ১৬৫৪ অব্দে রাজসিংহ মিবারের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহার কয়েক বৎসর পরে দিল্লীশ্বর আরঙ্গজীব হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেন। রাজসিংহ আরঙ্গজীবের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া প্রকাশ্যভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। রূপনগর নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য মিবারের অন্তর্গত, তথাকার রাজা বিক্রমসোলাঙ্কীর কন্যাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আরঙ্গজীব দুই সহস্র অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। রাজকুমারী ধর্ম্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজসিংহের নিকট সাহায্যভিক্ষা করেন। রাজসিংহ অতর্কিতভাবে দিল্লীশ্বরের সেনা পরাভূত করিয়া রূপনগরীকে উদয়পুরে লইয়া যান। এই সময়ে যোধপুরের রাজপুতেরাও যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নী ও তদীয় পুত্রের প্রতি অত্যাচার নিবন্ধন আরঙ্গজীবের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। তাহারা রাজসিংহের সহিত মিলিত হইলেন। এ দিকে আরঙ্গজীব রাজসিংহের রাজ্য আক্রমণ করিবার নিমিত্ত বিপুল সেনা লইয়া স্বয়ং রণক্ষেত্রে দেখা দিলেন। কিন্তু রাজসিংহ এরূপ কৌশলে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, আরঙ্গজীব পদে পদে অপদস্থ হইলেন। একদা তাঁহার মহিষী রাজপুতদিগের হস্তে বন্দিনী হইলেন, কিন্তু রাজসিংহ তাহাকে আরঙ্গজীবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর আরঙ্গজীব বাধ্য হইয়া রাজসিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রা জাতি প্রবল হইয়া মালব অধিকার করে এবং রাজপুতজাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হয়। মহারাষ্ট্রাদিগের অত্যাচারে মিবার ও অন্যান্য রাজ্য সমূহের অত্যন্ত দুর্দ্দশা ঘটে। ১৮১৮ অব্দে মিবারের রাজা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শরণাগত হইয়া শান্তিলাভ করেন।

২। রাঠোর বা রাষ্ট্রকূটবংশ। ইহারা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রকূটেরা পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রদেশে বাস করিতেন আবার একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে কান্যকুব্জেও ইঁহাদের আধিপত্য দেখা যায়। কান্যকুব্জের রাঠোররাজ জয়চন্দ্র সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলে তদীয় পৌত্র শিবাজি তিনশত অনুচরের সহিত রাজস্থানে প্রবেশ করিয়া মরুধর (মারোবার) রাজ্য স্থাপন করেন। ১৪৫৯ অব্দে শিবাজীর বংশধর রাণা যোধ বর্ত্তমান যোধপুর নগর স্থাপন করেন; তদবধি যোধপুরই মারোবার রাজ্যের রাজধানী হইয়াছে। যোধের এক পুত্র দিগ্বিজয়ে নির্গত

হইয়া বিকানীরে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। যোধের প্রপৌত্র গঙ্গাসিংহের রাজ্যসময়ে দৌলত খাঁ লোদি যোধপুর আক্রমণ করেন; কিন্তু পরাভূত হইয়া চলিয়া যান। অতঃপর যোধপুরের রাজা চিতোরের সংগ্রাম-সিংহের সহিত মিলিত হইয়া সুলতান বাবরের সহিত যুদ্ধ করেন। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর যোধপুরের রাজা মল্লদেব (মালদেব) প্রকৃত পক্ষে রাজস্থানের সর্ব্ব প্রধান রাজা হইয়া উঠেন এবং আজমীর বিকানীর প্রভৃতি জয় করিয়া মারোয়ার রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন। ইঁহারই প্রতাপে মহাবীর সেরসাহ একদা নিরস্ত্র বিপন্ন হইয়া মারোয়ারের অনুর্ব্বরতার প্রতি লক্ষ্যপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "হায়! আমি এক মুষ্টি ভূট্টার জন্য এখনই হিন্দুস্থানের রাজত্ব হারাইতেছিলাম!" ১৫৬১ অব্দে আকবর যোধপুর আক্রমণ করেন। এই সুযোগে বিকানীর পুনর্ব্বার স্বাধীন হইল; আজমীর আকবরের হস্তগত হইল, মালদেব গত্যন্তর না দেখিয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। মালদেবের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র উদয়সিংহ আপনার কন্যা যোধবাই ও বিকানীরের রাজার কন্যার সহিত জাহাঙ্গীরের বিবাহ দিয়া পাতশাহের বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন হইলেন। তদবধি যোধপুরের রাজারা সৈন্য সামন্তসহ দিল্লীশ্বরের সেবায় নিরত হইলেন। গুজরাট অধিকার করিবার কালে যোধপুররাজ সুরসিংহ আকবরের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন; গজসিংহ জাহাঙ্গীরের সময়ে দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী পাইয়াছিলেন। যশোবন্তসিংহ গজসিংহের পুত্র। যখন উত্তরাধিকার লইয়া সাজাহানের পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে, গোলযোগ উপস্থিত হয়, তখন যশোবন্ত দারার পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক আরঙ্গজীবকে বাধাদিয়াছিলেন; কিন্তু চতুর আরঙ্গজীব তাঁহাকে হস্তগত করিয়া স্বয়ং সাম্রাজ্য লাভ করেন এবং যশোবন্তকে প্রথমে দাক্ষিণাত্যে, পরে কাবুলে সেনাপতি করিয়া পাঠান। তাঁহার বিধবা পত্নী চন্দ্রাবতী ও পুত্র অজিতসিংহের উপর আরঙ্গজীব অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন; কিন্তু দুর্গাদাসনামক যশোবন্তের এক জন অনুচরের বীরত্বে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে মারোয়ারে চলিয়া যান। অনন্তর আরঙ্গজীব মারোয়ার আক্রমণ করিয়া রাজপুতদিগেরপ্রতি নানা অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যোধপুর অধিকার করেন। কিন্তু যোধপুরের রাজপুতেরা মিবারের রাজসিংহের সহিত মিলিত হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। মোগল ও রাজপুতদিগের মধ্যে প্রায় ত্রিশ বৎসর যুদ্ধ চলিতে থাকে। অজিতসিংহের কন্যার সহিত পাতসাহ ফেরোকশিয়ারের বিবাহ হয়, অজিতের বুদ্ধি ও বীরত্বের বলে মারোয়ার সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন হয়। অজিতের পুত্র অভয়সিংহের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার লইয়া মারোয়ারে বহুবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটে, সেই সুযোগে মহারাট্টাজাতি ইহার বিস্তর অনিষ্ট করে। অবশেষে ১৮১৫ অব্দে যোধপুর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে আসিয়া পরিত্রাণ পায়।

৩। কুশোয়া। ইঁহারা রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রথমে শোণনদীর তীরবর্ত্তী রোটাস, পরে নিষধপতি নলের রাজধানী নরোবারে ইঁহাদের আধিপত্যের উল্লেখ দেখা যায়। নলের বংশোদ্ভূত ধোলরাও পৈত্রিক-রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে ধুন্ধর (বর্ত্তমান জয়পুর বা অম্বার) রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধর সুজন সিংহ দিল্লী-শ্বর পৃথ্বীরাজের এক ভগ্নীকে বিবাহ করেন। যখন পৃথ্বীরাজ কান্যকুব্জপতির কন্যা সংযুক্তাকে হরণ করেন, সেই সময়ে পৃথ্বীর সাহায্য করিতে গিয়া ইনি নিহত হন। ইঁহার বংশধর বিহারীমল্ল সর্ব্বপ্রথমে মোগল সম্রাট বাবরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং হুমায়ুনের অধীনে পাঁচহাজারী মন্‌সব্‌দার হন। বিহারীর পুত্র সুবিখ্যাত ভগবান্ দাস পাতসাহ আকবরের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। ভগবান্‌দাসের কন্যাকে সম্রাট্‌পুত্র শেলিম (জাহাঙ্গীর) বিবাহ করেন; খসরু ইঁহারই গর্ভজাত সন্তান। ভগবান্ দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র মানসিংহ* রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে আকবরের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। মানসিংহ ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দে পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গদেশে মোগল শাসন বদ্ধমূল করেন। তিনি নানা সময়ে বঙ্গ, বিহার, দাক্ষিণাত্য এবং কাবুলে পাতশাহের প্রতিনিধির কাজ করেন। আকবরের রাজত্বের শেষভাগে যশোহরের জমিদার রাজা প্রতাপাদিত্য সাতিশয় পরাক্রান্ত হন এবং আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। মানসিংহ তাঁহাকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া যশোহরেশ্বরী কালী প্রতিমাকে অম্বারে লইয়া যান। অদ্যাপি সে মূর্ত্তি জয়পুরে আছে। অম্বার-রাজ জয়সিংহ (মির্জ্জা রাজা) আরঙ্গজীবের রাজত্ব সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ইনি সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজীকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে আনয়ন করেন।

মির্জ্জারাজার পৌত্র জয় সিংহ সোয়াই ১৬৯৯ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে অধি-রোহণ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। ১৭০২ অব্দে প্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ ডি লা হিয়ার গ্রহনক্ষত্রাদির এক তালিকা প্রস্তুত করিলে, জয়সিংহ উহার ভ্রমসংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। জয়সিংহ দিল্লী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, কাশী ও মথুরাতে মানমন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় বিদ্যা-ধর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সাহায্যে ইনি ১৭২৮ অব্দে বর্ত্তমান জয়পুর নগর স্থাপন করেন। জয়পুরের ন্যায় সুশ্রী নগর ভারতবর্ষে নিতান্ত বিরল। জয়-সিংহ সোয়াই ১৭৪৩ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন। অতঃপর জাট ও মহারাট্টা-দিগের অত্যাচারে জয়পুরের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়।

১৮১৮ অব্দে জয়পুর রাজ্য ইংরাজদিগের করদ রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

---

* ভগবানদাস মানসিংহকে শেষে দত্তকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪। যদুবংশ। ভট্টি বা যদুভট্টি সম্প্রদায় ইহার এক শাখা। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। যশল্মীর ও কেরৌলী রাজ্যে ইঁহাদিগের আধিপত্য দেখা যায়। ভট্টি রাজাদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। ইঁহারা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে থানকোট এবং একাদশ শতাব্দীতে লোদর্ভ নগরে রাজত্ব করিতেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভোজদেব লোদর্ভের রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য যশল রাজ্যলোভে সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া তদীয় সেনাপতি কবিমর্খার সাহায্যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করেন। ইনি লোদর্ভ ত্যাগ করিয়া যশল্মীরে রাজধানী স্থাপন করেন। আলাউদ্দিনের সময় (১২৯৫) মুসলমানেরা যশল্মীর অধিকার করেন; কিন্তু ভট্টিরাজগণ কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার উহা প্রাপ্ত হন। সম্রাট্ সাজাহানের সময় যশল্মীরের রাজা পাতশাহের সামন্তশ্রেণীভুক্ত হন। মিবারের ন্যায় যশল্মীরও ১৮১৮ অব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রক্ষণাধীন হইয়াছে।

৫। তোমার। তোমার রাজপুতেরা পাণ্ডুবংশজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তোমারেরা মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে আপনাদের বংশসম্ভূত বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন। আজমীরের তোমার বংশের ইতিহাস পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(৬—৯ অগ্নিকুল। পরমার চৌহান, চালুক্য (সোলাঙ্কী) এব প্রতীহার এই চারি জাতীয় রাজপুত অগ্নিকুল নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ যে পরশুরামকর্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হইলে ঋষিগণ দৈত্যদমনের নিমিত্ত অর্ব্বুদ (আবু) পর্ব্বতের শিখরদেশে তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক এই রাজপুত কুলসমূহের আদিপুরুষদিগকে সৃষ্টি করেন। পরমার রাজপুতেরা এককালে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। চিতোর, অমরকোট, মালব প্রভৃতি দেশে ইঁহাদের আধিপত্য ছিল। মালবেশ্বর ভোজদেব এই বংশোদ্ভূত। পরমারদিগকে পরাভূত করিয়া গিহ্লোটবংশীয় বাপ্পারাও চিতোরের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

প্রথমে আজমীরে, পরে দিল্লীতে চৌহান বংশের প্রভাব বিস্তৃত হয়, দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ চৌহানবংশীয়। বর্ত্তমান বুন্দি ও কোটা রাজ্যেও চৌহানদিগের অধিকার। ১৩৪২ অব্দে বাসুদেব বুন্দী রাজ্য স্থাপন করেন। আকবরের সর্ব্বগ্রাসিনী রাজনীতির মাহাত্ম্যে বুন্দীও অন্যান্য রাজপুত রাজ্যের ন্যায় মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে। কোটা বুন্দীরই একটী শাখা; সাজাহানের আমলে স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়। ১৮১৭ অব্দে কোটা এবং ১৮১৮ অব্দে বুন্দী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের করদ শ্রেণীভুক্ত হয়।

মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত কল্যাণ দেশে চালুক্যদিগের প্রথম আধিপত্য। গুজরাটে চৌরাবংশের আধিপত্য ছিল। দশম শতাব্দীতে কল্যাণের জয়সিংহ সোলাঙ্কী গুজরাটের চৌরারাজ সামন্তসিংহের কন্যা বিবাহ করেন। সামন্ত-

সিংহের মৃত্যু হইলে, জয়সিংহের পুত্র মূলরাজ এই সূত্রে গুজরাটের সিংহাসন অধিকার করেন। বাঘেলা রাজপুতেরা সোলাঙ্কীবংশের শাখা। ইঁহারা বর্ত্তমান বাঘেলখণ্ড প্রদেশে বাস করেন।

প্রতীহার বা পুরীহর রাজপুতেরা মারোবারে রাজত্ব করিতেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে কান্যকুব্জের রাঠোরবংশ ইহাদিগকে পরাভূত করিয়া ঐ প্রদেশ অধিকার করেন। ভারতবর্ষের কোন স্থানেই এই জাতির স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় না।

চৌরা। পূর্ব্বে গুজরাটের প্রান্তবর্ত্তী দিউদ্বীপ ইঁহাদের অধিকারে ছিল; তথা হইতে ইঁহারা দস্যুবৃত্তি করিতেন। ৭৪৬ অব্দে বনরাজ নামক এক ব্যক্তি দিউদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া গুজরাটে অনহিলওয়ারাপত্তন নগর স্থাপন করেন।

৩। হিন্দুধর্ম্ম ও ধর্ম্মসংস্কারক মহাপুরুষগণ।

৭০০—১৫০০ খ্রীঃ অব্দ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের কথা বলা হইয়াছে। যে সকল মহাত্মার প্রযত্নে হিন্দুধর্ম্ম বর্ত্তমানাকারে গঠিত হইয়াছে, আমরা এক্ষণে তাঁহাদের জীবনী ও কার্য্যাবলীর আলোচনা করিব।

কুমারিল ভট্ট। বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাবের সময়েও ব্রাহ্মণেরা সমাজের উচ্চ শিখরে অধিরূঢ় ছিলেন। হুয়েন সাং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি বলেন যে, "তখনও বিধর্ম্মী ব্রাহ্মণেরা তাহাদের ক্ষমতা পুনঃস্থাপন করিয়াছিল।" পরবর্ত্তী দুই শত বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা আপনাদের নষ্ট প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রাপ্ত হন। সর্ব্বপ্রথম কুমারিল ভট্ট নামক জনৈক দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে তর্ক আরম্ভ করেন। কুমারিল একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তৎপ্রণীত পূর্ব্বমীমাংসার ভাষ্য এবং বৈদিক দেবতত্ত্ব সংক্রান্ত ব্যাখ্যা তদীয় প্রতিভার পরিচায়ক।

শঙ্করাচার্য্য। সুপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্য ৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে কেরল দেশান্তর্গত চিদম্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে অতি অল্প বয়সে শাস্ত্রাধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করেন এবং কাশ্মীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া পরিভ্রমণপূর্ব্বক ৩২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার জন্য তিনি যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, বোধ হয় পৃথিবীতে অল্প লোকেই সেরূপ পারিয়াছেন। তদীয় গীতার ভাষ্য, বেদান্ত ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ। চিন্তার

কথা দূরে থাকুক, তৎসমুদয় শুদ্ধ লিপিবদ্ধ করিতেই কত শ্রমের প্রয়োজন। শঙ্কর এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর প্রযত্নে বেদান্তদর্শন ও অদ্বৈতমতের বহুল প্রচার হয়। গীতার টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ আনন্দগিরি শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য। বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচার এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রচলনের জন্য শঙ্কর কতিপয় মঠ স্থাপন করেন। তন্মধ্যে মহীশূরের অন্তর্গত শৃঙ্গগিরি মঠ প্রধান।

রামানুজ। ১১০০ খ্রীঃ অঃ। রামানুজ প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার যত্নে বৈষ্ণব মতের সমধিক প্রচলন হয়। রামানুজ দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শৈবদিগের বিরুদ্ধে মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনিও বেদান্তদর্শনের ভাষ্য লিখেন এবং তাহাতে বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। রামানুজ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। চোলরাজ্যের শৈব রাজা তাঁহার প্রতি অনেক অত্যাচার করায় তিনি কর্ণাটদেশীয় বল্লাল-বংশীয় বেতালদেবের (বিষ্ণুবর্দ্ধনের) শরণাগত হন এবং কালে তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। রামানুজ সাতশত বৈষ্ণব মঠ স্থাপন করিয়া যান। তন্মধ্যে চারিটী এখনও বিদ্যমান আছে। রামানুজী বৈষ্ণবগণ শ্রীসম্প্রদায় নামে বিখ্যাত। রামানুজপ্রণীত রামায়ণের টীকা অদ্যাপি সর্ব্বত্র সমাদৃত।

রামানন্দ। অনুমান ১৩১০-১৪০০। রামানন্দ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। তিনি জাতিভেদ না মানিয়া নীচজাতীয় লোকদিগকেও শিষ্য করিতেন। তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে একজন কর্ম্মকার, একজন ক্ষৌরকার এবং সর্ব্ব প্রধান (কবীর) তন্তুবায় ছিলেন। রামানুজ প্রধানতঃ আর্য্যজাতীয়দিগকেই ধর্ম্মোপদেশ দিতেন এবং ধর্ম্মতত্ত্ব সংস্কৃত ভাষাতে লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রামানন্দ জাতিনির্ব্বিশেষে উপদেশ দিতেন এবং সাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখিতেন। রামানন্দ ও তাঁহার শিষ্যদিগের ধর্ম্মবিষয়ক রচনাবলীদ্বারাই হিন্দী সাহিত্য প্রধানতঃ পরিপুষ্ট হইয়াছে। রামানন্দের শিষ্যগণ রামাবতার পূজা করেন বলিয়া "রামাৎ" নামে বিখ্যাত।

কবীর ১৩৮০-১৪২৫। রামানন্দের বার জন শিষ্যের মধ্যে কবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। রামানন্দ কেবল হিন্দুজাতিকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, কবীর দেখিলেন যে, মুসলমান জনসংখ্যাও ভারতবর্ষে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং হিন্দু মুসলমান উভয়ের গ্রাহ্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। কবীরপন্থী ধর্ম্মপুস্তক সমূহে হিন্দু মুসলমান সকলেরই যে এক পরমেশ্বর তাহা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। "আলিই হউন, আর রামই হউন, তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী। হিন্দু একাদশীতে উপবাস করেন; মুসলমান রমজানে উপবাস করেন। অবশিষ্ট মাস ও বার কে সৃষ্টি করিল?—যে, তোমরা সকল ছাড়িয়া একটিকে সম্মান করিতে চাও? হিন্দুর তীর্থ বারাণসী, মুসলমানের

তীর্থ মক্কা; কিন্তু তোমার হৃদয় অনুসন্ধান কর; কারণ তথায় হিন্দু মুসলমান উভয়েরই একমাত্র পরম দেবতা বিরাজ করিতেছেন।" কবীরের শিষ্যেরা কবীরপন্থী নামে পরিচিত।

চৈতন্য। ১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রীঃ অঃ। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবদ্বীপবাসী জগন্নাথ মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র। তাঁহার বাল্য নাম বিশ্বম্ভর ও নিমাই; ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া চৈতন্য নামগ্রহণপূর্ব্বক ছয় বৎসর কাল বৃন্দাবন, রামেশ্বর প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে নীলাচলে (পুরীতে) চৈতন্যের তিরোভাব হয়। তাঁহার মতে হরিভক্তি জীবের মুক্তির একমাত্র পথ এবং হরিভক্তি থাকিলে চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রগাঢ় ভক্তি এবং অচলা নিষ্ঠা ইহাই চৈতন্যমতের মূলমন্ত্র। গুরুভক্তি চৈতন্যধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। ভজনামৃত নামক গ্রন্থে লেখা আছে, "হরি রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করিবেন; কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই ত্রাণ করিতে পারিবেন না।" যে জাতি হউক না কেন, চৈতন্যের শিষ্য হইতে কোন বাধা নাই।

বল্লভস্বামী। (প্রায় ১৫২৫ খ্রীঃ)। অনুমান ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে বল্লভস্বামী নামক একজন বৈষ্ণব প্রথমে গোকুলে এবং পরে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মতে শারীরিক কষ্টভোগ করিলে মুক্তিলাভ হয় না; গার্হস্থ্যভোগসুখে রত থাকিয়াই ঈশ্বরলাভ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বতন বৈষ্ণব সংস্কারকদিগের শিষ্যবর্গ নির্জ্জন প্রদেশে মঠমধ্যে বাস করিয়া ও সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করিতেন। কিন্তু বল্লভী বৈষ্ণবগণ (রুদ্রসম্প্রদায়) বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, সুগন্ধ তৈল, কর্পূর, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গরাগ বিধান করিয়া ইষ্টপূজা করেন। ইঁহারা নীচশ্রেণীর লোকদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন না। যাঁহারা লক্ষপতি বণিক, মহাজন বা শ্রেষ্ঠী, যাঁহাদের নিকট জীবন একটী ভোগের সামগ্রী এবং তীর্থযাত্রা কেবল আমোদ ও বাণিজ্য বিস্তারের পথ, প্রধানতঃ তাঁহারাই বল্লভাচার্য্যের শিষ্য।

শৈব ও বৈষ্ণব মত ভিন্ন হিন্দুদিগের মধ্যে অপর একটী প্রধান মত আছে। উহাকে শাক্ত মত বলে। শাক্তগণ শক্তি অর্থাৎ শিবানীর পূজা করেন এবং মদ্যমাংসাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুরাণগুলি শৈব ও বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র; তন্ত্র শাক্তদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। বৌদ্ধাধিকারকালে ও মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে শাক্তমত সমধিক প্রবল ছিল। কিন্তু শেষে বৈষ্ণব মতের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ইহার হ্রাস হয়। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির অধিকাংশ শৈব, অথবা শাক্ত; ব্যবসায়িগণ অধিকাংশই বৈষ্ণব।

নানক। শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত এই তিনটি সম্প্রদায়ই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান। সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি আর কয়েকটি হিন্দু সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতির মধ্যে আরও দুইটি সম্প্রদায় আছে। ইঁহারা হিন্দু সমাজ হইতে অনেকটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথম সম্প্রদায় জৈন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জৈন সম্প্রদায়ের বিষয় সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সম্প্রদায় শিখ নামে অভিহিত। কবীরপন্থী মতের ন্যায় শিখমতও হিন্দু ও মুসলমান এই দুই পৃথক জাতিকে একত্র করিবার উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত হয়। নানক সাহ (বাবা নামক) ইহার প্রবর্ত্তক। বলুল লোদীর রাজত্বকালে ১৪৬৯ খৃীঃ অব্দে পঞ্জাবের অন্তর্গত তালবন্দী (কাণাকুচা) গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কালুবেদী। নানক ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ছিলেন। শৈশবাবধি বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাঁহার এরূপ প্রতীতি জন্মে যে, সংসারাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যমনে ঈশ্বরের আরাধনা করাই মুক্তিলাভের উপায়। ১৫৩৯ অব্দে ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নানকের মৃত্যু হয়। তিনি জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না। নানকপন্থী ধর্ম্মাবলম্বীরা শিখ এবং প্রচারকেরা গুরু নামে অভিহিত হন। নানকের সময়ে শিখেরা একটী নিরীহ সম্প্রদায় ছিল। পরে দশম গুরু গোবিন্দের সময় হইতে তাহারা অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া সামরিক বল লাভ করে।

৪। প্রাচীন হিন্দুদিগের সভ্যতা ও সাহিত্য।

আচার ব্যবহার। হিন্দুজাতি পরিবর্ত্তনবিরোধী। তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের রীতিনীতি সহজে পরিত্যাগ করিতে চান না। এই জন্য অতি প্রাচীন সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজের প্রকৃতিগত কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। এই দীর্ঘকালে যে সামান্য বৈলক্ষণ্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা কালস্রোতের অনিবার্য্য ফল; লোকের ইচ্ছাজনিত নহে। হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, স্নান, আহার সকল কার্য্যেই হিন্দুজাতিকে ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে চলিতে হয়। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় সামাজিক ব্যবহারও হিন্দুর পক্ষে একরূপ অপরিবর্ত্তনশীল হইয়া উঠিয়াছে। এত পরিবর্ত্তনবিরোধী হইয়াও প্রাচীন হিন্দুরা সর্ব্ববিষয়ে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, পুরাকালে অতি অল্প জাতিই সেরূপ পারিয়াছেন।

সমুদ্রযাত্রা। পূর্ব্বে সমুদ্রপথে দূরদেশে যাতায়াত করা দূষণীয় ছিল না। ভারত মহাসাগরস্থ সুমাত্রা, লম্বক, বালী ও যবদ্বীপের হিন্দুদিগের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। অদ্যাপি বালিদ্বীপবাসীরা হিন্দুধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপক্র

অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং সংস্কৃতমূলক ভাষায় কথা কহে। বালীদ্বীপে কিম্বদন্তী আছে যে, কলিঙ্গ দেশ হইতে হিন্দুরা তথায় গমন করেন। সিংহলের ইতিবৃত্ত 'মহাবংশ' নামক গ্রন্থে লেখা আছে যে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বিজয়সিংহ নামক এক বঙ্গীয় রাজকুমার লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তথায় এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তদবধি লঙ্কার নাম সিংহল হয়। তাম্রলিপ্ত, অনহিলওয়ারাপত্তন প্রভৃতি স্থান বাণিজ্যের প্রসাদে বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল। ফলতঃ এক সময়ে পূর্ব্বে জাপান ও পশ্চিমে আফ্রিকার অন্তঃপাতী মোজাম্বিক প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত হিন্দু সভ্যতার মহিমা বিস্তৃত হইয়াছিল। শেষে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় উদ্যমেরও বিনাশ হইল এবং স্বদেশ পরিত্যাগ করার কথা শুনিলে হিন্দুদিগের হৃৎকম্প হইতে লাগিল ; সুতরাং কালে সমুদ্রপথে গমনাগমন ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও জাতিনাশের কারণ হইয়া উঠিল এবং "বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস" এই মহাজন-বাক্যের ফলাফল কেবল অন্তর্বাণিজ্যের উপরই নির্ভর করিয়া রহিল।

স্থলপথেও হিন্দুরা বহুদূর যাতায়াত করিতেন। এক্ষণে সিন্ধুনদ পার হইলেই জাতি যায় বলিয়া অনেকের সংস্কার আছে ; পূর্ব্বে আফগানস্থান ও বেলুচিস্থানে হিন্দু রাজারা রাজত্ব করিতেন ; বেলুচিস্থানের অন্তঃপাতী হিঙ্গলাজ এবং কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী বাকু নামক স্থানের জ্বালামুখী এখনও হিন্দু-দিগের তীর্থস্থান। রামায়ণ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, হিন্দুরা সুমেরুপ্রদেশের ষণ্মাসস্থায়ী দিবারাত্রি এবং "অরোরা বরিয়ালিশ" অর্থাৎ তত্রত্য উষা অবি-ধের অদ্ভুত বৈদ্যুতিক আলোকচ্ছটার বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন।

ভাষা ও বর্ণমালা। সুশিক্ষিত আর্য্যগণ কথোপকথন ও গ্রন্থাদি-প্রণয়নার্থ সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং সাধারণ লোকে প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিত। প্রাকৃত সংস্কৃতের রূপান্তর মাত্র। এই প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি অনেক প্রধান প্রধান ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃতের ন্যায় সুসম্পন্ন ও সুললিত ভাষা পৃথিবীতে আর নাই বলিলেও হয়।

এই উৎকৃষ্ট ভাষা লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত অতি প্রাচীন সময়েই নানাবিধ বর্ণমালা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দেবনাগর বর্ণমালা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। বাঙ্গালা, উড়িয়া প্রভৃতি সমস্ত প্রাকৃত ভাষা এবং ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশীয় মঙ্গোলীয় ভাষার বর্ণমালা এই দেবনাগরের অনুকরণ মাত্র। ইদানীং কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত অনু-মান করেন যে, দেবনাগর বর্ণমালা ফিনিসীয়জাতি হইতে গৃহীত। কিন্তু তাঁহারা এ মতের প্রতিপোষক কোন নিশ্চয়াত্মক যুক্তি দিতে পারেন না। অনুকরণবৃত্তি সাধারণতঃ হিন্দুর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ ধ্বনির অবয়ব নির্ণয়ার্থ দেবনাগর

বর্ণমালা যেমন পূর্ণতাযুক্ত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, ফিনিসীয় প্রভৃতি কোন বর্ণমালাই তদ্রূপ নহে। ইহাই দেবনাগর বর্ণমালার মৌলিকত্বের প্রমাণ।

সাহিত্য। ধর্ম্মই হিন্দুর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং সাহিত্যও প্রধানতঃ ধর্ম্মমূলক;—দেবদেবী ও মহাপুরুষদিগের জীবনবৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত। বেদের ন্যায় রামায়ণাদি কাব্যও হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র।

ধর্ম্মমূলকসাহিত্য। (১) বেদ; (২) রামায়ণ ও মহাভারত (৩) অষ্টাদশ পুরাণ; (৪) তন্ত্রশাস্ত্র। বেদ এবং রামায়ণ ও মহাভারতের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পুরাপ্রচলিত কিম্বদন্তীসমূহ অবলম্বনপূর্ব্বক শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি মত ব্যাখ্যা করা পুরাণসমূহের প্রধান লক্ষ্য। বৌদ্ধ প্রাধান্যের সময়ে জাতিভেদ প্রথা ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। এই সমুদয়ের পুনরুদ্ধারের জন্য পৌরাণিক মতের প্রবর্ত্তন। পুরাণপাঠে লোকে অতি সহজে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারে। শক্তিপূজার প্রচলন তন্ত্রের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত রসায়ন, চিকিৎসাদি বৈজ্ঞানিক বিষয়ও তন্ত্রশাস্ত্রে বিস্তর দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধাধিকার সময়ে এবং মুসলমান অধিকারের প্রারম্ভে তান্ত্রিক মত সমধিক প্রবল হইয়া উঠে; এবং অনেকে প্রকৃত মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া ইহার অপব্যবহার আরম্ভ করে।

মহাকাব্য। মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত, কালিদাসের রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব, ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়, মাঘের শিশুপালবধ ও শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। কালিদাসের ভাষা সুললিত ও প্রাঞ্জল, স্বভাববর্ণন ও উপমা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং ভাব চিত্তগ্রাহক। উপমা-প্রয়োগে কেহই কালিদাসের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। এই নিমিত্তই ভারতবর্ষীয় লোকেরা কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভারবি ও মাঘের গ্রন্থ শব্দচ্ছটায় রঞ্জিত; তাহাতে প্রকৃত কবিত্বের অধিক পরিচয় পাওয়া যায় না। পড়িলেই বোধ হয়, যেন তখন সংস্কৃতসাহিত্যের জীবনীশক্তি নষ্ট হইয়াছিল। তথাপি মাঘের পরেও যে সংস্কৃত ভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্য একেবারে রচিত হয় নাই এমন নহে। কাশ্মীররাজ অবন্তীবর্ম্মার (৮৫৫।৮৮৪ খৃঃ অঃ) সভাপণ্ডিত রাজনক রত্নাকর প্রণীত হরবিজয় নামক মহাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের একটী উজ্জ্বল রত্ন।

গদ্য গ্রন্থ ও উপন্যাস। সংস্কৃত ভাষায় গদ্য সাহিত্যগ্রন্থ অধিক নাই। ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করার সুবিধা হয় বলিয়া প্রাচীন সময়ে অনেক গ্রন্থই পদ্যে লিখিত হইত। তথাপি গদ্য লেখা নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল না। অথর্ব্ব বেদের অধিকাংশ এবং ব্রাহ্মণগুলি গদ্যে লিখিত। পরবর্ত্তী গদ্য সাহিত্যের মধ্যে বাণভট্টপ্রণীত কাদম্বরী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ, দণ্ডিপ্রণীত

দশকুমার চরিত, সুবন্ধুর বাসবদত্তা এবং বাণভট্টের হর্ষচরিতও উৎকৃষ্ট গদ্য গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থখানি প্রকৃত জীবনচরিত; কিন্তু অসম্পূর্ণ।

নাটক। লোকের মনোরঞ্জন ও ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত অতি প্রাচীন সময় হইতেই ভারতবর্ষে নাটকাভিনয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা ভরত-মুনিকে নাটকের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। নাটক রচনার নিমিত্ত তিনি যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া যান, উত্তরকালের লেখকেরা তদ্দ্বারা পরিচালিত হইতেন। প্রচলিত সংস্কৃত নাটকগুলির অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষার সবিশেষ উৎকর্ষের সময় অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছে। তাহাদের অনেকগুলি রামায়ণ ও মহাভারত বর্ণিত ঘটনাবলম্বনে রচিত; দুই একখানি রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনায় পূর্ণ; দুই একখানি বা আধ্যাত্মিক রূপক মাত্র। কৃষ্ণমিশ্র প্রণীত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। সংস্কৃত নাটকে উচ্চপদস্থ পুরুষদিগের কথাবার্ত্তা সংস্কৃতে এবং নীচ শ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের উক্তি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে শুদ্ধ শিক্ষিত লোকেরাই পূর্ব্বে সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা বলিতেন। মহাকাব্যের ন্যায় নাটকেও কালিদাসের প্রাধান্য সর্ব্ববাদিসম্মত। তৎপ্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তলের ন্যায় নাটক পৃথিবীতে অতি বিরল। বিক্রমোর্ব্বশী নামক অপর এক প্রসিদ্ধ নাটকও কালিদাসের লেখনীপ্রসূত। অন্যান্য নাটকের মধ্যে শূদ্রকপ্রণীত মৃচ্ছকটিক, ভবভূতির উত্তররামচরিত ও মালতীমাধব, বিশাখদেবের মুদ্রারাক্ষস, শ্রীহর্ষের রত্নাবলী ও ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার প্রধান। সমুদয়ে প্রায় তিনশত সংস্কৃত নাটকের নাম পাওয়া গিয়াছে।

গীতিকাব্য। গীতিকাব্যেও কালিদাসের প্রতিভার অদ্ভুত পরিচয়। তদীয় মেঘদূত কাব্যাংশে ও লালিত্যে সাহিত্য-জগতে অতুলনীয়। ধর্ম্মসংক্রান্ত গীতাবলীর মধ্যে জয়দেবপ্রণীত গীতগোবিন্দ অতি মধুর ও সুললিত। জয়দেব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, এবং বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভায় থাকিয়া গীতগোবিন্দ রচনা করেন।

ব্যাকরণ। বৈদিক সময়ে হিন্দুজাতি ভাষার উন্নতিসাধনে সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন; সুতরাং ভারতবর্ষে যে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ব্যাকরণ বিদ্যার সমধিক উন্নতি হইয়াছিল, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিরুক্তকার সুপ্রসিদ্ধ যাস্ক শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়াই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ ইদানীং শব্দশাস্ত্রের আন্দোলন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ পাণিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণের রচনা করেন। অদ্যাপি উক্ত গ্রন্থ শব্দশাস্ত্রের মূলভিত্তি। পাণিনি আবার শাকটায়ন প্রভৃতি

পূর্ব্বতন বৈয়াকরণদিগের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যাইতে পারে যে, কত পূর্ব্বকালে এদেশে ব্যাকরণ বিদ্যার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। শাকটায়নের গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। পাণিনির পর কাত্যায়নের বার্ত্তিক, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, ভট্টোজিদীক্ষিতের সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রভৃতি আরও বিস্তর ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। গান্ধারের রাজধানী পুরুষপুরের নিকটবর্ত্তী শালাতুর গ্রাম পাণিনির জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই জন্য তাঁহার এক নাম শালাতুরীয়।

অভিধান। ব্যাকরণের ন্যায় অভিধানও অত্যন্ত প্রাচীন। যাস্কের নিরুক্ত ও নিঘণ্টু নামক গ্রন্থে অভিধান ও শব্দতত্ত্ব একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। কালিদাসের সমসাময়িক, বিক্রমাদিত্যের সভার অন্যতম রত্ন, সুপ্রসিদ্ধ অমর সিংহ স্বনামখ্যাত কোষ রচনা করিয়া সাহিত্য শিক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন হেমচন্দ্র প্রভৃতি প্রণীত আরও অনেক অভিধান আছে।

পশ্বাদিসংক্রান্ত গল্প। হিন্দুজাতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই পশ্বাদিসংক্রান্ত নানাবিধ নীতিপূর্ণ গল্প রচনা করিতে ও শুনিতে ভালবাসেন। সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চতন্ত্র নামক গ্রন্থ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্য ভাষায় অনূদিত হইয়া পরে ইয়ুরোপে প্রচলিত হয়। পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি ইয়ুরোপে "পিল্পের গল্প" নামে পরিচিত। অদ্যাপি ইয়ুরোপ ও আমেরিকার শিশুগণ মাতা ও ধাত্রীর মুখে প্রাচীন ভারতবর্ষের এই সমস্ত পশু পক্ষীর বৃত্তান্ত শুনিয়া বিপুল আনন্দ ও উপদেশ লাভ করে। সোমদেবভট্টপ্রণীত কথাসরিৎসাগর ও গুণাঢ্য প্রণীত বৃহৎকথা এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

সঙ্গীতবিদ্যা। সঙ্গীতবিদ্যাতে হিন্দুরা যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বৈদিক মন্ত্রগুলি তানলয়বিশুদ্ধস্বরে গান করিতে না পারিলে যজ্ঞের অঙ্গহানি হইত। খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা যে সপ্তস্বরের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রথমে পারস্য হইতে আরবে, ও পরে একাদশ শতাব্দীতে আরব হইতে ইয়ুরোপে প্রচলিত হয়।

শিল্প। সূক্ষ্ম শিল্পে প্রাচীন হিন্দুরা সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তখন সুদূরবর্ত্তী রোম পর্য্যন্ত ঢাকাই মস্‌লিনের আদর ছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্যের নানাবিধ অলঙ্কার নির্ম্মাণ এবং সূচীকার্য্যে হিন্দুরা যেরূপ নিপুণ, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের লোকই বোধ হয় সেরূপ নহে। চিত্রবিদ্যাতেও হিন্দু জাতির নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন নাটকাদি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অনেক চিত্রপট দর্শকের দৃষ্টিতে অবিকল অনুকৃত পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। আকবরের সভার চিত্রকরদিগের মধ্যে কয়েক জন হিন্দুর নাম আছে। কাশী, পুরী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানের উৎকৃষ্ট মন্দির সমূহ হিন্দুজাতির স্থাপত্যবিদ্যার নিদর্শন; ইলোরা, অজন্ত, এলিফাণ্টার বিচিত্র গুহামন্দিরসমূহ তাঁহাদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক।

বিজ্ঞান। সাধারণের বিশ্বাস যে, হিন্দুজাতি কেবল ধর্ম্ম লইয়াই সময়াতিপাত করিতেন, জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় তাঁহাদের তত আসক্তি ছিল না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রাচীন হিন্দুরা যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবগত ছিলেন, বর্ত্তমান সময়ের অনেক সুসভ্য জাতিও শতবর্ষ পূর্ব্বে তাহা জানিতেন না। তবে জড়বিজ্ঞান নিয়ত উন্নতিশীল। হিন্দুস্বাধীনতার অবসান হইলে, লোকে অন্নচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, এবং বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে উদাসীন হন। মনোবিজ্ঞানে হিন্দুরা যেরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, অদ্যাপি কোন জাতি তদনুরূপ হইতে পারেন নাই। মনোবিজ্ঞানের কথা দর্শনশাস্ত্রের প্রকরণে বলা হইয়াছে।

গণিত। হিন্দুরাই দশগুণোত্তর অঙ্কলিখন প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া পাটী-গণিতের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। গ্রীক ও রোমাণ প্রভৃতি প্রাচীন ইউরোপের সুসভ্য জাতিগণ এই সঙ্কেত অবগত ছিলেন না। আরবেরা হিন্দুদিগের নিকট এবং ইয়ুরোপবাসীরা আরবদিগের নিকট এই অশেষহিতকর অঙ্কলিখনপ্রণালী শিক্ষা করিয়াছেন। পাটীগণিতের ন্যায় বীজগণিত এবং রেখাগণিতও হিন্দু-দিগের প্রতিভা-প্রসূত। যজ্ঞের বেদী নির্ম্মাণের জন্য রেখাগণিতের প্রয়োজন হইত। অনেক সময়ে যজ্ঞকর্ত্তাকে বেদীর আয়তন সমান রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত করিতে হইত। সমচতুর্ভুজাকার বেদীকে বৃত্তাকারে পরিণত করিতে হইলে রেখাগণিতে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি আবশ্যক। কল্পসূত্রে এরূপ দুরূহ প্রতিজ্ঞারও উপপত্তি দেখা যায়। ছন্দোগ্রন্থপ্রণেতা পিঙ্গলের সময়ে বীজ-গণিতের অনেক কঠিন নিয়মও যে হিন্দুরা অবগত ছিলেন ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রেও হিন্দুরা বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তবে সম্ভবতঃ তাঁহারা এ বিষয়ে গ্রীকদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদগণ গণিতশাস্ত্রের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি করেন। ভাস্করাচার্য্যের পাটীগণিত লীলাবতী নামে পরিচিত। তিনি সূক্ষ্ম-গণনার নিমিত্ত যে কতিপয় নিয়ম উদ্ভাবন করেন, নিউটনের পূর্ব্বে ইয়ুরোপে তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল।

জ্যোতিষ। প্রতিবৎসর পর্ব্বাহ গণনার জন্য ব্রাহ্মণেরা গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ৩০০০ বৎসরেরও অধিক হইবে, বৈদিক ঋষিগণ সৌরবৎসর-মান প্রায় বিশুদ্ধরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তিথিভেদে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি, গ্রহগণের সঞ্চার ও গ্রহণ গণনা এবং রাশিচক্রের অবস্থান সমস্তই তাঁহারা পরিজ্ঞাত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পাটলীপুত্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ আর্য্যভট্ট পৃথিবীর শূন্যে অবস্থিতি এবং আহ্নিক ও বার্ষিক গতির তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি এত প্রতিভাশালী ছিলেন যে, ত্রয়োবিংশ বর্ষ বয়সেই

এই সকল তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া দশগীতি সূত্র ও আর্য্যাষ্টশত নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। অতঃপর যশোধর্ম্মদেবের সভাসদ্ সুপ্রসিদ্ধ বরাহমিহির বৃহৎ সংহিতা নামক জ্যোতির্ব্বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। বরাহমিহির অবন্তী নগরে বাস করিতেন। তাঁহার জন্ম খ্রীষ্টীয় ৫০৪ অব্দে এবং মৃত্যু খ্রীষ্টীয় ৫৮৭ অব্দে। হিন্দু জ্যোতিষে মূলদ্রাঘিমা অবন্তী ভেদ করিয়া কল্পিত হইত। সুতরাং অবন্তীর মানমন্দির ইংলণ্ডদেশীয় গ্রীণউইচের মানমন্দিরের ন্যায় জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনার প্রধান স্থান ছিল। এখানে খ্রীষ্টীয় ৬২৮ অব্দে ব্রহ্মগুপ্ত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত রচনা করেন। ৮০০ খ্রী অব্দে হিন্দুজ্যোতিষ আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়া ক্রমে য়ুরোপে উপনীত হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ ভাস্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন। তৎপ্রণীত সিদ্ধান্ত শিরোমণি অদ্যাপি জ্যোতিষশাস্ত্রের একখানি প্রধান। ইহা ভিন্ন তিনি গোলাধ্যায়, বীজগণিত ও পাটীগণিত সম্বন্ধেও গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমানদিগের অধিকার কালেও দুই একজন বিখ্যাত হিন্দু জ্যোতিষ্বেত্তার আবির্ভাব হইয়াছে। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ ডি লা হিয়ার গ্রহনক্ষত্রাদির এক তালিকা প্রস্তুত করিলে, রাজা জয়সিংহ সোয়াই উহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। কাশী প্রভৃতি স্থানের মানমন্দিরগুলি জয়সিংহ নির্ম্মাণ করেন।

চিকিৎসা। হিন্দুরা চিকিৎসাশাস্ত্রেও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। যেমন পর্ব্বাহ গণনার জন্য তাঁহাদিগকে গ্রহগতির পর্য্যালোচনা করিতে হইত, সেইরূপ যজ্ঞীয় পশু খণ্ড বিখণ্ড করিয়া প্রত্যেক দেবতাকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট অংশ উৎসর্গ করিতে হইত বলিয়া, তাঁহারা প্রথম শারীরস্থানবিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। তদ্ভিন্ন অনেক সময়ে বৃক্ষকাণ্ডে কিংবা কাষ্ঠফলকের উপর মোমের আবরণ দিয়া তদুপরি শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। মনুষ্য ও পশ্বাদির চিকিৎসা জন্য বৌদ্ধরাজগণ ভারতবর্ষের নানাস্থানে যে সকল চিকিৎসালয় স্থাপিত করেন, তদ্দ্বারা নিদান ও ভৈষজ্যতত্ত্বের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। প্রাচীন গ্রীক জাতির চিকিৎসা গ্রন্থে ভারতবর্ষজাত কোন কোন ঔষধের সংস্কৃত নাম দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে খলিফা হারুণ অর্ রসীদ উৎকট পীড়াক্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে মাণিক্য নামক একজন চিকিৎসককে লইয়া যান এবং তদীয় চিকিৎসাগুণে আরোগ্যলাভ করেন। এই সময় হইতে আরবেরা ভারতবর্ষীয় চিকিৎসার পক্ষপাতী হন এবং ক্রমে চরক সুশ্রুত প্রভৃতি-প্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। উত্তরকালে ইয়ুরোপবাসীরা আরবদিগের নিকট হইতে এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা করেন। মধ্যযুগে * ইয়ুরোপে যে সমস্ত চিকিৎসা

---

* অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৫ম হইতে ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত। ইহাকে অজ্ঞানযুগও বলা হয়, কারণ, তৎকালে ইয়ুরোপের অধিকাংশ রাজ্যই ঘোর অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল।

গ্রন্থ প্রণীত হয়। তাহার অনেক স্থানে চরক ঋষির মত উদ্ধৃত হইয়াছে। চরক বোধ হয় খ্রীষ্টের অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রসায়ন। চিকিৎসার উন্নতি সাধনার্থ হিন্দুরা অতি প্রাচীন সময়েই রসায়ন বিদ্যায় মন দেন। তাঁহারা গন্ধকদ্রাবক প্রভৃতি কতিপয় খনিজ অম্ল প্রস্তুত করিতে জানিতেন; উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ ও ধাতব পদার্থ সমূহের গুণ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতেন এবং রোগ নিবারণার্থ সর্পবিষ হইতে অতি মৃদুবীর্য উদ্ভিদ পর্য্যন্ত ঔষধরূপে ব্যবহার করিতেন। ফলতঃ হিন্দুরা ধাতব ঔষধ প্রয়োগে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকেরা অদ্যাপি সেরূপ হইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ।

স্মৃতিশাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। এ সম্বন্ধে গৃহ্য সূত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। খ্রীষ্টের জন্মের বহুপূর্ব্বে ভগবান্ ভৃগু তৎকাল-প্রচলিত হিন্দু সমাজের ব্যবহারাদি অবলম্বন করিয়া মানবধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ইহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রভৃতি আরও কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচিত হয়। বর্ত্তমান হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সমস্তই এই সকল সংহিতা ও তদনুলিখিত টীকার মতানুসারে চলিয়া আসিতেছে। স্মৃতিশাস্ত্রে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার কিছুই জানা যায় না; কারণ তাহাতে কেবল আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণশাসিত প্রদেশসমূহের আচারাদিই বর্ণিত আছে। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা অনার্য্য রীতি নীতির উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। স্মৃতিসম্বন্ধে চৈতন্যের সমসাময়িক রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত নব্য-স্মৃতি সমূহ উল্লেখযোগ্য। মুসলমান অধিকারে হিন্দুসমাজ বিলুপ্ত না হইয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্নান, আহার আচমন প্রভৃতি অতি সামান্য সামান্য বিষয়েও হিন্দুকে কি কি নিয়মে চলিতে হইবে, প্রাচীন শাস্ত্র হইতে বচন সংগ্রহ করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজ অদ্যাপি রঘুনন্দনের মতেই পরিচালিত হইতেছে। বস্তুতঃ মুসলমান অধিকার কালে ইঁহাদের প্রযত্নেই হিন্দুসমাজের স্বাতন্ত্র রক্ষিত হয়। উত্তরাধিকার প্রভৃতিও স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশানুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে জীমূতবাহন-প্রণীত দায়ভাগ এবং বিজ্ঞানেশ্বর-প্রণীত মিতাক্ষরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

শিক্ষা। দ্বিজেতর বর্ণের কেবল বেদে অধিকার ছিল না; কিন্তু তাহারা পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতে পারিত। নিরক্ষর লোকে পুরাণপাঠ শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিত; সুতরাং জনসাধারণের চরিত্রের উন্নতির পক্ষে কোন বাধা ছিল না। এইজন্য ভারতবর্ষের ইতর লোকেও তাহাদের সম-শ্রেণীর অন্যান্য দেশীয় লোক অপেক্ষা অধিক শান্তস্বভাব ও ধর্ম্মপরায়ণ।

বিদ্যালয়। প্রথমে অধ্যয়ন ও পরে অধ্যাপনা ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহারা রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ও শ্রাদ্ধাদির বিদায় ভোগ করিয়া অন্নসংস্থানের পক্ষে নিশ্চিন্ত হইয়া, স্ব স্ব চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা ও বিদ্যালোচনা করিতেন; এবং ছাত্রদিগের আহার পর্য্যন্ত নিজেরা দিতেন। মিথিলা, বারাণসী, উজ্জয়িনী, নালন্দ, কাঞ্চী প্রভৃতি স্থান সংস্কৃতালোচনার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল।

(৫) মহারাণীর ঘোষণাপত্র।

[১৮৫৮ অব্দের ১লা নবেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল সাহেব এলাহাবাদ নগর হইতে প্রচার করেন।]

আমি শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া জগদীশ্বরের কৃপাবলে গ্রেট ব্রিটন ও আয়লণ্ড রাজ্যের এবং তদধীন ইয়ুরোপ এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিযার অন্তর্ব্বর্ত্তী উপনিবেশ ও অন্যান্য প্রদেশ সমূহের রাজ্ঞী ও খ্রীষ্টধর্ম্মের রক্ষয়িত্রী।

কতিপয় গুরুতর কারণবশত, আমি পার্লিয়ামেণ্ট সভার যাজক, জমিদার ও সাধারণ সভ্যগণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে মহামান্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষের শাসন ভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।

সুতরাং এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লিখিত সভ্যগণের পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে আমি ঐ শাসনভার গ্রহণ করিলাম। ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ যেন অদ্যাবধি আমার ও আমার উত্তরাধিকারীদিগের প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করেন এবং আমার হিতার্থে যে সকল শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগের ক্ষমতা স্বীকার করেন।

আত্মীয়বর শ্রদ্ধাভাজন প্রিয়সচিব ক্যানিং মহোদয়ের রাজভক্তি কার্য্য কুশলতা ও সুবিবেচনায় আমার যথেষ্ট আস্থা আছে। এই নিমিত্ত উল্লিখিত ভারতীয় রাজ্যশাসনের জন্য তাঁহাকে রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারলের পদে নিযুক্ত করিলাম। সময়ে সময়ে অত্রত্য জনৈক প্রধান সচিবদ্বারা আমি যেরূপ উপদেশ দিব, তদনুসারে ক্যানিং বাহাদুর আমারই নামে এবং আমারই হিতার্থে উক্ত রাজ্য শাসন করিবেন।

মহামান্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন যে সকল সৈনিক ও শাসন-সংক্রান্ত কর্ম্মচারী কার্য্য করিতেছিলেন, আমি তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিলাম। ভবিষ্যতে যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, তদনুসারে এবং আমার ইচ্ছার উপর তাঁহাদের এই সম্মান নির্ভর করিবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের সহিত এ পর্য্যন্ত যে সকল সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, আমি তাহা অব্যাহত রাখিয়া তদনুসারে কার্য্য করিব। আশা করি ভারতের ভূপতিগণও তদ্রূপ করিবেন।

রাজ্যবিস্তার আমার ইচ্ছাবিরুদ্ধ। অপরে আমার স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিলে, তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিব বটে, কিন্তু অপরের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিতে আমার কর্ম্মচারিগণের কোন ক্ষমতা রহিল না। ভারতের রাজাদিগের স্বত্ব পদগৌরব ও বংশমর্য্যাদা, আমার নিজের স্বত্ব, পদগৌরব ও বংশমর্য্যাদার ন্যায় জ্ঞান করিব। শান্তি ও সুশাসনেই সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতি হয়; আশা করি, ভারতের রাজগণ ও আমার প্রজাসমূহ সেই উন্নতিসাধনের অন্তরায় হইবেন না।

অন্যান্য প্রজা সম্বন্ধে আমার যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে ভারতের প্রজা সম্বন্ধেও আমি সেই সকল কর্ত্তব্য পালন করিব। সর্ব্বনিয়ন্তার আশীর্ব্বাদে আমি এই গুরুভার সযত্নে ও বিশ্বস্তভাবে বহন করিব।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মে আমার অচলা ভক্তি; ঐ ধর্ম্মে যে মানসিক শান্তি ভোগ করি, তজ্জন্য আমি সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার প্রজাদিগকে বলপূর্ব্বক এই ধর্ম্মে বিশ্বাস করাইতে আমার কোন অধিকার ও ইচ্ছা নাই। আমি স্পষ্টাক্ষরে এই রাজকীয় অভিপ্রায় প্রচার করিতেছি যে, কেবল কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস বা কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত কেহই অনুগ্রহ বা নিগ্রহভাজন হইবেন না; সকলেই নিরপেক্ষভাবে ও সমানরূপে প্রচলিত ব্যবস্থার আশ্রয় লাভ করিবেন। আমার কর্ম্মচারিগণ যেন অতঃপর আমার কোন প্রজার ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ না করেন; করিলে তাঁহারা আমার নিতান্ত অসন্তোষ ভাজন হইবেন।

আমার আরও ইচ্ছা যে, ধর্ম্ম ও জাতিনির্ব্বিশেষে আমার সমস্ত প্রজাই অবাধে ও বিনা পক্ষপাতে স্ব স্ব বিদ্যা, বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা অনুসারে আমার কর্ম্মচারিপদ লাভ করিতে পারিবেন।

পৈতৃক ভূসম্পত্তিতে ভারতবর্ষীয় লোকের যে কত মমতা, তাহা আমি অবগত আছি। আমি কোনরূপে সেই মমতাবন্ধন উচ্ছিন্ন করিব না। সাম্রাজ্যের স্বার্থে কোনরূপ বাধা না জন্মাইয়া যথাসম্ভব পূর্ব্বপ্রচলিত উত্তরাধিকার প্রথা অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিব। আমি আদেশ দিতেছি যে, নূতন ব্যবস্থা প্রণয়নের সময়ে যেন আমার সচিবগণ ভারতের প্রাচীন রীতি নীতি ও উত্তরাধিকার-নিয়ম বিস্মৃত না হন।

কতিপয় স্বার্থপর লোকে মিথ্যা কথা রটাইয়া ভারতবাসীদিগকে বিদ্রোহী করিয়া যে অনর্থ ঘটাইয়াছে, তাহার জন্য আমি সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। সেই বিদ্রোহ সম্মুখযুদ্ধে প্রশমিত করায় আমার প্রতাপের যথেষ্ট পরিচয়

প্রদত্ত হইয়াছে। অধুনা যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ রাজদ্রোহী হইয়াছিল এবং এক্ষণে পুনর্ব্বার রাজভক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া আমার দয়ার পরিচয় দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

* * * * *

যাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইংরাজ প্রজাসংহারে যোগ দিয়াছিল, তাহারা ব্যতীত সকল বিদ্রোহী ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে। প্রজাসংহারকারীদিগকে ক্ষমা করা ন্যায়বিরুদ্ধ।

* * * * *

যখন ভগবানের কৃপায় পুনর্ব্বার আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপিত হইবে, তখন আমি কেবল ভারতের উপকারার্থেই ভারতশাসন করিব, শিল্পের উন্নতি সাধন করিব এবং সাধারণের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব; ভারতের প্রজা সমৃদ্ধিশালী হইলেই আমার বলবৃদ্ধি হইবে, ভারতের প্রজা সন্তুষ্ট হইলে আমার আপদ দূর হইবে এবং ভারতের প্রজা কৃতজ্ঞ হইলেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার লাভ হইবে। প্রার্থনা করি, সর্ব্বমঙ্গলালয় সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর যেন এই সকল প্রজাহিতকর অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত আমাকে ও আমার কর্ম্মচারীদিগকে উপযুক্ত শক্তি প্রদান করেন।

---

(৬) বিখ্যাত যুদ্ধসমূহের তালিকা।*

সময়।	স্থান।	অবস্থিতি।	বিজয়ী।	বিজিত।
খ্রীঃ পূঃ ৩২৭	বিতস্তাতীর	পঞ্জাব	আলেকজাণ্ডার	পুরু
খ্রীঃ অঃ ৫৩৩	করুর	মূলতার নিকট	যশোধর্ম্মদেব	শকজাতি।
খ্রীঃ অঃ ১১৯১	নারায়ণের ১ম যুদ্ধ	ঐ	পৃথ্বীরাজ	মহম্মদ ঘোরী
১১৯৩	নারায়ণের ২য় যুদ্ধ	ঐ	মহম্মদ ঘোরী	পৃথ্বীরাজ
১৫২৬	পাণিপথ (১ম)	দিল্লী বিভাগ	বাবর	ইব্রাহিম লোদী
১৫২৭	ফতেপুর শিক্রি	আগরার নিকট	ঐ	সংগ্রাম সিংহ
১৫৪০	কনৌজ	উঃ পঃ প্রঃ	সের সাহ	হুমায়ুন
১৫৫৬	পাণিপথ (২)	দিল্লী	বৈরাম	হিমু
১৫৬৫	তালিকোটা	কৃষ্ণানদী তীর	দাক্ষিণাত্যের মুসলমানরাজগণ	বিজয়নগরের হিন্দুরাজা

---

* মানচিত্র দেখ।

১৫৭৫	তুকারো	উড়িষ্যা	তোডরমল্ল	দাউদ খাঁ
১৫৭৬	হলদীঘাট	রাজপুতানা	মানসিংহ ও সেলিম	রাণা প্রতাপ
ঐ	আগমহল	রাজমহল	তোডরমল্ল	দাউদ খাঁ
১৭৩৮	কর্ণাল	দিল্লীবিভাগ	নাদির সাহ	মহম্মদ সাহ
১৭৪৮	সরহিন্দ	অম্বালা ঐ	কুমার আম্মদ	আম্মদ সাহ
১৭৫৭	পলাশী	নদীয়া জেলা	ক্লাইব	সিরাজ উদ্দৌলা
১৭৬০	বন্দীবাস	কর্ণাট প্রদেশ	সার আয়ার কুট	বুসী ও লালী
১৭৬১	পাণিপথ (৩)	দিল্লীবিভাগ	আহ্মদ সাহ	মহারাষ্ট্রগণ
১৭৬৩	গড়িয়া	মুরশিদাবাদ	মেজর এডামস্	মীরকাশিম
ঐ	উধুয়ানালা	ভাগলপুর বিঃ	ঐ	ঐ
১৭৬৪	বক্সার	বিহার	মেজর মনরো	অযোধ্যার নবাব
১৭৬৭	চেঙ্গামা	দক্ষিণ আর্কট	কর্ণেল স্মিথ	হায়দর আলি
১৭৮১	পোর্টনভো	দক্ষিণ আর্কট	ইংরাজ	হায়দর আলি
ঐ	পলিলোর	কাবেরী তীরে	হাদর আলি	ইংরাজ
১৭৯৫	কুর্দ্দালা	কাবেরী তীরে	নানা ফার্ণবিশ	নিজাম
১৮০৩	আসাই	মধ্য প্রদেশ	ওয়েলেশলি	সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা
ঐ	আর্গাম	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	লাসোয়ারি	আলোয়ার জেলা	লড লেক	ভোঁসলার অধীন মহারাষ্ট্রগণ
ঐ	আলিগড়	মিরাট বিভাগ	ঐ	সিন্ধিয়া
ঐ	দিল্লী	পঞ্জাব	ঐ	ঐ
১৮০৪	দীঘ	ভরতপুরের উত্তর	মন্সন	হোলকার
১৮১৭	মেহিদপুর	উজ্জয়িনীর নিকট	ইংরাজ	ঐ
১৮৪৩	মিয়ানী	সিন্ধুপ্রদেশ	নেপিয়ার	সিন্ধুর আমীরগণ
ঐ	হায়দরাবাদ	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	মহারাজপুর	গোয়ালিয়র	ইংরাজ	সিন্ধিয়া
ঐ	পুন্নিয়র	ঐ	ঐ	ঐ
১৮৪৫	মুদকী	পঞ্জাব	লর্ড গফ	শিখগণ
ঐ	ফিরোজসহর	ঐ	ঐ	ঐ
১৮৪৬	আলিওয়াল	ঐ	সার হ্যারি স্মিথ	ঐ
ঐ	সোব্রাওঁ	ঐ	গফ ও স্মিথ	ঐ
১৮৪৯	চিলিয়ানালা	ঐ	শিখ	ইংরাজ
ঐ	গুজরাট	ঐ	গফ	শিখ

(৭) ইংরাজ কোম্পানি যে সময়ে যে উপায়ে যে সকল স্থান প্রাপ্ত হন তাহার তালিকা ।

১৬৩৯	মান্দ্রাজ	চন্দ্রগিরির রাজা	ক্রীত
১৬৬৮	বোম্বাই	২য় চার্লস	দত্ত
১৭০০	কলিকাতা	কুমার আজিমওশান	ক্রীত
১৭৬৫	বাঙ্গালা ও বিহার	সাহ আলম	দত্ত
১৭৭৫	বারাণসী	অযোধ্যার নবাব	গৃহীত
১৭৮২	সালসেট, বাসীন ও এলিফান্টা	মহারাষ্ট্রগণ	বিজিত
১৭৯২	দিন্দিগল, মলবার	টিপু	বিজিত
১৭৯৯	কইম্বাটুর, কানাড়া	ঐ	ঐ
১৮০১	কর্ণাট	কর্ণাটের নবাব	দত্ত
১৮০৩	দিল্লী, আগারা, বুন্দেলখণ্ড	মহারাষ্ট্রগণ	বিজিত
ঐ	উড়িষ্যা	নাগপুর রাজ	ঐ
১৮১৫	কমায়ুন	নেপালরাজ	বিজিত
১৮১৮	খান্দেশ	বরদার গুইকুমার	অধিকৃত
ঐ	আজমীর	সিন্ধিয়া	ঐ
ঐ	পুণা	দ্বিতীয় বাজীরাও	বিজিত
১৮২৬	আসাম, আরাকাণ তেনাসরিম	ব্রহ্মরাজ	ঐ
১৮৩৪	কুর্গ	কুর্গরাজ	ঐ
১৮৪৩	সিন্ধুপ্রদেশ	সিন্ধুর আমিরগণ	ঐ
১৮৪৯	সেতারা	মহারাষ্ট্রা	গৃহীত
ঐ	পঞ্জাব	শিখ	বিজিত
১৮৫২	পেগু	ব্রহ্মরাজ	ঐ
১৮৫৩	নাগপুর	মহারাষ্ট্রা	গৃহীত
ঐ	বিরার	নিজাম	দত্ত
ঐ	ঝান্সী	ঝান্সীর রানী	গৃহীত
১৮৫৬	অযোধ্যা	অযোধ্যার নবাব	ঐ
১৮৭৯	কোয়েটা	আফগানগণ	বিজিত
১৮৮৬	ব্রহ্মদেশ	ব্রহ্মরাজ থিব	ঐ

(৮) প্রধান ঘটনা সমূহের কালনিরূপণ পত্র।

৫৫৬ খ্রীঃ পূঃ বুদ্ধদেবের জন্ম।
৪৭৭ ,, বুদ্ধদেবের মৃত্যু।
৪৬৭ , মহাবীরের মৃত্যু।
৩২৭ ,, আলেকজাণ্ডারের ভারতাক্রমণ।
৩১২ ,, সেলুকাসের সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাদ ও সন্ধি।
২৬৪ ,, অশোকের রাজত্বারম্ভ।
৭৮ খ্রী° অ° কণিষ্ক ; শকাব্দার প্রবর্তন।
৫৩৩ ,, করুরের যুদ্ধ।
৫৭০ ,, মহম্মদের জন্ম।
৬২২ ,, মহম্মদের মদিনায় প্রস্থান ও হিজিরা শকারম্ভ।
৬২৯ ,, হুয়েন সাং-এর আগমন।
৬৩১ ,, মহম্মদের মৃত্যু।
৬০৭-৬৫৭ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের রাজত্ব।
৭১২ ,, মহম্মদ বিন কাশিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়।
৭৮৮ ,, শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব।
৯৯৭ ,, মামুদের গজনির সিংহাসন প্রাপ্তি।
১০০১ ,, মামুদের প্রথম ভারতাক্রমণ।
১০২৪ ,, মামুদ কর্তৃক সোমনাথ আক্রমণ।
১০৩০ ,, মামুদের মৃত্যু।
১১৯১ ,, পৃথ্বীরাজ কর্তৃক মহম্মদ ঘোরীর পরাজয়।
১১৯৩ ,, মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক পৃথ্বীরাজের পরাজয়।
১২০৩ ,, বক্তিয়ার খিলজি কর্তৃক বাঙ্গালা জয়।
১২০৬ ,, মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু। কুতবউদ্দিনের রাজ্যারম্ভ।
১৩০৩ ,, আলাউদ্দিন কর্তৃক চিতোর আক্রমণ।
১৩৪৪ ,, বিজয়নগররাজ্যের স্থাপন।
১৩৪৭ ,, বামনীরাজ্যস্থাপন।
১৩৯৮ , তৈমুরলঙ্গের ভারতাক্রমণ।
১৪৬৯ ,, নানকের জন্ম।
১৪৮৫ ,, চৈতন্যের জন্ম।
১৪৮৯ ,, বিজয়পুরের আদিলসাহী বংশের স্থাপন।
১৪৯৮ ,, ভাস্কো ডা গামার কালীকটে আগমন।

১৫২৬ খ্রীঃ অঃ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ।
১৫৪০ ,, কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাভব।
১৫৪২ ,, আকবরের জন্ম।
১৫৫৬ ,, হুমায়ুনের দিল্লীর সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তি ও মৃত্যু, পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ।
১৫৬০ ,, আকবরের স্বহস্তে রাজ্যগ্রহণ।
১৫৬৫ ,, তেল্লিকোটার যুদ্ধ ও বিজয়নগরের ধ্বংস।
১৫৬৫ ,, *পাঠানজাতি কর্তৃক উড়িষ্যা অধিকার।*
১৫৬৮ ,, আকবর কর্তৃক চিতোর ধ্বংস।
১৫৭৬ ,, অকাবর কতৃক বাঙ্গালা বিজয়।
১৬০০ ,, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দপ্রাপ্তি।
১৬০৪ ,, ফরাসীদিগের আগমন।
১৬১১ ,, জাহাঙ্গীরের সহিত নুরজাহানের বিবাহ।
১৬১৫ ,, জাহাঙ্গীরের নিকট সার টামস রোর দৌত্য।
১৬২৩ ,, আম্বোআনার হত্যাকাণ্ড।
১৬২৭ ,, শিবাজির জন্ম।
১৬৩৬ ,, আমেদনগরের ধ্বংস।
১৬৩৯ ,, মান্দ্রাজে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ নামক দুর্গ স্থাপন।
১৬৬৪ ,, শিবাজির স্বাধীনতা অবলম্বন।
১৬৬৬ ,, দিল্লীতে শিবাজি আহূত ও বন্দীকৃত হন।
১৬৬৬ ,, সাজাহানের মৃত্যু।
১৬৬৮ ,, দ্বিতীয় চার্লসের নিকট হইতে কোম্পানির বোম্বাই প্রাপ্তি।
১৬৭৪ ,, রায়গড়ে শিবাজির অভিষেক।
১৬৮০ ,, শিবাজির মৃত্যু।
১৬৮৯ ,, আরঙ্গজীব কর্তৃক শম্ভুজি ধৃত ও নিহত।
১৭০০ ,, ইংরাজদিগের সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা প্রাপ্তি এবং ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ স্থাপন।
১৭০৭ ,, আরঙ্গজীবের মৃত্যু।
১৭২১ ,, বাজীরাও পেশোয়া। চীনকিলিচ খাঁ কর্তৃক নিজাম রাজ্যস্থাপন।
১৭৩২ ,, সাদৎ আলি অযোধ্যায় স্বাধীন হন।
১৭৩৮ ,, নাদিরসাহের ভারত আক্রমণ।
১৭৪২ ,, বাঙ্গালায় বর্গীয় হাঙ্গামা ও মহারাষ্ট্রাখাত খনন।
১৭৪৬ ,, প্রথম কর্ণাট-সংগ্রাম।
১৭৪৮ ,, নিজাম উলমুলুকের মৃত্যু ; চাঁদসাহেবের কর্ণাটের নবাবীপ্রাপ্তি।

১৭৫২ „ চাঁদসাহেবের প্রাণদণ্ড ও মহম্মদ আলির নবাবী প্রাপ্তি।
১৭৫৬ „ আলিবর্দ্দির মৃত্যু ; সিরাজউদ্দৌলার অভিষেক ; অন্ধকূপহত্যা।
১৭৫৭ „ পলাশীর যুদ্ধ।
১৭৬০ „ বন্দীবাসের যুদ্ধ।
১৭৬১ „ ইংরাজ কর্ত্তৃক পণ্ডিচেরী অবরোধ।
১৭৬৩ „ মীরকাসিমের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধারম্ভ।
১৭৬৫ „ কোম্পানির বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্তি।
১৭৭২ „ ওয়ারেণ হেষ্টিংশ বাঙ্গালার গবর্ণর।
১৭৭৩ „ রেগুলেটিং একট্।
১৭৭৫-৭৮ „ প্রথম মহারাষ্ট্রা সংগ্রাম।
১৭৮০ „ রণজিতের জন্ম, হেষ্টিংশ কর্ত্তৃক চৈতসিংহের পরাভব; দ্বিতী মহীশূর সংগ্রাম।
১৭৮৪ „ পিটের ইণ্ডিয়া বিল।
১৭৯০ „ তৃতীয় মহীশূর সংগ্রাম।
১৭৯৩ „ দশসালা বন্দোবস্ত।
১৭৯৯ „ মহীশূরের শেষ সংগ্রাম।
১৮০১ „ গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ নিবারণ।
১৮০২ „ দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রা সংগ্রাম।
১৮০৬ „ বিলোড়ে সিপাহী বিদ্রোহ।
১৮১৪ „ নেপাল যুদ্ধ।
১৮১৭ „ পিণ্ডারী সংগ্রাম, শেষ মহারাষ্ট্রা সংগ্রাম।
১৮২৪ „ প্রথম ব্রহ্মসংগ্রাম।
১৮২৬ „ ভরতপুরের দুর্গ জয়।
১৮২৯ „ সতীদাহ নিবারণের আইন।
১৮৩৫ „ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান।
১৮৩৯ „ প্রথম আফগান যুদ্ধ।
১৮৪৫ „ প্রথম শিখসংগ্রাম।
১৮৪৮ „ দ্বিতীয় সিখসংগ্রাম।
১৮৫২ „ দ্বিতীয় ব্রহ্মসংগ্রাম।
১৮৫৭ „ সিপাহী-বিদ্রোহ।
১৮৫৭ „ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা.
১৮৫৮ „ কোম্পানির রাজ্য-লোপ ; মহারাণীর ঘোষণাপত্র প্রচার।
১৮৬১ „ হাইকোর্ট স্থাপন।
১৮৬৯-৭০ ডিউক অব্ এডিনবরার ভারতে শুভাগমন।

১৮৭২ ,, পোর্ট ব্লেয়ারে লর্ড মেয়োর হত্যা।
১৮৭৫-৭৬ ,, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের ভারতে শুভাগমন।
১৮৭৭ ,, মহারাণীর ভারতরাজরাজেশ্বরী উপাধি ; মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ।
১০৭৮ ,, দ্বিতীয় আফগান সংগ্রাম।
১৮৮৩ ,, স্ব-তন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তন।
১৮৮৬ ,, তৃতীয় ব্রহ্মসংগ্রাম ; ব্রহ্মদেশ অধিকার।
১৮৯১ ,, মণিপুর যুদ্ধ।

(৯) আদর্শ প্রশ্নাবলী।

[প্রশ্নের শেষে বন্ধনী মধ্যস্থ সংখ্যা পুস্তকের পৃষ্ঠজ্ঞাপক।]

১। ইতিহাস পাঠের উপযোগিতা কি? ভারতের প্রাচীনকালের ইতিহাস জানিবার কি কি উপায় আছে? (১ম পৃ)

২। আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান কোথায় ছিল? (২য় পৃষ্ঠ) প্রাচীন আর্য্যগণের রীতি নীতি সভ্যতা সম্বন্ধে কি জান সংক্ষেপে লিখ। (৩পৃ) কিরূপে ভারতবর্ষে তাঁহাদের বসতি বিস্তার হয়? (৭ম পৃ)

৩। কি কারণে ভারতবর্ষে অনার্য্যগণের সহিত আর্য্যদিগের বিবাদ সংঘটিত হয়? (৫ম পৃ)

৪। কিরূপে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিধির সৃষ্টি হইয়াছে? উহার সবিস্তার বর্ণনা কর। (৭।৮ পৃ)

৫। মনুসংহিতা পাঠে প্রাচীন কালের কি কি বিষয় জানিতে পারা যায়? (১১) সংক্ষেপে পল্লীসমাজের উপকারিতার বিষয় বর্ণন কর (১২)

৬। "রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ হিন্দুশাসনকালের ইতিহাস জানিবার প্রধান উপায়"। এ কথার পোষকতায় তোমার কি কি যুক্তি আছে? (১০, ১৩, ১৮-২৪)

৭। কারণ উল্লেখ পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের বর্ণন কর। (১৬, ১৭)

৮। দর্শনশাস্ত্র কাহাকে বলে? কি কারণে উহার উৎপত্তি হয়? প্রণেতৃগণের নামসহ ষড় দর্শনের নাম লিখ। (২১)

৯। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কে? উহার মূল মন্ত্র কি? বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি, প্রচার ও অবনতি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। কি কারণে ভারতে অল্প সময় মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছিল? (২২—২৯)

১০। হুয়েনসাংএর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে ভারতবর্ষের প্রাচীকালের কোন্ কোন্ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়? (৩০ ৩১)

১১। যে যে বৈদেশিক শত্রু খ্রীঃ পূর্ব্ব ১ম শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতের পশ্চিম-দিক হইতে আসিয়া ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, সময় উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। (৩৩—৩৮)

১২। হিন্দুদিগের অধঃপতনের কারণ কি? যেরূপে হিন্দুদিগের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় সংক্ষেপে তাহার একটী ইতিহাস লিখ। (৩৩—৩৯, ৭২—৭৪)

১৩। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে ভারতের প্রধান প্রধান হিন্দু রাজ্যগুলির নাম উল্লেখ কর। (৪০-৫৮)

১৪। সংক্ষেপে মৌর্য্যবংশীয় রাজাদিগের ইতিহাস লিখ এবং ঐ বংশের মধ্যে যাহাকে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিখ। (৪০, ৪৩)

১৫। সংক্ষেপে পালবংশীয় রাজাদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন কর। (৪৩, ৪৪)

১৬। বিক্রমাদিত্যের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণন কর। (৪৫)

১৭। বঙ্গদেশের একটী ধারাবাহিক ইতিহাস লিখ; যে যে কারণে বঙ্গদেশের রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ কর। (৫১-৫৩)

১৮। আদিশূর, সিলুকাশ, জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (৫১-৫২, ৩৫-৩৬; ৫০, ৭২, ৭৩ ৭১)

১৯। মুসলমান ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রচার সম্বন্ধে যাহা জান বর্ণন কর। (৫ --৬১)

২০। কি কারণে জয়পালের সহিত সবুক্তিগিনের যুদ্ধ হয়? ঐ যুদ্ধে পরিণাম ফল কি? (৬৬)

২১। সুলতান মামুদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। সময় ও পরিণামফলসহ মামুদের দ্বাদশবার ভারতাক্রমণের উল্লেখ কর। (৬৬ ৬৭)

২২। যে যে ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নিম্নলিখিত শ্লোক ও শ্লোকার্দ্ধ রচিত হইয়াছে বিশদরূপে তাহা বর্ণন কর।--(৬৭, ৬৯)

(ক) নিগ্রহিয়া বিগ্রহের নিধি নিল হবে
হইল অলকা ভ্রান্তি গজনী নগরে;
কি ভাব অন্তরে তার জনমের মত
যখন ফেরিল শেষ, রত্নরাজী হত।

(খ) অঙ্গনা ভূষণপ্রিয়া সে দেশ রক্ষণে
অকুণ্ঠিতা উন্মোচনে গাত্রে অলঙ্কার॥"

২৩। কি কি কারণে পৃথ্বীরাজের সহিত জয়চন্দ্রের বিবাদ জন্মে? ঐ বিবাদের পরিণাম ফল কি? (৭২ ৭৪)

২৪। কারণ, পক্ষ, সময় ও পরিণাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক নারায়ণের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ বর্ণন কর। (৭২-৭৩)

২৫। কাহা কর্ত্তৃক, কত খ্রীঃ অব্দে এবং কিরূপে বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের হস্তগত হয়? (৭৪-৭৫)

২৬। মহম্মদ ঘোরী ও সুলতান মামুদের চরিত্রের তুলনা কর। তাঁহার ও সুলতান মামুদের দিগ্বিজয়ে কি পার্থক্য দৃষ্ট হয়? (৭৫-৭৬)

২৭। কুতবউদ্দিন হইতে কৈকবাদ পর্য্যন্ত রাজগণ কি জন্য "দাসরাজ" নামে বিখ্যাত? ভারতের প্রথম মুসলমান সম্রাট কে? দাস রাজগণের মধ্যে যাঁহাকে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর, সংক্ষেপে তদীয় জীবনচরিত লিখ। (৭৭, ৭৮, ৭৯)

২৮। রাজ্ঞী রিজিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (৭৯)

২৯। আলাউদ্দিনের রাজত্বকালের ঘটনাবলীর উল্লেখ কর। তাঁহার সময়ে দিল্লী সাম্রাজ্যের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? (৮৩-৮৫)

৩০। জুনাখাঁর অব্যবস্থিতচিত্ততার বিষয় যাহা জান লিখ? (৮৭-৮৯)

৩১। তৈমুরলঙ্গের ভারতাক্রমণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ; তৎকালে দিল্লীর সম্রাট কে ছিলেন? (৯১ ৯২)।

৩২। পাঠান রাজত্বের অবনতির কারণ কি? কোন্ সময়ে অবনতির সূত্রপাত হয়? পাঠান শাসনকালে ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল? (৯৫-৯৬)

৩৩। বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তি ও ধ্বংস সম্বন্ধে যাহা জান লিখ (১০১-১০৩)

৩৪। বামনী রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি জান? (১০৪) উহাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে যে কয়েকটী স্বাধীন মুসলমান রাজবংশের উদ্ভব হয়, প্রতিষ্ঠাতৃগণের নামসহ তাহাদিগের উল্লেখ কর। (১০৫-১০৭)

৩৫। মোগল সম্রাটদিগের নাম ও রাজত্বকালের একটী তালিকা প্রস্তুত কর। (১০৮)

৩৬। বাবর কিরূপে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন? কি কারণে সংগ্রাম সিংহের সহিত তাঁহার বিবাদ ঘটে? (১০৯ ১১০)

৩৭। "ভ্রাতৃবিচ্ছেদ তৈমুর বংশের সর্ব্বনাশের মূল"; ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ পূর্ব্বক উক্ত বাক্যের সমর্থন কর। (১১১, ১২৩, ১৪০, ১৪২, ১৪৩) (১১৫, ১১৭, ১৭০, ১৭২)

৩৮। সেরখাঁ, হিমু ও শিবাজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখ। (১১২, ১১৩, ১১৪,

৩৯। হুমায়ুন কিরূপে দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত ও পুনঃ প্রাপ্ত হন সংক্ষেপে বর্ণন কর। (১১৪, ১১৮, ১২০)

৪০। সময় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আকবরের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর একটী তালিকা প্রস্তুত কর। (১২০, ১২১)

৪১। যে রাজপুত মুসলমানদিগের চির শত্রু, আকবর কি উপায়ে তাহাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন? (১২৩-১২৪)

৪২। আকবর কর্তৃক বাঙ্গালার বিজয়-বৃত্তান্ত বর্ণন কর। (১২৫-১২৬)

৪৩। আকবরের শাসন, রাজস্ব আদায় প্রণালী ও ধর্ম্মমত সংক্ষেপে বর্ণন কর। (১২০-১৩৬) আকবরের সময়ে দিল্লীর সাম্রাজ্য কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল?

৪৪। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ। (১৩৬-১৩৯)

৪৫। সাজাহানের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান ঘটনা কি কি? (১৪০-১৪৫)

৪৬। কিরূপে কত খ্রীঃ অব্দে এবং কোথায় শিবাজী কর্তৃক মোগলদিগের পরাভব হয়? (১৭১)

৪৭। আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যের কি অবস্থা ঘটিয়াছিল? মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ নির্দ্দেশ কর। (১৪৫-১৪৭) আকবর ও আরঙ্গজীবের রাজনীতি ও চরিত্র তুলনা কর (১৪৬)

৪৮। রাজ্যপ্রাপ্তির সময়সহ পেশওয়াগণের একটী তালিকা প্রস্তুত কর। উহাঁদিগের মধ্যে তোমার মতে যিনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সংক্ষেপে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখ। (১৭৫ ১৭৯)

৪৯। কারণ ও পরিণামফল সহ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ও বুর্দ্ধালার যুদ্ধ বর্ণন কর। (১৬৪, ১৭৮)

৫০। কি কি কারণে এবং কোথায় কোথায় ইংরাজদিগের সহিত মহারাট্টা জাতির যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ সকল যুদ্ধের পরিণামফলই বা কি কি? "ইংরাজেরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে ভারত সাম্রাজ্য লাভ করেন, মুসলমানদিগের নিকট হইতে নহে," এ কথার পোষকতায় তোমার কি কি যুক্তি আছে? (১৭৭ ১৭৯ ১৬)

৫১। কোন সময়ে ও কি জন্য ইংরাজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সূত্রপাত হয়? ভারতের একখানি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া কর্ণাট যুদ্ধের প্রাক্কালে ইংরাজদিগের অধিকার দেখাইয়া দাও। (১৮৮, ১৯৫ ১৯৬)

৫২। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসীতে যে বিবাদ হয়, কারণ সহ তাহার স্থূল স্থূল বিবরণ বর্ণন কর। (১৯৬ ২০০)

৫৩। আকবরের মৃত্যুর পর হইতে সিরাজ-উদ্দৌলার রাজত্ব পর্য্যন্ত যথাক্রমে সুবাদারগণের নাম সহ বাঙ্গালার একটী ধারাবাহিক ইতিহাস লিখ। এবং মুর্শিদকুলী খাঁ হইতে মীরকাশিম পর্য্যন্ত বাঙ্গালার নবাবগণের একটী তালিকা দাও। (২০০ ২০৪)

৫৪। হায়দরের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণন কর কি কারণে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার প্রথম বিবাদ সংঘটিত হয়? (২১৪)

৫৫। "রেগুলেটিং এক্ট" কাহাকে বলে? ইণ্ডিয়া বিলের সহিত ইহার প্রভেদ কি? রেগুলেটিং এক্টের প্রধান প্রধান নিয়মগুলি লিখ। (২১৭, ২'

৫৬। কারণ, পক্ষ ও পরিণামফল সহ দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ, পিণ্ডারী যুদ্ধ, নেপাল যুদ্ধ ও পলাশীর যুদ্ধ বর্ণন কর। (২২৭ ২৩৮, ২৩৭, ২০)

৫৭। মার্ক্ইস অব্ ওয়েলেসলির সদনুষ্ঠানগুলির উল্লেখ কর এবং তাহার রাজনীতি বর্ণন কর। (২৩৪, ২৩০)

৫৮। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসন কালের ঘটনাবলী লিখ। (২৪৩-২৪৭)

৫৯। মুদ্রাযন্ত্রের উপযোগিতা কি? এ দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ কর। মেট্‌কাফের নাম চিরস্মরণীয় কেন? (২৪৭-৪৮)

৬০। কারণ, পক্ষ প্রসিদ্ধ ঘটনা ও পরিণামফল সহ নিম্নলিখিত যুদ্ধগুলি বর্ণন কর:—প্রথম কাবুল যুদ্ধ, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ ও শেষ ব্রহ্মযুদ্ধ। (২৫০ ২৫৩, ২৫৯, ২৭৮)

৬১। বন্ধুর সময় হইতে রণজিতের মৃত্যু পর্য্যন্ত সংক্ষেপে শিখ জাতির ইতিহাস লিখ। (২৫৪)

২। ডালহৌসীর রাজত্বকালে সাধারণের হিতকর কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়? (২৫৮)

৭। সিপাহী-বিদ্রোহের কারণ কি? কোন সময়ে ও কোথায় ইহার সূচনা হয়? কোন্ কোন্ স্থানেই বা ইহা ভয়াবহ হইয়া উঠে? এবং কিরূপেই বা উহা প্রশমিত হয়? (২৬৫-২৭২)

আয়কর, স্বতন্ত্র শাসন ও জাতীয় মহাসভা কাহাকে বলে? কি কি উদ্দেশে ও কোন্ কোন্ সময়ে স্থাপিত হয়? (২৪৭, ২৭৭, ২৭৮)

(১০) বিবিধ।

মুসলমান শাসনে হিন্দুদিগের যে সকল সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, কারণ উল্লেখ পূর্ব্বক তাহা নির্দ্দেশ কর।

মোগল ও পাঠান, সিয়া ও সুন্নি ইহাদিগের পরস্পর প্রভেদ কি?

মুসলমান আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? একখানি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া এ সময়ের প্রধান প্রধান হিন্দু রাজ্যগুলি দেখাও।

মোগল ও পাঠান ইহাদের কোন্ শাসন দ্বারা ভারতের অবস্থা সমধিক পরিবর্ত্তিত ও অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছিল? যুক্তির সহিত নিজ মত সমর্থন কর।

মুসলমান শাসনকালে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের অবস্থা কিরূপ ছিল? ইংরাজী শাসনকালে প্রজাদিগের অবস্থার সহিত তাহার তুলনা কর।

মোগলকুলে বাবর হইতে আরঙ্গজীব পর্য্যন্ত সম্রাটদিগের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখ।

রাণা প্রতাপের স্বদেশহিতৈষিতার বৃত্তান্ত যাহা জান বল।

মহারাষ্ট্র ও শিখজাতির অভ্যুত্থান ও পতনের কারণ নির্দ্দেশ কর।

৯। আহ্মদ সাহ আবদালীর ও তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণের বিষয় বর্ণন কর। উহাদের আক্রমণের উদ্দেশ্য একই না পৃথক ছিল?

১০। কোন্ কোন্ ইউরোপীয় জাতি কি কি সূত্র অবলম্বন করিয়া এদেশে আগমন করেন, সংক্ষেপে তাহা বর্ণন কর।

১১। ইংরাজেরা ইউরোপীয় অন্যান্য জাতির বহু পরে আসিয়াও কিরূপে এ দেশে প্রাধান্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন?

১২। যে সকল ঘটনা ইংরাজদিগের ভারতসাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের সহায়তা করিয়াছিল, কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহাদিগের উল্লেখ কর।

১৩। ডুপ্লে ও ক্লাইবএর মধ্যে কে তোমার মতে অধিক রাজনীতি বিশারদ?

১৪। ফক্‌স্ ও পিটের ইণ্ডিয়া বিলের তুলনা কর। ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে কে অধিক রাজনীতিজ্ঞ এবং কেন?

১৫। গবর্ণর, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, গবর্ণর জেনারল ও ভাইসরয় এই চারিটি একার্থ প্রকাশক কি না? যদি কোন প্রভেদ থাকে বুঝাইয়া দাও।

১৬। শাসনকালসহ ভাইসরয়দিগের একটী তালিকা প্রস্তুত কর।

১৭। বঙ্গের বর্ত্তমান্ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কে? বঙ্গীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণ একটী তালিকা প্রস্তুত কর।

১৮। ভারতের কোন্ কোন্ প্রদেশ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের দ্বারা শাসি বোম্বাইয়ের গবর্ণর ও বঙ্গের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের ক্ষমতার কোন ইতর বিশেষ আছে কি না?

১৯। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ গুণ বিচার কর। প্রজাস্বত্ব আইনের দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোনরূপ অঙ্গহানি হইয়াছে কি না? যুক্তির সহিত বর্ণন কর।

২০। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির সময় নির্দ্দেশ কর:—
নন্দকুমারের ফাঁসি, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ নিবারণ, সতীদাহ নিবারণ, ঠগী দমন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান, প্রত্যাহার ও পুনঃপ্রদান, সার টমাস্ রোর দৌত্য, পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, দশসালা বন্দোবস্ত, কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, প্রথম টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে স্থাপন।

২১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ঐতিহাসিক অর্থ লিখ।
জিজিয়া, চৌথ, সর্দ্দেশমুখী, বর্গী, জায়গীর, ডবল ভাতা ও দ্বিবিধ গবর্ণমেণ্ট। (ক) বাঙ্গালা কখন্ দ্বিবিধ গবর্ণমেণ্টের অধীন ছিল?

২২। নিম্নলিখিত যুদ্ধগুলির সময় নির্দ্দেশ কর:—
নারায়ণের প্রথম যুদ্ধ, হলদিঘাটি, পলাশী, বক্‌সার, আসাই, মিং মহারাজপুর, সোব্রাওঁ ও চিলিয়ান্ ওয়ালা।

২৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে যাহা যান সংক্ষেপে লিখ:—
সার আয়র কুট, রণজিৎসিংহ, নানা সাহেব, সার হিউ গফ, ভাস্কো ডা গামা, মানসিংহ, তোডরমল্ল, প্রতাপ সিংহ, বৈরাম খাঁ, আবুল ফাজল।

২৪। নিম্নলিখিত স্থানসমূহ কি কি উপায়ে কোন্ কোন্ সময়ে ইংরাজদিগের হস্তগত হয়:—
মান্দ্রাজ, কলিকাতা, আসাম, কুর্গ, ব্রহ্মদেশ, অযোধ্যা ও নাগপুর।